Biddabari
your success benchmark

BCS প্রিলিমিনারি লেকচার শিট

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

পিএসসি কর্তৃক নির্ধারিত বিসিএস প্রিলিমিনারি

Syllabus

বিষয়: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

পূর্ণমান: ৩৫

বাংলা ভাষা: ১৫

প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, বানান ও বাক্য শুদ্ধি, পরিভাষা, সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ, ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ, পদ, বাক্য, প্রত্যয়, সন্ধি ও সমাস

সাহিত্য:

(ক) প্রাচীন ও মধ্যযুগ ০৫

(খ) আধুনিক যুগ (১৮০০-বর্তমান পর্যন্ত) ১৫

সর্বমোট : ৩৫

BCS প্রিলিমিনারি লেকচার শিট

সূচিপত্র

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার নং	বিষয়	টপিকস	পৃষ্ঠা নং
লেকচার-১	সাহিত্য-০১	বাঙালি জাতির উদ্ভব, বাংলা ভাষার উদ্ভব, বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ, প্রাচীন যুগের সাহিত্য: চর্যাপদ	৫-১৮
লেকচার-২	সাহিত্য-০২	মধ্যযুগের সাহিত্য-১: অন্ধকার যুগ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, জীবনী সাহিত্য , বৈষ্ণব পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, মনসামঙ্গল কাব্য, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, অন্নদামঙ্গল কাব্য, কালিকামঙ্গল কাব্য, ধর্মমঙ্গল কাব্য	১৯-৩৮
লেকচার-৩	সাহিত্য-০৩	মধ্যযুগের সাহিত্য-২: অনুবাদ সাহিত্য, রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান, রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগের সাহিত্য-৩: লোকসাহিত্য ও গীতিকা, উপকথা, লোকগীতি, রূপকথা, ছড়া, শায়ের ও কবিওয়ালা, পুঁথিসাহিত্য, নাথসাহিত্য, মর্সিয়া-সাহিত্য, মধ্যযুগের সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক	৩৯-৬০
লেকচার-৪	ব্যাকরণ-০১	ভাষা, ব্যাকরণ, বাংলা লিপি, ধ্বনি ও বর্ণ	৬১-৮০
লেকচার-৫	ব্যাকরণ-০২	ধ্বনি পরিবর্তন, বর্ণের উচ্চারণ, অক্ষর	৮১-৯২
লেকচার-৬	সাহিত্য-০৪	আধুনিক যুগ-১: আধুনিক যুগ ও বাংলা গদ্যের উদ্ভব, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও পণ্ডিতগণ, শ্রীরামপুর মিশন, উইলিয়াম কেরি, রামরাম বসু, রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হ্যানা ক্যাথরিন ম্যালেন্স, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালী প্রসন্ন সিংহ, স্বর্ণকুমারী দেবী, লালন সাঁই	৯৩-১০৬
লেকচার-৭	ব্যাকরণ-০৩	ণ-ত্ব বিধান, ষ-ত্ব বিধান, প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, বানান শুদ্ধিকরণ, বাক্য শুদ্ধিকরণ	১০৭-১৩০
লেকচার-৮	ব্যাকরণ-০৪	শব্দ ও শব্দ প্রকরণ, লিঙ্গ প্রকরণ	১৩১-১৪৫
লেকচার-৯	সাহিত্য-০৫	আধুনিক যুগ-২ : পিএসসি নির্ধারিত ১১ সাহিত্যিকের ৯ জন ১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৩. মীর মোশাররফ হোসেন ৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫. জসীম উদ্‌দীন ৬. দীনবন্ধু মিত্র ৭. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ৮. কায়কোবাদ ৯. ফররুখ আহমদ	১৪৬-১৭০
লেকচার-১০	সাহিত্য-০৬	আধুনিক যুগ-৩ ১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৩. জহির রায়হান ৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ৭. আবুল কালাম শামসুদ্দীন ৮. সিকান্দার আবু জাফর ৯. আল মাহমুদ ১০. আবু ইসহাক ১১. সৈয়দ আলী আহসান	১৭১-১৯৪
লেকচার-১১	ব্যাকরণ-০৫	কারক, বিভক্তি, ছন্দ ও অলঙ্কার, সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ	১৯৫-২১৪

লেকচার-১২	ব্যাকরণ-০৬	সন্ধি, বাগ্‌ধারা, একই শব্দের বিভিন্নার্থে প্রয়োগ	২১৫-২৩৮
লেকচার-১৩	সাহিত্য-০৭	**আধুনিক যুগ-৪:** ১. কাজী নজরুল ইসলাম ২. প্রমথ চৌধুরী ৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৫. ইসমাইল হোসেন সিরাজী ৬. জহির রায়হান ৭. অমিয় চক্রবর্তী । **অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিক:** গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, মোজাম্মেল হক, এস ওয়াজেদ আলী, কামিনী রায়, যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শেখ ফজলল করিম, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, নজিবর রহমান, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, কাজী ইমদাদুল হক, রামেন্দু সুন্দর ত্রিবেদী, ড. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, দীনেশচন্দ্র সেন, বুদ্ধদেব বসু, শহীদুল্লা কায়সার, আনোয়ার পাশা, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, আবুল মনসুর আহমেদ, শাহাদাত হোসেন	২৩৯-২৬৬
লেকচার-১৪	ব্যাকরণ-০৭	সমাস, দ্বিরুক্ত শব্দ, বাক্য সংকোচন	২৬৭-২৯৬
লেকচার-১৫	ব্যাকরণ-০৮	প্রকৃতি ও প্রত্যয়, সংখ্যাবাচক শব্দ, সমার্থক শব্দ/প্রতিশব্দ, বিপরীত শব্দ	২৯৭-৩১৬
লেকচার-১৬	সাহিত্য-০৮	**আধুনিক যুগ-৫ :** **গুরুত্বপূর্ণ কবি ও সাহিত্যিক: ১৫ জন** ১. মুনীর চৌধুরী ২. হুমায়ুন আহমেদ ৩. শামসুর রাহমান ৪. সেলিনা হোসেন ৫. নীলিমা ইব্রাহীম ৬. শওকত ওসমান ৭. সেলিম আল দীন ৮. মমতাজউদ্দীন আহমেদ ৯. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১০. সৈয়দ শামসুল হক ১১. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ১২. হাসান হাফিজুর রহমান ১৩. আব্দুল্লাহ আল মামুন ১৪. নির্মলেন্দু গুণ ১৫. বেগম সুফিয়া কামাল । **অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিক** হুমায়ুন আজাদ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, আবু জাফর শামসুদ্দীন, বদরুদ্দিন উমর, ড. আহমদ শরীফ, রাবেয়া খাতুন, আবদুল মান্নান সৈয়দ, শওকত আলী, রশীদ করিম, আনোয়ার পাশা, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, সরদার জয়েনউদ্দীন, আহমদ ছফা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ড. আনিসুজ্জামান, আহসান হাবীব, সিকান্দার আবু জাফর, আব্দুল্লাহ আল মামুন, আবদুল মান্নান সৈয়দ, নুরুল মোমেন, মামুনুর রশীদ, সৈয়দ মুজতবা আলী, রাজশেখর বসু, মওলানা আকরম খাঁ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, মুহম্মদ আব্দুল হাই, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, কাজী মোতাহার হোসেন, ইব্রাহিম খাঁ, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সমর সেন, বন্দে আলী মিয়া, সুফী মোতাহার হোসেন, আবদুল কাদির, ইব্রাহীম খাঁ, বন্দে আলী মিয়া । **আধুনিক যুগ-৬:** ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ এবং চলচিত্র; বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের প্রধান চরিত্র, প্রকৃতি ও রচয়িতা; রচনার শ্রেণি ও উপজীব্য; বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি, উদ্ধৃতি ও গান; কবি সাহিত্যিকদের উপাধি ও ছদ্মনাম ।	৩১৭-৩৭২
লেকচার-১৭	ব্যাকরণ-০৯	পদ প্রকরণ, কাল ও পুরুষ, বাংলা অনুজ্ঞা, বাচ্য ও উক্তি, প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ, পারিভাষিক শব্দ	৩৭৩-৩৯৬
লেকচার-১৮	ব্যাকরণ-১০	উপসর্গ, বাক্য প্রকরণ, বাক্য রূপান্তর, যতি বা ছেদ চিহ্ন, অনুবাদ	৩৯৭-৪২০

BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার ০১

Lecture Contents

সিলেবাস আলোচনা

- বাঙ্গালি জাতির উদ্ভব
- বাংলা ভাষার উদ্ভব
- বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ
- প্রাচীন যুগের সাহিত্য: চর্যাপদ

সিলেবাস আলোচনা

শিক্ষক PSC'র পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস বিশ্লেষণ আকারে আলোচনা করবেন।

বাঙালি জাতির উদ্ভব

নীহাররঞ্জন রায় তাঁর "বাঙালীর ইতিহাস" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ধর্মীয় তথ্য অনুযায়ী- হযরত নূহ (আ) এর মহাপ্লাবনের পর বেঁচে যাওয়া চল্লিশ জোড়া নর-নারীকে বংশ বিস্তার এবং বিশ্বব্যাপী বসতি গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়েছিল। নূহ (আ) এর পুত্র 'হাম' পিতার নির্দেশে এশীয় অঞ্চলে আসেন। হাম এর পুত্র হিন্দ এর নামানুসারে হিন্দুস্তান, সিন্দ এর নামানুসারে সিন্ধুর নামকরণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। হিন্দের সন্তান 'বঙ্গ' ভারতের পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। বঙ্গ এর সন্তানরাই বাঙাল নামে পরিচিত।

বঙ্গ (ব্যক্তি) + আহাল (সন্তান) → বঙ্গাহাল → বাঙাল → বাঙালি।

বাংলা ভাষার উদ্ভব

বাংলা ভাষা ইন্দো- ইউরোপীয় মূল ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, খ্রিস্টপূর্ব ৫,০০০ বছর পূর্বে ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার অস্তিত্ব ছিল। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ বছর পূর্বে ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার দুই শাখা কেন্তম ও শতম শাখার ইন্দো এশীয় রূপ শতম শাখা থেকে প্রাচীন আর্য ভাষার উদ্ভব। ভারতীয় আর্য শাখার সৃষ্টি হয় প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দে।

ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তর :

(ক) **প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা:** খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ভাষা হচ্ছে- বৈদিক ও সংস্কৃত। আর্যদের ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' এর ভাষা হচ্ছে-বৈদিক। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে বিখ্যাত বৈয়াকরণ ও পণ্ডিত পাণিনি বৈদিক ভাষার সংস্কার করে নির্দিষ্ট সূত্র প্রদান করেন। এটি সংস্কৃত নামে পরিচিত। আর্য ভাষায় সাধারণের জড়তাপূর্ণ উচ্চারণের ফলে তৎসম শব্দের পরিবর্তন সাধিত হয় এবং পালি ভাষার উদ্ভব ঘটে।

(খ) **মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা:** খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার স্তরগুলো হচ্ছে- পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ। প্রাকৃত ভাষা অঞ্চল ভেদে বিভক্ত হয়েছে যেমন- মাগধী, মহারাষ্ট্রী, অর্ধ-মাগধী ও সৌরসেনী।

(গ) **নব্য ভারতীয় আর্যভাষা:** খ্রিস্টীয় দশম শতক থেকে আধুনিক কাল। দশম থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল। নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় বিভক্ত শাখা হচ্ছে- বাংলা, হিন্দি, মৈথিলি, অসমিয়া, উড়িয়া, ভোজপুরিয়া, মারাঠি ইত্যাদি। প্রাকৃত ভাষার দুর্বল কাঠামো এবং ব্যাকরণবদ্ধ রূপের স্থিতি না থাকায় জনসাধারণের উচ্চারণে ও শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয় এবং নানা অপভ্রংশের সৃষ্টি হয়। পূর্ব ভারতে প্রচলিত মাগধী প্রাকৃতজাত মাগধী অপভ্রংশ হতে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে বাংলা ভাষা উৎপত্তি লাভ করে।

- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তি খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল দশম শতকে।
- স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন ও ড. সুনীতিকুমারের মতে, মাগধী প্রাকৃতের বিকৃত রূপ মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।
  ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, গৌড়ীয় প্রাকৃতের অপভ্রংশ রূপ গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলি

ক্র:	গ্রন্থ	রচয়িতা
০১	বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা	✓ গোপাল হালদার
০২	বাংলা সাহিত্যের কথা	✓ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
০৩	বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত	✓ ওয়াকিল আহমদ
০৪	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	✓ সুকুমার সেন

ক্র:	গ্রন্থ	রচয়িতা
০৫	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	✓ কাজী দীন মুহাম্মদ
০৬	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত	✓ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
০৭	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত	✓ মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান
০৮	লোকসাহিত্য	✓ আশরাফ সিদ্দিকী
০৯	বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য	✓ আহমদ শরীফ
১০	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য	✓ দীনেশচন্দ্র সেন
১১	সাহিত্য-সমীক্ষা	✓ সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
১২	ছন্দ সমীক্ষণ	✓ আব্দুল কাদির
১৩	ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব	✓ মুহম্মদ আব্দুল হাই
১৪	কবিতার কথা	✓ সৈয়দ আলী আহসান
১৫	বাঙালির ইতিহাস	✓ নীহাররঞ্জন রায়
১৬	আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য	✓ ড. মুহম্মদ এনামুল হক
১৭	লাল নীল দীপাবলী, কত নদী সরোবর	✓ ড. হুমায়ুন আজাদ
১৮	বৌদ্ধগান ও দোঁহা	✓ ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সংগ্রাহক)
১৯	আধুনিক বাংলা সাহিত্য	✓ মোহিতলাল মজুমদার

ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তর:

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (খ্রিস্টপূর্ব ১২০০-৬০০ অব্দ)
↓
মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা (খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-১০০০ খিস্ট্রাব্দ)
↓
নব্য ভারতীয় আর্যভাষা (খ্রিস্টীয় দশম-আধুনিক কাল)

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও জন্মের উৎস বিষয়ক মতবাদ:

ভাষা পণ্ডিত	উৎপত্তি	উৎস
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক	গৌড়ীয় প্রাকৃত
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন	দশম শতক	মাগধী প্রাকৃত

এক কথায় উত্তর

১. **বাংলা ভাষা কোন ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?**
উত্তর: ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর।

২. **ভারতীয় আর্যভাষার কয়টি স্তর?**
উত্তর: তিনটি (৩) স্তর।

৩. **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি কত শতকে?**
উত্তর: সপ্তম শতকে।

৪. **বাংলা ভাষা কোন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?**
উত্তর: ইন্দো-ইউরোপীয়।

৫. **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার অস্তিত্ব ছিল কখন?**
উত্তর: খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ বছর পূর্বে।

৬. **ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার শাখা কয়টি?**
উত্তর: দুইটি।

৭. **শতম শাখা উদ্ভব হয়েছে কোনটি?**
উত্তর: ইন্দো এশীয়রূপ।

৮. **কখন ভারতীয় আর্য শাখার সৃষ্টি হয়?**
উত্তর: প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দে।

৯. **আর্যদের ধর্মগ্রন্থ কী?**
উত্তর: বেদ।

১০. **'বেদ' এর ভাষা কী?**
উত্তর: বৈদিক।

১১. **কখন পণ্ডিত পাণিনি বৈদিক ভাষার সংস্কার করেন?**
উত্তর: খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে।

১২. **কে বৈদিক ভাষা সংস্কার করে নির্দিষ্ট সূত্র প্রদান করেন?**
উত্তর: পাণিনি।

১৩. **আর্যগোষ্ঠী ভারতবর্ষে প্রবেশ করে কবে?**
উত্তর: খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে।

১৪. **আর্যরা বাংলায় প্রবেশ করে কবে?**
উত্তর: খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে।

১৫. **প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা সময়সীমা কত?**
উত্তর: খ্রিস্টপূর্ব ১২০০- খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ।

১৬. **নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সময়সীমা কত?**
উত্তর: খ্রিস্টীয় দশম শতক।

১৭. **বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল কত?**
উত্তর: দশম থেকে চতুর্দশ শতক।

১৮. **কখন মাগধী অপভ্রংশ হতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি লাভ করে?**
উত্তর: খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে।

১৯. **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি কবে?**
উত্তর: খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক।

২০. **ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তি কবে?**
উত্তর: দশম শতকে।

২১. **স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন ও ড. সুনীতিকুমারের মতে বাংলা ভাষার জন্ম কোন ভাষা থেকে?**
উত্তর: মাগধী অপভ্রংশ।

২২. **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা ভাষার জন্ম কোন ভাষা থেকে?**
উত্তর: গৌড়ীয় অপভ্রংশ।

২৩. **'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' কে রচনা করেন?**
উত্তর: সুকুমার সেন ও কাজী দীন মোহাম্মদ (একই নামে দু'জনে দুটি বই রচনা করেন)।

২৪. **'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' কে রচনা করেন?**
উত্তর: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৫. **'বাংলা সাহিত্যের কথা'- কে রচনা করেন?**
উত্তর: ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

২৬. **'বাংলা সাহিত্যে রূপরেখা' গ্রন্থটি রচয়িতা কে?**
উত্তর: গোপাল হালদার।

২৭. **'লোকসাহিত্য' গ্রন্থটি কে রচনা করেন?**
উত্তর: আশরাফ সিদ্দিকী।

২৮. **'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'- গ্রন্থটি রচনা করেন কে?**
উত্তর: দীনেশচন্দ্র সেন।

২৯. 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উত্তর: নীহাররঞ্জন রায়।

৩০. 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব'- কে রচনা করেন?
উত্তর: মুহম্মদ আব্দুল হাই।

৩১. 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য'- গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
উত্তর: মোহিতলাল মজুমদার।

৩২. বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোন শতাব্দীতে?
উত্তর: সপ্তম শতকে।

৩৩. বাংলা ভাষা কোন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?
উত্তর: ইন্দো-ইউরোপীয়।

৩৪. বাংলা ভাষার আনুমানিক বয়স কত?
উত্তর: চৌদ্দশত বছর বা এক হাজার বছরের অধিক।

৩৫. বাংলা ভাষার পূর্ব স্তরের নাম কী?
উত্তর: প্রাকৃত।

৩৬. সহোদর ভাষাগোষ্ঠী কোনগুলো?
উত্তর: বাংলা ও অসমিয়া।

Teacher's Work

১. বাংলা আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা কী/ বাংলা আদি অধিবাসীগণ/ জনগোষ্ঠী কোন ভাষাভাষী ছিল?
ক সংস্কৃত খ বাংলা
গ অস্ট্রিক ঘ হিন্দি **গ**

২. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে-
ক সংস্কৃত থেকে খ পালি থেকে
গ অপভ্রংশ থেকে ঘ প্রাকৃত থেকে **ঘ**

৩. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়-
ক সপ্তম খ্রিস্টাব্দে খ সপ্তম খ্রিস্ট পূর্বাব্দে
গ খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে ঘ খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে **ক**

৪. বাংলা ভাষার বয়স কত?
ক ১০০০ বছর খ ২০০০ বছর
গ ২৫০০ বছর ঘ ২৭০০ বছর **ক**

৫. 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থটির প্রণেতা-
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ গোপাল হালদার
গ ওয়াকিল আহমদ ঘ সুকুমার সেন **খ**

৬. কেন্তুমের কোন দুটি শাখা এশিয়ার অন্তর্গত? [৪৩তম বিসিএস]
ক হিত্তিক ও তুখারিক খ তামিল ও দ্রাবিড়
গ আর্য ও অনার্য ঘ মাগধী ও গৌড়ী **ক**

৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক) কারা রচনা করেন? [২২তম বিসিএস]
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও সৈয়দ হাসান আলী
খ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও মুহম্মদ আব্দুল হাই
গ মুহম্মদ আব্দুল হাই, আনিসুজ্জামান ও আনোয়ার পাশা
ঘ মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান **ঘ**

৮. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে নিম্নোক্ত একটি ভাষা থেকে-[১৭তম বিসিএস]
ক সংস্কৃত খ পালি
গ প্রাকৃত ঘ অপভ্রংশ **গ**

বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ

❑ চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন। 'চর্যাপদ' থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে।

১. **প্রাচীন যুগ**- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ৯৫০ খ্রি. থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে ৬৫০ খ্রি. থেকে ১২০০ খ্রি.। প্রাচীন যুগের নিদর্শন- চর্যাপদ। এর ভাষা সান্ধ্য বা আলো আঁধারির ভাষা।

২. **মধ্যযুগ**- ১২০০ খ্রি. থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

মধ্যযুগের বাংলা ভাষার দুটি স্তর-

(i) **মধ্যযুগের আদিস্তর**- চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীকাল। এ স্তরের ভাষায় পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার প্রয়োগ ও সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার হয়।

এ স্তরের সাহিত্যিক নিদর্শন-
→ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন - বড়ু চণ্ডীদাস
→ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় - মালাধর বসু
→ রামায়ণ পাঁচালী - কৃত্তিবাস
→ মহাভারত পাঁচালী - কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী
→ মনসামঙ্গল - নারায়ণদেব, বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত
→ চণ্ডীমঙ্গল - মানিক দত্ত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দুটি ধারা:
(ক) কাহিনি কাব্য
(খ) গীতিকাব্য।

মধ্যযুগে নবজাগরণের মন্ত্রধ্বনি নিয়ে আগমন ঘটে শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩)।

শ্রীচৈতন্যদেবের নামানুসারে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা হয়।
(ক) চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগ (১২০১-১৫০০ খ্রিস্টাব্দ)
(খ) চৈতন্য যুগ (১৫০১-১৬০০ খ্রিস্টাব্দ)
(গ) চৈতন্য পরবর্তী যুগ (১৬০১-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ)

বৈষ্ণব পদাবলী- বাংলা ও মৈথিলি ভাষার সংমিশ্রণে ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী লেখা হয়েছে।

(ii) মধ্যযুগের অন্তর্গত- ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী।
ষোড়শ শতাব্দী-বাংলা ভাষায়-আরবি-ফারসি শব্দের প্রভাব।

বাংলা ভাষার মার্জিত রূপ লাভ-ভারত চন্দ্র রায়গুণাকরের হাতে।

৩. **আধুনিক যুগ**-১৮০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রবাহমান। এ সময়ে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা, বিকাশ-পরিণতি ঘটে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভাষারীতি দুটি- সাধু ও চলিত।

এক কথায় উত্তর

১. **বাংলা সাহিত্যকে কয়টি যুগে ভাগ করা হয়েছে?**
উত্তর: তিনটি (৩) যুগে।

২. **বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কবে থেকে শুরু হয়?**
উত্তর: চর্যাপদের কাল থেকে।

৩. **মধ্যযুগের কাব্যের প্রধান ধারা কয়টি?**
উত্তর: ৪টি।

৪. **প্রাচীন যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কী?**
উত্তর: ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও ধর্মনির্ভরতা।

৫. **আধুনিকযুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কী?**
উত্তর: আত্মচেতনা, জাতীয়তাবোধ ও মানবতার জয়জয়কার।

৬. **মধ্যযুগকে কয়ভাবে ভাগ করা হয়?**
উত্তর: ৩ ভাগে।

৭. **দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের যুগ কয়ভাগে বিভক্ত করেছেন?**
উত্তর: ৫ ভাগে।

৮. **চৈতন্য যুগের সময়সীমা কত?**
উত্তর: ১৫০১-১৬০০ খ্রিস্টাব্দ।

৯. **প্রাকচৈতন্য যুগের স্থিতিকাল কত?**
উত্তর: ১২০১-১৫০০ খ্রিস্টাব্দ।

১০. **মধ্যযুগের আদি স্তর কোনটি?**
উত্তর: চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীকাল।

১১. **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কয়টি ধারা?**
উত্তর: ২টি ধারা।

১২. **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রাচীন যুগের সময়সীমা কত?**
উত্তর: ৯৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ।

১৩. **ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে প্রাচীন যুগের সময়সীমা কত?**
উত্তর: ৬৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ।

১৪. **বাংলা সাহিত্যের আধুনিকযুগ কবে শুরু হয়?**
উত্তর: ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ - বর্তমান।

১৫. **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, আদি মধ্যযুগ বা প্রাকচৈতন্য যুগ কোনটি?**
উত্তর: ১৩০০-১৫০০ খ্রিস্টাব্দ।

১৬. **বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সময়সীমা কত?**
উত্তর: ১২০১-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

Teacher's Work

১. **বাংলা সাহিত্যের যুগকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?**
ক ৪ টি খ ৩ টি গ ৫ টি ঘ ৬ টি — খ

২. **বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ কবে শুরু হয়?**
ক ১৮০১ খ ১৯০১ গ ২০০১ ঘ ২০১১ — ক

৩. **'সান্ধ্যভাষা' কোন সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত?** [৩৮তম বিসিএস]
ক চর্যাপদ খ পদাবলি গ মঙ্গলকাব্য ঘ রোমান্সকাব্য — ক

৪. **বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন কোনটি?** [৩৫তম বিসিএস]
ক নিরঞ্জনের উষ্মা খ গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস গ দোহাকোষ ঘ ময়নামতির গান — গ

৫. **বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ।** [৩৪তম বিসিএস]
ক ৪৫০-৬৫০ খ ৬৫০-৮৫০ গ ৬৫০-১২০০ ঘ ৬৫০-১২৫০ — গ

চর্যাপদ

১. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদ।
২. চর্যাপদ কবিতা বা গানের সংকলন।
৩. চর্যাপদ বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধনতত্ত্ব বা সাধন সঙ্গীত।

চর্যাপদের ভিন্ন নাম সমূহ

১. আশ্চর্যচর্যাচয় ২. চর্যাচর্যবিনিশ্চয়
৩. চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয় ৪. চর্যাগীতিকোষ
৫. চর্যাগীতি

চর্যাপদের আবিষ্কারের প্রেক্ষাপট

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৮২ সালে 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' নামক গ্রন্থে কিছু কথা প্রকাশ করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের এ গ্রন্থ থেকেই সর্বপ্রথম চর্যাপদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বাংলা, বিহার ও আসামের পুঁথি সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়ে মহামহোপাধ্যায় ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা 'রয়েল লাইব্রেরি' থেকে চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামক পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। চর্যাপদের সাথে আরো তিনটি গ্রন্থ পাওয়া যায়–
১. সরহপাদের দোহা ২. কৃষ্ণপাদের দোহা, ৩. ডাকার্ণব।

চর্যাপদের প্রকাশ

১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে উল্লেখিত চারটি গ্রন্থ চর্যাপদ, ডাকার্ণব, দোহাকোষ, সরহপাদ একত্রে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়।

চর্যাপদের নেপালে পাওয়ার কারণ

পাল আমলে চর্যাপদের বিকাশ ঘটলেও সেন আমল ছিল চর্যাপদের জন্য দুঃসময়। সেন বংশ হিন্দু ধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কার রাজধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর পরে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ এ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই বাংলা সাহিত্যের এই আদি নিদর্শন চর্যাপদ বাংলার বাহিরে নেপালে পাওয়া যায়।

চর্যাপদের রচনাকাল

সাধারণভাবে ধরা হয় চর্যাপদের রচনাকাল ৬৫০-১২০০ খ্রি. = ৫৫০ বছর। চর্যাপদের পদগুলোর রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন।

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতামত–

ভাষা পণ্ডিতগণ	চর্যাপদের রচনাকাল
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে	৬৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ।
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ অধিকাংশের মতে	৯৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দে।
ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, মণীন্দ্রমোহন বসু প্রমুখ পণ্ডিত মতে	খ্রিস্টীয় দশম-দ্বাদশ।
ড. সুকুমার সেনের মতে	দশম হতে মধ্য চতুর্দশ শতাব্দী।

তবে চর্যাপদের রচনাকাল সম্পর্কে সুনীতিকুমার ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতামত দুইটিই সর্বজনগৃহীত।

চর্যাপদের বয়স

১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে, ২০২৪ সাল অনুযায়ী (৬৫০ থেকে ২০২২) বছর = ১৩৭৪ বছর (প্রায়)।
২. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ অধিকাংশের মতে, ২০২৪ সাল অনুযায়ী (৯৫০ থেকে ২০২২) বছর = ১০৭৪ বছর।

চর্যাপদের ভাষা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা কিংবা প্রাচীন বঙ্গকামরূপি। এছাড়াও অপভ্রংশ, হিন্দি, মৈথিলী, অসমিয়া, উড়িয়া ভাষার শব্দের প্রয়োগ আছে। এ কারণে অসমিয়া, উড়িয়া, মৈথিলী ভাষী পণ্ডিতগণ চর্যাপদকে নিজেদের সাহিত্য হিসেবে দাবি করেছেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে বিজয়চন্দ্র মজুমদার History of the Bengali Language গ্রন্থে চর্যাপদের ভাষা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা না বলে মতামত দেন। তবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, 'সেকালের বাংলা, অসমিয়া ও উড়িয়া ভাষার পার্থক্য ছিল সামান্যই'। এই ভাষাগুলোকে বাংলার সহোদর ভাষাগোষ্ঠী বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর The Origin and Development of the Bengali Language (ODBL. গ্রন্থে চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রথম আলোচনা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে চর্যাপদ বাংলা ভাষায় রচিত। চর্যাপদ সন্ধ্যা বা সান্ধ্য বা আলো-আঁধারি ভাষায় রচিত।

চর্যাপদের পদকর্তা ও পদসংখ্যা

চর্যাপদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তৃক ১৯১৬ সালে প্রকাশিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামক গ্রন্থের চব্বিশ জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের রচিত চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের সাড়ে ছেচল্লিশটি গান। চর্যাপদের মোট পদসংখ্যা ৫১টি (মতান্তরে: ৫০টি)।

১. পদগুলোর পদকর্তাগণ 'সিদ্ধাচার্য' বা 'মহাসিদ্ধা' নামে খ্যাত। তাঁরা গুরুপ্রদত্ত তন্ত্রমতে দীক্ষিত এবং তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন।
২. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের রচয়িতা ২৩ জন।
৩. সুকুমার সেনের মতে চর্যাপদের রচয়িতা ২৪ জন।

পদকর্তা	পদসংখ্যা	পদকর্তা	পদসংখ্যা
কাহ্নপা	১৩টি	ভুসুকুপা	৮টি
সরহপা	৪টি	কুক্কুরীপা	৩টি
লুইপা	২টি	শবরপা	২টি
শান্তিপা	২টি		
বিরুপা, গুণ্ডুরীপা, চাটিল্লপা, ডোম্বীপা, আর্যদেবপা, ঢেণ্ডনপা, দারিকপা, ভাদেপা, তাড়কপা, কঙ্কণপা, জয়নন্দীপা, ধর্মপা, তন্ত্রীপা, মহীধরপা, কম্বলরপা, বীণাপা			প্রত্যেকে ১টি করে পদ রচনা করেন।

৪. লাড়ীডোম্বীপার কোনো পদ পাওয়া যায়নি।
৫. তন্ত্রীপার ২৫নং পদটি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

চর্যাপদের কবিগণের পরিচয়

লুইপা :

১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে তিনি বাংলাদেশের ছিলেন।
২. সংস্কৃত ভাষায় তিনি ৫টি গ্রন্থ রচনা করেন।
৩. 'অভিসময় বিভঙ্গ' রচয়িতা– লুইপা।
৪. চর্যাপদের আদি সিদ্ধাচার্য– লুইপা।
৫. লুইপা ছিলেন– উড়িষ্যার রাজা এবং মন্ত্রীর গুরু।

ঢেণ্ডণপা :

১. ঢেণ্ডণপা পেশায় তাঁতি ছিলেন। তার পদে বাঙালি জীবনের দারিদ্র্যের চিত্র ফুটে উঠেছে। তার বিখ্যাত পদ নং- ৩৩ (১টি মাত্র পদ) যেমন:
টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী
হাড়িত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী– ঢেণ্ডণপা।
অর্থ : টিলার বা পাহাড়ের উপর আমার ঘর, কোনো প্রতিবেশী নেই। হাড়িতে ভাত নেই, অথচ প্রতিদিন প্রেমিকরা এসে ভীড় করে /নিত্য অতিথি আসে।
২. নবম শতকের কবি ঢেণ্ডণপা জন্ম গ্রহণ করেন– উজ্জয়িনী, অবন্তিনগর।
৩. ঢেণ্ডণ শব্দের অর্থ ঢেঁড়ি অর্থাৎ ডুগডুগি বাজিয়ে ভিক্ষা মাগে যে।
৪. তাঁর পদের বিষয় হলো লোক পরিচিত ও প্রহেলিকা মালা। তাঁর আসল নাম 'ঢেণডস' বা ঢেণ্ডস।

শবরপা :

১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে তিনি বাংলাদেশের লোক ছিলেন এবং জীবনকাল ৬৮০-৭৬০ পর্যন্ত। তিনি ব্যাধ (হরিণ শিকারী) ছিলেন।
২. সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় তার গ্রন্থ ১৬টি।
৩. শবরপার রচিত পদের মূল বিষয় হলো– শবর-শবরীর প্রেম কাহিনি।
৪. 'ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী'– শবরপা রচিত পদ।
৫. তাইলা বাড়ী পাসে রে জোহ্ন বাড়ী তা এলা ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশ ফুলিয়া। –শবর পা।

বিরুপা:

১. বীরুপা কবিতায় যে চিত্র পাওয়া যায় : শুঁড়িবাড়ি।
২. 'শুঁড়িবাড়ি' নিয়ে লিখিত চর্যাপদের পদ-৩ নং।
৩. শুঁড়িবাড়ি অর্থ– মদ উৎপাদন ও বিক্রয়কেন্দ্র।
৪. বীরুপা সোমপুরবিহারে বাস করতেন। তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি ত্রিপুরার অধিবাসী ছিলেন।
৫. অনাচারের দায়ে বিহার থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন তিনি।
৬. বিরূপার গুরু ছিলেন জালন্ধরীপাদ।

ভুসুকুপা :

১. তিনি সৌররাষ্ট্রের রাজপুত্র ছিলেন, শেষ জীবনে নালন্দা বৌদ্ধ বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে নিঃসঙ্গভাবে অবস্থান করেন।
২. 'তরঙ্গতে হরিণার খুর ন দীসই' যে কবির রচনা- ভুসুকুপা।
৩. তিনি অশ্বারোহী সৈনিক ছিলেন।
৪. বাঙালি জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়– ভুসুকুপা রচিত পদসমূহে।
৫. ভুসুকুপা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের শিষ্য ছিলেন। তার ৪৯ নং পদে 'বঙ্গালদেশ' ও বাঙ্গালির কথা উল্লেখ আছে।
৬. ভুসুকুপার প্রকৃত নাম– শান্তিদেব।
৭. তাঁর বিখ্যাত পদ- 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী' (পদ-৬)।

কাহ্নপা :

১. 'জে জে আইলা তে তে গেলা' যে কবির রচিত পদ– কাহ্নপা।
২. চর্যাপদের সর্বাধিক পদ রচিয়তা–কাহ্নপা। তার রচিত পদ সংখ্যা ১৩টি। তাঁর জন্ম উড়িষ্যায়। তিনি সোমপুর বিহারে বাস করতেন। তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রে এবং প্রাচীন সঙ্গীতকলায় দক্ষ ছিলেন। তিনি অপভ্রংশ ভাষায় দোহাকোষ রচনা করেন। তিনি পণ্ডিত ভিক্ষু নামে পরিচিত।

৩. সমাজ জীবনের কথা সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে– কাহ্নপার পদে। তাঁর পদগুলোতে নিপুণ কবিত্বশক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

ডোম্বীপা :

১. ত্রিপুরা বা মগধের রাজা ছিলেন– ডোম্বীপা। তাঁর পদে গঙ্গা (পদ্মা) ও যমুনা নদীর কথা উল্লেখ আছে।
২. ডোম্বীপার শখ ছিল– দেশ ভ্রমণ।

মহীধরপা :

১. তাঁর পদের ভাষা প্রাচীন মৈথিলি।
২. মহীধরপার পদে পাপ ও পুণ্যকে দুটি শিকলের সাথে তুলনা করে তা ছিন্ন করে মহারস পান করার কথা বলা হয়েছে।

বীণাপা :

১. চন্দ্র ও সূর্যের চমৎকার উপমা পাওয়া যায়– বীণাপার পদে।

দারিকপা :

১. দারিকপার আসল নাম– ইন্দ্রপাল। তাঁর রচিত পদটি প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত।

ভাদেপা :

১. তিনি কাহ্নপার শিষ্য ছিলেন।
২. পেশায় চিত্রকর ছিলেন– ভাদেপা।

কঙ্কণপা :

১. বাংলার সঙ্গে অপভ্রংশের রূপ পাওয়া যায়– কঙ্কণপার পদে।
২. বিষ্ণুনগরের রাজা ছিলেন– কঙ্কণপা।

ধর্মপা/ধামপা :

১. বিক্রমপুর জন্মগ্রহণ করেন– ধর্মপা।

কুক্কুরীপা :

১. ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন– কুক্কুরীপা।
২. তাকে প্রাচীনতম মহিলা কবি বলে ধারণা করা হয়।
৩. শহীদুল্লাহর মতে কুক্কুরীপা ছিলেন– বাংলাদেশের।
৪. ছলনাময়ী নারীমূর্তি মেলে কুক্কুরীপা রচিত পদে। ২নং পদে তিনি বলেছেন–
'দিবসহি বহুড়ী কাউহি ডর ভাই।
রাতি ভইলে কামরুজাই।'
(অর্থ : দিনের বেলা যে বউটি কাককেও ভয় পায়, রাতে সেই কামরু যায়)
৫. চর্যাপদে পদ্মা নদীকে পউয়াখাল বলা হয়েছে।
৬. কুক্কুরীপা তিব্বতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী একটি নেড়ি কুকুর পুষতেন।

সরহপা :

১. তাঁর পদের ভাষা– বঙ্গকামরূপী। তিনি অপভ্রংশ ভাষায় দোহাকোষ রচনা করেন।
২. সরহপাদের চর্যাগানের মূল বিশেষত্ব হলো– তান্ত্রিক যোগাচার পালনের সহজ আদর্শ।
৩. সরহপা পদাবলির ভাষা– বঙ্গ-কামরূপী।

চাটিল্লপা :

১. নদী, সাঁকো, কাঁদা, জলের বেগ, গাছ ইত্যাদির কথা উল্লেখ পাওয়া যায়– চাটিল্লপারপদে।

শান্তিপা :

১. তার পদের ভাষা প্রাচীন মৈথিলি।
২. তিনি বিহারের বিক্রমশীলায় বাস করতেন।
৩. শান্তিপার প্রকৃত নাম– রত্নাকর।

আর্যদেব পা :

১. তিনি মেবারের রাজা ছিলেন এবং তার পদের ভাষা উড়িয়া।

নব চর্যাপদ

১. নব চর্যাপদ হলো– চর্যাপদের অনুরূপ রচনা বা সাহিত্য।
২. নব চর্যাপদের রচনাকাল (১৩-১৬ শতক.।
৩. নব চর্যাপদ ১৯৮৮ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন– ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪. নব চর্যাপদ নেপাল থেকে আবিষ্কার করেন/সংগ্রহ করেন–ড. শশীভূষণ দাশ গুপ্ত (১৯৬৩)। ড. শশীভূষণ দাশ গুপ্ত নেপাল ও তরাইভূমি থেকে আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেন ২৫০ টি পদ। এর মধ্যে ৯৮টি পদ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু তিনি মারা যান। এরপর ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৮টি পদ ১৯৮৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন।
৫. নব চর্যাপদের মোট পদসংখ্যা-২৫০টি, কিন্তু প্রকাশিত ৯৮টি পদ।

নতুন চর্যাপদ

১. নতুন চর্যাপদ মূলত বজ্রযানী দেবদেবীদের আরাধনার গীত।
২. নতুন চর্যাপদ আবিষ্কার করেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোঃ শাহেদ (২০০৮ সালে নেপাল থেকে।)
৩. নতুন চর্যাপদ প্রকাশ পায় ২০১৭ সালে বাংলা একাডেমি বইমেলাতে।
৪. নতুন পর্যাপদ মোট পদ সংখ্যা = ৪১৩টি।
৫. নতুন চর্যাপদের ভূমিকা অংশটি বিভক্ত– ৪টি ভাগে।
৬. চর্যার নতুন কবি বলা হয়– আবধূ বিনয়শ্রীকে।

চর্যাপদ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য:

১. চর্যাদপদে প্রবাদ বাক্য ৬টি।
২. চর্যাপদের ২৩ নং অর্ধেক, ২৪, ২৫ ও ৪৮ নং পদ পাওয়া যায়নি।
৩. চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
৪. চর্যাপদের আধুনিকতম কবি ভুসুকুপা। তিনি নিজেকে বাঙালি হিসেবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন।
৫. মুনিদত্ত চর্যাপদের পদগুলো টীকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন (১১ নং পদটি ছাড়া)।
৬. 'চর্যাপদ' তিব্বতি ভাষা অনুবাদ করেন কীর্তিচন্দ্র। ১৯৩৮ সালে প্রবোধচন্দ্র বাগচী এটি আবিষ্কার করেন। তখনই জানা যায় চর্যার পদ ছিল মোট ৫১টি। অর্থাৎ সাড়ে তিনটি হারানো পদের কথা জানা যায়।
৭. ১৯২৭ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সর্বপ্রথম চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন।
৮. চর্যাপদ ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন হাসনা জসীম উদ্‌দীন মওদুদ। অনুবাদ গ্রন্থের নাম 'মিস্টিক পোয়েট্রি অব বাংলাদেশ'।

মনে রাখার জন্য চর্যাপদ

আবিষ্কারক- মহামহোপাধ্যায় ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
পদসংখ্যা- ৫১টি (মতান্তরে: ৫০টি)।
আবিষ্কার সাল- ১৯০৭।
প্রাপ্তিস্থান- নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা 'রয়েল লাইব্রেরী'।
কবি সংখ্যা/পদকর্তা- ২৩/২৪।
ছন্দ- মাত্রাবৃত্ত।
ভাষা- সন্ধ্যা বা সান্ধ্য বা আলো-আঁধারি ভাষা।
প্রকাশ কাল- ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ)।
মহিলা কবি- কুক্কুরীপা।
বেশি পদ রচয়িতা- কাহ্নপা।
টীকাকার- মুনিদত্ত।
যে পদ পাওয়া যায় নি- ২৩ নং অর্ধেক, ২৪, ২৫ ও ৪৮ নং।
প্রাপ্ত পদ সংখ্যা- ৪৬$\frac{১}{২}$।

এক কথায় উত্তর

১. প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন কী?
উত্তর: চর্যাপদ।

২. চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন?
উত্তর: মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

৩. কোন সাহিত্যকর্ম সান্ধ্যভাষার প্রয়োগ আছে?
উত্তর: চর্যাপদে।

৪. চর্যাপদ কি বিষয়ের সংকলন?
উত্তর: কবিতা বা গানের।

৫. চর্যাপদ কী?
উত্তর: বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধনতত্ত্ব বা সাধনসঙ্গীত।

৬. সর্বপ্রথম চর্যাপদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় কত সালে?
উত্তর: ১৮৮২ সালে।

৭. চর্যাপদের অস্তিত্বের কথা প্রথম প্রকাশ করে কে?
উত্তর: রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

৮. বাংলা, বিহার ও আসামের পুঁথি সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করেন কে?
উত্তর: ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

৯. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কতসালে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন?
উত্তর: ১৯০৭।

১০. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কোন স্থান থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন?
উত্তর: নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা 'রয়েল লাইব্রেরি' থেকে।

১১. চর্যাপদের সাথে আরো কয়টি গ্রন্থ পাওয়া যায়?
উত্তর: তিনটি।

১২. কে চর্যাপদ সম্পাদনা করেন?
উত্তর: মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

১৩. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে কত সালে চর্যাপদ প্রকাশিত হয়?
উত্তর: ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ)।

১৪. কী নামে চর্যাপদ প্রকাশ করা হয়?
উত্তর: 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'।

১৫. কোন আমলে চর্যাপদের বিকাশ ঘটে?
উত্তর: পাল আমলে।

১৬. চর্যাপদের দুঃসময় ঘটে কোন আমলে?
উত্তর: সেন আমলে।

১৭. কখন চর্যাপদের রচনাকাল ধরা হয়?
উত্তর: ৬৫০-১২০০ খ্রি.।

১৮. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে চর্যাপদের রচনাকাল কবে?
উত্তর: ৬৫০-১২০০ খ্রি.।

১৯. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে চর্যাপদের রচনাকাল কবে?
উত্তর: ৯৫০-১২০০ খ্রি.।

২০. ড. সুকুমার সেনের মতে, চর্যাপদের রচনাকাল কত?
উত্তর: দশম হতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে।

২১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের ভাষা কী?
উত্তর: বঙ্গকামরূপী।

২২. চর্যাপদের ভাষা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন কে?
উত্তর: বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

২৩. বাংলার সহোদর ভাষাগোষ্ঠী কোনগুলো?
উত্তর: অসমিয়া ও উড়িয়া।

২৪. কখন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেন?
উত্তর: ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে।

২৫. কোন গ্রন্থে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাপদের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করেন?
উত্তর: The Origin and Development of the Bengali Language (ODBL)।

২৬. চর্যাপদের ভাষা কী?
উত্তর: সন্ধ্যা বা সান্ধ্য বা আলো-আঁধারি ভাষা।

২৭. কতজন সিদ্ধাচার্য চর্যাপদ রচনা করেন?
উত্তর: চব্বিশ জন (মতান্তরে ২৩ জন)।

২৮. চর্যাপদের পদ সংখ্যা কত?
উত্তর: ৫১টি (মতান্তরে ৫০টি)।

২৯. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের রচয়িতা কত জন?
উত্তর: ২৩ জন।

৩০. সুকুমার সেনের মতে চর্যাপদের রচয়িতা কত জন?
উত্তর: ২৪ জন।

৩১. সর্বাধিক পদ রচনা করেন?
উত্তর: কাহ্নপা (১৩টি)।

৩২. ভুসুকুপা কয়টি পদ রচনা করেন?
উত্তর: ৮টি।

৩৩. কার পদটি খুঁজে পাওয়া যায়নি?
উত্তর: লাড়ীডোম্বীপা।

৩৪. তন্ত্রীপার কততম পদটি খুঁজে পাওয়া যায়নি?
উত্তর: ২৫নং।

৩৫. চর্যাপদে প্রাপ্ত পদের সংখ্যা কত?
উত্তর: $৪৬\frac{১}{২}$ /সাড়ে ছেচল্লিশটি।

৩৬. চর্যাপদ কোন ছন্দে রচিত?
উত্তর: মাত্রাবৃত্ত।

৩৭. চর্যাপদের টীকাকার কে?
উত্তর: মুনিদত্ত।

৩৮. চর্যাপদের একমাত্র মহিলা কবি কে?
উত্তর: কুক্কুরীপা।

৩৯. কুক্কুরীপা কয়টি পদ রচনা করেন?
উত্তর: ৩টি ।

৪০. চর্যাপদের কোন কোন পদ পাওয়া যায়নি?
উত্তর: ২৩ নং অর্ধেক, ২৪, ২৫ ও ৪৮ নং ।

৪১. "আপনা মাংসে হরিণা বৈরী"- পদটি কে রচনা করেন?
উত্তর: ভুসুকুপা ।

৪২. ভুসুকুপার প্রকৃত নাম কী?
উত্তর: শান্তিদেব ।

৪৩. কার পদসমূহে বাঙালি জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়?
উত্তর: ভুসুকুপার ।

৪৪. কে সৌরাষ্ট্রের রাজপুত্র ছিলেন?
উত্তর: ভুসুকুপা ।

৪৫. 'শুঁড়িবাড়ি' অর্থ কী?
উত্তর: মদ উৎপাদন ও বিক্রয়কেন্দ্র ।

৪৬. 'ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী'- পদটির রচয়িতা কে?
উত্তর: শবরপা ।

৪৭. কোন চর্যাকার একজন ব্যাধ ছিলেন?
উত্তর: শবরপা ।

৪৮. চর্যাপদের আদি কবি কে?
উত্তর: লুইপা ।

৪৯. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে প্রাচীনতম চর্যাকার কে?
উত্তর: শবরপা ।

৫০. আধুনিকতম চর্যাকার কে?
উত্তর: ভুসুকুপা ।

৫১. টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী/হাড়িতে ভাত নাঁহি নিতি আবেশী'- পদটির রচয়িতা কে?
উত্তর: ঢেণ্ডণপা (৩৩ নং পদ) ।

৫২. 'ঢেণ্ডণ' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ঢেঁড়ি অর্থাৎ ডুগডুগি বাজিয়ে ভিক্ষা মাগে যে ।

৫৩. 'পদগুলোতে নিপুন কবিত্ব শক্তি প্রকাশ পেয়েছে'- এ উক্তিটি কোন পদকর্তার ক্ষেত্রে সঠিক?
উত্তর: কাহ্নপা ।

৫৪. সঙ্গীতকলায় দক্ষ ছিলেন কে?
উত্তর: কাহ্নপা ।

৫৫. ত্রিপুরার রাজা ছিলেন কোন চর্যাকার?
উত্তর: ডোম্বীপা ।

৫৬. কার পদে গঙ্গা (পদ্মা) ও যমুনা নদীর কথা উল্লেখ আছে?
উত্তর: ডোম্বীপার ।

৫৭. প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত পদটি কার?
উত্তর: দারিকপা ।

৫৮. চর্যাপদে পদ্মা নদীকে কী বলা হয়েছে?
উত্তর: পউয়াখাল ।

৫৯. পেশায় একজন চিত্রকর ছিলেন কে?
উত্তর: ভাদেপা ।

৬০. বাংলার সঙ্গে অপভ্রংশের রূপ পাওয়া যায় কার পদে?
উত্তর: কঙ্কণপার ।

৬১. কে বঙ্গকামরূপী ভাষায় পদ রচনা করেন?
উত্তর: সরহপা ।

৬২. প্রাচীন মৈথিলি ভাষার পদ রচনা করেন কে?
উত্তর: শান্তিপা ।

৬৩. শান্তিপার প্রকৃত নাম কী?
উত্তর: রত্নাকর ।

৬৪. চর্যাপদের প্রবাদ বাক্য কয়টি?
উত্তর: ৬টি ।

৬৫. নিজেকে বাঙালি কবি হিসেবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন কে?
উত্তর: ভুসুকুপা ।

৬৬. বাঙালি কবি হিসেবে পরিচিত কারা?
উত্তর: শবরপা, ভুসুকুপা, লুইপা ।

৬৭. চর্যাপদের প্রথম পদটি কী?
উত্তর: 'কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল/চঞ্চল চীএ পইঠো কাল' ।

৬৮. চর্যাপদ তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করেন কে?
উত্তর: কীর্তিচন্দ্র ।

৬৯. তিব্বতি চর্যাপদ আবিষ্কার করেন কে?
উত্তর: প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৯৩৮ সালে) ।

৭০. কিভাবে সাড়ে তিনটি পদ হারানোর কথা জানা যায়?
উত্তর: তিব্বতি চর্যাপদ আবিষ্কার হলে ।

৭১. চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব নিয়ে বিশ্লেষণ করেন কে?
উত্তর: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯২৭) ।

৭২. চর্যাপদ ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন কে?
উত্তর: হাসনা জসীম উদ্‌দীন মওদুদ ।

৭৩. নব চর্যাপদ কী?
উত্তর: চর্যাপদের অনুরূপ রচনা বা সাহিত্য ।

৭৪. নব চর্যাপদের রচনাকাল কত?
উত্তর: ১৩-১৬ শতক ।

৭৫. নব চর্যাপদ আবিষ্কার করেন কে?
উত্তর: শশীভূষণ দাশ গুপ্ত ।

৭৬. নতুন চর্যাপদ কী?
উত্তর: মূলত বজ্রযানী দেবদেবীদের আরাধনা গীত ।

৭৭. নতুন চর্যাপদ আবিষ্কার করেন কে?
উত্তর: অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোঃ শাহেদ (২০০৮ সালে নেপাল থেকে. ।

৭৮. নুতন চর্যাপদ প্রকাশ পায় কবে?
উত্তর: ২০১৭ সালে (বাংলা একাডেমি বইমেলাতে) ।

৭৯. কাব্যে চর্যার নতুন কবি বলা হয়?
উত্তর: আবধূ বিনয়শ্রীকে ।

৮০. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোন প্রাকৃত স্তর থেকে?
উত্তর: গৌড়ীয় অপভ্রংশ ।

৮১. চর্যাপদের আদি কবি/বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম কবি কে?
উত্তর: শবরপা। (ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ এর মতে), লুইপা (অধিকাংশের মতে)।

৮২. কতজন কবি চর্যাপদ রচনা করেছেন?
উত্তর: ২৪ জন।

৮৩. চর্যাপদ কতটি পদের সংকলন?
উত্তর: একান্নটি। তবে উদ্ধার করা হয়েছে সাড়ে ছেচল্লিশটি।

৮৪. চর্যাপদের ভাষায় কোন অঞ্চলের ভাষার নমুনা পরিলক্ষিত হয়?
উত্তর: পশ্চিম বাংলার প্রাচীন কথ্য ভাষার।

৮৫. বৌদ্ধদের কোন সম্প্রদায়ের সাধকগণ চর্যাপদ রচনা করেন?/চর্যাপদ কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য?
উত্তর: সহজিয়া বৌদ্ধ।

৮৬. চর্যাপদ কোথায় সংরক্ষিত ছিল?
উত্তর: নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগারে।

৮৭. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কবে সম্পাদিত আকারে চর্যাপদ প্রকাশ করেন?
উত্তর: ১৯১৬ সালে।

৮৮. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্যাপদ' যে গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন তার নাম হল–
উত্তর: হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা।

৮৯. কোন সাহিত্যকর্মে সান্ধ্যভাষার প্রয়োগ আছে?
উত্তর: চর্যাপদ।

৯০. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম গ্রন্থ কোনটি?
উত্তর: চর্যাপদ।

৯১. কোন রাজবংশের আমলে চর্যাপদ রচনা শুরু হয়?
উত্তর: পাল আমলে।

৯২. বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ 'চর্যাপদে'র রচনাকাল
উত্তর: সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক।

৯৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কাকে চর্যার আদি কবি মনে করেন?
উত্তর: লুইপা।

৯৪. চর্যাপদ প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?
উত্তর: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা।

৯৫. কোন পণ্ডিত চর্যাপদের পদগুলো টীকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন?
উত্তর: মুনিদত্ত।

৯৬. চর্যাপদ যে বাংলা ভাষায় রচিত, এটি প্রথম প্রমাণ করেন কে?
উত্তর: ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৯৭. চর্যাপদ হলো মূলত–
উত্তর: গানের সংকলন।

Teacher's Work

১. বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ/আদি নিদর্শন কোনটি?
ক শ্রীকৃষ্ণবিজয় খ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ শূন্যপুরাণ ঘ চর্যাপদ — ঘ

২. প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কী?
ক লায়লী-মজনু খ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ চর্যাপদ ঘ পদ্মাবতী — গ

৩. 'চর্যাপদ' কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য?
ক সনাতন হিন্দু খ সহজিয়া বৌদ্ধ গ জৈন ঘ হরিজন — খ

৪. চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে?
ক আরাকান রাজগ্রন্থাগার থেকে খ বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়ালঘর থেকে
গ নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে ঘ সুদূর চীন দেশ থেকে — গ

৫. 'চর্যাপদ' রচনাটি বাংলা সাহিত্যের কোন যুগের কাব্য নিদর্শন?
ক আদিযুগ খ মধ্যযুগ গ আধুনিক যুগ ঘ অতি আধুনিক যুগ — ক

৬. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি কী? [৪৩তম বিসিএস]
ক পণ্ডিত খ বিদ্যাসাগর গ শাস্ত্রজ্ঞ ঘ মহামহোপাধ্যায় — ঘ

৭. 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর অর্থ কি? [৩৭তম বিসিএস]
ক কোনটি চর্যাগান, আর কোনটি নয় খ কোনটি আচরণীয়, আর কোনটি আচরণীয় নয়
গ কোনটি চরাচরের, আর কোনটি নয় ঘ কোনটি আচার্যের, আর কোনটি নয় — খ

৮. কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন? [৩০তম বিসিএস]
ক গোবিন্দ দাস খ কায়কোবাদ গ কাহ্নপা ঘ ভুসুকুপা — ঘ

Unique Question for Student Practice

১. ভারতীয় উপমহাদেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর আদিম উৎস কী?
ক মূল আর্যভাষা খ বৈদিক ভাষা
গ অনার্য ভাষা ঘ সংস্কৃত ভাষা **গ**

২. বাংলা আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা কী/বাংলা আদি অধিবাসীগণ/ জনগোষ্ঠী কোন ভাষাভাষী ছিল?
ক সংস্কৃত খ বাংলা
গ অস্ট্রিক ঘ হিন্দি **গ**

৩. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা চিহ্নিত করুন?
ক পালি খ প্রাকৃত
গ বৈদিক ঘ ভোজপুরী **গ**

৪. ভারতীয় ভাষার নিদর্শন যে গ্রন্থে পাওয়া যায়, তার নাম–
ক রামায়ণ খ মহাভারত
গ ঋগ্বেদ ঘ চর্যাপদ **গ**

৫. ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা কোনটি?
ক বাংলা খ ইংরেজী
গ ফরাসি ঘ উর্দু **ক**

৬. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কয়টা শাখা?
ক একটা খ দুটো
গ তিনটে ঘ চারটে **খ**

৭. বাংলা ভাষার মূল উৎস কোনটি/বাংলা ভাষার পূর্ববর্তী স্তরের নাম কী?
ক কানাড়ি ভাষা খ পালি
গ অপভ্রংশ ঘ প্রাকৃত **ঘ**

৮. কোন যুগে বাংলা লিপি ও অক্ষরের গঠনকার্য শুরু হয়-
ক পাঠান যুগ খ সেন যুগ
গ পাল যুগ ঘ মোগল যুগ **খ**

৯. কোন শাসনামলে বাংলা লিপির স্থায়ী রূপ তৈরি করে অক্ষর গঠনের কাজ শুরু হয়?
ক সেন যুগ খ পাঠান যুগ
গ পাল যুগ ঘ মোগল যুগ **খ**

১০. ভারতীয় মৌলিক লিপি কোনটি?
ক ব্রাহ্মী খ কুটিল
গ খরোষ্ঠী ঘ নাগরী **ক**

১১. ভারতীয় কোন লিপিমালা ডানদিক থেকে লেখা হয়?
ক হিন্দি খ মারাঠি
গ গুজরাট ঘ খরোষ্ঠী **ঘ**

১২. 'চর্যাপদ' রচনাটি বাংলা সাহিত্যের কোন যুগের কাব্য নিদর্শন?
ক আদি যুগ খ মধ্যযুগ
গ আধুনিক যুগ ঘ অতি আধুনিক যুগ **ক**

১৩. কোন সাহিত্যকর্মে সান্ধ্যভাষার প্রয়োগ আছে?
ক চর্যাপদ খ গীতগোবিন্দ
গ পদাবলি ঘ চৈতন্যজীবনী **ক**

১৪. হরপ্রসাদশাস্ত্রী কাকে চর্যার আদি কবি মনে করেন?
ক লুইপা খ কাহ্নপা
গ ঢেণ্ডণপা ঘ ভুসুকুপা **ক**

১৫. চর্যাগীতি রচনার সংখ্যাধিক্যের দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী কে?
ক জয়দেব খ ভুসুকুপা
গ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ কাহ্নপা **খ**

১৬. কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন?
ক গোবিন্দদাস খ কায়কোবাদ
গ কাহ্নপা ঘ ভুসুকুপা **ঘ**

১৭. চর্যাপদের কোন পদটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া যায়?
ক ১০নং পদ খ ১৬ নং পদ
গ ১৮ নং পদ ঘ ২৩ নং পদ **ঘ**

১৮. 'আপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী' লাইনটি কোন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত?
ক লোকসাহিত্য খ ব্রজবুলি
গ চর্যাপদ ঘ বৈষ্ণব পদাবলি **গ**

১৯. 'চঞ্চল চীএ পইঠা কাল' কোন কবির চর্যাংশ?
ক বিরূপা খ লুইপা
গ শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর ঘ কুক্কুরীপা **খ**

২০. 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী, হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী'। চর্যাপদের এ চরণ দু'টিতে কি বোঝানো হয়েছে?
ক প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা
খ আত্মীয়ের প্রতি ভালোবাসা
গ দারিদ্র্যক্লিস্ট জীবনের চিত্র
ঘ একাকীত্বের কথা **গ**

২১. চর্যাপদ যে বাংলা ভাষায় রচিত এটি প্রথম কে প্রমাণ করেন?
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ ড. এনামুল হক **খ**

২২. কোন পণ্ডিত চর্যাপদের পদগুলোকে টীকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন?
ক কাহ্নপা খ লুইপা
গ ডাকার্ণব ঘ মুনিদত্ত **ঘ**

২৩. 'বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে মাগধী প্রাকৃত থেকে'। এ মতের প্রবক্তা কে?
ক স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন
খ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
গ ড. সুকুমার সেন
ঘ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় **ঘ**

২৪. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোন প্রাকৃত স্তর থেকে?
ক মাগধী প্রাকৃত খ গৌড়ীয় প্রাকৃত
গ মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ঘ অর্ধ মাগীধ প্রাকৃত **খ**

২৫. 'অপভ্রংশ' কথাটির অর্থ কী?
ক উন্নত খ বিবৃত
গ সাধারণ ঘ বিকৃত **ঘ**

২৬. ভাষার জগতে বাংলার স্থান কোথায়/বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে বাংলার অবস্থান কততম/ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিচারে পৃথিবীতে বাংলা ভাষার স্থান কততম?
ক ষষ্ঠ খ সপ্তম
গ অষ্টম ঘ নবম **খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা *নবম-দশম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ মতে, চতুর্থ। বিশ্বের ভাষা নিয়ে অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠান 'ইথনোগল' এর সর্বশেষ (২০১৫) প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলার অবস্থান সপ্তম।*

২৭. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কার কাছে প্রত্যক্ষভাবে ঋণী?
ক পালি খ অপভ্রংশ
গ অপ্রাকৃত ঘ সংস্কৃত **খ**

২৮. বাংলা এবং মৈথিলি ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে তার নাম কী?
ক মাগধী খ অসমিয়া
গ মরমিয়া ঘ ব্রজবুলি **ঘ**

২৯. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম গ্রন্থ কোনটি?
ক চর্যাপদ খ বৈষ্ণব পদাবলি
গ ঐতরেয় আরণ্যক ঘ দোহাকোষ **ক**

৩০. 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'- এর অর্থ কী?
ক কোনটি আচার্যের, আর কোনটি নয়
খ কোনটি আচরণীয়, আর কোনটি নয়
গ কোনটি চরাচরের, আর কোনটি নয়
ঘ কোনটি চর্যাগান, আর কোনটি নয় **খ**

৩১. কোন রাজবংশের আমলে চর্যাপদ রচনা শুরু হয়?
ক পাল খ সেন
গ মোগল ঘ তুর্কি **ক**

৩২. 'চর্যাপদ' প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?
ক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ খ এশিয়াটিক সোসাইটি
গ শ্রীরামপুর মিশন ঘ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ **ক**

৩৩. 'প্রাকৃত' কথার অর্থ কোনটি?
ক প্রকৃত খ যথার্থ
গ স্বাভাবিক ঘ যা করা হয়েছে **গ**

৩৪. মানুষের মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনি সমষ্টিকে বলে-
ক বর্ণ খ শব্দ
গ বাক্য ঘ ভাষা **ঘ**

৩৫. মনের ভাবপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম কোনটি?
ক চিত্র খ ভাষা
গ ইঙ্গিত ঘ আচরণ **খ**

৩৬. উপভাষা (Dialect) কোনটি?
ক সাহিত্যের ভাষা
খ পাঠ্যপুস্তকের ভাষা
গ লেখ্য ভাষা
ঘ অঞ্চল বিশেষের মানুষের মুখের ভাষা **ঘ**

৩৭. পৃথিবীতে বর্তমানে কতগুলো ভাষা প্রচলিত?
ক ৩৫০০ প্রায় খ ৫০০০ প্রায়
গ ১০০০ প্রায় ঘ ৬৭০০ প্রায় **ক**

৩৮. বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে যেখান থেকে-
ক ইন্দো-ইউরোপীয় খ ইন্দো-দ্রাবিড়িয়ান
গ আর্য ঘ আর্য-ইউরোপীয় **ক**

৩৯. 'বাংলা ভাষা' ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কোন শাখা থেকে উৎপত্তি লাভ করে?
ক কেন্তুম খ আর্য
গ শতম ঘ সংস্কৃত **গ**

৪০. কুটিল লিপি কোন জায়গার প্রচলিত রূপ?
ক রাজস্থান থেকে গুজরাট খ উড়িষ্যা থেকে পূর্বাঞ্চল
গ উড়িষ্যা থেকে পশ্চিমাঞ্চল গ গুজরাট থেকে মধ্যপ্রদেশ **খ**

৪১. বর্তমানে বাংলাদেশের কোথায় অশোকের লিপি রয়েছে?
ক কুমিল্লার লালমাই পাহাড় খ নওগাঁর সোমপুর বিহারে
গ বগুড়া মহাস্থানগড়ে ঘ কুমিল্লার শালবনের বিহারে **গ**

৪২. ভারতীয় লিপিমালার উৎপত্তি ঘটে কিভাবে?
ক ভারতের চিত্রলিপিকে অবলম্বন করে
খ ভারতের ভাস্কর্যকে অবলম্বন করে
গ বাংলার চিত্রলিপিকে অবলম্বন করে
ঘ বাংলার প্রত্নতত্ত্বকে অবলম্বন করে **ক**

৪৩. বর্তমানে কোন লিপি খরোষ্ঠী লিপির পরিচয় বহন করেছে?
ক সংস্কৃত লিপি খ উর্দু লিপি
গ হিন্দি লিপি ঘ বাংলা লিপি **খ**

৪৪. এদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি ভাষা জানতেন?
ক বিদ্যাসাগর খ আলাওল
গ বেগম রোকেয়া ঘ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ **ঘ**

৪৫. বাংলা ভাষার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় কোন ভাষার?
ক সংস্কৃত ভাষার খ হিন্দি ভাষার
গ ফারসি ভাষার ঘ মুণ্ডারি ভাষার **ঘ**

৪৬. ব্রাহ্মীলিপির পূর্ববর্তী লিপি কোনটি?
ক তাম্র লিপি খ খরোষ্ঠী লিপি
গ কুটিল লিপি ঘ দেবনাগরী লিপি **খ**

৪৭. সংস্কৃত ভাষা হলো-
ক লেখ্য ভাষা খ ভারতের রাষ্ট্র ভাষা
গ কথ্য ভাষা ঘ বৌদ্ধদের ভাষা **ক**

৪৮. বাংলা ভাষায় সাধুরীতির আগমন ঘটে কোন ভাষা থেকে?
ক সংস্কৃত ভাষা খ হিন্দি ভাষা
গ আঞ্চলিক ভাষা ঘ উর্দু ভাষা **ক**

৪৯. ভাষার কোন রীতির সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠন পদ্ধতি মেনে চলে?
ক কথ্যরীতিতে খ আঞ্চলিকরীতিতে
গ চলিতরীতিতে ঘ সাধুরীতিতে **ঘ**

৫০. কোন গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস?
ক মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য
খ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
গ বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস
ঘ বাংলা সাহিত্যে গদ্য **খ**

৫১. 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থটির রচয়িতা-
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ এনামুল হালদার
গ গোপাল হালদার ঘ আব্দুল কাদির **গ**

৫২. কোন গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস?
ক মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য
খ বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস
গ বাংলা সাহিত্যে গদ্য
ঘ লোক সাহিত্য **ক**

৫৩. 'বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত' গ্রন্থটি রচনা করেন?
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ ড. দীনেশচন্দ্র সেন
গ ড. সুকুমার সেন ঘ ড. ওয়াকিল আহমদ **ঘ**

৫৪. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের গ্রন্থ-
ক বাঙলা ভাষার ইতিবৃত্ত
খ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
গ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
ঘ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক) **খ**

৫৫. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে কয়টি যুগে ভাগ করেছেন?
ক দুটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি **ঘ**

৫৬. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন?
ক দুটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি **গ**

৫৭. ড. মুহম্মদ এনামুল হক মধ্যযুগকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন?
ক দুটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি **খ**

৫৮. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতানুযায়ী মধ্যযুগের ভাগ দুটি কী কী?
ক সুলতানী আমল ও মোগল আমল
খ পাঠান আমল ও সুলতানী আমল
গ পাঠান আমল ও মোগল আমল
ঘ তুর্কি আমল ও মোগল আমল **খ**

৫৯. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কত বছরের পুরনো বলে মনে করা হয়?
ক এক হাজার খ দুই হাজার
গ তিন হাজার ঘ চার হাজার **ক**

৬০. শবরপা কে ছিলেন?
ক লুইপার গুরু খ ১নং চর্যার রচয়িতা
গ শবরীর প্রতি ঘ হস্তীবিশারদ **ক**

৬১. 'খনার বচন' কী সংক্রান্ত?
ক কৃষি খ ব্যবসা
গ শিল্প ঘ রাজনীতি **ক**

৬২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কবে সম্পাদিত আকারে চর্যাপদ প্রকাশ করেন?
ক ১৯০৭ সালে খ ১৯০৯ সালে
গ ১৯১৬ সালে ঘ ১৯২৩ সালে **গ**

৬৩. বৌদ্ধদের কোন সম্প্রদায়ের সাধকগণ চর্যাপদ রচনা করেন?
ক মহাযানী খ সহজযানী
গ হীনযানী ঘ বজ্রযানী **খ**

৬৪. ড. সুনীতিকুমারের মতে, চর্যাপদের ভাষায় কোন অঞ্চলের ভাষার নমুনা পরিলক্ষিত হয়?
ক নেপালের কথ্য ভাষা
খ পূর্ববাংলার কথ্যভাষা
গ পশ্চিম বাংলার প্রাচীন কথ্য ভাষা
ঘ বুদ্ধের জীবনী **গ**

৬৫. চর্যাপদের বেশির ভাগ পদ কত চরণে রচিত?
ক আট খ চৌদ্দ
গ বারো ঘ দশ **ঘ**

৬৬. চর্যাপদের উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত টীকাকার কে?
ক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ মুনিদত্ত
গ সুনীতিকুমার ঘ ড. শহীদুল্লাহ্ **খ**

৬৭. চর্যাপদ কতটি পদের সংকলন?
ক সাড়ে ছেচল্লিশ (প্রাপ্ত সংখ্যা)
খ একান্ন (সুকুমার সেনের মতে)
গ পঞ্চাশ (শহীদুল্লাহ্‌র মতে)
ঘ ক, খ, ও গ **ঘ**

৬৮. চর্যাপদের ভাষায় কোন ভাষাটির প্রভাব দেখা যায় না?
ক অসমিয়া খ উড়িয়া
গ মৈথিলি ঘ কোল ভাষা **ঘ**

Home Work

১. চর্যাপদের কবিরা ছিলেন- [৪৬তম বিসিএস]
ক মহাযানী বৌদ্ধ খ বজ্রযানী বৌদ্ধ
গ বাউল ঘ সহজযানী বৌদ্ধ **উ: ঘ**

২. চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ প্রকাশ করেন কে? [৪৫তম বিসিএস]
ক প্রবোধচন্দ্র বাগচী খ যতীন্দ্র মোহন বাগচী
গ প্রফুল্ল মোহন বাগচী ঘ প্রণয়ভূষণ বাগচী **ক**

৩. সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন কে? [৪৫তম বিসিএস]
ক মানোএল দ্য আস্‌সুম্পসাঁও
খ রাজা রামমোহন রায়
গ রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী
ঘ নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড **ক**

৪. 'ভাষা চিন্তার শুধু বাহনই নয়, চিন্তার প্রসূতিও।' মন্তব্যটি কোন ভাষা-চিন্তকের? [৪৫তম বিসিএস]
ক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ মুহম্মদ এনামুল হক ঘ সুকুমার সেন **ঘ**

৫. 'রুখের তেন্তুলি কুমীরে খাই'-এর অর্থ কী? [৪৩তম বিসিএস]
ক তেজি কুমিরকে রুখে দিই
খ বৃক্ষের শাখায় পাকা তেঁতুল
গ গাছের তেঁতুল কুমিরে খায়
ঘ ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হয় **গ**

৬. 'চর্যাপদে'র প্রাপ্তিস্থান কোথায়? [৪৩তম বিসিএস]
ক বাংলাদেশ খ নেপাল
গ উড়িষ্যা ঘ ভুটান **খ**

৭. চর্যাপদে কোন ধর্মমতের কথা আছে? [৪০তম বিসিএস]
ক খ্রিস্টধর্ম খ প্যাগনিজম
গ জৈনধর্ম ঘ বৌদ্ধধর্ম **ঘ**

৮. উল্লিখিতদের মধ্যে কে প্রাচীন যুগের কবি নন? [৪০তম বিসিএস]
ক কাহ্নপাদ খ লুইপাদ
গ শান্তিপাদ ঘ রমনীপাদ **ঘ**

৯. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে কোনটি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র লেখা? [৩৭তম বিসিএস]
ক বঙ্গভাষা ও সাহিত্য খ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
গ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঘ বাংলা সাহিত্যের কথা **ঘ**

১০. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী? [৩৭তম বিসিএস]
ক Buddhist Mystic Songs
খ চর্যাগীতিকা
গ চর্যাগীতিকোষ
ঘ হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা **ক**

১১. মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত ধ্বনিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী? [৩৭তম বিসিএস]
ক বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান খ আধুনিক বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান
গ ধ্বনিবিজ্ঞানের কথা ঘ ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব **ঘ**

১২. সবচেয়ে বেশি চর্যাপদ পাওয়া গেছে কোন কবির? [৩৫তম বিসিএস]
ক লুইপা খ ভুসুকুপা
গ শবরপা ঘ কাহ্নপা **ঘ**

১৩. 'চর্যাপদ' কত সালে আবিষ্কৃত হয়? [৩৪তম বিসিএস]
ক ১৮০০ সালে খ ১৮৫৭ সালে
গ ১৯০৭ সালে ঘ ১৯০৯ সালে **গ**

১৪. চর্যাপদ কোন ছন্দে লেখা? [৩৩তম বিসিএস]
ক অক্ষরবৃত্ত খ মাত্রাবৃত্ত
গ স্বরবৃত্ত ঘ অমিত্রাক্ষর ছন্দ **খ**

১৫. The Origin and Development of bengali Language' গ্রন্থটি রচনা করেছেন- [৩৩তম বিসিএস]
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়
গ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন **খ**

১৬. বাংলা সাহিত্যের আদি কবি কে? অথবা, চর্যাপদের আদি কবি কে? [২৯তম বিসিএস]
ক কাহ্নপা খ ঢেণ্ডনপা
গ লুইপা ঘ ভুসুকুপা **গ**

১৭. বাংলা কথ্য ভাষার আদি গ্রন্থ কোনটি? [২৯তম বিসিএস]
ক প্রভু যিশুর বাণী খ কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ
গ মিশনারি জীবন ঘ ফুলমণি ও করুণার বিবরণ **খ**

১৮. চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে? [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়াল ঘর থেকে
খ আরাকান রাজগ্রন্থাগার থেকে
গ নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে
ঘ সুদূর চীন দেশ থেকে **গ**

১৯. চর্যাপদের বয়স আনুমানিক কত বছর? [২৮তম বিসিএস]
ক ৮০০ বছর খ ১০০০ বছর
গ ১১০০ বছর ঘ ১২০০ বছর **খ**

২০. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কার রচনা? [২৭তম; ২৫তম ও ২২তম বিসিএস]
ক দীনেশচন্দ্র সেন খ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঘ মুহম্মদ এনামুল হক **ক**

২১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের নাম– [২৬তম বিসিএস]
ক বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
খ বাংলা সাহিত্যের কথা
গ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
ঘ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত **খ**

২২. কোনটি মুহাম্মদ এনামুল হকের রচনা? [২৫তম বিসিএস]
ক ভাষার ইতিবৃত্ত
খ আধুনিক ভাষাতত্ত্ব
গ মনীষা-মঞ্জুষা
ঘ বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান **গ**

২৩. বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য সংকলন চর্যাপদের আবিষ্কারক- [১৭তম বিসিএস]
ক ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ ড. সুকুমার সেন ঘ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র **ক**

২৪. বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল কোনটি? [১৪তম বিসিএস]
ক দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী
খ একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী
গ দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী
ঘ ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী **ক**

২৫. চর্যাপদের ভাষাকে কে বাংলায় প্রতিপন্ন করেছেন? [বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কতৃপক্ষ (বেজা)-২০২৪]
ক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খ বিধু শেখর শাস্ত্রী
গ হরপ্রসাধ শাস্ত্রী ঘ প্রবোধকুমার বাগচী **ক**

২৬. বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নমুনা পাওয়া যায়-[বা.প.উ.বো. (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২২]
ক নিরঞ্জনের রুষ্মা খ দোহাকোষ
গ গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস ঘ ময়নামতির গান **খ**

২৭. 'চর্যাপদ' মূলত- [ক.অ.জে. (সিনিয়র অ্যাকাইন্টস ক্লার্ক)'২২; বা.কৃ.উ.ক. (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)'২২]
ক কবিতার সংকলন খ গানের সংকলন
গ প্রবন্ধের সংকলন ঘ দেবী বন্দনা **খ**

২৮. চর্যাপদের কতটি পদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে? [পো.জে.উ. (রাজশাহী) (উচ্চমান সহকারী)'২২]
ক সাড়ে ছেচল্লিশটি খ একান্নটি
গ আট্‌চল্লিশটি ঘ উনপঞ্চাশটি **ক**

২৯. লুইপা কোন যুগের কবি? [পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)'২২]
ক প্রাচীন যুগ খ আদি-মধ্যযুগ
গ মধ্যযুগ ঘ আধুনিক যুগ **ক**

৩০. চর্যাপদে কতজন কবির পদ রয়েছে? [ক.জে.অ্যা.(অডিটর)'২২]
ক ২৭ জন খ ২৬ জন
গ ২৪ জন ঘ ২৫ জন **গ**

৩১. চর্যাপদ বাংলা ভাষায় রচিত এটি প্রথম প্রমাণ করেন-[পিএসসি (সিনিয়র স্টাফ নার্স)'২৩]
ক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ সুকুমার সেন
গ ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় **ঘ**

৩২. বাংলা লিপির উৎস কী? [স.অ. (ইউনিয়ন সমাজকর্মী)'২২]
ক সংস্কৃত লিপি খ চীনা লিপি
গ আরবি লিপি ঘ ব্রাহ্মী লিপি **ঘ**

৩৩. বাংলা লিপির প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়- [ফা.সা.সি.ডি.অ. (স্টেশন অফিসার)'২২]
ক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন খ চর্যাপদ
গ বৈষ্ণব পদাবলী ঘ মঙ্গলকাব্য **খ**

৩৪. 'গীতগোবিন্দ' কোন ভাষায় রচিত? [প.প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা) ২০২৩]
ক প্রাচীন বাংলা খ সংস্কৃত
গ ব্রজবুলি ঘ অবহট্‌হ **খ**

৩৫. প্রাচীনতম গ্রন্থ কোনটি? [সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (মুক্তিযোদ্ধা ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) -২০১৫; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাইফার অফিসার- ২০১১; প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ: ২০১৪]
ক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন খ মধুমালতি
গ চর্যাপদ ঘ নূরনামা **গ**

৩৬. কে বাংলা ভাষার কবি নন? [ক.জে.ডি.ফা. (জুনিয়র অডিটর (এলডিএ কাম-টাইপিস্ট)'২২]
ক জ্ঞানদান খ জয়দেব
গ মুকুন্দরাম ঘ চন্ডীদাস **খ**

৩৭. 'চর্যাপদ' কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য? [বিআরডিবি সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) পরীক্ষা-১৩ সহ, সুপারিনটেনডেন্ট (জরিপ অধিদপ্তরের) পরীক্ষা-১১; মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ: ০৯]
ক সনাতন হিন্দু খ সহজিয়া বৌদ্ধ
গ জৈন ঘ হরিজন **খ**

৩৮. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুঁথি সংগ্রহের জন্য গিয়েছেন– [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মাঠ কর্মকর্তা- '১৪; RAKUB Senior Officer-15]
ক তিব্বত, নেপাল খ ভুটান, সিকিম
গ কাশী, বেনারস ঘ বোম্বে, জয়পুর **ক**

৩৯. চর্যাপদ রচনা শুরু হয় বাংলার কোন শাসনামল থেকে? [রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সিনিয়র অফিসার: ২০০৫; পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সহকারী কর্মকর্তা: ২০১২]
ক পাল আমল খ সেন আমল
গ গুপ্ত আমল ঘ সুলতানি আমল **ক**

৪০. "শুঁড়িবাড়ি" নিয়ে লিখিত চর্যাপদের কতনং পদ? [নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে জেলা নির্বাচন অফিসার ও সহকারী সচিব ২০০৪]
ক ২নং খ ৩নং গ ৪নং ঘ ৫নং **খ**

৪১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের প্রাচীন ও বাঙালি কবি ছিলেন– [শ্রম অধিদপ্তরের দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত শ্রম কর্মকর্তা: '০৪; জনতা ব্যাংক ক্যাশ অফিসার: '১২]
ক সরহপা খ শবরপা
গ লাড়ী ডোম্বী পা ঘ ভুসুকুপা **খ**

৪২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্যাপদ' যে গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন তার নাম হলো– [Bangladesh Bank Assistant Director- '15]
ক চর্যাপদাবলি
খ হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা
গ চর্যাচর্যবিনিশ্চয়
ঘ চর্যাগীতিকা **খ**

৪৩. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে, চর্যাপদের ভাষা– [জাতীয় বোর্ডের রাজস্ব কর্মকতা : ১২]
ক ব্রজবুলি খ জগাখিচুড়ি
গ সান্ধ্যাভাষা ঘ বঙ্গকামরূপী **ঘ**

৪৪. চর্যাপদের টীকা ভাষ্যকর কে? [তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা-'০৮; রূপালী ব্যাংক সিনিয়র অফিসার: '১০]
ক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ মুনিদত্ত
গ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ শশীভূষণ দাশগুপ্ত **খ**

১. বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল কোনটি?
ক দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী
খ একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী
গ দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী
ঘ ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী

২. চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে?
ক বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়াল ঘর থেকে
খ আরাকান রাজগ্রন্থাগার থেকে
গ নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে
ঘ সুদূর চীন দেশ থেকে

৩. বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কত সালে?
ক ২০০৭ সালে খ ১৯০৭ সালে
গ ১৯০৯ সালে ঘ ১৯১৬ সালে

৪. 'বাংলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থটি রচনা করেন-
ক মুহম্মদ আব্দুল হাই খ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ সৈয়দ আলী আহসান ঘ এনামুল হক

৫. 'বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত' গ্রন্থটি রচনা করেন?
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ ড. দীনেশচন্দ্র সেন
গ ড. সুকুমার সেন ঘ ড. ওয়াকিল আহমদ

৬. প্রাপ্ত চর্যাপদের পদকর্তা কতজন?
ক ১৯ খ ২৩ গ ২৫ ঘ ২৭

৭. চর্যাপদের সর্বোচ্চ পদকর্তা কে?
ক লুইপা খ শবরপা
গ কাহ্নপা ঘ শান্তিপা

৮. 'The Origin and Development of Bengali Language' গ্রন্থটি রচনা করেছেন-
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
খ ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়
গ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
ঘ স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন

৯. 'চর্যাপদ' কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য?
ক সনাতন হিন্দু খ সহজিয়া বৌদ্ধ
গ জৈন ঘ হরিজন

১০. চর্যাপদের আদি কবি কে?
ক কাহ্নপা খ চেগুনপা
গ লুইপা ঘ ভুসুকুপা

biddabari
উত্তরমালা

১	ক
২	গ
৩	খ
৪	খ
৫	ঘ
৬	খ
৭	গ
৮	খ
৯	খ
১০	গ

BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার ০২

Lecture Contents

মধ্যযুগের সাহিত্য-১

- অন্ধকার যুগ
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য
- জীবনী সাহিত্য
- বৈষ্ণব পদাবলি
- মঙ্গলকাব্য
- মনসামঙ্গল কাব্য
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্য
- অন্নদামঙ্গল কাব্য
- কালিকামঙ্গল কাব্য
- ধর্মমঙ্গল কাব্য

মধ্যযুগের সাহিত্য (১২০১-১৮০০)

অন্ধকার যুগ- (১২০১-১৩৫০)

১২০১ খ্রি. থেকে ১৩৫০ খ্রি. পর্যন্ত মোট ১৫০ বছর বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ। অন্ধকার যুগ এমন একটি যুগ যে যুগে বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বখতিয়ার খলজি ১২০৪ সালে (মতান্তরে ১২০৩) সর্বশেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা জয় করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। হুমায়ূন আজাদ তার 'লাল নীল দীপাবলি বা বাংলা সাহিত্যের জীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন– ১২০১-১৩৫০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত কোন সাহিত্য কর্মের পরিচয় পাওয়া যায় না বলে এ সময়টাকে বলা হয় অন্ধকার যুগ।

অন্ধাকার যুগের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

শূন্যপুরাণ:

রামাই পণ্ডিত রচিত ধর্মপূজার শাস্ত্রগ্রন্থ শূন্যপুরাণ। এতে ৫১টি অধ্যায় আছে। রামাই পণ্ডিতের কাল তের শতক বলে অনেকেই অনুমান করেন। শূন্যপুরাণ ধর্মীয় তত্ত্বের গ্রন্থ যা গদ্যপদ্য মিশ্রিত চম্পুকাব্য। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের মিলন সাধনের জন্য রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এতে বৌদ্ধদের শূন্য এবং হিন্দুদের লৌকিক ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে।

নিরঞ্জনের উষ্মা:

নিরঞ্জনের উষ্মা হলো 'শূন্যপুরাণ' কাব্যের অন্তর্গত একটি অংশ বিশেষ বা কবিতা। এ কবিতায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের ওপর বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও এ কবিতায় মুসলমানদের জাজপুর প্রবেশ এবং ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের রাতারাতি ধর্মান্তরের কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এ কবিতায় ব্রাহ্মণ্য শাসনের বদলে মুসলিম শাসন প্রচলনের পক্ষে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

সেক শুভোদয়া:

বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগে রচিত সংস্কৃত ভাষার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সেকশুভোদয়া। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেক শুভোদয়া সংস্কৃত গদ্যপদ্যে লেখা চম্পুকাব্য। গ্রন্থটিতে মোট ২৫টি অধ্যায় আছে।

প্রাকৃত পৈঙ্গল:

✓ 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' হলো– একটি গীতিকবিতার সংকলন (এর ভাষা অপভ্রংশ)।

❑ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শাখা-প্রশাখাগুলো হচ্ছে-

-ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য
-খ) মঙ্গলকাব্য
-গ) অনুবাদ সাহিত্য
-ঘ) বৈষ্ণব পদাবলী
-ঙ) জীবনী সাহিত্য
-চ) নাথ সাহিত্য
-ছ) মর্সিয়া সাহিত্য
-জ) দোভাষী পুঁথি
-ঝ) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ও
-ঞ) লোক সাহিত্য।

অন্ধকার যুগ (১২০১-১৩৫০):

সাহিত্য	রচয়িতা	অধ্যায়	ভাষা
শূণ্যপুরাণ	রামাই পণ্ডিত	৫১টি	সংস্কৃত
সেক শুভোদয়া	হলায়ুধ মিশ্র	২৫টি	সংস্কৃত

এক কথায় উত্তর

১. **বাংলা সাহিত্যের কোন সময়কে অন্ধকার যুগ বলা হয়?**
উত্তর: ১২০১-১৩৫০।

২. **শূন্য পুরাণে কয়টি অধ্যায় আছে?**
উত্তর: ৫১টি অধ্যায়।

৩. **'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থটি রচনা করেন?**
উত্তর: হলায়ুধ মিশ্র।

৪. **বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগের স্থায়িত্বকাল কত বছর?**
উত্তর: ১৫০ বছর।

৫. **বখতিয়ার খলজি কত সালে বাংলা জয় করেন?**
উত্তর: ১২০৪ সালে (মতান্তরে ১২০৩)।

৬. তুর্কি শাসনামলের ব্যাপ্তি কত বছর ছিল?
উত্তর: ১২০১-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ।

৭. 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' কে রচনা করেন?
উত্তর: শ্রীহর্ষ।

৮. প্রাকৃত পৈঙ্গল কী?
উত্তর: গীতিকবিতার মহাসংকলন।

৯. অন্ধকার যুগের প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন কী?
উত্তর: প্রাকৃতপৈঙ্গল।

১০. 'শূন্যপুরাণ' কে রচনা করেন?
উত্তর: রামাই পণ্ডিত।

১১. প্রাকৃতপৈঙ্গল কোন ভাষায় রচিত?
উত্তর: প্রাকৃত ভাষায়।

১২. 'শূন্যপুরাণ' কোন ভাষায় রচিত?
উত্তর: সংস্কৃত ভাষায়।

১৩. 'শূন্যপুরাণ' কী?
উত্তর: ধর্মীয় তত্ত্বগ্রন্থ যা গদ্য পদ্য মিশ্রিত চম্পুকাব্য।

১৪. বৌদ্ধদের শূন্যবাদ এবং হিন্দুদের লৌকিক ধর্মের মিশ্রণে ঘটেছে কোন গ্রন্থে?
উত্তর: শূন্যপুরাণ।

১৫. 'নিরঞ্জনের উষ্মা' কী?
উত্তর: শূন্যপুরাণ কাব্যের অন্তর্গত একটি অংশ বিশেষ বা কবিতা।

১৬. কোন কবিতায় ব্রাহ্মণ্য শাসনের বদলে মুসলিম শাসন প্রচলনের পক্ষে মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে?
উত্তর: নিরঞ্জনের উষ্মা।

১৭. কে সেক শুভোদয়া রচনা করেন?
উত্তর: হলায়ুধ মিশ্র।

১৮. 'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থে কয়টি অধ্যায় আছে?
উত্তর: ২৫টি।

১৯. রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন কে?
উত্তর: হলায়ুধ মিশ্র।

২০. 'সেক শুভোদয়া' কোন ভাষায় রচিত?
উত্তর: সংস্কৃত গদ্যপদ্যে লেখা চম্পুকাব্য।

২১. 'সেক শুভোদয়া'র মূল উপজীব্য বিষয় কী?
উত্তর: শেখের গৌরব প্রচার।

২২. পীর মহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শন কোনটি?
উত্তর: সেক শুভোদয়া।

২৩. বাংলা ভাষায় রচিত কোন সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি কোন যুগে?
উত্তর: অন্ধকারযুগে।

২৪. অন্ধকার যুগ কোন যুগের অন্তর্ভুক্ত?
উত্তর: মধ্যযুগের।

Teacher's Work

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ কোন যুগের অন্তর্ভুক্ত?
ক) প্রাচীন যুগের খ) মধ্যযুগের
গ) আধুনিক যুগের ঘ) কোনোটিই নয় **খ**

২. বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলতে- [৩৪তম বিসিএস]
ক) ১৯৯৯-১২৫০ পর্যন্ত খ) ১২০১-১৩৫০ পর্যন্ত
গ) ১২৫০-১৩৫০ পর্যন্ত ঘ) ১২৫০-১৪৫০ পর্যন্ত **খ**

৩. 'শূন্যপুরাণ' রচনা করেছেন- [২১তম বিসিএস]
ক) রামাই পণ্ডিত খ) শ্রীকর নন্দী
গ) বিজয় গুপ্ত ঘ) লোচন দাস **ক**

৪. এয়োদশ শতকের সাহিত্যেকর্ম কোনটি? [জীবনবীমা: ২১]
ক) মনসামঙ্গল খ) শূণ্যপুরাণ
গ) পদ্মপুরাণ ঘ) চন্দ্রাবতী **খ**

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিষয়বস্তু– কৃষ্ণলীলা।
২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি রচিত-ভাগবতের আলোকে এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের অনুসরণে।
৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি রচনার ৫০০ বছর পর আবিষ্কৃত হয়।
৪. মধ্যযুগে রচিত বাংলা ভাষার প্রথম গ্রন্থ/বাংলা ভাষায় রচিত কোনো লেখকের প্রথম একক গ্রন্থ/মধ্যযুগের আদি কাব্য গ্রন্থ/বাংলা সাহিত্যের ২য় গ্রন্থ– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
৫. শ্রী অর্থ সুন্দর/সৌন্দর্য এবং কৃষ্ণ অর্থ কালো এবং কীর্তন অর্থ প্রশংসা।
৬. সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্য– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
৭. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত। এটি মূলত আখ্যানকাব্য।
৮. বর্তমানে কাব্যটির বয়স– ৭০০ বছর।
৯. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্য নাম/মূল নাম ছিল– শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।

আবিষ্কার

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাংলা ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ খ্রি.) বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা গ্রামে ভ্রমণকালে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক গৃহস্থের গোয়ালঘরের মাচা থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিখানি আবিষ্কার করেন। আবিষ্কৃত পুঁথিখানি তুলট কাগজে লেখা। হাতে লেখা পুঁথিখানির প্রথমে দুটি পাতা, মাঝখানে কয়েকটি পাতা ও শেষে অন্তত একটি পাতা নেই। পুঁথিখানিতে গ্রন্থের নাম, রচনাকাল ও পুঁথি-নকলের তারিখ কিছুই নেই। পুঁথিখানির মধ্যে একটি ছোটো রসিদ পাওয়া গেছে তাতে লেখা আছে- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। এই পুঁথি ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রি.) বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা করেন-শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়। বর্তমানে এটি ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্ল রায় (কলকাতা) রোডের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় সংরক্ষিত আছে।

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটি প্রদান করেন– বসন্তরঞ্জন রায়। তার উপাধি 'বিদ্বদ্বল্লভ'। নবদ্বীপের রাজা ভুবনমোহন তাকে এ উপাধি দেয়।

২. প্রধান চরিত্র ৩টি।
১। রাধা (জীবাত্মা বা প্রাণিকুলের প্রতীক এবং লক্ষ্মীর অবতার)। রাধার অপর নাম চন্দ্রাবলি।
২। কৃষ্ণ (পরমাত্মা বা ঈশ্বর বা নারায়ণের অবতার)।
৩। বড়ায়ি (রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের দূতি এবং রাধার একমাত্র সহচরী)।

৩. অন্যান্য চরিত্র– বাসুদেব, দেবকী, কংশরাজা, নন্দগোপ, যশোদা, পদ্মা, সাগর গোয়ালা, আয়ান ঘোষ, বিষ্ণু, মদনদেব, ললিতা, বিশাখা, জটিলা, কুটিলা।

৪. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল- ১৪০০ খ্রি.।

৫. গোপাল হালদারের মতে রচনাকাল ১৪৫০-১৫০০ খ্রি.।

৬. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মুখবন্ধ লেখেন– রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।

৭. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত আরবি-ফার্সি শব্দ: কামান (ধনু), খরমুজা (ফল) গুলাল (ধনুক), বাকী (অবশিষ্ট), মজুর (শ্রমিক), লেম্বু (লেবু)।

৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ব্যবহৃত ফলের নাম– কদলী (কলা), নারিকেল। প্রাণী– ময়ূর।

৯. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আধুনিক যুগোচিত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ১৪০টি।

১০. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে শ্লোক সংখ্যা ১৬১টি। সংস্কৃত শ্লোক আছে ১২৩টি।

১১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে পদ সংখ্যা ৪১৮টি।

১২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের খণ্ড সংখ্যা– ১৩টি।

১৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাগ আছে– ৩২টি। সর্বাধিক ব্যবহৃত রাগ- পাহাড়িয়া বা পাহাড়ি।

১৪. ভাগবতের কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত কাহিনি অনুসরণে, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রভাব স্বীকার করে, লোক সমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ প্রেম সম্পর্কিত গ্রাম্য গল্প অবলম্বনে কবি বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেন।

রাধা	কৃষ্ণ
* রাধা হলো– জীবাত্মার প্রতীক। * রাধার পিতার নাম– সাগর গোয়ালা। * রাধার মায়ের নাম– পদুমা -পদ্মা)। * রাধার স্বামীর নাম– আইহান ঘোষ/আয়ান ঘোষ। * রাধার সখিদের নাম– ললিতা, বিশাখা। * শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা গোয়ালিনী আর পদাবলির রাধা রাজকন্যা।	* কৃষ্ণ হলো– পরমাত্মার প্রতীক এবং বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। * বাসুদেব ও দেবকীর অষ্টম সন্তান– কৃষ্ণ। * শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের আবির্ভাবের একমাত্র কারণ– কংসবধ। * কংস ছিলেন ভোজবংশীয় রাজা এবং শ্রীকৃষ্ণের মামা। * কৃষ্ণের পিতার নাম– বাসুদেব। * কৃষ্ণ পালিত হয়– নন্দগোপের এবং যশোদার কাছে। * কৃষ্ণ হলো একজন রাখাল বালক। * কৃষ্ণের প্রধান গুণ– বংশীবাদক হিসেবে।

১. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্রাজেডি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়– শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে।

২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ৩টি বিখ্যাত স্থান– ১. মথুরা ২. বৃন্দাবন ৩. ব্রজ।

৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি যে ছন্দে রচিত- পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ।

৪. বসন্তরঞ্জন রায় ছিলেন– কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

৫. পৌরাণিক কাহিনিতে কৃষ্ণ হলো– ভগবান বা ঈশ্বর বা পরমাত্মা।

৬. পৌরাণিক কাহিনিতে রাধা হলো– মানবাত্মা বা জীবাত্মা বা প্রাণিকূলের প্রতীক।

৭. পৌরাণিক কাহিনিতে বড়ায়ি হলো চুলপাকা মহিলা ও রাধা কৃষ্ণের প্রেমের দূতি।

৮. কাহিনি বা বর্ণনার দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হলো– প্রেমগীতি।

৯. রস সঞ্চালনের দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হলো– ধামালি।

১০. প্রকরণের দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হলো– পদাবলি।

১১. **ধামালি:** যেসব উক্তির মধ্য দিয়ে রঙ্গ-তামাসা, হাস্য, কপট-ভণ্ডামি ফুটে উঠে, প্রাচীন সাহিত্যে তাকে ধামালি বলে।

১২. **নাট্যগীতি:** পাত্র-পাত্রীর উক্তি প্রত্যুক্তি ও সংলাপের মধ্য দিয়ে রচিত সাহিত্য কর্মই হচ্ছে নাট্যগীত বা নাট্যগীতি।

১৩. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মানব চরিত্রের নাম– বড়ায়ি।

১৪. রাধা এবং কৃষ্ণ দুজনই স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে এসেছিলেন। কংস রাজাকে হত্যা করার জন্য পৃথিবীতে আসেন কৃষ্ণ এবং তার সঙ্গী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল রাধাকে।

১৫. কৃষ্ণ হচ্ছে স্বয়ং বিষ্ণু এবং রাধা হচ্ছে দেবী লক্ষ্মী।

১৬. 'বাণ' শব্দের অর্থ– তীর।

১৭. 'তাম্বুল' শব্দের অর্থ– পান।

১৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হলো– ঝুমুর শ্রেণির রচনা।

১৯. 'ছত্র' শব্দের অর্থ– ছাতা।

২০. বৃন্দাবন শব্দের অর্থ– তুলশীবন।

২১. কংস শব্দের অর্থ– নির্মম/অত্যাচারী।

২২. রাতুল শব্দের অর্থ– লাল।

২৩. বংশী শব্দের অর্থ– বাঁশি।

২৪. আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন
বাঁশির শব্দে আউলাইলো রান্ধন- রাধা।

২৫. চলে নীল শাড়ি নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি পরান সহিত মোর- কৃষ্ণ।

২৬. শুনহ সুন্দরী রাধা বচন অক্ষার যমুনাক যাই ছলে পানি অনিবার– বড়ায়ি।

❑ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে চণ্ডীদাস তিন জন-

১) বড়ু চণ্ডীদাস; ২) দ্বিজ চণ্ডীদাস ও ৩) দীন চণ্ডীদাস।
বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের, দ্বিজ চণ্ডীদাস চৈতন্য যুগের এবং দীন চণ্ডীদাস চৈতন্য পরবর্তী যুগের কবি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলী দেবীর ভক্ত।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি লাইন-
'কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে'

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
বড়ু চণ্ডীদাস	'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'	রাধা, কৃষ্ণ, বড়ায়ি

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য:
রচয়িতা- বড়ু চণ্ডীদাস
আবিষ্কার সাল- (১৯০৯ -১৩১৬ বঙ্গাব্দ)
প্রাপ্ত স্থান- কাঁকিল্যা গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়াল ঘরে
আবিষ্কারক- বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র- রাধা, কৃষ্ণ, বড়ায়ি
শ্লোক সংখ্যা- ১৬১টি
পদ সংখ্যা- ৪১৮টি
খণ্ড সংখ্যা- ১৩টি
মূল নাম- শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ
প্রকাশকাল- ১৯১৬ খ্রি. (১৩২৩ বঙ্গাব্দ)

এক কথায় উত্তর

১. **কোনটি সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ?**
উত্তর: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

২. **কে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কার করেন?**
উত্তর: বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ।

৩. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কয় খণ্ডে বিভক্ত?**
উত্তর: ১৩ খণ্ডে ।

৪. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কে রচনা করেন?**
উত্তর: বড়ু চণ্ডীদাস ।

৫. **কত সালে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কার হয়?**
উত্তর: ১৯০৯ সালে (১৩১৬ বঙ্গাব্দে) ।

৬. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাপ্ত স্থান কোথায়?**
উত্তর: কাঁকিল্যা গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘরে ।

৭. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রধান চরিত্র কে বা কারা?**
উত্তর: রাধা, কৃষ্ণ, বড়ায়ি ।

৮. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শ্লোক সংখ্যা কত?**
উত্তর: ১৬১টি ।

৯. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূলনাম কী?**
উত্তর: শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ।

১০. **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশ করা হয় কত সালে?**
উত্তর: ১৯১৬ খ্রি. (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) ।

১১. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে কত?**
উত্তর: ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ ।

১২. **গোপাল হালদারের মতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল কত?**
উত্তর: ১৪৫০-১৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্য ।

১৩. **বসন্তরঞ্জন রায়ের উপাধি কী?**
উত্তর: বিদ্বদ্বল্লভ ।

১৪. **কার সম্পাদনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশিত হয়?**
উত্তর: বসন্তরঞ্জন রায় ।

১৫. **কে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটি রাখেন?**
উত্তর: বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ।

১৬. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিটি কোথায় সংরক্ষিত আছে?**
উত্তর: ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্ল রায় (কলকাতা) রোডের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ।

১৭. **মধ্যযুগের প্রথম কবি কে?**
উত্তর: বড়ু চণ্ডীদাস ।

১৮. **গঠনরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য'র ধরন কী?**
উত্তর: নাটগীতি ।

১৯. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন জীবাত্মা বা প্রাণীকূলের প্রতীক কে?**
উত্তর: রাধা ।

২০. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পরামাত্মার বা ঈশ্বরের প্রতীক কে?**
উত্তর: কৃষ্ণ ।

২১. **রাধার পিতা ও মাতার নাম কী?**
উত্তর: পিতা- সাগর ও মাতা-পদ্মা ।

২২. **বসন্তরঞ্জন রায়কে বিদ্বদ্বল্লভ উপাধি দেন কে?**
উত্তর: নবদ্বীপের রাজা ভুবনমোহন ।

২৩. **আবিষ্কৃত পুঁথিখানি কোন কাগজে লেখা?**
উত্তর: তুলট ।

২৪. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিষয়বস্তু কী?**
উত্তর: কৃষ্ণলীলা ।

২৫. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কখন রচিত হয়?**
উত্তর: চতুর্দশ শতাব্দীতে ।

২৬. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মুখবন্ধ লেখেন কে?**
উত্তর: রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ।

২৭. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কয়টি রাগ আছে?**
উত্তর: ৩২টি ।

২৮. **কৃষ্ণের পালিত পিতা ও মাতার নাম কী?**
উত্তর: পিতা-নন্দগোপ এবং মাতা-যশোদা ।

২৯. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি কোন ছন্দে রচিত?**
উত্তর: পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ ।

৩০. **কাহিনি বা বর্ণনার দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কী ধরনের?**
উত্তর: প্রেমগীতি ।

৩১. **রস সঞ্চালনের দিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কী রকম?**
উত্তর: ধামালি ।

৩২. **প্রকরণের দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কী রকম?**
উত্তর: পদাবলি ।

৩৩. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম মানব চরিত্রের নাম কী?**
উত্তর: বড়ায়ি ।

৩৪. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কোন শ্রেণির রচনা?**
উত্তর: ঝুমুর শ্রেণির ।

৩৫. **'তাম্বুল' শব্দের অর্থ কী?**
উত্তর: পান ।

Teacher's Work

১. **গঠনরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত-** [৩৮তম বিসিএস]
ক পদাবলি খ ধামালি গ প্রেমগীতি ঘ নাটগীতি **ঘ**

২. **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা কে?** [২৯তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক জ্ঞানদাস খ দীন চণ্ডীদাস গ দীনহীন চণ্ডীদাস ঘ বড়ু চণ্ডীদাস **ঘ**

৩. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বড়ায়ি কী ধরনের চরিত্র?** [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক শ্রী রাধার ননদিনী খ রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী গ শ্রী রাধার শাশুড়ি ঘ জনৈক গোপবালা **খ**

৪. **সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?**
ক চর্যাপদ খ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ ইউসুফ-জোলেখা ঘ পদ্মাবতী **খ**

৫. **মধ্যযুগের প্রথম কাব্য কোনটি-**
ক শূন্যপুরাণ খ ডাকার্ণব গ গীতগোবিন্দ ঘ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন **ঘ**

৬. **নিচের কোনটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের চরিত্র নয়?**
ক রাধা খ কৃষ্ণ গ বড়াই ঘ ঈশ্বরী পাটনী **ঘ**

জীবনী সাহিত্য

মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) জীবনী অবলম্বনে রচিত কাব্যগুলো বাংলা ভাষায় জীবনী সাহিত্য রচনার প্রথম প্রয়াস। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ধর্ম হল মানবপ্রেম ধর্ম। তার একটি বিখ্যাত উক্তি হলো :

'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে'

চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থকে 'কড়চা' বলে। চৈতন্যের প্রথম জীবনীগ্রন্থ 'মুরারি গুপ্তের কড়চা'। এ কাব্যের প্রকৃত নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত'। এটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠজনদের একজন। এটি মহাকাব্যিক রচনা। আটাত্তর সর্গে রচিত এ বিশাল গ্রন্থে চৈতন্যজীবনলীলার বয়ান রয়েছে।

বাংলাভাষায় শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'। চৈতন্যের জীবনীগ্রন্থগুলোর মধ্যে 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' সর্বাধিক পরিচিত ও পঠিত গ্রন্থ। এর রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ। লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', জয়নন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', গোবিন্দ দাসের 'কড়চা', চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' উল্লেখযোগ্য।

চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩):

রচয়িতা	জীবনীগ্রন্থ	ভাষা
মুরারি গুপ্ত	মুরারি গুপ্তের কড়চা - প্রথম জীবনীগ্রন্থ)	সংস্কৃত
বৃন্দাবন দাস	শ্রীচৈতন্যভাগবত - বাংলা ভাষায় প্রথম)	বাংলা
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত -১৬১৫) -সর্বাধিক পরিচিত ও পঠিত)	বাংলা
লোচন দাস	চৈতন্যমঙ্গল	বাংলা

এক কথায় উত্তর

১. **কোন জীবনী অবলম্বনে বাংলাভাষায় প্রথম জীবনী সাহিত্য রচিত হয়?**
উত্তর: চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে।

২. **বাংলা ভাষায় প্রথম জীবনীগ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর: শ্রীচৈতন্যভাগবত।

৩. **কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত জীবনীগ্রন্থের নাম কী?**
উত্তর: শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

৪. **বাংলা ভাষায় প্রথম জীবনীগ্রন্থ কে রচনা করেন?**
উত্তর: বৃন্দাবন দাস।

৫. **'বাল্যলীলাসূত্র' (১৪৮৭) কে রচনা করেন?**
উত্তর: হরকৃষ্ণ দাস (সংস্কৃত ভাষায়)।

৬. **'বাল্যলীলাসূত্র' কার জীবনী নিয়ে লেখা?**
উত্তর: অদ্বৈত আচার্য ও তার স্ত্রীকে নিয়ে।

৭. **বাংলা সাহিত্যে একটি পঙ্‌ক্তি না লিখেও কার নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে?**
উত্তর: শ্রীচৈতন্যদেব।

৮. **চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্ম কী?**
উত্তর: মানবপ্রেম ধর্ম।

৯. **'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে'- উক্তিটি কে করেন?**
উত্তর: শ্রীচৈতন্যদেব।

১০. **শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থকে কি বলা হয়?**
উত্তর: কড়চা। এর অর্থ ডায়রি বা দিনলিপি।

১১. **বাংলা সাহিত্যে কোন সময়কে চৈতন্য যুগ বলা হয়?**
উত্তর: ১৫০০-১৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে।

১২. **শ্রীচৈতন্যদের জীবনীকার কে?**
উত্তর: কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

১৩. **বাংলা ভাষায় সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর: চৈতন্য চরিতামৃত (১৬১৫)।

১৪. **লোচন দাস কোনটি রচনা করেন?**
উত্তর: চৈতন্যমঙ্গল।

১৫. **চৈতন্যর প্রথম জীবনীগ্রন্থ কী?**
উত্তর: 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' প্রকৃতনাম শ্রী শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃত।

১৬. **'নবী বংশ' জীবনীগ্রন্থটি কে রচনা করেন?**
উত্তর: সৈয়দ সুলতান।

১৭. **'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থটি রচনা করেন কে?**
উত্তর: ঈশান নাগর।

১৮. **'রসুল বিজয়' কার রচনা?**
উত্তর: সৈয়দ সুলতান।

১৯. **'অদ্বৈতমঙ্গল' কে রচনা করেন?**
উত্তর: হরিচরণ দাস।

২০. **'গৌরাঙ্গবিজয়' জীবনীকাব্যটি কে রচনা করেন?**
উত্তর: চূড়ামণি দাস।

Teacher's Work

১. **জীবনীকাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত:** [৪০তম বিসিএস]
ক ফকির গরীবুল্লাহ খ নরহরি চক্রবর্তী গ বিপ্রদাস পিপিলাই ঘ বৃন্দাবন দাস **ঘ**

২. **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কোন ধর্ম প্রচারক এর প্রভাব অপরিসীম?** [৩৬তম বিসিএস]
ক শ্রীচৈতন্যদেব খ শ্রীকৃষ্ণ গ আদিনাথ ঘ মনোহর দাস **ক**

৩. **'কড়চা' কী?** [পূবালী ব্যাংকের সহকারী অফিসার -ক্যাশ)'১৯]
ক শ্রীচৈতন্য দেব এর জীবনীগ্রন্থ খ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাদ্যায় এর জীবনীগ্রন্থ
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর কাব্যগ্রন্থ ঘ জয়নুল আবেদীন এর শিল্পকর্ম **ক**

৪. **বাংলা ভাষায় শ্রী চৈতন্যের প্রথম জীবনী কাব্য কার লেখা?**
ক বৃন্দাবন দাস খ ভবানী দাস গ কৃষ্ণদাস ঘ আলাওল **ক**

৫. **'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থের রচয়িতা কে?**
ক কৃষ্ণদাস কবিরাজ খ বৃন্দাবন দাস গ মাগন ঠাকুর ঘ চন্ডীদাস **ক**

বৈষ্ণব পদাবলি

বৈষ্ণব পদাবলি বাংলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এটি মধ্যযুগের সাহিত্যের সবচাইতে রসোত্তীর্ণ ও সার্থক সাহিত্যকর্ম।

শ্রী চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) প্রচার করেন বৈষ্ণব ধর্ম এবং এরপর থেকে বাংলা কবিতায় বৈষ্ণব দর্শন স্থান পেতে থাকে। এর বিষয়বস্তু হলো রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা। এতে মূলত স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এতে কৃষ্ণ পরমাত্মার প্রতীক আর রাধা জীবাত্মার প্রতীক। চৈতন্যদেব ধর্মপ্রচার করেছিলেন বাংলা ভাষায়। বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব বিষয়ক সৃষ্ট পদ বা পদাবলিই 'বৈষ্ণব পদাবলি'।

❑ বৈষ্ণব পদাবলির শ্রেষ্ঠ কবি ৪ জন-

১. বিদ্যাপতি (১৩৮০-১৪৬০ খ্রি.):

বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি। তার উপাধি ছিল কবি কণ্ঠহার, অভিনব জয়দেব ও মিথিলার কোকিল। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। ব্রজবুলি হল হিন্দি, বাংলা ও প্রাকৃত ভাষার মিশ্রণ। প্রায় হাজার খানেক পদ বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত, তবে জর্জ গ্রিয়ার্সন বিদ্যাপতির মৈথিলী পদ সংগ্রহের জন্য গিয়ে মাত্র ৭৬টি পদ পেয়েছিলেন। বাংলাদেশে ব্রজবুলিতে সর্বশেষ পদ রচনার নিদর্শন হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। তবে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের এ রচনা ঠিক বৈষ্ণবীয় ব্রজবুলি হয়েছে বলে মনে হয় না। বিদ্যাপতির বিখ্যাত বিরহ বিষয়ক পদ-

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর।
শূন্য মন্দির মোর॥

২. চণ্ডীদাস:

চণ্ডীদাসের সময়কাল চৌদ্দ শতকের শেষার্ধ থেকে পনের শতকের প্রথমার্ধ। তিনি পূর্ব বাংলার কবি ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে খ্যাত। তিনি খাঁটি বাংলা ভাষায় পদ রচনা করেন। তিনি বাংলা বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম কবি। রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসকে বলেছেন দু:খের কবি। কারণ তার কবিতায় রয়েছে অতলান্ত বেদনার সুর।

চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি

১. শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই॥

২. সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধূয়া আন বাড়ী যায়।
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥

৩. গোবিন্দ দাস:

বিদ্যাপতির অনুসারী ছিলেন গোবিন্দ দাস। গোবিন্দ দাস ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। গোবিন্দ দাস ষোল শতকের কবি। তার বিখ্যাত রাধা রূপ বিষয়ক পদ হলো-

"যাঁহা যাঁহা নিকষয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥"

৪. জ্ঞানদাস:

চণ্ডীদাসের অনুসারী ছিলেন জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাস ষোল শতকের কবি। চৈতন্যপরবর্তী পদাবলি সাহিত্যের বিস্তৃতি ও গভীরতা সৃষ্টিতে তার অবদান অসামান্য। তার জন্মস্থান বর্ধমান জেলার কাটোয়া এলাকার কাঁদড়া গ্রামে।

তার বিখ্যাত কৃষ্ণানুরাগ বিষয়ক পদ হলো-

রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

১. দ্বাদশ শতকে বাঙালি কবি জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যে 'পদাবলি' শব্দটি প্রয়োগ করেন।
২. পদাবলির বৃহত্তম ও অধিক সমাদৃত সংকলন বৈষ্ণবদাস ওরফে গোকুলানন্দ সেনের 'পদকল্পতরু'। এতে মোট ৩১০১টি পদ সংকলিত হয়েছে।
৩. সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সংকলিত 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি'কে প্রাচীনতম পদাবলি সংকলন বলে ধরে নেওয়া হয়।
৪. বৈষ্ণব পদাবলি সংকলন করেন বাবা আউল মনোহর দাস। ষোড়শ শতকের শেষার্ধে তিনি 'পদসমুদ্র' গ্রন্থে বৈষ্ণব পদাবলি সংকলিত করেন। এতে প্রায় পনের হাজার কবিতা ছিল।
৫. বৈষ্ণব পদাবলিতে ৫টি রস আছে। যথা- শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এ পদাবলিতে বৈষ্ণব তত্ত্বের প্রতিফলণ ঘটেছে। শ্রীকৃষ্ণের ও তার প্রেয়সীভাবাপন্ন ভক্তদের যে মধুর সম্বন্ধ এবং এই প্রিয় সম্বন্ধজনিত পরস্পরের মধ্যে যে সম্ভোগ ভাব তার নাম মধুর রস।
৬. বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম পদকর্তা বাঙালি কবি জয়দেবকে(রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি) বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম পদকর্তা বলা হয়। তিনি দ্বাদশ শতকে সংস্কৃত ভাষায় 'গীতগোবিন্দম্' নামে কাব্য রচনা করেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এ কাব্যের মূল বিষয়। এটি তিনি ২৮৬টি শ্লোক এবং ২৪টি গীতের সমন্বয়ে ১২টি সর্গে রচনা করেন।

এক কথায় উত্তর

১. 'বৈষ্ণব' পদাবলী কী?
উত্তর: বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব বিষয়ক সৃষ্ট পদই বৈষ্ণব পদাবলি।

২. কে ব্রজবুলি ভাষায় প্রথম পদাবলি রচনা করেন?
উত্তর: বিদ্যাপতি।

৩. কে চণ্ডীদাসের ভাব শিষ্য বা অনুসারী ছিলেন?
উত্তর: জ্ঞানদাস।

৪. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কী?
উত্তর: বৈষ্ণব পদাবলী।

৫. বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়বস্তু কী?
উত্তর: রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা।

৬. চৈতন্যদেব কোন ভাষায় ধর্মপ্রচার করেন?
উত্তর: বাংলা ভাষায়।

৭. কোন সময়ে পদাবলির সৃষ্টি সম্ভার প্রাচুর্য ও উৎকর্ষপূর্ণ ছিল?
উত্তর: ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে।

৮. ড. দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে কতজন পদকর্তার নাম উল্লেখ করেন?
উত্তর: ১৬৪ জন।

৯. প্রথম 'পদাবলি' শব্দটি প্রয়োগ করেন কে?
উত্তর: কবি জয়দেব।

১০. 'গীতগোবিন্দম্' কার রচনা?
উত্তর: জয়দেবের (সংস্কৃত ভাষায়)।

১১. গীত গোবিন্দম কোন সময়ে রচনা?
উত্তর: দ্বাদশ শতকে।

১২. কবে বৈষ্ণব পদাবলির বিকাশ ঘটে?
উত্তর: চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে।

১৩. বৈষ্ণব পদাবলি বৈষ্ণব সমাজে কী নামে পরিচিত?
উত্তর: মহাজন পদাবলি।

১৪. বৈষ্ণব পদাবলিতে কতটি রস আছে?
উত্তর: ৫টি (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস)।

১৫. বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম পদকর্তা কে?
উত্তর: জয়দেব।

১৬. ব্রজবুলি ভাষায় পদাবলি রচনা করেন কে?
উত্তর: বিদ্যাপথি।

১৭. ব্রজবুলি কী?
উত্তর: হিন্দি, বাংলা ও প্রাকৃত ভাষার মিশ্রণে এক প্রকার কৃত্রিম কবিভাষা।

১৮. এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর/এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/শূন্য মন্দির মোর।।- কে রচনা করেন?
উত্তর: বিদ্যাপতি।

১৯. খাঁটি বাংলা ভাষায় প্রথম পদাবলি রচনা করেন কে?
উত্তর: চণ্ডীদাস।

২০. সই, কেমনে ধরিব হিয়া/আমার বঁধূয়া অনি বাড়ী যায়/ আমার আঙ্গিনা দিয়া।।- কে রচনা করেন?
উত্তর: চণ্ডীদাস।

২১. বিদ্যাপতির অনুসরণে পদাবলি রচনা করেন কে?
উত্তর: গোবিন্দদাস।

২২. কোন কবি চণ্ডীদাসের অনুসরণে পদাবলি রচনা করেন?
উত্তর: জ্ঞানদাস।

২৩. প্রাচীনতম পদাবলির সংকলন 'ক্ষণদাগীত চিন্তামণি' কোন শতকে রচিত?
উত্তর: সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ।

২৪. 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' পদাবলির সংকলনটি কে রচনা করেন?
উত্তর: বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

২৫. পদাবলির বৃহত্তম ও অধিক সমাদৃত সংকলন 'পদকল্পতরু' কে রচনা করেন?
উত্তর: বৈষ্ণবদাস।

২৬. পদাবলি সংকলন 'পদসমুদ্র' কে রচনা করেন?
উত্তর: বাবা আউল মনোহর দাস।

Teacher's Work

১. বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে? [২২তম বিসিএস]
ক বড়ু চণ্ডীদাস খ মানিক দত্ত গ গোঁজলা গুই ঘ বিদ্যাপতি **ঘ**

২. 'ব্রজবুলি' বলতে কী বুঝায়? [২১তম বিসিএস]
ক ব্রজধামে কথিত ভাষা খ বাংলা ও হিন্দির যোগফল
গ একরকম কৃত্রিম কবিভাষা ঘ মৈথিলী ভাষার একটি উপভাষা **গ**

৩. বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত? [৪০তম বিসিএস]
ক সন্ধ্যাভাষা খ অধিভাষা গ ব্রজবুলি ঘ সংস্কৃত ভাষা **গ**

৪. বিদ্যাপতির অনুসরণে পদাবলি রচনা করেন কে?
ক গোবিন্দদাস খ বিদ্যাপতি গ চণ্ডীদাস ঘ জ্ঞানদাস **ক**

মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্য- ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্য নামে খ্যাত। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এসব মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। অনেকের মতে, এক মঙ্গলবার থেকে পরবর্তী মঙ্গলবার পর্যন্ত পালাকরে গাওয়া হতো বলে এর নাম মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের প্রধান দুই দেবী হচ্ছেন মনসা ও চণ্ডী। মঙ্গলকাব্যগুলো গীত হতো পূজানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে। প্রতিটি কাব্য নির্দিষ্ট সংখ্যক পালায় বিভক্ত- মনসামঙ্গল ৩০ পালায়, চণ্ডীমঙ্গল ১৬ পালায়।

মঙ্গলকাব্য দু-শ্রেণিতে বিভক্ত-

(১) পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য;

(২) লৌকিক মঙ্গলকাব্য। লৌকিক মঙ্গলকাব্যে বণিক ও নিম্নবর্ণের মানুষেরও প্রাধান্য দেখা যায়।
মঙ্গলকাব্যের প্রথম যুগের ভাষা স্থূল ও গ্রাম্যতাপূর্ণ, মধ্যযুগের ভাষা সহজ ও সাবলীল এবং শেষ যুগের ভাষা অলঙ্কারসমৃদ্ধ।

মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা–
মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা তিনটি।
যথা- ১. মনসামঙ্গল ২. চণ্ডীমঙ্গল ও ৩. অন্নদামঙ্গল।

মঙ্গলকাব্যের অপ্রধান শাখা–
মঙ্গলকাব্যের অপ্রধান শাখা দুইটি।
যথা– ১. ধর্মমঙ্গল ও ২. কালিকামঙ্গল।

পৌরাণিক শ্রেণি:
গৌরী মঙ্গল, ভবানী মঙ্গল, দুর্গা মঙ্গল, কমলা মঙ্গল, অন্নদা মঙ্গল, গঙ্গা মঙ্গল প্রভৃতি।

লৌকিক শ্রেণি:
শিবায়ন বা শিব মঙ্গল, মনসা মঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল, কালিকা মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর, শীতলা মঙ্গল, ষষ্ঠী মঙ্গল, সূর্য মঙ্গল ইত্যাদি।

■ মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা ৪টি।
যথা– ১. মনসামঙ্গল কাব্য ২. চণ্ডীমঙ্গল কাব্য
৩. ধর্মমঙ্গল কাব্য ৪. অন্নদামঙ্গল কাব্য।

সার্থক মঙ্গলকাব্যের খণ্ড:

সার্থক মঙ্গলকাব্যে ৫টি খণ্ড থাকে।

যথা– ১. বন্দনা খণ্ড, ২. আত্মপরিচয় খণ্ড, ৩. দেব খণ্ড,
৪. নর খণ্ড বা মর্ত্য খণ্ড ও ৫. শ্রুতিফল বা ফলশ্রুতি

মনসামঙ্গল কাব্য

মনসামঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন মঙ্গলকাব্য। মনসামঙ্গল কাব্যের নাম চরিত্র লৌকিক দেবী-সর্পদেবী মনসা। সাপের দেবী মনসাকে নিয়ে যে কাব্য রচিত তাই মনসামঙ্গল কাব্য। মঙ্গলকাব্য ধারায় মনসামঙ্গল কাব্যই সবচেয়ে প্রাচীন। লৌকিক ভয়ভীতি থেকেই এ দেবীর উদ্ভব। মনসা দেবীর অন্য নাম- কেতকী ও পদ্মাবতী। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান প্রধান চরিত্র- দেবী মনসা, চাঁদ সওদাগর, সনকা, বেহুলা ও লখিন্দর।

মনসামঙ্গল কাব্যের কবি

১. মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কানা হরিদত্ত।

২. সুস্পষ্ট সন তারিখযুক্ত মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা কবি বিজয়গুপ্ত। তার কাব্যের নাম পদ্মপুরাণ। কবি বিজয়গুপ্ত বরিশাল জেলার আগৈলকাড়া উপজেলার গৈলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গৈলা গ্রামের প্রাচীন নাম ফুল্লশ্রী। কবি বিজয়গুপ্ত সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনামলে ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। তার কাব্যের ব্যাপক প্রচার হয়েছিল।

৩. মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণদেব। বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার বোর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণ দেব পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগের কবি। তার কাব্যের নাম 'পদ্মপুরাণ'। পদ্মপুরাণের একটি চরণ-

"বিলিঙ্গ আমি পূঁজি জেই হাতে
সেই হাতে তোমারে পূজিতে না লয় চিত্তে"।

১. কবি বিপ্রদাস পিপিলাই ১৪৯৫ সালে 'মনসাবিজয়' কাব্য রচনা করেন।

২. দ্বিজ বংশীদাস রচিত মঙ্গলকাব্যের নাম 'পদ্মপুরাণ'। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার পাতোয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিজ বংশীদাস কবি চন্দ্রাবতীর পিতা। চন্দ্রাবতী বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। কবি দ্বিজ বংশীদাস সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবেও খ্যাত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং বাড়িতে ঢোল বাজাতেন।

৩. আরেক জনপ্রিয় কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের কবি। জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-এর মূল নাম ক্ষেমানন্দ এবং কেতকাদাস তার উপাধি। কেতকী দেবী মনসার অপর নাম। কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ দেবীকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কাব্য রচনা করেছেন। কবি ক্ষেমানন্দের কাব্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল ও রামায়ণ কাহিনির প্রভাব রয়েছে।

৪. দেব নাগরী অক্ষরে ও আঞ্চলিক শব্দে লিখিত আরও একটি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে যার রচয়িতা ক্ষেমানন্দ নামে আরেক স্বতন্ত্র কবি।

৫. বাইশা: বাইশ কবির পদসংকলন বা 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল' বা বাইশ কবির মনসা যা বাইশা নামে খ্যাত।

৬. মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিবাদী চরিত্র চাঁদ সওদাগর। চাঁদ সওদাগরের স্ত্রীর নাম সনকা। চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা মনসা ডুবিয়ে দিয়েছিল এবং ছয় পুত্রকে মেরে ফেলেছিল।

৭. বেহুলা স্বর্গের দেবতাদের নাচে গানে সন্তুষ্ট করলে মৃত স্বামী লখিন্দরের জীবন ফিরে পায়। চাঁদ সওদাগর অন্যদিকে ফিরে বাম হাতে মনসার মূর্তিতে ফুল ছুঁড়ে দিলে পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচলিত হয়।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
কানাহরি দত্ত	'মনসামঙ্গল'	চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর

৮. 'বাইশা' মনসামঙ্গলের জনপ্রিয়তার জন্য বিভিন্ন কবির রচিত কাব্য থেকে বিভিন্ন অংশ সংকলিত করে যে পদসংকলন রচনা করা হয়েছিল তাই বাংলা সাহিত্যে বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা নামে পরিচিত।

৯. 'বারোমাসী' বা 'বারোমাস্যা' শব্দের অর্থ পুরো এক বছরের বিবরণ। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের লৌকিক কাহিনী বর্ণনায় নায়ক-নায়িকাদের বারো মাসের সুখ-দুঃখের বিবরণ প্রদানের রীতি দেখা যায়, একেই 'বারোমাসী' বা 'বারোমাস্যা' বলে।

১০. 'চৌতিশা' বিপন্ন নায়ক-নায়িকা চৌত্রিশ অক্ষরে ইষ্টদেবতার যে স্তব রচনা করে, তাকে বলে 'চৌতিশা'। ব্যঞ্জনবর্ণ (ক থেকে হ) পদের আদিতে প্রয়োগ করে 'চৌতিশা' রচিত হতো।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

চণ্ডীদেবীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য চণ্ডীমঙ্গল। চণ্ডীমঙ্গলকাব্য দুখণ্ডে বিভক্ত- (ক) আক্ষেটিক খণ্ড; (খ) বণিক খণ্ড। আক্ষেটিক খণ্ডে বর্ণিত অংশের নাম কালকেতু উপাখ্যান। দ্বিতীয়খণ্ড বণিকখণ্ডে বর্ণিত হয়েছে ধনপতি সওদাগরের কাহিনী।

কালকেতু উপাখ্যানে দেবী চণ্ডী স্বর্ণগোধিকার ছদ্মবেশ ধারণ করেন। কালকেতু স্বর্ণগোধিকাকে শিকার করে ঘরে নিয়ে গেলে কালকেতুর ঘরে গিয়ে দেবী নিজ রূপ ধারণ করেন। কালকেতুকে সাত ঘড়া ধন দিয়ে পূজা প্রচারের নির্দেশ দেন। দেবীর নির্দেশে কালকেতু গুজরাটে বন কেটে নগর পত্তন করে। কালকেতু মর্ত্যে আসার পূর্বে স্বর্গরাজ্যের দেবতা ইন্দ্রের পুত্র ছিল এবং তার নাম ছিল নীলাম্বর।

ফুল্লরা ছিল নীলাম্বর পত্নী, স্বর্গরাজ্যে নাম ছিল ছায়া। অভিশপ্ত হয়ে নীলাম্বর ও ছায়া মর্ত্যে ব্যাধের ঘরে জন্ম নেয়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্র পরিচিতি (ব্যাধ কালকেতুর কাহিনি থেকে):

১. দেবী চণ্ডী	• মহাদেব শিবের স্ত্রী। • তিনি একাধারে মানুষ ও পশুপাখির দেবী।
২. কালকেতু	• স্বর্গীয় নাম নীলাম্বর। • পৃথিবীতে এসে কালকেতু নামধারণ করেন। • শেষে দেবী চণ্ডীর অনুগ্রহে গুজরাট রাজ্যের রাজা হন।
৩. ফুল্লরা	• কালকেতুর স্ত্রী। • স্বর্গীয় নাম ছায়া। • মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিবাদী নারী চরিত্র। • তার মুখ থেকে যে প্রতিবাদ শোনা যায়– "পিঁপড়ায় পাখা বাড়ে মরিবার তরে। কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে॥" [স্বামী কালকেতুর সামনে এই প্রতিবাদ করেছে]
৪. মুরারিশীল	• মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতারক চরিত্র।
৫. ভাড়ুদত্ত	• মধ্যযুগের সবচেয়ে ষড়যন্ত্রকারী চরিত্র।

বণিক ধনপতি খণ্ডের চরিত্র :

ধনপতি সওদাগর, লহনা, খুল্লনা, খুল্লনার পুত্র– শ্রীমন্ত, শ্রীমন্তের স্ত্রী– জয়াবতী।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি

১. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি মানিক দত্ত। মানিক দত্ত গৌড় বা মালদহ অঞ্চলের লোক ছিলেন।

২. দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম কবি। তাকে স্বভাব কবি বলা হয়। তার কাব্যের নাম সারদামঙ্গল। সারদামঙ্গল কাব্য ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। তার কাব্যে চণ্ডীর নাম 'মঙ্গলচণ্ডী'। 'মঙ্গল' নামে অসুর বধ করে দেবী এই নামে পরিচিত হয়েছেন। তিনি কৃষ্ণমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল নামে আরো দুটি কাব্য রচনা করেন।

৩. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উপাধি হলো কবিকঙ্কন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতকে বর্ধমান জেলার রত্না নদীর কূলে দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ডিহিদার মাহমুদ শরীফের অত্যাচারের কারণে তিনি দামুন্যা ত্যাগ করে ব্রাহ্মণভূমির রাজা বাঁকুড়া রায়ের অরোরা গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তার ছেলে রঘুনাথের শিক্ষক নিযুক্ত হন। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর রঘুনাথ জমিদার হলে রঘুনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি মুকুন্দরাম 'শ্রী শ্রী চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। জমিদার রঘুনাথ রায় কবি প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ কবি মুকুন্দরামকে 'কবিকঙ্কন' উপাধি দেন। তবে সুকুমার সেন একে স্বয়ংগৃহীত বলে মনে করেন। মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের নাম 'চণ্ডীমঙ্গল'; এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে 'অভয়মঙ্গল', 'আম্বিকামঙ্গল', 'গৌরীমঙ্গল', 'চণ্ডিকামঙ্গল' নামও পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম রচিত চণ্ডীমঙ্গল তিনখণ্ডে বিভক্ত-

১) দেবখণ্ড-সতী ও পার্বতীর কাহিনী;
২) আক্ষেটিক খণ্ড-কালকেতুর কাহিনী ও
৩) বণিক খণ্ড- ধনপতি সওদাগরের কাহিনী।

৪. চণ্ডীমঙ্গলের আরেক কবি দ্বিজ রামদেব। তার কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল' কাব্য।

৫. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আরও একজন কবি মুক্তারাম সেন। মুক্তারাম সেন চট্টগ্রাম জেলার দেবগ্রামে -বর্তমানে আনোয়ারায়) জন্মগ্রহণ করেন।

৬. দেবরাম সেন রচিত কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল'।

৭. সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে কবি হরিরাম 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' রচনা করেন।

৮. কবি লালা জয়নারায়ণ সেন চণ্ডীমঙ্গলের আরেক কবি। তিনি মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের জপসা অধিবাসী ছিলেন। কবি লালা জয়নারায়ণ সেন এর কাব্যের নাম "হরিলীলা"।

৯. কবি ভবানীশঙ্কর দাস ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গলচণ্ডী আঞ্চলিক ভাষায় রচনা করেন। তার কাব্য জাগরণের পুঁথি ও চণ্ডীমঙ্গল গীত নামেও পরিচিত।

১০. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শেষ কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী। অকিঞ্চন চক্রবর্তী মেদিনীপুরের ঘটাল মহকুমার বেঙ্গারাম গ্রামে বসবাস করতেন। অকিঞ্চন চক্রবর্তীর উপাধি ছিল কবীন্দ্র।

অন্নাদামঙ্গল কাব্য

দেবী অন্নদার গুণকীর্তন নিয়ে রচিত কাব্য অন্নদামঙ্গল কাব্য। এটি রচনা করেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তাকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্নদামঙ্গল কাব্য তিনখণ্ডে বিভক্ত- -১) প্রথম খণ্ড শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল। (২) দ্বিতীয় খণ্ড- বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গল; (৩) তৃতীয় খণ্ড- মানসিংহ - ভবানন্দ অন্নদামঙ্গল।

প্রথম খণ্ড শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল উপাখ্যানে সতীর দেহত্যাগ ও উমারূপে জন্মগ্রহণ, শিবের সাথে বিয়ে, ঘরকন্না ও অন্নপূর্ণা মূর্তিধারণ, পূঁজা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রধান চরিত্র দেবতা শিব, উমা।

দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দর "কালিকামঙ্গল" উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র সুন্দর, বিদ্যা, দেবী কালি, রাজা বীরসিংহ, হীরা মালিনী। ভাষা, ছন্দ, কাহিনী, উপমার বিচারে তার রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। তৃতীয় খণ্ড মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র-মানসিংহ, ভবানন্দ, দেবী অন্নদা, সম্রাট জাহাঙ্গীর, হরিহর, ঈশ্বরী পাটনি।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের দুটি বিশেষ চরিত্র ঈশ্বরী পাটনী ও হীরা মালিনী।

অন্নাদামঙ্গলের কবি

১. অন্নদামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে খ্যাত। মঙ্গল কাব্যধারার সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের উপাধি।

২. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বর্ধমান বিভাগের ভুরসুট পরগণার আধুনিক হাওড়া জেলার পেড়ো (পাণ্ডুয়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্রের সম্ভাব্য জন্ম ১৭০৫ সালে বলে ধরা হয়। রাজা কৃষ্ণরায়ের বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম।

৩. ভারতচন্দ্রের কবি জীবনের সূত্রপাত হয় দেবনান্দপুর গ্রামে অবস্থানকালে। 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' রচনার মধ্যে দিয়ে। চল্লিশ বছর বয়সে ভারতচন্দ্র নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি নিযুক্ত হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কবি ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতায় মুগ্ধ হয়ে কবিকে 'গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র এ কাব্যে এত মুগ্ধ হন যে, এটি দরবারে গাওয়া হতো এবং এ কাব্য রচনার পর তিনি বর্তমান আকারে কালীপূজা প্রবর্তন করেন।

৪. ভারতচন্দ্রের প্রধান দুটি কাব্যগ্রন্থ হল 'অন্নদামঙ্গল' ও সত্য পীরের পাঁচালী'। ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। কবি ভারতচন্দ্র রচিত অন্নদামঙ্গল কাব্যের মোট পর্ব সংখ্যা ৮। তাঁর রচিত দুটি বিখ্যাত উক্তি হলো-

'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' এবং 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'।

আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত পঙক্তি:

"প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়েছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে"।

৫. ভারতচন্দ্র রায় মৈথিলী কবি ভানুদত্তের 'রসমঞ্জুরী' কাব্যের অনুবাদও করেছিলেন। কবি ভারতচন্দ্র রায়ের অসমাপ্ত রচনা 'চণ্ডীনাটক'।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
ভারতচন্দ্র	'অন্নদামঙ্গল'	ঈশ্বরী পাটনী

কালিকামঙ্গল কাব্য

অপূর্ব রূপে গুণান্বিত রাজকুমার সুন্দর এবং বীরসিংহের অতুলনীয়া সুন্দরী ও বিদুষী কন্যা বিদ্যার গুপ্ত প্রণয়কাহিনী কালিকামঙ্গল কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয়। মূল কাহিনী কাশ্মীরের বিখ্যাত কবি বিলহন কর্তৃক তার 'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্য সংস্কৃতে বিধৃত হয়েছিল। বিলহন একাদশ শতকের কবি। ক্রমে চৌরপঞ্চাশিকার কাহিনী বাংলায় এসে প্রণয়কাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে কালিকামঙ্গলে স্থান পেয়েছে।

কালিকামঙ্গলের কবিগণ

১. কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের আদি কবি হলেন কবি কঙ্ক। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার নদীর তীরে বিপ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবনের করুণ ও বিচিত্র কাহিনি অবলম্বনে রচিত লোকগাথা 'কঙ্ক ও লীলা' নামে ময়মনসিংহ গীতিকোষে স্থান পেয়েছে।

২. বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নিয়ে শ্রীধর নামে একজন হিন্দু লেখকের রচনা প্রথম লেখা বলে অনুমিত। তিনি চট্টগ্রামের কবি। তিনি ষোল শতকের শুরুতে নুসরত শাহের নির্দেশে এ কাব্য রচনা করেন।

৩. অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র রায় শ্রেষ্ঠমানের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রচয়িতা।

৪. সাবিরিদ খান (শাহ বারিদ খান) ছিলেন 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের রচয়িতা। তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি ছিলেন। তিনি 'রসূল বিজয়' কাব্যও রচনা করেন। হযরত মুহম্মদ (সা:) এর রাজ্য জয়, তার মাহাত্ম্য ঘোষণা হচ্ছে 'রসূল বিজয়' গ্রন্থের বক্তব্য।

৫. কবি গোবিন্দদাস ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

৬. রামপ্রসাদ সেন কালিকামঙ্গলের বিশিষ্ট কবি। কবি রামপ্রসাদ ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনা জেলার হালি শহরের নিকটবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দেন। কবি রামপ্রসাদের কাব্যের নাম 'কবিরঞ্জন'। রামপ্রসাদ শ্যামসঙ্গীত রচনায়ও অপরিসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

অন্যান্য মঙ্গল কাব্য

অন্যান্য মঙ্গল কাব্যগুলো শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, পঞ্চাননমঙ্গল, অনাদিমঙ্গল, তীর্থমঙ্গল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শিবায়নবন্ধ শিবমঙ্গল কাব্য

১. কৃষিভিত্তিত সমাজজীবনে বৈদিক দেবতা রুদ্র শিবের রুপ ধারণ করে। বাঙ্গালি হিন্দুদের জীবনে শিব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই বাঙ্গালি সুখ-দুঃখ ভরা সংসারের কথা স্থান পেয়েছে শিবমঙ্গল কাব্যে।

২. শিব প্রাগবৈদিক দেবতা। লৌকিক দেবতা হিসেবে তার বিবর্তন ঘটেছে। পৌরাণিক লৌকিক উপাদান মিশ্রিত হয়ে শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য রচিত। মনে করা হয় কবি রামকৃষ্ণ রায় শিবমঙ্গল কাব্যের আদি কবি। রামকৃষ্ণ রায় রচিত কাব্যের নাম 'শিবের মঙ্গল'।

৩. কবি কঙ্ক আনুমানিক ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে 'শিবমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।

৪. কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য আঠার শতকের প্রথম দিকে 'শিবায়ন' বা 'শিব-কীর্তন' নামে কাব্য রচনা করেন। তিনি এ ধারার শ্রেষ্ঠ কাহিনী রচয়িতা।

ধর্মমঙ্গল কাব্য

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনি দুটি- ১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি; ২) লাউসেনের কাহিনী। 'রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী'র প্রধান চরিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র বা লুইধর। 'লাউসেনের কাহিনি'র চরিত্র কর্ণসেন, রঞ্জাবতি, ধর্মঠাকুর, লাউসেন, মাহমুদ।

ধর্মমঙ্গলের কবি

১. ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিকবি ময়ুরভট্ট। তিনি সতের শতকের কবি ছিলেন। ময়ুরভট্ট রচিত কাব্যটি হচ্ছে "হাকন্দপুরাণ"। তবে তার রচনার একটি পদও পাওয়া যায়নি।

২. ধর্মমঙ্গলের দ্বিতীয় কবি আদি রূপরাম। কবি মাণিক গাঙ্গুলিই তাকে স্মরণ করে পদ রচনা করেন। তার কোন পুঁথি পাওয়া যায়নি।

৩. ধর্মমঙ্গলের আরেক কবি খেলারাম চক্রবর্তী। ধর্মমঙ্গল কাব্যের একজন অন্যতম কবি মানিকরাম গাঙ্গুলি। মানিকরামের সমসাময়িক আরেকজন কবি দ্বিতীয় রূপরাম। কবি দ্বিতীয় রূপরাম ১৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে তার কাব্য রচনা করেন।

৪. ধর্মমঙ্গলের অন্যতম কবি শ্যামপণ্ডিত। শ্যাম পণ্ডিত রচিত কাব্যের নাম 'নিরঞ্জন মঙ্গল'।

৫. কবি ঘনরাম অষ্টাদশ শতকের ধর্মমঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্য রচনা শেষ হয়। বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবি ঘনরাম চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মঠাকুরের অনুগৃহীত লাউসেনের কাহিনীই ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যের উপজীব্য।

কাব্যের নাম	রচিয়তাগণ	প্রধান চরিত্র
মঙ্গলকাব্য	কানাহরি দত্ত, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, দ্বিজ বংশীদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ	চাঁদ সওদাগর, বেহুলা (পুত্রবধু), লখিন্দর (পুত্র), মনসা -সাপের দেবী)
চণ্ডীমঙ্গল	মানিক দত্ত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, দ্বিজ মাধব(স্বভাবকবি)	ফুল্লরা, কালকেতু, ধনপতি, ভাঁড়ু দত্ত(ষড়যন্ত্রকারী), মুরারি শীল (ঠগ)
অন্নদামঙ্গল	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর	ঈশ্বরী পাটনী, হিরামালিনী
ধর্মমঙ্গল	ময়ূর ভট্ট, রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী, শ্যাম পণ্ডিত	হরিশচন্দ্র, লাউসেন

এক কথায় উত্তর

১. **মঙ্গলকাব্য কী?**
উত্তর: ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্য।

২. **মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা কয়টি?**
উত্তর: ৩টি।

৩. **'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদিকবি কে?**
উত্তর: কানা হরিদত্ত।

৪. **মঙ্গলকাব্য রচনার সময়সীমা কত?**
উত্তর: খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী।

৫. **মনসামঙ্গলের পালা কয়টি?**
উত্তর: ৩০টি পালা।

৬. **চণ্ডীমঙ্গলের কয়টি পালা?**
উত্তর: ১৬টি।

৭. **মঙ্গলকাব্যের প্রধান দুই দেবী কে কে?**
উত্তর: মনসা ও চণ্ডী।

৮. **পৌরাণিক শ্রেণির মঙ্গলকাব্য কী কী?**
উত্তর: গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল।

৯. **লৌকিক শ্রেণির মঙ্গলকাব্য কী কী?**
উত্তর: শিবমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, সারদামঙ্গল।

১০. **মঙ্গলকাব্যের কয়টি অংশ থাকে?**
উত্তর: ৫টি।

১১. **আদিমঙ্গল কাব্য কোনটি?**
উত্তর: মনসামঙ্গল।

১২. **মনসামঙ্গল কাব্যের অপর নাম কী?**
উত্তর: পদ্মপুরাণ।

১৩. সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার অপর নাম কী?
উত্তর: কেতকী ও পদ্মাবতী।

১৪. শেষদিনে পরিবেশন করা মনসামঙ্গলের অংশকে কী বলা হয়?
উত্তর: অষ্টামঙ্গল।

১৫. মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
উত্তর: বিজয়গুপ্ত।

১৬. 'বারোমাসী' বা 'বারোমাস্যা' কী?
উত্তর: পুরো এক বছরের বিবরণ।

১৭. মনসামঙ্গলের প্রধান চরিত্রগুলো কী কী?
উত্তর: চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর, মনসা।

১৮. চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি কে?
উত্তর: মানিক দত্ত।

১৯. চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান কবি কে?
উত্তর: মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

২০. মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে 'কবিকঙ্কন' উপাধি দেন কে?
উত্তর: জমিদার রঘুনাথ রায়।

২১. চণ্ডীমঙ্গল কাব্য কয় খণ্ডে বিভক্ত?
উত্তর: দুই খণ্ডে।

২২. চণ্ডীমঙ্গলের 'স্বভাব কবি' বলা হয় কাকে?
উত্তর: দ্বিজ মাধবকে।

২৩. দ্বিজ মাধব রচিত কাব্যের নাম কী?
উত্তর: সারদামঙ্গল (১৫৭৯)।

২৪. চণ্ডীমঙ্গলের শেষ কবি কে?
উত্তর: অকিঞ্চন চক্রবর্তী।

২৫. কালকেতু ও ফুল্লরা বাংলা সাহিত্যের কোন কাব্যের চরিত্র?
উত্তর: চণ্ডীমঙ্গল।

২৬. অন্নদামঙ্গল কাব্য কয়ভাগে বিভক্ত?
উত্তর: ৩টি খণ্ডে।

২৭. অন্নদামঙ্গল কাব্যে কার বন্দনা আছে?
উত্তর: দেবী অন্নদার।

২৮. অন্নদামঙ্গল ধারার প্রধান কবি কে?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

২৯. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কার আদেশে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন?
উত্তর: নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।

৩০. 'সত্য পীরের পাঁচালী' কে রচনা করেন?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

৩১. অন্নদামঙ্গল কাব্যের দুটি বিশেষ চরিত্র কে কে?
উত্তর: ঈশ্বরী পাটনী ও হীরা মালিনী।

৩২. মঙ্গল কাব্যধারার সর্বশেষ কবি কে?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

৩৩. ভারতচন্দ্রের জন্ম কোন বংশে?
উত্তর: রাজা কৃষ্ণরায়ের বংশে।

৩৪. ভারতচন্দ্র রচিত অন্নদামঙ্গল কাব্যের মোট পর্ব সংখ্যা কত?
উত্তর: ৮।

৩৫. ধর্মমঙ্গল কাব্যে কার জয়গান ধ্বনিত হয়েছে?
উত্তর: ধর্মঠাকুরের।

৩৬. অনাবৃষ্টি হলে ফসল দেন কোন দেবী/দেবতা?
উত্তর: ধর্মঠাকুর।

৩৭. কোন সমাজে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচলিত ছিল?
উত্তর: ডোম।

৩৮. ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?
উত্তর: ময়ূরভট্ট।

৩৯. 'ময়ূরভট্ট' রচিতকাব্যের নাম কী?
উত্তর: হাকন্দপুরাণ।

৪০. অষ্টাদশ শতকে মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
উত্তর: ঘনরাম চক্রবর্তী।

৪১. ধর্মমঙ্গল কয়টি পালায় বিভক্ত?
উত্তর: দুটি।

৪২. 'নিরঞ্জনমঙ্গল' কে রচনা করেন?
উত্তর: ধর্মমঙ্গলের অন্যতম কবি শ্যামপণ্ডিত।

৪৩. লাউসেনের কাহিনিটি কে রচনা করেন?
উত্তর: ঘনরাম চক্রবর্তী।

৪৪. 'বিদ্যাসুন্দর' নামে অভিহিত কোন কাব্য?
উত্তর: কালিকামঙ্গল।

৪৫. দেবী কালির মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে রচিত কাব্য কোনটি?
উত্তর: কালিকামঙ্গল।

৪৬. 'বিদ্যাসুন্দর' কে রচনা করেন?
উত্তর: সাবিরিদ খান।

৪৭. কোন কাব্য অবলম্বনে কালিকামঙ্গল কাব্য রচিত?
উত্তর: চৌরপঞ্চশিকা।

৪৮. কালিকামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?
উত্তর: কবি কঙ্ক।

৪৯. শিবমঙ্গল কাব্যের প্রথম কবি কে?
উত্তর: রামকৃষ্ণ রায়।

৫০. শিবমঙ্গল ধারার শ্রেষ্ঠ কাহিনীর রচয়িতা কে?
উত্তর: রামেশ্বর ভট্টাচার্য।

৫১. মঙ্গলকাব্য কাকে বলে?
উত্তর: প্রাচীন বাংলার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস মতে যে কাব্য শ্রবণ করলে মঙ্গল হয়, কল্যাণ হয়, অকল্যাণ দূর হয়, তাকে মঙ্গলকাব্য বলে।

৫২. মঙ্গলকাব্যের মূল উপজীব্য কী?
উত্তর: দেবদেবীর গুণকীর্তন।

৫৩. মঙ্গলকাব্য কত শ্রেণির?
উত্তর: ২ ধরনের। লৌকিক ও পৌরাণিক।

৫৪. একটি সার্থক মঙ্গলকাব্যে কয়টি অংশ থাকে?
উত্তর: ৫টি। বন্দনা, আত্মপরিচয়, দেবখন্ড, মর্ত্যখণ্ড ও শ্রুতিফল।

৫৫. দুইটি লৌকিক মঙ্গলকাব্যের নাম লিখুন?
উত্তর: মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল।

৫৬. একটি উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যের নাম লিখুন?
উত্তর: অন্নদামঙ্গল।

৫৭. মঙ্গলকাব্য রচনার মূল কারণ কী?
উত্তর: স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদেশ লাভ।

৫৮. কোন দেবীর কাহিনী নিয়ে মনসামঙ্গল কাব্য রচিত?
উত্তর: মনসা দেবী।

৫৯. বাংলা সাহিত্যে মঙ্গল কাব্যধারায় সবচেয়ে প্রাচীনতম ধারা কোনটি?
উত্তর: মনসামঙ্গল কাব্য।

৬০. মনসামঙ্গল কাব্যের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি কে?
উত্তর: বিজয় গুপ্ত ।

৬১. চাঁদ সওদাগর বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র?
উত্তর: মনসামঙ্গল কাব্য ।

৬২. মনসামঙ্গল কাব্যের দুইটি চরিত্রের নাম লিখুন?
উত্তর: চাঁদ সওদাগর, বেহুলা ।

৬৩. মনসামঙ্গলের কোন কবি সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল?
উত্তর:দ্বিজ বংশীদাস ।

৬৪. কেতকাদাস কার উপাধি?
উত্তর: ক্ষেমানন্দের ।

৬৫. বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত কাব্যের নাম কী?
উত্তর: মনসা বিজয় ।

৬৬. 'বেহুলা' চরিত্রটি কোন মঙ্গলকাব্যের সম্পদ?
উত্তর: মনসামঙ্গল ।

৬৭. মঙ্গলকাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্য কোনটি?
উত্তর: চণ্ডীমঙ্গল ।

৬৮. মঙ্গলকাব্যে কোন কোন দেবীর প্রাধান্য সর্বাপেক্ষা বেশি?
উত্তর: মনসা ও চণ্ডীদেবীর ।

৬৯. চণ্ডীমঙ্গল কাব্য কত খণ্ডে বিভক্ত?
উত্তর: ২ খণ্ডে । কালকেতু উপাখ্যান ও ধনপতি উপাখ্যান ।

৭০. প্রকৃত চণ্ডীমঙ্গল বলতে আমরা কোন খণ্ডকে বুঝি?
উত্তর: কালকেতু উপাখ্যানকে ।

৭১. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কয়েকটি চরিত্রের নাম লিখুন?
উত্তর: কালকেতু, ফুল্লরা, ভাড়ু দত্ত, মুরারীশীল, পুষ্পকেতু ।

৭২. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?
উত্তর: মুকুন্দরাম চক্রবর্তী । তিনি ১৬ শতকের কবি ।

৭৩. মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উপাধি কী? কে তাকে এই উপাধি প্রদান করেন এবং কেন?
উত্তর: কবি কঙ্কন । মেদিনীপুর জেলার আবরা ব্রাহ্মণ জমিদার রঘুনাথ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনার জন্য তাকে এ উপাধি দেন ।

৭৪. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কতজন কবির পরিচয় পাওয়া যায়?
উত্তর: ১৯ জন ।

৭৫. ভাড়ুদত্ত কোন কাব্যের চরিত্র?
উত্তর: চণ্ডীমঙ্গল ।

৭৬. মঙ্গলকাব্য ধারায় কোন কবিকে দু:খবাদী কবি বলে অভিহিত করা হয়?
উত্তর: চণ্ডীদাসকে ।

৭৭. মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি কে? তিনি কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর । তিনি ১৭৬০ খ্রি: মৃত্যুবরণ করেন ।

৭৮. "বড়র পিরীত বালির বাঁধ! ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ"- চরণ দু'টি কার রচনা?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায় ।

৭৯. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'-বাংলা সাহিত্যের কোন কাব্যে বাঙালির প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে?
উত্তর: অন্নদামঙ্গল ।

৮০. অন্নদামঙ্গল কাব্য কত খণ্ডে বিভক্ত? প্রকৃত অন্নদামঙ্গল কোন খণ্ডটি?
উত্তর: ৩ খণ্ডে । প্রকৃত অন্নদামঙ্গল হল মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান ।

৮১. অন্নদামঙ্গল কাব্যের কয়েকটি চরিত্রের নাম লিখুন?
উত্তর: মানসিংহ-ভবানন্দ-প্রতাপাদিত্য, ঈশ্বরীপাটনী ।

৮২. ভারতচন্দ্র রায়ের উপাধি কী? কে, কেন তাকে এই উপাধি প্রদান করেন?
উত্তর: গুণাকর । নবদ্বীপের রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার জন্য তাকে এ উপাধি দেন ।

৮৩. মঙ্গলকাব্য ধারার সর্বশেষ কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর । তিনি অষ্টাদশ শতকের কবি ।

৮৪. নগাষ্টক ও গঙ্গাষ্টক কোন জাতীয় রচনা? রচয়িতার নাম কী?
উত্তর: সংস্কৃত ভাষায় লেখা দুটি ক্ষুদ্র কবিতা, রচয়িতা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ।

৮৫. "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" ও "নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?"-সুভাষিত বাক্য দুটির স্রষ্টা কে?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ।

৮৬. 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' কার রচনা?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ।

৮৭. মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন–
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ।

৮৮. 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য কার রচনা?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ।

৮৯. বিদ্যা, সুন্দর, হীরামালিনী চরিত্রগুলো কোন কাব্যে পাওয়া যায়?
উত্তর: কালিকামঙ্গল কাব্যের ।

৯০. কালিকামঙ্গল কাব্যের অন্য নাম কী?
উত্তর: বিদ্যাসুন্দর কাব্য ।

৯১. কালিকামঙ্গল কাব্য ধারার মুসলিম কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?
উত্তর: সাবিরিদ খান । ষোড়শ শতকের ।

৯২. ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে? তার রচিত কাব্যের নাম কী?
উত্তর: ময়ূরভট্ট । তার রচিত কাব্যের নাম হাকন্দ পুরাণ/-শ্রী ধর্মমঙ্গল কাব্য) ।

৯৩. কবিরঞ্জন কার উপাধি? তার কাব্যের নাম কী? কে তাকে এই উপাধি প্রদান করেন?
উত্তর: রাম প্রসাদ সেনের । তার কাব্যের নাম 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য । নবদ্বীপের রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাকে কবিরঞ্জন উপাধি প্রদান করেন ।

৯৪. রুপরাম চক্রবর্তী কোন মঙ্গলকাব্য ধারার কবি?
উত্তর: ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি ।

৯৫. ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?
উত্তর: ঘনরাম চক্রবর্তী । অষ্টাদশ শতকের ।

৯৬. ধর্মমঙ্গল কাব্য কত খণ্ডে বিভক্ত ও কী কী?
উত্তর: দুই খণ্ডে । লাউসেনের কাহিনী ও হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী ।

৯৭. 'হাকন্দ পুরাণ' গ্রন্থটি কার রচিত?
উত্তর: ময়ুরভট্ট ।

৯৮. বাংলা সাহিত্যে প্রথম কোন ব্যক্তির জীবনী লেখা হয়?
উত্তর: শ্রী চৈতন্যদেব ।

৯৯. 'রসূল বিজয়'-এর রচয়িতা কে?
উত্তর: জয়েন উদ্দীন/জৈনুদ্দিন ।

Teacher's Work

১. **মনসা দেবীকে নিয়ে লেখা বিজয়গুপ্তের মঙ্গলকাব্যের নাম কী?** [৪৩তম বিসিএস]
ক মনসামঙ্গল খ মনসাবিজয়
গ পদ্মপুরাণ ঘ পদ্মাবতী **গ**

২. **মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে?** [৩৫তম বিসিএস]
ক কানাহরি দত্ত খ ভারতচন্দ্র
গ মানিক দত্ত ঘ দাশু রায় **ঘ**

৩. **মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কী?** [২৮তম বিসিএসব]
ক বিজয় গুপ্ত খ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ কানাহরি দত্ত **খ**

৪. **মনসামঙ্গলের কবি কে?**
ক বিজয় গুপ্ত খ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ
গ বিপ্রদাস পিপিলাই ঘ ওপরের তিনজনই **ঘ**

৫. **"অন্নদামঙ্গল" কাব্যের রচয়িতা কে?**
ক মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ বিহারীলাল চক্রবর্তী
গ ভারতচন্দ্র ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **গ**

৬. **'বাইশা' কী?**
ক মনসামঙ্গল কাব্যের একজন কবি
খ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একজন কবি
গ মনসামঙ্গল কাব্যের বাইশ জন ছোট-বড় কবি
ঘ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ছোট-বড় বাইশ জন কবি **গ**

৭. **'রায়গুণাকর' উপাধি লাভ করেন কে?**
ক ঈশ্বরগুপ্ত খ আলাওল
গ মুকুন্দরাম ঘ ভারতচন্দ্র **ঘ**

৮. **কবি ভারতচন্দ্রকে 'রায়গুণাকর' উপাধি দিয়েছেলেন কে?**
ক জমিদার রঘুনাথ খ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র
গ চণ্ডীদাস ঘ ময়ূরভট্ট **খ**

৯. **"নিরঞ্জনমঙ্গল" কাব্যের রচয়িতা কে?**
ক শ্যাম পণ্ডিত খ রামাই পণ্ডিত
গ লোচন দাস ঘ গোবিন্দ দাস **ক**

১০. **খেলারাম চক্রবর্তী কোন কাব্যের কবি ছিলেন?**
ক মনসামঙ্গল খ ধর্মমঙ্গল
গ অন্নদামঙ্গল ঘ কালিকামঙ্গল **খ**

Unique Question for Student Practice

১. **কোন শাসকদের সময়কে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয়?**
ক পাল খ সেন
গ গুপ্ত ঘ তুর্কি **ঘ**

২. **কোন সময়কে বাংলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' বলা হয়?**
ক ১২০১-১৩৫০ খ্রি. খ ৬০০-৯৫০ খ্রি.
গ ১৩৫১-১৫০০ খ্রি. ঘ ৬০০-৭৫০ খ্রি. **ক**

৩. **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোনটি?**
ক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন খ চর্যাপদ
গ বৈষ্ণব পদাবলি ঘ নাথ সাহিত্য **গ**

৪. **সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?**
ক চর্যাপদ খ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গ ইউসুফ জোলেখা ঘ পদ্মাবতী **খ**

৫. **মধ্যযুগীয় এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্যের উদাহরণ-**
ক গীতিকাব্য খ মঙ্গলকাব্য
গ জীবনীকাব্য ঘ চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় **খ**

৬. **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন কী?**
ক চতুর্দশপদী কবিতা খ চর্যাপদ
গ ছোটগল্প ঘ মঙ্গলকাব্য **ঘ**

৭. **'মঙ্গলকাব্য' সমূহের বিষয়বস্তু মূলত-**
ক লোকসংগীত খ মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা
গ ধর্মবিষয়ক আখ্যান ঘ পীর পাঁচালী **গ**

৮. **মঙ্গলকাব্য রচনার মূলে উল্লিখিত কারণ কী?**
ক রাজাদের প্রাপ্তি
খ স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদেশ লাভ
গ রাজা ও সভাসদের মনোরঞ্জন করা
ঘ রাজকবির দায়িত্ব পালন **খ**

৯. **কোন মঙ্গলকাব্যে কয়টি অংশ থাকে?**
ক ৩টি খ ৫টি
গ ৭ টি ঘ ৮ টি **খ**

১০. **মঙ্গলকাব্যের রচয়িতা নন-**
ক ভারতচন্দ্র খ বড়ু চণ্ডীদাস
গ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ বিজয় গুপ্ত **খ**

১১. **কোনটি আধুনিকযুগের কাব্য?**
ক মনসামঙ্গল খ অন্নদামঙ্গল
গ কালিকামঙ্গল ঘ সারদামঙ্গল **ঘ**

১২. **'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদি কবি কে?**
ক কৃত্তিবাস খ মালাধর বসু
গ মানিক দত্ত ঘ কানাহরি দত্ত **ঘ**

১৩. **কোন দেবীর কাহিনী নিয়ে 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচিত?**
ক লখিন্দরের দেবী খ পদ্মাবতী দেবী
গ মনসা দেবী ঘ বেহুলা ও চাঁদসুন্দর **গ**

১৪. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কোন ধারার কবি?
ক মনসামঙ্গল ক শীতলামঙ্গল
গ চণ্ডীমঙ্গল ঘ পদাবলি **গ**

১৫. 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান/শ্রেষ্ঠ কবি কে?
ক কানাহরি দত্ত খ শাহ মুহম্মদ সগীর
গ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর **গ**

১৬. বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম কবি কে?
ক শ্রীচৈতন্য দেব খ বিদ্যাপতি
গ জ্ঞানদাস ঘ চণ্ডীদাস **খ**

১৭. বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে?
ক চণ্ডীদাস খ বিদ্যাপতি
গ জ্ঞানদাস ঘ আলাওল **ক**

১৮. বৈষ্ণব পদকর্তা 'চণ্ডীদাস' কত জন?
ক ৩ জন খ ২ জন
গ ৪ জন ঘ ৫ জন **ক**

১৯. 'মৈথিলী কোকিল' খ্যাত কে?
ক জ্ঞানদাস খ গোবিন্দদাস
গ বিদ্যাদাস ঘ বিদ্যাপতি **ঘ**

২০. কোন কবির উপাধি 'কবিকণ্ঠহার'?
ক চণ্ডীদাস খ বিদ্যাপতি
গ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ ভারতচন্দ্র **খ**

২১. বৈষ্ণব পদাবলির অবাঙালি কবি কে?
ক গোবিন্দদাস খ জ্ঞানদাস
গ চণ্ডীদাস ঘ বিদ্যাপতি **ঘ**

২২. বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদ রচনা করেন?
ক ফারসি খ ব্রজবুলি
গ মারাঠি ঘ হিন্দি **খ**

২৩. কোন কবি বাঙালি না হয়েও বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছেন?
ক বিদ্যাপতি খ জয়দেব
গ গোবিন্দদাস ঘ এদের কেউ নয় **ক**

২৪. মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?
ক কবীন্দ্র পরমেশ্বর খ কাশীরাম দাস
গ শ্রীকর নন্দী ঘ সঞ্জয় **খ**

২৫. কাশীরাম দাস কোন গ্রন্থের অনুবাদক?
ক মহাভারত খ বেদ
গ রামায়ণ ঘ গীতা **ক**

২৬. কোন উক্তিটি ঠিক?
ক বৈষ্ণব পদাবলি মধ্যযুগের বাংলার এক প্রকার কাহিনিকাব্য
খ বৈষ্ণব পদাবলি বৈষ্ণব ধর্মের যৌক্তিক ব্যাখ্যা
গ বৈষ্ণব পদাবলি পদ্যে রচিত চৈতন্য দেবের জীবনী বিশেষ
ঘ বৈষ্ণব পদাবলি রাধা ও কৃষ্ণের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিচিত্র অনুভূতি সম্বলিত এক প্রকার গান **ঘ**

২৭. বৈষ্ণব পদসাহিত্যের রচয়িতা কে?
ক চণ্ডীদাস খ জ্ঞানদাস
গ গোবিন্দ দাস ঘ তিনজনই **ঘ**

২৮. বিদ্যাপতির জন্ম-
ক আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে
খ আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে
গ আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে
ঘ তার জন্মকাল উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি **খ**

২৯. বৈষ্ণব সাহিত্য কোনটির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত?
ক চৈতন্য জীবনী খ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা
গ বৌদ্ধধর্ম ঘ ব্রাহ্মধর্ম **খ**

৩০. বৈষ্ণব পদাবলির অধিকাংশ পদ কোন ভাষায় রচিত?
ক মৈথিলি ভাষায় খ বাংলা ভাষায়
গ প্রাকৃত ভাষায় ঘ ব্রজবুলি ভাষায় **ঘ**

৩১. রবীন্দ্রনাথ কার কাব্যকে [বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে] 'রাজকণ্ঠের মণিমালা' বলে অভিহিত করেছেন?
ক বিদ্যাপতির খ জ্ঞানদাসের
গ চণ্ডীদাস ঘ গোবিন্দদাসের **ক**

৩২. 'অভিনব জয়দেব' কোন কবি?
ক চণ্ডীদাস খ বড়ু চণ্ডীদাস
গ দ্বিজ চণ্ডীদাস ঘ বিদ্যাপতি **ঘ**

৩৩. বৈষ্ণব পদাবলিতে মূলত কিসের সম্পর্ক দেখানো হয়?
ক স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক খ রাধা ও কৃষ্ণের সম্পর্ক
গ নর ও নারীর সম্পর্ক ঘ চৈতন্যদেব ও শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক **ক**

৩৪. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে প্রাচীনতম চণ্ডীদাস কে?
ক দীন চণ্ডীদাস খ দ্বিজ চণ্ডীদাস
গ বড়ু চণ্ডীদাস ঘ চণ্ডীদাস **গ**

৩৫. বাংলায় এক ছত্র পদ না লিখেও কে বাংলার কবি হয়েছিলেন?
ক বিদ্যাপতি খ চণ্ডীদাস
গ জ্ঞানদাস ঘ গোবিন্দ দাস **ক**

৩৬. 'শূন্যপুরাণ' কাব্য কার রচনা?
ক লুইপা খ কাহ্নপা
গ দৌলত উজির বাহরাম খান ঘ রামাই পণ্ডিত **ঘ**

৩৭. 'আঁধার যুগে'র রচনা বলা হয় কোনটিকে?
ক চর্যাপদ খ মনসামঙ্গল
গ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঘ প্রাকৃতপৈঙ্গল **ঘ**

৩৮. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কার করেন–
ক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ রামমোহন রায়
গ বসন্তরঞ্জন রায় ঘ প্রমথ চৌধুরী **গ**

৩৯. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি আবিষ্কৃত হয় কোথায়?
ক রাজপ্রাসাদে খ গোয়ালঘরে
গ কুঁড়েঘরে ঘ গ্রন্থাগারে **খ**

৪০. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের খণ্ড সংখ্যা-
ক ১৪ খ ১৫
গ ১৩ ঘ ১২ **গ**

৪১. 'বড়ায়ি' কোন কাব্যের চরিত্র?
ক মনসামঙ্গল খ চণ্ডীমঙ্গল
গ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঘ পদ্মাবতী **গ**

৪২. কোন কবি 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের প্রণেতা?
ক বংশীদাস চক্রবর্তী খ রূপরাম চক্রবর্তী
গ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ বলরাম চক্রবর্তী **খ**

৪৩. ভুরসুট পরগনার পাণ্ডুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন-
ক মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ ময়ূর ভট্ট ঘ কানাহরি দত্ত **খ**

৪৪. কোনটি কবি ভারতচন্দ্রের উপাধি?
ক রায়গুণাকর খ কবিকণ্ঠহার
গ কবিকঙ্কন ঘ কবিরঞ্জন **ক**

৪৫. 'রায়গুণাকর' কার উপাধি?
ক মালাধর বসু খ মুকুন্দরাম
গ ভারতচন্দ্র ঘ ময়ূরভট্ট **গ**

৪৬. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
ক হরি দত্ত খ ভারতচন্দ্র
গ মুকুন্দরাম ঘ চণ্ডীদাস **খ**

৪৭. "অন্নদামঙ্গল' কাব্য কে রচনা করেন?
ক কানাহরি দত্ত খ বিজয় গুপ্ত
গ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঘ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর **ঘ**

৪৮. 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' কার রচনা?
ক কানাহরি দত্ত খ বিজয় গুপ্ত
গ মুকুন্দরাম ঘ ভারতচন্দ্র **ঘ**

৪৯. 'বড়র পিরিতি বালির বাঁধ! ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ'- চরণ দুটি কার রচনা?
ক আলাওল খ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ শেখ ফজলুল করিম **খ**

৫০. বারমাস্যা কাকে বলে?
ক নায়িকার বারমাসের সুখ-দুঃখের বর্ণনা
খ দেবদেবীর পূজা প্রচারের কাহিনি
গ নায়ক-নায়িকার প্রেমের ধারাবাহিক বিন্যাস
ঘ বারমাসের চাষাবাদের বিবরণ **ক**

৫১. 'ভাঁড়ুদত্ত' চরিত্রটি পাওয়া যায় কোন গ্রন্থে?
ক মনসামঙ্গল কাব্য খ অন্নদামঙ্গল কাব্য
গ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ঘ ধর্মমঙ্গল কাব্য **গ**

৫২. বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত কাব্যের নাম কী?
ক মনসামঙ্গল খ মনসাবিজয়
গ চাঁদ সওদাগরের কাহিনি ঘ মনসা প্রশস্তি **খ**

৫৩. আরাকান রাজসভার সাহিত্যিক ছিলেন–
ক শাহ মুহম্মদ সগীর খ সৈয়দ হামজা
গ কবি জয়দেব ঘ আলাওল **ঘ**

৫৪. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্মপ্রচারক এর প্রভাব অপরিসীম?
ক শ্রীচৈতন্যদেব খ শ্রীকৃষ্ণ
গ আদিনাথ ঘ মনোহর দাশ **ক**

৫৫. চৈতন্যদেব ছিলেন–
ক বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক খ পদাবলির রচয়িতা
গ ব্রজবুলি ভাষার প্রবর্তক ঘ সঙ্গীতজ্ঞ **ক**

৫৬. কে বাংলা ভাষার কবি নন?
ক জ্ঞানদাস খ জয়দেব
গ মুকুন্দরাম ঘ চণ্ডীদাস **খ**

৫৭. ব্রজবুলি ভাষা কী?
ক বাংলার ভাষা খ ব্রজভূমির ভাষা
গ বৃন্দাবনের ভাষা ঘ মিথিলা ও বাংলার মিশ্র ভাষা **ঘ**

৫৮. 'ব্রজবুলি'র প্রবর্তক/স্রষ্টা কে?
ক চণ্ডীদাস খ বিদ্যাপতি
গ আলাওল ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **খ**

৫৯. 'ব্রজবুলি'তে কোন কবি পদাবলি রচনা করেন?
ক চণ্ডীদাস খ জ্ঞানদাস
গ বিদ্যাপতি ঘ গোবিন্দদাস **গ**

৬০. শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে কী রস বলে?
ক ভাবরস খ মধুররস
গ প্রেমরস ঘ লীলারস **খ**

৬১. 'মঙ্গলকাব্যে'র রচয়িতা নন-
ক ভারতচন্দ্র খ বড়ু-চণ্ডীদাস
গ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ বিজয় গুপ্ত **খ**

৬২. 'মঙ্গলকাব্য' সমূহের বিষয়বস্তু মূলত-
ক লোকসঙ্গীত খ মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা
গ ধর্ম বিষয়ক আখ্যান ঘ পীর পাঁচালী **গ**

৬৩. মঙ্গলকাব্য রচনার মূলে উল্লেখিত কারণ কী?
ক রাজাদেশ প্রাপ্তি
খ স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদেশ লাভ
গ রাজা ও সভাসদের মনোরঞ্জন করা
ঘ রাজকবির দায়িত্ব পালন **খ**

৬৪. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদিকবি কে?
ক বিজয় দত্ত খ ময়ুর ভট্ট
গ মানিক দত্ত ঘ কানা হরিদত্ত **ঘ**

৬৫. 'মনসাবিজয়' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক বিপ্রদাস পিপিলাই খ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ
গ বিজয় গুপ্ত ঘ নারায়ণদেব **ক**

৬৬. "চণ্ডীমঙ্গল" কব্যের আদি কবি কে?
ক মুকুন্দরাম খ দ্বিজ মাধব
গ মানিকদত্ত ঘ কানাহরি দত্ত **গ**

৬৭. কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কার অনুরোধে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন?
ক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের খ চন্দ্র সুধমার
গ জমিদার রঘুনাথ রায়ের ঘ মাগন ঠাকুরের **গ**

৬৮. কালকেতু এবং ফুল্লরা বাংলা সাহিত্যের কোন কাব্যের চরিত্র?
ক অন্নদামঙ্গল খ ধর্মমঙ্গল
গ চণ্ডীমঙ্গল ঘ মনসামঙ্গল **গ**

৬৯. কবিকঙ্কন কার উপাধি?
ক বিদ্যাপতি খ জ্ঞানদাস
গ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ বংশীদাস **গ**

৭০. "অন্নদামঙ্গল" কাব্য কোন যুগের?
ক প্রাচীন যুগ খ মধ্যযুগ
গ অন্ধকার যুগ ঘ আধুনিক যুগ খ

৭১. "কালিকামঙ্গল" কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয় কী?
ক প্রণয়কাহিনী খ ধর্মকাহিনী
গ কলিযুগের কাহিনী ঘ সনাতন কহিনী ক

৭২. 'কালিকামঙ্গলের' অন্য নাম কী?
ক সুন্দরী বিদ্যা খ বিদ্যাসুন্দর
গ বিদ্যাদেবী ঘ কালিকাসুন্দর খ

৭৩. শ্রেষ্ঠ মানের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক সাবিরিদ খান খ ভারতচন্দ্র রায়
গ মুকুন্দরাম ঘ জ্ঞানদাস খ

৭৪. রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থে কোন দুই ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে?
ক মুসলমান ও হিন্দু খ হিন্দু ও বৌদ্ধ
গ মুসলমান ও বৌদ্ধ ঘ হিন্দু ও খ্রিস্টান খ

৭৫. হলায়ুধ মিশ্র রচিত 'সেক শুভোদয়া' কোন ভাষায় রচিত?
ক বাংলা খ হিন্দি
গ সংস্কৃত ঘ পালি গ

৭৬. 'চম্পুকাব্য' কী?
ক এক ধরনের গীতিকাব্য খ নাথ সাহিত্যের অপর নাম
গ গদ্যকাব্য ঘ গদ্যপদ্য মিশ্রিত কাব্য ঘ

৭৭. বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মস্থান কোনটি?
ক বীরভূম জেলার নানুর গ্রাম খ বীরভূম জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম
গ বাঁকুড়া জেলার নানুর গ্রাম ঘ বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম ক

৭৮. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল কত?
ক ১৩০০ খ্রি. খ ১৩৫০ খ্রি.
গ ১৪০০ খ্রি. ঘ ১৪৫০ খ্রি. গ

৭৯. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কত সালে আবিষ্কৃত হয়?
ক ১৯০৭ সালে খ ১৯০৮ সালে
গ ১৯০৯ সালে ঘ ১৯১৬ সালে গ

৮০. বড়ু চণ্ডীদাসের প্রকৃত নাম কী?
ক চণ্ডীদাস খ বড়ু গ অনন্ত ঘ নিমাই গ

৮১. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের একখানি পুঁথিতে এর প্রকৃত যে পরোক্ষ হদিস পাওয়া যায়, সেটি কী?
ক শ্রীকৃষ্ণলীলা খ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ
গ শ্রীকৃষ্ণভগবত ঘ শ্রীগোকল খ

৮২. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের ১৩টি খণ্ডের মধ্যে একমাত্র কোন খণ্ডের শেষে 'খণ্ড' শব্দ যোগ করা হয়নি?
ক প্রথম খ সপ্তম
গ একাদশ ঘ ত্রয়োদশ ঘ

৮৩. 'আকুল শরীর মোর বেকুল মন। বাশীর শবদেঁ মোর আউলাইলোঁ রান্ধন ॥'- কোন কবির রচনা?
ক বিদ্যাপতি খ বড়ু চণ্ডীদাস
গ জ্ঞানদাস ঘ পদাবলির চণ্ডীদাস খ

৮৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কে আবিষ্কার করেন?
ক বসন্তরঞ্জন রায় খ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
গ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঘ বিদ্যাপতি ক

৮৫. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনি প্রধান ক'টি চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে?
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি খ

৮৬. 'বাসলী -বাশুলী চরণে চণ্ডীদাস এই গান গাইলেন'-এখানে 'বাসলী' কে?
ক রাধা খ কৃষ্ণ
গ বিশালাক্ষী দেবী ঘ চণ্ডী উপাসা দেবতা গ

৮৭. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি সম্পাদিত হয়-
ক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে খ শ্রীরামপুর মিশন থেকে
গ রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ঘ জানা সম্ভব হয়নি ক

৮৮. শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত-
ক রামনিধি গুপ্ত খ দাশরথি রায়
গ এ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ঘ রামপ্রসাদ সেন ঘ

৮৯. কোন যুগকে প্রাক চৈতন্যযুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়?
ক ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীকে
খ চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীকে
গ পঞ্চদশ শতাব্দীকে
ঘ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীকে খ

৯০. জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রচিত হয় কোন শাসনের সময়?
ক পাল শাসন খ সেন শাসন
গ সুলতানী শাসন ঘ মুঘল শাসন খ

৯১. 'বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ

৯২. বৈষ্ণব সাহিত্য কোনটির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত?
ক চৈতন্য জীবনী খ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা
গ বৌদ্ধধর্ম ঘ ব্রাহ্মধর্ম খ

৯৩. ব্রজবুলি ভাষা কোন ভাষাদ্বয়ের মিশ্রণ?
ক মৈথিলি ও বাংলা খ মৈথিলি ও হিন্দি
গ বাংলা ও হিন্দি ঘ বাংলা ও সংস্কৃত ক

৯৪. তিনটি শ, ষ, স- এর মধ্যে ব্রজবুলি ভাষায় কোনটি ব্যবহার করা হয়েছে?
ক শ খ ষ
গ স ঘ একটিও নয় গ

৯৫. 'কীর্তিলতা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক বড়ু চণ্ডীদাস খ বিদ্যাপতি
গ জ্ঞানদাস ঘ চণ্ডীদাস খ

৯৬. 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।'- কে লিখেছেন?
ক চণ্ডীদাস খ বিদ্যাপতি
গ রবীন্দ্রনাথ ঘ কাজী নজরুল ইসলাম খ

৯৭. গোবিন্দদাস কতগুলো পদ রচনা করেছেন?
ক প্রায় পাঁচশত খ প্রায় ছয়শত
গ প্রায় সাতশত ঘ প্রায় আটশত গ

৯৮. মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক মা মনসার পূজা করা খ চণ্ডীপূজা করা
গ ধর্মের মঙ্গল সাধনা ঘ বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করা **ঘ**

৯৯. বিজয়গুপ্ত কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক মুন্সিগঞ্জ খ বরিশাল
গ ফরিদপুর ঘ চট্টগ্রাম **খ**

১০০. দ্বিজ বংশীদাসের জন্ম কোথায়?
ক ময়মনসিংহ খ কলকাতায়
গ মিথিলায় ঘ সিলেট **ক**

১০১. 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ' নামের মূল নাম কোনটি?
ক কেতকাদাস খ ক্ষেমানন্দ
গ সম্পূর্ণ অংশ ঘ কোনোটিই নয় **খ**

১০২. সমস্ত ধর্মমঙ্গল কাব্য কয়টি কাহিনি নিয়ে রচিত?
ক দুটি খ তিনটি গ চারটি ঘ পাঁচটি **ক**

১০৩. ভবানন্দ মজুমদারের পূর্বনাম কী ছিল?
ক ভবানন্দ খ মজুমদার
গ দুর্গাদাস ঘ ভবানন্দ মজুমদার **গ**

১০৪. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কোন গ্রন্থ রচনা করেন?
ক মনসামঙ্গল খ ধর্মমঙ্গল
গ অন্নদামঙ্গল ঘ সারদামঙ্গল **গ**

১০৫. কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কার অনুরোধে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন?
ক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের খ চন্দ্র সুধর্মার
গ জমিদার রঘুনাথ রায়ের ঘ মাগন ঠাকুরের **গ**

১০৬. প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্যগুলোকে কয় শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ **গ**

১০৭. কোনটি পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য?
ক অন্নদামঙ্গল খ গৌরীমঙ্গল
গ দুর্গামঙ্গল ঘ তিনটিই **ঘ**

১০৮. কোনটি লৌকিক মঙ্গলকাব্য?
ক মনসামঙ্গল খ চণ্ডীমঙ্গল
গ সারদামঙ্গল ঘ সবগুলোই **ঘ**

১০৯. মঙ্গলকাব্যে প্রধানত কোন ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে?
ক পয়ার ছন্দ খ স্বরবৃত্ত ছন্দ
গ মুক্তক ছন্দ ঘ গৈরিশ ছন্দ **ক**

১১০. মনসামঙ্গলের কবি কে?
ক বিজয় গুপ্ত খ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ
গ বিপ্রদাস পিপিলাই ঘ ওপরের তিনজনই **ঘ**

১১১. 'বাইশা' কী?
ক মনসামঙ্গল কাব্যের একজন কবি
খ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একজন কবি
গ মনসামঙ্গল কাব্যের বাইশ জন ছোট-বড় কবি
ঘ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ছোট-বড় বাইশ জন কবি **গ**

১১২. সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার অপর নাম কী?
ক ক্ষেমানন্দ খ কেতকা
গ পদ্মাবতী ঘ খ ও গ **ঘ**

১১৩. মধ্যযুগের প্রথম কাব্য কোনটি?
ক শূন্যপুরাণ খ ডাকার্ণব
গ গীত গোবিন্দ ঘ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন **ঘ**

Home Work

১. 'শূন্যপুরাণের' রচয়িতা- [৪৬তম বিসিএস]
ক রামাই পন্ডিত খ হলায়ুধ মিশ্র
গ কাহ্নপা ঘ কুক্কুরীপা **ক**

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কাঁকিল্যা গ্রাম কেন উল্লেখযোগ্য? [৪৬তম বিসিএস]
ক শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান
খ বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মস্থান
গ চর্যাপদের প্রাপ্তিস্থান
ঘ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রাপ্তিস্থান **খ**

৩. 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের রচয়িতা জয়দেব কার সভাকবি ছিলেন? [৪৫তম বিসিএস]
ক শশাঙ্কদেবের খ লক্ষ্মণ সেনের
গ যশোবর্মনের ঘ হর্ষবর্ধনের **খ**

৪. কবি যশোরাজ খান বৈষ্ণবপদ রচনা করেন কোন ভাষায়? [৪৫তম বিসিএস]
ক ব্রজবুলি খ বাংলা
গ সংস্কৃত ঘ হিন্দি **ক**

৫. মঙ্গলযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? [৩৬তম বিসিএস]
ক ১৭৫৬ খ ১৭৫২
গ ১৭৬০ ঘ ১৭৬২ **গ**

৬. মধ্যযুগের কবি নন কে? [৩৪ তম বিসিএস]
ক জয়নন্দী খ বড়ু চণ্ডীদাস
গ গোবিন্দ দাস ঘ জ্ঞান দাস **ক**

৭. বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের এবং মঙ্গলকাব্যের শেষ কবি কে? [২৮তম বিসিএস]
ক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ ভারতচন্দ্র রায়
গ রাম রাম বসু ঘ শাহ মুহম্মদ সগীর **খ**

৮. বিদ্যাপতি কোথাকার রাজসভাকবি ছিলেন? [২৮তম বিসিএস]
ক বাংলা খ ভারত
গ কনৌজ ঘ মিথিলা **ঘ**

৯. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজসভার কবি? [২৬তম বিসিএস]
ক আরাকান রাজসভা খ কৃষ্ণনগর রাজসভা
গ রাজা গণেশের রাজসভা ঘ লক্ষ্মণসেনের রাজসভা **খ**

১০. 'রূপ লাগি আখি ঝুরে গুনে মন ভোর' কার রচনা? [২৬তম বিসিএস]
ক চণ্ডীদাস খ জ্ঞানদাস
গ বিদ্যাপতি ঘ লোচনদাস **খ**

১১. চাঁদ সওদাগর বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র? [২৩তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক চণ্ডীমঙ্গল খ মনসামঙ্গল
গ ধর্মমঙ্গল ঘ অন্নদামঙ্গল **খ**

১২. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- এই প্রার্থনাটি করেছে- [২৩তম বিসিএস]
ক ভাড়ু দত্ত খ চাঁদ সওদাগর
গ ঈশ্বরী পাটনী ঘ কুবের **গ**

১৩. 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'- কে বলেছেন? [২১তম বিসিএস]
ক চণ্ডীদাস খ বিদ্যাপতি
গ রামকৃষ্ণ পরমহংস ঘ বিবেকানন্দ **ক**

১৪. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'-লাইনটি নিম্নোক্ত একজনের কাব্যে পাওয়া যায়- [১৭তম বিসিএস]
ক মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ ভারতচন্দ্র রায়
গ মদন মোহন তর্কালংকার ঘ কামিনী রায় **খ**

১৫. বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। ---- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ। [৩৪তম বিসিএস]
ক ৪৫০-৬৫০ খ ৬৫০-৮৫০
গ ৬৫০-১২০০ ঘ ৬৫০-১২৫০ **গ**

১৬. বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলতে— [৩৪তম বিসিএস, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপসহকারী পরিচালক: ১৮ ; ডাক অধিদপ্তরের উপজেলা পোস্ট মাস্টার -২০১০]
ক ১১৯৯—১২৫০ পর্যন্ত খ ১২০১—১৩৫০ পর্যন্ত
গ ১২৫০—১৩৫০ পর্যন্ত ঘ ১২৫০—১৪৫০ পর্যন্ত **খ**

১৭. 'শূন্যপুরাণ কাব্য কার রচনা? [৩২তম বিসিএস, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে সহকারী সচিব : -৫]
ক লুইপা খ কাহ্নপা
গ দৌলত উজির বাহরাম খা ঘ রামাই পণ্ডিত **ঘ**

১৮. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্মপ্রচারকের প্রভাব অপরিসীম? [৩৬তম বিসিএস; উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা: ০৭]
ক শ্রীচৈতন্যদেব খ শ্রীকৃষ্ণ
গ আদিনাথ ঘ মনোহর দাশ **ক**

১৯. ইরানের কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ হয়েছিল বাংলার কোন সুলতানের? [টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ার ও সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার - ১৮; বাতিলকৃত ২৪তম বিসিএস]
ক গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ খ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ
গ ফকরুদ্দীন মোবারক শাহ ঘ ইলিয়াস শাহ **ক**

২০. 'রসুলবিজয়' কাব্যের রচয়িতা কে? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন সার্কেল এ্যাডজুটেন্ট: ২০১৫]
ক আবদুল হাকিম খ শেখ চাঁদ
গ মীর মুহাম্মদ শফী ঘ জৈনুদ্দীন **ঘ**

২১. গঠনরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত— [৩৮তম বিসিএস]
ক পদাবলি খ ধামালি
গ প্রেমগীতি ঘ নাটগীতি **ঘ**

২২. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রচয়িতা কে? [২৯তম বিসিএস; বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড-এর সহকারী ব্যবস্থাপক (ট্রেইনি জেনারেল): ২০২১]
ক জ্ঞানদাস খ দীন চণ্ডীদাস
গ বড়ু চণ্ডীদাস ঘ দীনহীন চণ্ডীদাস **গ**

২৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বড়াই কী ধরনের চরিত্র? [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক শ্রী রাধার ননদিনী খ রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী
গ শ্রী রাধার শাশুড়ি ঘ জনৈক গোপবালা **খ**

২৪. জীবনী সাহিত্যের ধারা গড়ে ওঠে কাকে কেন্দ্র করে? [৪১তম বিসিএস]
ক শ্রীচৈতন্যদেব খ কাহ্নপা
গ বিদ্যাপতি ঘ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব **ক**

২৫. বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত? [৪০তম বিসিএস]
ক সান্ধ্যাভাষা খ অধিভাষা
গ ব্রজবুলি ঘ সংস্কৃত ভাষা **গ**

২৬. জীবনীকাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত: [৪০তম বিসিএস]
ক ফকির গরীবুল্লাহ খ নরহরি চক্রবর্তী
গ বিপ্রদাস পিপিলাই ঘ বৃন্দাবন দাস **ঘ**

২৭. পদ বা পদাবলী বলতে কী বোঝায়? [২২তম বিসিএস; জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপসহকারী পরিচালক: ০৫; পূবালী ব্যাংক সিনিয়র অফিসার: '১২]
ক লাচাড়ী ছন্দে রচিত পদ্য বা কবিতাবলি
খ পদ্যাকারে রচিত দেবস্তুতিমূলক রচনা
গ বাউল বা মরমী গীতি
ঘ বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি **ঘ**

২৮. ব্রজবুলি বলতে কী বোঝায়? [২১ তম বিসিএস; খাদ্য অধিদপ্তরের উপ- খাদ্য পরিদর্শক-১৯.১১.২১ [কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স কার্যালয়ের অডিটর: ১৯ ;পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা :১৭]
ক ব্রজধামে কথিত ভাষা
খ একরকম কৃত্রিম কবিভাষা
গ বাংলা ও হিন্দির যোগফল
ঘ মৈথিলি ভাষার একটি উপভাষা **খ**

২৯. মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কী? [২৮তম বিসিএস/সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসার: ১৩]
ক বিজয় গুপ্ত খ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ কানাহরি দত্ত **খ**

৩০. বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের শেষ কবি কে? [প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক: ১৭; বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) : ১৭]
ক ভারতচন্দ্র রায় খ বিজয় গুপ্ত
গ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ কানাহরি দত্ত **ক**

৩১. মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে? [৩৫তম বিসিএস]
ক কানাহরি দত্ত খ মানিক দত্ত
গ ভারতচন্দ্র ঘ দাশুরায় **ঘ**

৩২. মনসা দেবীকে নিয়ে লেখা বিজয়গুপ্তের মঙ্গলকাব্যের নাম কী? [৪৩তম বিসিএস]
ক মনসামঙ্গল খ মনসাবিজয়
গ পদ্মপুরাণ ঘ পদ্মাবতী **গ**

৩৩. 'বেহুলা লখিন্দর' কাহিনী পাওয়া যায় কোন কাব্যে?[স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়েল স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর (পুর)২০১৯]
ক অন্নদামঙ্গল কাব্যে খ মনসামঙ্গল কাব্যে
গ কালীকামঙ্গল কাব্যে ঘ সারদামঙ্গল কাব্যে **খ**

৩৪. **মধ্যযুগের প্রথম কবি কে?** [প.ম.(সহকারী সাইফার কর্মকর্তা)'২২]
ক চন্ডীদাস খ বিদ্যাপতি
গ দৌলত কাজী ঘ বড়ু চন্ডীদাস **ঘ**

৩৫. **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কোন যুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন?**[প.প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)'২৩]
ক প্রাচীন যুগ খ মধ্যযুগ
গ আধুনিক যুগ ঘ প্রাগৈতিহাসিক যুগ **খ**

৩৬. **বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত?** [পো.জে.উ. (রাজশাহী) (উচ্চমান সহকারী)'২২]
ক সন্ধ্যাভাষা খ অধিভাষা
গ ব্রজবুলি ঘ সংস্কৃত ভাষা **গ**

৩৭. **'সই কেমনে ধরিব হিয়া, আমার বধুয়া আন বাড়ি যায় আমার আঙিনা দিয়া'- এ অমর উক্তির রচয়িতা-** [ক.অ.জে. (সিনিয়র অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক)'২২]
ক ভারতচন্দ্র খ লুইপা
গ রামাই পন্ডিত ঘ চণ্ডীদাস **ঘ**

৩৮. **মঙ্গলকাব্যের শেষ কবি-** [বি.ম.(ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)'২২]
ক দ্বিজ বংশীদাস খ চন্দ্রাবতী
গ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ঘ কানাহরি দত্ত **গ**

৩৯. **'ফুল্লরার বারমাস্যা' কোন মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত?** [পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)'২২]
ক মনসামঙ্গল খ চণ্ডীমঙ্গল
গ অন্নদামঙ্গল ঘ ধর্মমঙ্গল **খ**

৪০. **'ভাড়ুদত্ত' কোন কাব্যের চরিত্র?** [ত.স.ম.অ. বা.টে. (উপ-সহকারী প্রকৌশলী/ স্টুডিও যন্ত্রবিদ)'২৩]
ক চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু উপাখ্যান
খ অন্নদামঙ্গল কাব্যের মানসিংহ ভাবনন্দ উপাখ্যান
গ মনসামঙ্গল
ঘ ধর্মমঙ্গল **ক**

৪১. **'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের উপাস্য 'চণ্ডী' কার স্ত্রী?** [প.প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)'২৩]
ক জগন্নাথ খ বিষ্ণু
গ প্রজাপতি ঘ শিব **ঘ**

৪২. **'কবিকঙ্কন' কার উপাধি?** [পিএসসি (সিনিয়র স্টাফ নার্স)'২৩]
ক মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ মালাধর
গ রামপ্রসাদ সেন ঘ মানিকদত্ত **ক**

৪৩. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি কে?** [ক.জে.অ্যা. (অডিটর)'২২]
ক ভারতচন্দ্র রায় খ নরহরি চক্রবর্তী
গ বিজয়গুপ্ত ঘ মুকুন্দরাম **ক**

৪৪. **বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি কে?** [প.প.অ. (সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা)'২২]
ক জয়দেব খ বিদ্যাপতি
গ বিজয়গুপ্ত ঘ ভারতচন্দ্র **ঘ**

৪৫. **মধ্যযুগের প্রথম কবি কে?** [প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী পরিচালক: ১৮; কর্মসংস্থান ব্যাংক অফিসার: ০৭]
ক চণ্ডীদাস খ বিদ্যাপতি
গ দৌলত কাজী ঘ বড়ু চণ্ডীদাস **ঘ**

৪৬. **বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের আদি নিদর্শন কোনটি?** [বস্ত্র অধিদপ্তরের জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর ২০২০;মিডওয়াইফ অধিদপ্তরের মিডওয়াইফ: ১৭]
ক চর্যাপদ খ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গ শেক শুভোদয়া ঘ শূন্যপুরাণ **খ**

৪৭. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মূল কাহিনি কী?** [দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক -০১]
ক দেবদেবীর বন্দনা খ মানব বন্দনা
গ রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম ঘ দেবী চণ্ডী কাহিনি **গ**

৪৮. **চৈতন্য জীবনী কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?** [কারা তত্ত্বাবধায়ক- ২০১৩]
ক কৃষ্ণদাস কবিরাজ খ জয়ানন্দ
গ বৃন্দাবন দাস ঘ কবি কর্ণপুর পরামানন্দ সেন **ক**

৪৯. **বৈষ্ণব পদাবলীর মূল বিষয়বস্তু কী?** [সহকারী শিক্ষক পরীক্ষা-১২]
ক রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা
খ শাহজাহান ও মমতাজের প্রেমলীলা
গ ফরহাদ ও শিরির প্রেমলীলা
ঘ রহিমা ও রূপবানের প্রেমলীলা **ক**

৫০. **বাংলা এবং মৈথিলী ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম কী?** [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-পরিচালক :০৭]
ক মাগধী খ অসমিয়া
গ ব্রজবুলি ঘ জগাখিচুড়ি **গ**

৫১. **বৈষ্ণব পদাবলী প্রথম সংকলন করেন কে?** [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপসহকারী পরিচালক : ০১; কারা তত্ত্বাবধায়ক : ০৬]
ক আউল মনোহর দাস খ জ্ঞানদাস
গ চণ্ডীদাস ঘ বিদ্যাপতি **ক**

৫২. **'ব্রজবুলি'র প্রবর্তক/স্রষ্টা কে?** [জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের এস্টিমেটর - ২০১৮]
ক চণ্ডীদাস খ বিদ্যাপতি
গ আলাওল ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **খ**

৫৩. **'মঙ্গলকাব্য'-এ ধর্মীয় আরাধনা মুখ্য হলেও এর অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো- ?**[Bangladesh Bank Officer (General) 2019]
ক ব্যক্তির মুক্তি খ সামাজিক মিথস্ক্রিয়া
গ অন্ত্যেবাসী মানুষ ঘ শ্রেণিদ্বন্দ্ব **খ**

৫৪. **মঙ্গলকাব্যে কোন দুই দেবতার প্রাধান্য বেশি?** [Social Development Foundation Data Entry Operator:12; মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১১]
ক শিবায়ন ও ধর্মঠাকুর খ মনসা ও শিবমঙ্গল
গ চণ্ডী ও শিবায়ন ঘ মনসা ও চণ্ডী **ঘ**

৫৫. **মঙ্গলকাব্যে কোন দেবীর কাহিনি আছে?** [City Bank Ltd. (MTO): 2019; বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার : ২০১৭]
ক লক্ষীন্দর দেবী খ পদ্মাবতী দেবী
গ মনসা দেবী ঘ বেহুলা ও চাঁদসুন্দর **গ**

৫৬. **'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা কে?** [শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী (পুর): ২০১৯]
ক ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর খ মুকুন্দুরাম চক্রবর্তী
গ বিজয় গুপ্ত ঘ ঘনরাম চক্রবর্তী **খ**

৫৭. **ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনি কোনটি?** [প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক পরীক্ষা- ২০১৪]
ক রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনি খ লাউসেনের কাহিনি
গ ধর্মপালের কাহিনি ঘ ক ও খ **ঘ**

Class Test

১. **বাংলা সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক প্রথম কাহিনি কাব্য কোনটি?**
ক গীতগোবিন্দ খ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গ শূন্যপুরাণ ঘ সেক শুভোদয়া

২. **নিচের কোনটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের চরিত্র নয়?**
ক রাধা খ কৃষ্ণ
গ বড়াই ঘ ঈশ্বরী পাটনী

৩. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কত সালে আবিষ্কৃত হয়?**
ক ১৯০৭ সালে খ ১৯০৮ সালে
গ ১৯০৯ সালে ঘ ১৯১৬ সালে

৪. **কৃষ্ণভক্তি তত্ত্বরূপ লাভ করেছিল কোন যুগে?**
ক প্রাক চৈতন্য যুগে খ চৈতন্য যুগে
গ প্রাচীন যুগে ঘ আধুনিক যুগে

৫. **বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদ রচনা করতেন?**
ক বাংলা খ সংস্কৃত
গ ব্রজবুলি ঘ পালি

৬. **কোন মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদ রচনা করেন?**
ক শেখ ফয়জুল্লাহ খ সৈয়দ আইনুদ্দিন
গ আলাওল ঘ এরা প্রত্যেকেই

৭. **'মনসামঙ্গল'-এর লেখক কে?**
ক কৃত্তিবাস খ মালাধর বসু
গ মানিক দত্ত ঘ কানা হরিদত্ত

৮. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি কে?**
ক ভারতচন্দ্র খ ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত
গ দুর্গাদাস ঘ ভবানন্দ মজুমদার

৯. **সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার অপর নাম কী?**
ক ক্ষেমানন্দ খ কেতকা
গ পদ্মাবতী ঘ খ ও গ

১০. **'কবিকঙ্কন' কার উপাধি?**
ক মালাধর বসু
খ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
গ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
ঘ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

biddabari

উত্তরমালা

১	খ
২	ঘ
৩	গ
৪	খ
৫	গ
৬	ঘ
৭	ঘ
৮	ক
৯	ঘ
১০	খ

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া এসাইনমেন্ট এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।

biddabari your success benchmark

BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার ০৩

Lecture Contents

মধ্যযুগের সাহিত্য-২

- অনুবাদ সাহিত্য
- রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান
- রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

মধ্যযুগের সাহিত্য-৩

- লোকসাহিত্য (গীতিকা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, হেঁয়ালি, রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, লোকগীতি)
- শায়ের ও কবিওয়ালা, পুঁথিসাহিত্য, নাথসাহিত্য, মর্সিয়া সাহিত্য
- মধ্যযুগের সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

মধ্যযুগের সাহিত্য-২

অনুবাদ সাহিত্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অনুবাদ সাহিত্য। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে একটি ধারা গড়ে ওঠে যা 'অনুবাদ সাহিত্য' নামে পরিচিত।

মধ্যযুগের কোন অনুবাদই আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। কবিরা মূল কাহিনি ঠিক রেখে মাঝে মাঝে নিজের মনের কথা বসিয়ে দিয়েছেন। এ অনুবাদ সাহিত্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল– একই গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন অনেক কবি। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ হয়েছে মুলত–

- সংস্কৃত থেকে
- হিন্দি থেকে
- আরবি থেকে
- ফারসি থেকে

[অনুবাদ সাহিত্যে হিন্দু লেখকদের অনুবাদকৃত সাহিত্যের নাম 'সাহিত্যের কথা'। আর মুসলমান সাহিত্যিকদের অনুবাদকৃত সাহিত্যের নাম 'রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান']

সংস্কৃত থেকে অনুবাদ

গ্রন্থ	অনুবাদক	মূলগ্রন্থ
রামায়ণ	কৃত্তিবাস	রামায়ণ (বাল্মীকি)
মহাভারত	কবীন্দ্র পরমেশ্বর	মহাভারত (বেদব্যাস)
ভাগবত	মালাধর বসু	ভাগবত পুরাণ
বিদ্যাসুন্দর	সাবিরিদ খান	বিদ্যাসুন্দরম (বররুচি)
গোবিন্দবিলাস	যদুনন্দন দাস	গোবিন্দলীলামৃত (কৃষ্ণদাস কবিরাজ)
হংসদূত	নরসিংহ দাস ও নরোত্তম দাস	হংসদূত (রূপ গোস্বামী)
রসকদম্ব	যদুনন্দন দাস	বিদগ্ধমাধব (রূপ গোস্বামী)

রামায়ণ

রামচরিত-অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ লিখেছেন বাল্মীকি। বাল্মীকির মূল নাম দস্যু রত্নাকর। সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত এবং চব্বিশ হাজার অনুষ্টুপ (সংস্কৃত ছন্দ বিশেষ) শ্লোকে রচিত হয়েছে সুবৃহৎ বাল্মীকি-রামায়ণ। অনেকের অনুমান, সপ্তকাণ্ডের প্রথম কাণ্ডে (বালকা) এবং শেষকাণ্ড (উত্তরকা) বাল্মীকির রচনা নয়। কারণ, বাকি পাঁচটি কাণ্ডে কাহিনী সুসংহত ও মহাকাব্যে রচিত।

- রামায়ণের প্রথম অনুবাদক পনের শতকের কবি কৃত্তিবাস ওঝা। তিনি হলেন প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুলপঠিত কাব্য। তিনি রামায়ণের মূল কাহিনীতে সামান্য পরিবর্তন এনেছিলেন এবং চরিত্রগুলোতে বাঙালি বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করেছিলেন। এ কারণে বাংলায় তার কাব্য অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। এটি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৮০২-১৮০৩ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারি ছাপাখানায় উইলিয়াম কেরির উদ্যোগে।

- সতেরো শতকের কবি চন্দ্রাবতী রামায়ণ অনুবাদ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। চন্দ্রাবতী হলেন মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের বিদুষী কন্যা।

মহাভারত

- সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত রচিত হয়। মহাভারতের মূল রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস।
- মহাভারতের প্রথম অনুবাদক ষোল শতকের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর। তার কাব্য 'পরাগলী মহাভারত' নামে সমধিক পরিচিত। গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের অমাত্য পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি মহাভারত অনুবাদ করেন। পরাগলী মহাভারত ১৮টি পর্বে বিভক্ত মহাভারতে শ্লোক সংখ্যা ৮৫,০০০টি।

  এরপর মহাভারতের আংশিক (অশ্বমেধ পর্ব) বাংলা অনুবাদ করেন শ্রীকর নন্দী। তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পরাগল খানের পুত্র ছুটি খান। তার মহাভারত ছুটিখানি মহাভারত নামে পরিচিত। তিনি বেদব্যাস রচিত মহাভারতের অনুবাদ করেননি। বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনি রচিত, জৈমিনি ভারত কাব্যের অনুবাদ করেন। জৈমিনি-ভারত মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব অনুসরণে রচিত।
- সতের শতকের কবি কাশীরাম দাস হলেন মহাভারতের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় অনুবাদক। কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' এর দুটি বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি-

  "মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
  কাশীরাম দাস কহে শোনে পুণ্যবান॥"

ভাগবত

হিন্দুধর্মের এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন মালাধর বসু। এজন্য তিনি গুণরাজ খান উপাধি লাভ করেন। তার ভাগবতের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।

হিন্দি থেকে অনুবাদ

গ্রন্থ	অনুবাদক	মূলগ্রন্থ	সময়
মধুমালতী	মুহম্মদ কবীর	মদুমালৎ (মনঝন)	১৬ শতক
সতীময়না লোরচন্দ্রানী (১ম, ২য়)	দৌলত কাজী	মৈনাসত (সাধন)	সতের শতক
সতীময়না লোরচন্দ্রানী (৩য় খণ্ড)	আলাওল	মৈনাসত (সাধন)	
পদ্মাবতী	আলাওল	পদুমাবৎ (মালিক মুহাম্মদ জায়সী)	
মৃগাবতী	মুহম্মদ মুকীম	মৃগাবত (কুতবন)	অষ্টাদশ শতক
মধুমালতী	সৈয়দ হামজা	মধুমালৎ (মনঝন)	

আরবি থেকে অনুবাদ

গ্রন্থ	অনুবাদক	মূলগ্রন্থ	সময়
সায়াৎনামা	মুজাম্মিল	ইলমুস-সায়াৎ	পঞ্চদশ শতক
নবীবংশ	সৈয়দ সুলতান	কাসাসুল আম্বিয়া	ষোড়শ শতক
আম্বিয়াবাণী	হেয়াত মামুদ	কাসাসুল আম্বিয়া	অষ্টাদশ শতক

ফারসি থেকে অনুবাদ

গ্রন্থ	অনুবাদক	মূলগ্রন্থ	সময়
ইউসুফ জুলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ ওয়া জুলায়খা (কবি জামী)	১৫ শতক
রসুল বিজয়	জয়েন উদ্দিন	অজ্ঞাত	
লাইলী মজনু	দৌলত উজির বাহরাম খান	লায়লা ওয়া মজনুন (নিজামী)	ষোড়শ শতক
হানিফা ও কয়রাপরী	সাবিরিদ খান	(অজ্ঞাত)	
সয়ফুলমুলক-বদিউজ্জামাল	আলাওল, দোনা গাজী চৌধুরী	আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা	সতের শতক
হপ্তপয়কর	আলাওল, ইব্রাহিম	হপ্তপয়কর (কবি নিজামী)	
সিকান্দারনামা	আলাওল	সিকান্দারনামা (কবি নিজামী)	
জেবলমুলুক শামারুখ	সৈয়দ মুহম্মদ আকবর	(অজ্ঞাত)	
গুলে বকাওলী	নওয়াজিশ খান	তাজুলমূলক গুল-ই বকাওলী (ইজ্জতুল্লাহ)	
নসিহৎনামা	আবদুল হাকিম, শেখ পরান	(অজ্ঞাত)	
সিহাবুদ্দীন নামা	আব্দুল হাকিম	(অজ্ঞাত)	
নূরনামা	আব্দুল হাকিম	(অজ্ঞাত)	
তুতীনামা	মুহম্মদ নকী	তুতীনামা (কাদির বখ্‌স)	
জঙ্গনামা	ফকীর গরীবুল্লাহ		অষ্টাদশ শতক
মকতুল হোসেন	মুহম্মদ খান, ফকির গরীবুল্লাহ	(অজ্ঞাত)	
গুলে বকাওলী	মুহম্মদ মুকীম	তাজুলমূলক গুল-ই বকাওলী (ইজ্জতুল্লাহ)	
হাতেম তাই	সৈয়দ হামজা সাদতুল্লাহ	হাতেম তাই	
গদা-মল্লিকা	শেখ সাদী (ত্রিপুরার অধিবাসী)	গদা মল্লিকা	

এক কথায় উত্তর

১. মুসলমান সাহিত্যিকদের অনুবাদকৃত সাহিত্যের নাম কী?
উত্তর: রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।

২. মহাভারতের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় অনুবাদক কে?
উত্তর: কাশীরাম দাস।

৩. 'পদ্মাবতী' গ্রন্থটি কে অনুবাদ করেন?
উত্তর: আলাওল।

৪. কখন অনুবাদ সাহিত্যে ধারা গড়ে ওঠে?
উত্তর: পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে।

৫. হিন্দু লেখকদের অনুবাদকৃত সাহিত্যের নাম কী?
উত্তর: সাহিত্যের কথা।

৬. মহাভারত প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন কে?
উত্তর: কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

৭. কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে মহাভারত রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন কে?
উত্তর: পরাগল খান।

৮. মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?
উত্তর: কাশীরাম দাস।

৯. 'ছুটিখানী মহাভারত' কে রচনা করেন?
উত্তর: শ্রীকর নন্দী।

১০. 'বাল্মীক' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: উইপোকার ঢিবি।

১১. রামায়ণের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?
উত্তর: কৃত্তিবাস ওঝা।

১২. রামায়ণের প্রথম মহিলা অনুবাদক কে?
উত্তর: চন্দ্রাবতী।

১৩. 'ভাগবত' বাংলায় কে অনুবাদ করেন?
উত্তর: মালাধর বসু।

১৪. মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধি প্রদান করেন কে?
উত্তর: শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ।

১৫. 'বিদ্যাসুন্দর' কে অনুবাদ করেন?
উত্তর: সাবিরিদ খান।

১৬. মুহম্মদ কবীর অনুদিত 'মধুমালতী' মূলকাব্য গ্রন্থের নাম কী?
উত্তর: মদুমালৎ (মনঝন)।

১৭. 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' মূলগ্রন্থের নাম কী?
উত্তর: মৈনাসত (সাধন)।

১৮. কার কাব্যে অবলম্বনে আলাওল 'পদ্মাবতী' রচনা করেন?
উত্তর: মালিক মুহাম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে।

১৯. 'নবীবংশ' কে অনুবাদ করেন?
উত্তর: সৈয়দ সুলতান।

২০. 'ইউসুফ জুলেখা' গ্রন্থের অনুবাদক কে?
উত্তর: শাহ মুহম্মদ সগীর।

২১. দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লাইলী মজনু' কোন ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়?
উত্তর: ফারসি।

২২. আরবি থেকে অনুদিত গ্রন্থ কোনগুলো?
উত্তর: সায়াৎনামা, নবীবংশ, আম্বিয়াবাণী।

২৩. 'রসুল বিজয়' কে অনুবাদ করেন?
উত্তর: জয়েন উদ্দিন।

২৪. 'সিকান্দারনামা' কে অনুবাদ করেন?
উত্তর: আলাওল।

২৫. 'গুলে বকাওলী' অনুবাদ করেন কে কে?
উত্তর: নওয়াজিশ খান, মুহম্মদ মুকীম।

২৬. কোন ভাষা থেকে 'ইউসুফ জুলেখা' অনুবাদ করা হয়?
উত্তর: ফারসি।

২৭. 'হাতেম তাই' কে অনুবাদ করেন?
উত্তর: সৈয়দ হামজা।

২৮. "মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।"-চরণ দুটির রচয়িতা কে?
উত্তর: কাশীরাম দাস।

২৯. কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নাম বেদব্যাস হয়েছিল কেন?
উত্তর: বেদ এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন বলে।

৩০. কোরআন শরীফের অনুবাদক গিরিশচন্দ্র সেনের বাড়ি কোন জেলায়?
উত্তর: নরসিংদী জেলায়।

৩১. 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' এর রচয়িতা কে?
উত্তর: মালাধর বসু।

৩২. মহাভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় অনুবাদক কে? তিনি কোন শতকের কবি?
উত্তর: কাশীরাম দাস। তিনি সপ্তদশ শতকের কবি।

৩৩. হিন্দুধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'ভগবত' বাংলায় অনুবাদ করেন কে? তাঁর গ্রন্থের নাম কী?
উত্তর: মালাধর বসু। তার অনুবাদ গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'।

৩৪. বাংলা অনুবাদ কাব্যের সূচনা কোন যুগে হয়?
উত্তর: মধ্যযুগ।

৩৫. মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতার নাম কী?
উত্তর: দ্বিজ বংশীদাস।

৩৬. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি কে?
উত্তর: চন্দ্রাবতী।

৩৭. কাশীরাম দাস কোন গ্রন্থের অনুবাদক?
উত্তর: মহাভারত।

৩৮. রামায়ণের মূল রচয়িতা কে? এটি কোন ভাষায় রচিত?
উত্তর: বাল্মীকি। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

৩৯. রামায়ণ কত খণ্ডে বিভক্ত ও শ্লোক সংখ্যা কত?
উত্তর: ৭ খণ্ডে রচিত। এর শ্লোক সংখ্যা ২৪০০০।

৪০. রামায়ণের প্রথম মহিলা অনুবাদক কবি কে? তার পরিচয় কী?
উত্তর: চন্দ্রাবতী। তিনি মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজবংশীদাসের কন্যা।

৪১. মহাভারতের মূল রচয়িতা কে? এটি কোন ভাষায় রচিত?
উত্তর: কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ঋষি বেদব্যাস। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

৪২. মহাভারতে কতটি খণ্ড ও শ্লোক সংখ্যা কত?
উত্তর: ১৮ খণ্ড রয়েছে। এতে ৮৫০০০ শ্লোক রয়েছে।

৪৩. মহাভারতের আদি অনুবাদক কে?
উত্তর: কবীন্দ্র পরমেশ্বর। তার কাব্যের নাম পরাগলী মহাভারত।

৪৪. ভাগবতের মূল রচয়িতা কে? কোন ভাষায় রচিত?
উত্তর: বেদব্যাস। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

৪৫. ভাগবতের খণ্ড কয়টি ও শ্লোক সংখ্যা কত?
উত্তর: ১২টি খণ্ডে রচিত। এতে ৬২,০০০ শ্লোক রয়েছে।

৪৬. বাংলা ভাষায় কোরআন শরীফ-এর অনুবাদক 'ভাই গিরিশচন্দ্র সেন' কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?
উত্তর: ব্রাহ্ম ধর্ম।

৪৭. মালাধর বসুর উপাধি কী? কে তাকে এই উপাধি প্রদান করেন?
উত্তর: গুণরাজ খান। সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ বারবক শাহ তাকে এ উপাধি দেন।

৪৮. রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত কোন ছন্দে রচিত?
উত্তর: পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত।

Teacher's Work

১. **'ইউসুফ জোলেখা' প্রণয়কাব্য অনুবাদ করেছেন-** [২৩তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক শাহ মুহম্মদ সগীর খ বাহরাম খাঁ গ আলাওল ঘ দেনা গাজী **ক**

২. **"হপ্ত পয়কর" কার রচনা?** [৩৫তম বিসিএস]
ক সৈয়দ আলাওল খ দীনবন্ধু মিত্র গ জৈনুদ্দীন ঘ অমিয় দেব **ক**

৩. **মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?**
ক কবীন্দ্র পরমেশ্বর খ কাশীরাম দাস গ শ্রীকর নন্দী ঘ সঞ্জয় দত্ত **খ**

৪. **বাংলা অনুবাদ কাব্যের সূচনা কোন যুগে হয়?**
ক প্রাচীন যুগ খ মধ্যযুগ গ অন্তমধ্য যুগ ঘ আধুনিকযুগ **খ**

রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান

মুসলমানরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে আসে সুলতানি আমলে। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের সবচেয়ে বড় অবদান কাহিনিকাব্য বা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রবর্তন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে হিন্দু বৌদ্ধ রচিত বাংলা সাহিত্যে দেবদেবীরাই প্রধান ছিল, মানুষ ছিল অপ্রধান। মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যেই প্রথম মানুষ প্রাধান্য পায়। মুসলিম কবিরা হিন্দি ও আরবি-ফারসি ভাষার সাহিত্য উৎস হতে উপকরণ নিয়ে যে প্রেমমূলক কাব্য রচনা করেছিলেন তাই 'রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' নামে পরিচিত।

- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর।
- চতুর্দশ শতকের শেষ ও পঞ্চদশ শতকের শুরুর দিকে তিনি 'ইউসুফ জোলেখা' রচনার মধ্য দিয়ে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার সূচনা করেন।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোতে স্থান পেয়েছে মানবীয় প্রণয়কাহিনি। তবে এর বাহ্যিক ভাব মানবপ্রেম হলেও অন্তর্নিহিত ভাবে ফুটে উঠেছে সূফী প্রেমসাধনার পরিণতি।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্য

কাব্য	কবি	সময় কাল
ইউসুফ-জোলেখা	শাহ মুহাম্মদ সগীর	পনের শতক
রসুল বিজয়	জয়েন উদ্দিন	
সায়াৎনামা	মুজাম্মিল	ষোড়শ শতক
লাইলি মজনু	দৌলত উজির বাহরাম খান	
মধুমালতী	মুহাম্মদ কবির	
হানিফা ও কয়রাপরী	সাবিরিদ খান	
বিদ্যাসুন্দর	সাবিরিদ খান	
সয়ফুলমূলক-বদিউজ্জামাল	দোনা গাজী চৌধুরী	

কাব্য	কবি	সময় কাল
সতীময়না-লোরচন্দ্রানী	দৌলত কাজী	সতের শতক
পদ্মাবতী	আলাওল	
হপ্তপয়কর	আলাওল	
লালমতী ও সয়ফুলমুলক	আবদুল হাকিম	
গুলে বকাওলী	নাওয়াজিশ খান	
শাহজালাল-মধুমালা	মঙ্গল চাঁদ	
জেবলমুলুক শামারোখা	সৈয়দ মুহম্মদ আকবর	
মৃগাবতী	মুহম্মদ মুকীম	অষ্টাদশ শতক
গদামল্লিকা	শেখ সাদী (ত্রিপুরার অধিবাসী)	

শাহ মুহম্মদ সগীর

পনের শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর রচনা করেন 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য। তিনি ফারসি কবি জামী রচিত ফারসি প্রেমোপাখ্যান 'ইউসুফ ওয়া জুলেখা' অবলম্বনে রচনা করেন 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য। মধ্যযুগের প্রথম মুসলিম কবি হলেন শাহ মুহম্মদ সগীর। তিনি চতুর্দশ শতকের শেষ ও পঞ্চদশ শতকের প্রথমদিকের কবি ছিলেন।

দৌলত উজির বাহরাম খান

ষোল শতকের কবি দৌলত উজির বাহরাম খান ফারসি কবি জামী রচিত ফারসি প্রেমোপাখ্যান 'লায়লা ওয়া মজনুন' অবলম্বনে রচনা করেন 'লায়লী মজনু' কাব্য। এ কাহিনীর মূল উৎস আরবি লোকগাঁথা। বাহরাম খানের কাব্যে সুফীতত্ত্বের প্রচ্ছন্ন অবদান রয়েছে।

মুহম্মদ কবীর

ষোল শতকের কবি মুহম্মদ কবীর হিন্দি কবি মনঝন রচিত হিন্দি প্রেমাখ্যান 'মধুমালত' অবলম্বনে রচনা করেন 'মধুমালতী' কাব্য।

সাবিরিদ খান

সাবিরিদ খান চট্টগ্রামের একজন কবি। তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' এবং 'হানিফা ও কয়রাপরী' নামক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেন। হযরত আলীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হনুফার গর্ভজাত সন্তান বীর হানিফা হলো এ কাব্যের নায়ক। হানিফা ও জয়গুণের দাম্পত্য প্রেম এবং হানিফা ও কয়রাপরীর রোমান্টিক প্রেম- এ দু'ধারার কাহিনী নিয়ে 'হানিফা ও কয়রাপরী' রচিত হয়েছে। তিনি 'রসূল বিজয়' কাব্যও রচনা করেন।

সৈয়দ সুলতান

সৈয়দ সুলতানের খ্যাতি নবীবংশের মতো একটি মহাকাব্যিক রচনা প্রণয়নের জন্য। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থের রচয়িতা। তার অন্যান্য কাব্যগুলো হল 'শবে মিরাজ', রসূল বিজয়', 'ওফাতে রসূল', 'জয়কুম রাজার লড়াই', 'ইবলিশ নামা' 'জ্ঞান চৌতিশা', 'জ্ঞান প্রদীপ'। সৈয়দ সুলতান তার সমসাময়িক চট্টগ্রামবাসী কবিদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। অনেক কবি তাদের রচনায় ভক্তি সহকারে তার নাম দিয়েছেন। তার জন্ম চট্টগ্রামের পটিয়ার চক্রশালা গ্রামে। তিনি দীর্ঘজীবী, প্রায় জীবনকাল আনুমানিক ১৫৫০-১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে।

সৈয়দ সুলতানের প্রথম ও বিখ্যাত গ্রন্থ 'নবীবংশ'। এর উৎস আরবি-ফারসি সাহিত্য। 'শবে মিরাজ' পৃথক কোন কাব্য নয়, 'নবীবংশ'র একটি পর্বমাত্র। আবার, 'ইবলিশনামা' স্বতন্ত্র কোন কাব্য বা কাব্যের পর্ব নয়, 'শবে মিরাজ' কাহিনির অন্তর্গত একটি উপকাহিনী। 'নবীবংশ' কাব্যে রাসূলের অপূর্ব মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি আমীর হামজা, হযরত আলী প্রমূখের বীরত্ব ও বিক্রমের ছবি এঁকেছেন। তারা যুদ্ধে অজেয়, কেননা তারা আল্লাহর অনুগৃহীত।

আবদুল হাকিম

কবি আবদুল হাকিমের প্রণয়োপাখ্যানগুলো হলো- **'ইউসুফ জোলেখা'** এবং **'লালমতি' সয়ফুলমুলুক'**। কবি আব্দুল হাকিম নিজেকে বাঙালি বলতে গর্ববোধ করতেন। তিনি রচনা করেছিলেন বিখ্যাত পঙক্তি-

"যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি"

রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

আরাকানকে বাংলা সাহিত্য রোসাঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়। আরাকান রাজসভায় কবিগণের মধ্যে দৌলত কাজী, মরদন, কোরেশী মাগন ঠাকুর, আলাওল, আবদুল করিম খন্দকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এ সময়ের কবিগণের পুরোধা দৌলত কাজী বাংলা রোমান্টিক কাব্যধারায় পথিকৃৎ হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দৌলত কাজী

কবি দৌলত কাজী হিন্দু কবি সাধন রচিত প্রেমাখ্যান মৈনাসত' অবলম্বনে রচনা করেন সতীময়না-লোরচন্দ্রানী কাব্য। তিনি কাব্য রচনা করেন রোসাঙ্গের আশরাফ খানের অনুরোধে ১৬৩৮ সালে। তার সতীময়না গল্পের মূলে ছিল পশ্চিমা ভোজপুরী ভাষায় প্রচলিত একটি কাহিনি। তার কাব্যের নায়ক গোহারি দেশের রাজা, লোর। এতে লোরের দুই বিবাহ এবং প্রেমের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের শেষ অংশ রচনা করার পূর্বেই দৌলত কাজী মারা যান। তার অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করেন আলাওল, ১৬৫৯ সালে।

আলাওল

সতের শতকের কবি আলাওল হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সী রচিত হিন্দি প্রেমাখ্যান 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে রচনা করেন 'পদ্মাবতী' কাব্য। 'পদ্মাবতী' কাব্যের নায়ক ও নায়িকা হলেন চিতোরের রাজা রত্নসেন ও অন্যতম রানী পদ্মাবতী। এ কাব্যে শুক পাখি নামক একটি পাখির অনেক ভূমিকা আছে। তার অন্যান্য কাব্যগুলো হল 'সয়ফুলমূলুক-বদিউজ্জামাল', 'তোহফা', 'হপ্তপয়কর', 'সিকান্দারনামা'। এগুলো ফারসি ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থ। 'তোহফা' রোমান্টিকধর্মী নয়, নীতিধর্মী ধর্মীয় গ্রন্থ।

আলাওল রোসাঙ্গ রাজসভার কবি। তার জীবনে মাগন ঠাকুরের প্রভাব অপরিসীম। মাগন ঠাকুরের অনুরোধে তিনি পদ্মাবতী রচনা করেন।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
আলাওল	'পদ্মাবতী'	পদ্মাবতী

কোরেশী মাগন ঠাকুর

সতের শতকের কবি ছিলেন কোরেশী মাগন ঠাকুর। তিনি ছিলেন রোসাঙ্গ রাজসভার প্রধান উজির। তার রচিত কাব্যের নাম 'চন্দ্রাবতী'। এ কাব্যের নায়ক ভদ্রাবতী নগরের রাজপুত্র বীরভান এবং নায়িকা সিংহলের রাজকুমারী চন্দ্রাবতী। এতে বর্ণনা করা হয়েছে কীভাবে অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত নায়ক নায়িকার মিলন হয়েছিল।

এক কথায় উত্তর

১. **রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার আদি কবি কে ছিলেন?**
উত্তর: শাহ মুহম্মদ সগীর।

২. **রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান গুলোর মূল বিষয়বস্তু কী?**
উত্তর: মানবীয় প্রণয়কাহিনি।

৩. **আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙ্গালি কবি কে?**
উত্তর: দৌলত কাজী।

৪. **বাংলায় ভাষার প্রথম মুসলিম কবি কে?**
উত্তর: শাহ মুহম্মদ সগীর।

৫. **রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্য ধারার বৈশিষ্ট্য কী?**
উত্তর: মানবীয় বৈশিষ্ট্য বা মানবীয় প্রণয়কাহিনি।

৬. **কখন বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিদের প্রথম পদার্পণ ঘটে?**
উত্তর: চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে ও পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে।

৭. 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যের পটভূমি কোন দেশের?
উত্তর: ইরান।

৮. 'লায়লী-মজনু' কাব্যের উৎস কী?
উত্তর: আরবি লোকগাঁথা।

৯. মহাকবি আলাওল কোনযুগের কবি?
উত্তর: মধ্যযুগের।

১০. লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা কে?
উত্তর: দৌলত কাজী।

১১. আলাওলের প্রথম রচনা কোনটি?
উত্তর: পদ্মাবতী।

১২. বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম মুসলমান কবি রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
উত্তর: ইউসুফ-জোলেখা।

১৩. 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যটি কার রচনা? এটি কোন ধারার অনুবাদ?
উত্তর: শাহ মুহম্মদ সগীর। এটি আরবি ফারসি ধারার অনুবাদ।

১৪. 'ইউসুফ- জোলেখা' কাব্যের কাহিনী কোন দেশের? চরিত্রের নাম লিখুন।
উত্তর: মিশর দেশের কাহিনী। এর তিনটি চরিত্র হলো-তৈমুর বাদশাহ-আজিজ, ইউসুফ, জোলেখা।

১৫. 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যটি কোন সময়ের রচনা? কোন শাসকের রাজত্বকালে কাব্যটি রচিত হয়?
উত্তর: পঞ্চদশ শতকের রচনা। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে কাব্যটি রচিত হয়।

১৬. শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যটি কোন কবির মূল কাহিনী অবলম্বনে রচিত?
উত্তর: ইরানের কবি ফেরদৌসী ও জামির কাব্য অবলম্বনে এটি রচিত।

১৭. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার দ্বিতীয় গ্রন্থ কোনটি?
উত্তর: লাইলী-মজনু।

১৮. 'লাইলী-মজনু' কাব্যের রচয়িতা কে?
উত্তর: দৌলত উজির বাহরাম খান।

১৯. বাহরাম খানকে দৌলত উজির উপাধিতে ভূষিত করেন কে? তিনি কোন জায়গার অধিবাসী ছিলেন?
উত্তর: চট্টগ্রামের বাদশাহ নেজাম শাহ। বাহরাম খান চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

২০. 'লাইলী-মজনু' কাব্যের কাহিনী কোন দেশের?
উত্তর: ইরানের।

২১. 'লাইলী-মজনু' কাব্যে মজনুর প্রকৃত নাম কী ছিল?
উত্তর: কায়েস।

২২. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার সার্থক ট্রাজেডি কোন কাব্যটি?
উত্তর: লাইলী-মজনু কাব্য।

২৩. 'লাইলী-মজনু' কাব্যের চারটি চরিত্রের নাম লিখুন?
উত্তর: লাইলী-মজনু, ইবনে সালাম, হেতুবতী, নয়ফলরাজ।

২৪. 'হানিফা-কয়রাপরী' কাব্যের রচয়িতা কে?
উত্তর: সাবিরিদ (শাহ বারিদ) খান।

২৫. 'যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি'- এ পঙক্তি দুটি কার রচনা?
উত্তর: আব্দুল হাকিম।

২৬. 'দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুড়ায় নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।'-কবিতাংশটি কার?
উত্তর: কবি আব্দুল হাকিম।

২৭. মধুমালতী কাব্য কে রচনা করেছেন? এটি কোন ধারার অনুবাদমূলক কাব্য?
উত্তর: মুহম্মদ কবীর। হিন্দী কাব্যধারার অনুবাদমূলক কাব্য।

২৮. মধুমালতী কাব্যের মূল রচয়িতা কে ও মূল গ্রন্থের নাম কী?
উত্তর: মূল রচয়িতা মনঝন। মূল গ্রন্থের নাম মধুমালৎ।

২৯. 'গুলে বকাওলী' কাব্যের রচয়িতা কে?
উত্তর: নওয়াজিস খান ও মুহম্মদ মুকীম।

৩০. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিগণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান কোনটি?
উত্তর: রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।

৩১. 'নবীবংশ' কোন কবির রচনা?
উত্তর: সৈয়দ সুলতান।

৩২. আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি কে?
উত্তর: দৌলত কাজী।

৩৩. আরাকান রাজসভার দুজন বিখ্যাত কবি
উত্তর: মহাকবি আলাওল ও দৌলত কাজী।

৩৪. মধ্যযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি কে?
উত্তর: আলাওল।

৩৫. আরাকান রাজসভার কবিদের শ্রেষ্ঠ হলেন–
উত্তর: আলাওল।

৩৬. 'পদ্মাবতী' কাব্যের রচয়িতা কে? কাব্যটি কত খণ্ডে বিভক্ত?
উত্তর: আলাওল। কাব্যটি ৩ খণ্ডে রচিত।

৩৭. 'পদ্মাবতী' কাব্যটি কোন ধারার অনুবাদমূলক কাব্য? এই কাব্যটির মূল রচয়িতা কে ও কাব্যের নাম কী?
উত্তর: হিন্দী ধারার। এর মূল রচয়িতা মালিক মুহম্মদ জায়সী। তার কাব্যের নাম 'পদুমাবৎ'।

৩৮. আলাওলের জন্মস্থান কোথায়? তিনি কোন রাজসভায় কবি ছিলেন?
উত্তর: ফতেহাবাদ বা ফরিদপুর, মতান্তরে জোবরা গ্রাম, হাটহাজারি, চট্টগ্রাম। তিনি আরাকান রাজসভার কবি ছিলেন।

৩৯. আলাওল কার পৃষ্ঠপোষকতায় পদ্মাবতী কাব্যটি রচনা করেন?
উত্তর: কোরেশী মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকাতায় কাব্য রচনা করেন।

৪০. আরাকান রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী? তার রচিত একটি কাব্যের নাম লিখুন?
উত্তর: কোরেশী মাগন ঠাকুর। তার রচিত কাব্যের নাম চন্দ্রাবতী।

৪১. আরাকান রাজসভা কী নামে পরিচিত ছিল? এই রাজসভার কয়েকটি কাব্যের নাম লিখুন?
উত্তর: রোসাঙ্গ রাজসভা নামে। এই রাজসভার কয়েকটি কাব্যের নাম পদ্মাবতী, চন্দ্রাবতী, সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল, তোহফা প্রভৃতি।

৪২. পদ্মাবতী কাব্যের কয়েকটি চরিত্রের নাম লিখুন?
উত্তর: রত্নসেন, পদ্মাবতী, হীরামন, নাগমতি।

৪৩. পদ্মাবতী কাব্যে পদ্মাবতীর সার্বক্ষণিক সঙ্গী শুক পাখিটির নাম কী?
উত্তর: হীরামন।

৪৪. সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, হপ্তপয়কর, তোহফা, সিকান্দার নামা কাব্যগুলির রচয়িতা কে?
উত্তর: আলাওল।

৪৫. আলাওলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কোন রচনা?
উত্তর: পদ্মাবতী ।

৪৬. মধ্যযুগের কোন কাব্য প্রথমে একজন কবি শুরু করেন ও পরে অন্য কবি তা শেষ করেন?
উত্তর: সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী কাব্য । শুরু করেন দৌলত কাজী আর শেষ করেন আলাওল ।

৪৭. সতীয়ময়না-লোর-চন্দ্রানী কাব্যটি মূল কোন কবির রচনা ও কোন ভাষায় ও কাব্যের নাম কী ছিল?
উত্তর: কবি সাধন রচিত হিন্দী মৈনাসৎ কাব্য অবলম্বনে এটি রচিত হয় ।

৪৮. সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল কাব্যটি আলাওল ছাড়া আর কোন কবি রচনা করেছেন?
উত্তর: দোনাগাজী চৌধুরী ।

৪৯. 'কাশিমের লড়াই' গ্রন্থটির রচয়িতা–
উত্তর: শেরবাজ ।

৫০. কবি আলাওলের প্রথম রচনা–
উত্তর: পদ্মাবতী ।

৫১. মহাকবি আলাওল কোন যুগের কবি?
উত্তর: মধ্যযুগের (সপ্তদশ শতকের) কবি ।

Teacher's Work

১. মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য কোনটি? [১২তম বিসিএস]
ক লাইলী মজনু খ ইউসুফ জোলেখা গ শিরী ফরহাদ ঘ বিষাদ সিন্ধু — খ

২. আরাকান রাজসভার কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন-
ক কোরেশী মাগন ঠাকুর খ শেখ মর্দন গ দৌলত কাজী ঘ আলাওল — ঘ

৩. দৌলত উজির বাহরাম খান সাহিত্যসৃষ্টিতে কার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন? [৪৩তম বিসিএস]
ক সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ খ কোরেশী মাগন ঠাকুর
গ সুলতান বরবক শাহ ঘ জমিদার নিজাম শাহ — ঘ

৪. 'মৈনাসত' অবলম্বনে 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক দৌলত কাজী খ আলাওল গ মাগন ঠাকুর ঘ সাবিরিদ খান — ক

Unique Question for Student Practice

১. কাশীরাম দাস কোন গ্রন্থের অনুবাদক?
ক মহাভারত খ বেদ
গ রামায়ণ ঘ গীতা — ক

২. 'পরাগলী মহাভারত' খ্যাত গ্রন্থের অনুবাদকের নাম কী?
ক সঞ্জয় খ কবীন্দ্র পরমেশ্বর
গ শ্রীকর নন্দী ঘ কাশীরাম দাস — খ

৩. বাংলা ভাষায় প্রথম কে রামায়ণ রচনা করেন?
ক জয়দেব খ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
গ ভুসুকুপা ঘ কৃত্তিবাস ওঝা — ঘ

৪. বাংলা অনুবাদ কাব্যের সূচনা কোন যুগে হয়?
ক প্রাচীন যুগ খ মধ্যযুগ
গ অন্তমধ্য যুগ ঘ আধুনিক যুগ — খ

৫. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য অবদান কোনটি?
ক নাথ সাহিত্য খ রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান
গ জীবনীকাব্য ঘ মঙ্গলকাব্য — খ

৬. আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি–
ক কোরেশী মাগন ঠাকুর খ দৌলত কাজী
গ আলাওল ঘ মরদন — খ

৭. আরাকানে কখন সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল?
ক ষোড়শ শতাব্দী খ সপ্তদশ শতক
গ পঞ্চদশ শতক ঘ অষ্টাদশ শতক — খ

৮. 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্যটির রচয়িতা–
ক আলাওল খ দৌলত কাজী
গ মাগন ঠাকুর ঘ মরদন — খ

৯. বারমাস্যা কাকে বলে?
ক নায়িকার বারমাসের সুখ-দুঃখের বর্ণনা
খ দেবদেবীর পূঁজা প্রচারের কাহিনী
গ নায়ক-নায়িকার প্রেমের ধারাবাহিক বিন্যাস
ঘ বারমাসের চাষাবাদের বিবরণ — ক

১০. আলাওলের 'তোহ্ফা' কোন ধরনের কাব্য?
ক আত্মজীবনী খ প্রণয়কাব্য
গ নীতিকাব্য ঘ জঙ্গনামা — গ

১১. কবি আলাওলের প্রথম রচনা–
ক সপ্তপয়কর খ পদ্মাবতী
গ সয়ফুলমূলক-বদিউজ্জামাল ঘ কোনটিই নয় — খ

১২. 'পদ্মাবতী' একটি–
ক অনুবাদ গ্রন্থ খ মৌলিক গ্রন্থ
গ ভ্রমণকাহিনী ঘ কোনোটিই নয় — ক

১৩. ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে রাজভাষা ছিল–
ক বাংলা খ সংস্কৃত
গ আরবি ঘ ফারসি — ঘ

১৪. ইরানের কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ হয়েছে বাংলার কোন সুলতানের?
ক গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ
খ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ
গ ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ
ঘ ইলিয়াস শাহ **ক**

১৫. কোন কবি গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের রাজকর্মচারী ছিলেন?
ক ঈশ্বর গুপ্ত খ শাহ মুহম্মদ সগীর
গ সৈয়দ হামজা ঘ জয়েনউদ্দিন **খ**

১৬. হিন্দি ও ফারসি কাব্য থেকে কোন কাব্যধারার প্রচলন হয়েছে?
ক নাথ সাহিত্য খ প্রণয়োপাখ্যান
গ পদাবলি ঘ মঙ্গলকাব্য **খ**

১৭. মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য–
ক পদ্মাবতী খ চন্দ্রবতী
গ ইউসুফ জোলেখা ঘ লায়লী-মজনু **গ**

১৮. শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত গ্রন্থ কোনটি?
ক ইউসুফ জোলেখা খ লায়লী-মজনু
গ শিরী ফরহাদ ঘ পদ্মাবতী **ক**

১৯. 'লায়লী-মজনু' কাব্যের অনুবাদক হলেন–
ক সাবিরিদ খান খ সৈয়দ সুলতান
গ দৌলত উজির বাহরাম খান ঘ আলাওল **গ**

২০. 'লায়লী-মজনু' কাব্যের উপাখ্যান কোন দেশের?
ক সৌদি আরব খ ইরাক
গ ইরান ঘ মিশর **গ**

২১. কোন রচনাটি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের অন্তর্গত?
ক রসুলনামা খ মহাভারত
গ পদ্মাবতী ঘ কীচকবধ **গ**

২২. উল্লিখিত কোন রচনাটি পুঁথি সাহিত্যের অন্তর্গত নয়?
ক ময়মনসিংহ গীতিকা খ ইউসুফ জুলেখা
গ পদ্মাবতী ঘ লাইলী মজনু **ক**

২৩. 'পদ্মাবতী' কাব্যগ্রন্থের অনুবাদক কে?
ক আলাওল খ শাহ মুহম্মদ সগীর
গ আবদুল হাকিম ঘ সৈয়দ সুলতান **ক**

২৪. 'পদ্মাবতী' কাব্যখানা মহাকবি আলাওল কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন?
ক আরবি খ ফারসি
গ উর্দু ঘ হিন্দি **ঘ**

২৫. "তাম্বুল রাতুল হইল অঁধর পরশে।" অর্থ কী?
ক ঠোঁটের পরশে পান লাল হয়
খ পানের পরশে ঠোঁট লাল হয়
গ অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় মুখ রক্তিম দেখা গেল
ঘ অস্তাচলগামী সূর্য ও মুখ একই রকম লাল হয়ে গেল **ক**

২৬. মহাকবি আলাওল রচিত গ্রন্থ–
ক পদ্মাবতী খ লায়লী-মজনু
গ ইউসুফ জোলেখা ঘ গোরক্ষবিজয় **ক**

২৭. 'কাশিমের লড়াই' গ্রন্থটির রচয়িতা–
ক নাসির মাহমুদ খ সৈয়দ সুলতান
গ আলাওল ঘ শেরবাজ **ঘ**

২৮. 'নসীরানামা' কাব্যগ্রন্থ কার রচনা?
ক দৌলত কাজী খ কবি মরদন
গ কোরেশী মাগন ঠাকুর ঘ আলাওল **খ**

২৯. আলাউদ্দীন হোসেন শাহ বাংলা সাহিত্যে কী কারণে খ্যাতিমান?
ক শাসনকর্তা হিসেবে
খ বাংলা ভাষার স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য
গ অনুবাদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য
ঘ সালতানাৎ প্রতিষ্ঠার জন্য **গ**

৩০. নিচের কোন জন মধ্যযুগের কবি নন?
ক কায়কোবাদ খ আলাওল
গ মাগন ঠাকুর ঘ জ্ঞানদাস **ক**

৩১. 'রসুলবিজয়' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক জয়েন উদ্দীন খ আব্দুল হাকিম
গ মীর মুহম্মদ শফী ঘ মুহম্মদ আকিল **ক**

৩২. গীতগোবিন্দ কোন ভাষায় রচিত?
ক প্রাচীন বাংলা খ সংস্কৃত
গ ব্রজবুলি ঘ অবহট্‌ঠ **গ**

৩৩. সর্বপ্রথম রামায়ণ অনুবাদকারী মহিলা কবি হলেন-
ক কামিনী রায় খ চন্দ্রাবতী
গ স্বর্ণকুমারী দেবী ঘ মনমোহিনী দাসী **খ**

৩৪. 'মহাভারত' এর শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?
ক কবীন্দ্র পরমেশ্বর খ কাশীরাম দাস
গ শ্রীকর নন্দী ঘ সঞ্জয় **খ**

৩৫. মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতী নিচের কোনটি রচনা করেন?
ক মহাভারত খ ভাগবত
গ গীতা ঘ রামায়ণ **ঘ**

৩৬. কবি আলাওলের জন্মস্থান কোনটি?
ক ফরিদপুরের সুরেশ্বর খ চট্টগ্রামের জোবরা
গ চট্টগ্রামের পটিয়া ঘ বার্মার আরাকান **খ**

৩৭. 'আলাওল' কোন রাজসভার কবি ছিলেন?
ক লক্ষণ সেনের রাজসভার খ আরাকান রাজসভার
গ সম্রাট আকবরের রাজসভা ঘ সম্রাট শাহজাহানের রাজসভা **খ**

৩৮. মধ্যযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি কে?
ক নাসির মাহমুদ খ আলাওল
গ সৈয়দ সুলতান ঘ শাহ গরীবুল্লাহ **খ**

Home Work

১. **নিচের কোন জন যুদ্ধকাব্যের রচয়িতা নন?** [৪৫তম বিসিএস]
ক দৌলত উজির বাহরাম খাঁ খ সাবিরিদ খাঁ
গ সৈয়দ সুলতান ঘ সৈয়দ নূরুদ্দীন **ঘ**

২. **দৌলত উজির বাহরাম খান কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন?** [৪০তম বিসিএস]
ক ফরিদপুর খ সিলেট
গ কৃষ্ণনগর ঘ চট্টগ্রাম **ঘ**

৩. **'তাজকেরাতুল আওলিয়া' অবলম্বনে 'তাপসমালা' কে রচনা করেন?** [২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক মুন্সী আব্দুল লতিফ খ কাজী আকরাম হোসেন
গ গিরিশচন্দ্র সেন ঘ শেখ আব্দুল জব্বার **গ**

৪. **লৌকিক কাহিনির প্রথম রচয়িতা কে?** [২৭তম বিসিএস; DBBL (MTO) : 2019; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন পিএসসির সহকারী পরিচালক: ১৬]
ক আলাওল খ কোরেশী মাগন
গ দৌলত কাজী ঘ সৈয়দ সুলতান **গ**

৫. **'শাহনামা' মৌলিক গ্রন্থটি কার?** [২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক মালিক জায়সী খ ফেরদৌসী
গ সৈয়দ হামজা ঘ দৌলত উজির বাহরাম খান **খ**

৬. **'আমীর হামজা' কাব্য রচনা করেন কে?** [১৪তম বিসিএস]
ক আলাওল খ ফকির গরীবুল্লাহ
গ সৈয়দ হামজা ঘ রেজাবুদ্দৌলা **খ**

৭. **কে প্রথম সমগ্র কোরআন শরীফ বাংলা অনুবাদ করেন?** [১০ম, ১৪তম ও ১৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ মাওলানা আকরাম খাঁ
গ গিরিশচন্দ্র সেন ঘ রামমোহন রায় **গ**

৮. **'ইউসুফ-জুলেখা' প্রণয়কাব্য অনুবাদ/রচনা করেছেন কে?** [২৩তম বিসিএস; বেপজা (BEPZA)-এর সহকারী ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ পরীক্ষা- ২০২১; কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইনান্স– কার্যালয়ের অধীন অডিটর : ১৪]
ক দৌলত উজির বাহরাম খান
খ মাগন ঠাকুর
গ আলাওল
ঘ শাহ মুহম্মদ সগীর **ঘ**

৯. **বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম মুসলমান কবি কে?** [১২তম বিসিএস; মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক পরীক্ষা- ২০১৩; Modhumoti Bank Ltd. Probationary Officer: 2019]
ক শাহ মুহম্মদ সগীর খ বাহরাম খান
গ শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ ঘ দৌলত কাজী **ক**

১০. **'তোহফা' কাব্যটি কে রচনা করেন?** [৩৬তম বিসিএস]
ক দৌলত কাজী খ মাগন ঠাকুর
গ সাবিরিদ খান ঘ আলাওল **ঘ**

১১. **আলাওলের 'তোহফা' কোন ধরনের কাব্য?** [৩১তম বিসিএস]
ক আত্মজীবনী খ প্রণয়কাব্য
গ নীতিকাব্য ঘ জঙ্গনামা **গ**

১২. **'হপ্ত পয়কর' কার রচনা?** [৩৫তম বিসিএস]
ক জৈনুদ্দিন খ সৈয়দ আলাওল
গ দীনবন্ধু মিত্র ঘ অমিয় দেব **খ**

১৩. **দ্রৌপদী কে?** [৩৫তম বিসিএস; ৬ষ্ঠ বিজেএস (সহকারী জজ) প্রাথমিক পরীক্ষা; ২০১৩]
ক রামায়ণে সীতার সহচরী
খ রামায়ণে লক্ষ প্রণয়প্রার্থী নারী
গ মহাভারতে দুর্যোধনের স্ত্রী
ঘ মহাভারতে পাঁচ ভাইয়ের একক স্ত্রী **ঘ**

১৪. **কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের নাম কী?** [৩১তম বিসিএস; সার্কেল এ্যাডজুটেন্ট (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের) পরীক্ষা -১০; পূবালী ব্যাংক ক্যাশ অফিসার: '১২]
ক আদি মহাভারত খ পরাগলী মহাভারত
গ মহাভারত ঘ মহান মহাভারত **খ**

১৫. **হিন্দি 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে 'পদ্মাবতী' কাব্যের রচয়িতা–** [১৭তম বিসিএস]
ক দৌলত উজির বাহরাম খান
খ সৈয়দ সুলতান
গ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ
ঘ আলাওল **ঘ**

১৬. **'মেঘদূত' কাব্যটি কার লেখা?** [ম.বি. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)''২২]
ক দ্বিজমাধব খ বড়ুচন্ডীদাস
গ চন্ডীদাস ঘ কালিদাস **ঘ**

১৭. **আরাকান রাজসভার প্রথম কবি কে?** [প.ম. (সহকারী সাইফার কর্মকর্তা)'২২]
ক মুহম্মদ কবীর খ দৌলত কাজী
গ কোরেশী মাগন ঠাকুর ঘ দৌলত উজির বাহারাম খান **খ**

১৮. **'পদ্মাবতী' কাব্যের রচয়িতা কে?** [ম.বি. (অফিস সহকারী কাম- কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২]
ক সাবিরিদ খান খ আলাওল
গ সৈয়দ সুলতান ঘ শাহ মুহম্মদ সগীর **খ**

১৯. **রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের প্রথম কবি কে?** [স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পূর্ত) ২০২০]
ক আলাওল খ শাহ মুহম্মদ সগীর
গ মুহম্মদ কবীর ঘ দৌলত উজীর বাহরাম খান **খ**

২০. **রোমান্টিক কাব্যের কবি নয় কে?** [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক ২০১৯]
ক কোরেশী মাগন ঠাকুর খ দোনা গাজী চৌধুরী
গ শেখ ফয়জুল্লাহ ঘ শাহ বারিদ খান **গ**

২১. **শাহ মুহম্মদ সগীর কার পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য রচনা করেন?** [বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক- ২০১১]
ক মোশারফ হোসেন খ সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
গ আলীবর্দী খাঁ ঘ সিরাজউদ্দৌলা **খ**

২২. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রণয়োপাখ্যান কোনটি?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (বরিশাল বিভাগ) ২০০৯; জনতা ব্যাংক ক্যাশ অফিসার: '১২]
ক লাইলী-মজনু খ ইউসুফ-জুলেখা
গ চন্দ্রাবতী ঘ পদ্মাবতী **খ**

২৩. **'ইউসুফ-জুলেখা' কী জাতীয় রচনা?** [পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের-০৭]
ক নাটক খ উপন্যাস
গ রোমান্টিক প্রণয়কাব্য ঘ রম্যরচনা **গ**

২৪. **'পদ্মাবতী' কাব্যের রচয়িতা-**[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০১৯]
ক আলাওল খ শাহ মুহম্মদ সগীর
গ মুহম্মদ কবীর ঘ কাজী দৌলত **ক**

২৫. **'গুলে বকাওলী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?** [থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার: ০৪]
ক মুহাম্মদ মুকীম খ সাবিরিদ খান
গ ফকীর গরীবুল্লাহ ঘ দৌলত উজির বাহরাম খান **ক**

২৬. **'লায়লী ওয়া মজনু' কোন ভাষার গ্রন্থ?** [ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ফিল্ড অফিসার: ১২]
ক আরবি খ ফারসি
গ ফরাসি ঘ উর্দু **খ**

২৭. **'রামায়ণ'-এর প্রথম বাংলা অনুবাদ কে করেন?**[বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা ২০১৯]
ক শ্রীকর নন্দী খ বাল্মীকি
গ কবীন্দ্র পরমেশ্বর ঘ কৃত্তিবাস ওঝা **ঘ**

২৮. **'রামায়ণ'-এর প্রথম মহিলা অনুবাদকের নাম কী?** [সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়েল প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের এস্টিমেটর ২০১৯]
ক কুসুমকুমারী খ কামিনী রায়
গ চন্দ্রাবতী ঘ. চন্দ্রকলাবতী **গ**

২৯. **বাল্মীকির মূল নাম কী?** [সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা; ২০০৭]
ক রত্নাকর খ দস্যু
গ দস্যু তস্কর ঘ তস্কর **ক**

৩০. **'রামায়ণ রচিত হয়–** [৬ষ্ঠ বিজেএস (সহকারী জজ) প্রাথমিক পরীক্ষা : ১১]
ক হিন্দি ভাষায় খ সংস্কৃত ভাষায়
গ উর্দু ভাষায় ঘ বাংলা ভাষায় **খ**

৩১. **রামায়ণের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?** [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপসহকারী পরিচালক; ২০০১]
ক কাশীরাম দাস খ কৃত্তিবাস ওঝা
গ বাল্মীকি ঘ চন্দ্রাবতী **খ**

৩২. **বাংলায় 'মহাভারতের' শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হলেন-** [স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) :১৭]
ক সন্ধ্যাকর নন্দী খ কাশীরাম দাস
গ মালাধর বসু ঘ শ্রীকর নন্দী **খ**

৩৩. **কাশীরাম দাস কোন শতকের কবি?** [কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-পরিচালক; ২০০৭]
ক চৌদ্দ খ পনেরো
গ ষোল ঘ সতেরো **ঘ**

৩৪. **'মহাভারত' এর রচয়িতা–** [সার্কেল এ্যাডজুটেন্ট (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) পরীক্ষা -১০]
ক বাল্মীকি খ ব্যাসদেব
গ ভদ্রবাহু ঘ মুন **খ**

মধ্যযুগের সাহিত্য-৩

লোক সাহিত্য

আবহমান কাল থেকে জনসাধারণের মুখেমুখে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তাকে লোকসাহিত্য বলে। লোকসাহিত্য মূলত মৌখিক সাহিত্য। এ সাহিত্য পল্লী বাংলার তথা গ্রামীণ সমাজের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। লোকমুখে এর উদ্ভব এবং মুখে মুখেই এর বিস্তার। যুগ যুগ ধরে পল্লী বাংলার মানুষ তাকে লালন করে আসছে। লোকসাহিত্য একক কোনো ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। এটি সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। বাংলার অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী লোকসাহিত্যে অবদান রেখেছেন। এদের একটি বড় অংশ লোক-কবি, যাদের সাধারণত 'বয়াতি' বলা হয়। এ সাহিত্যে ভালবাসা, আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

১. লোকসাহিত্যকে বাংলা সাহিত্যের শেকড় সন্ধানী সাহিত্য বলা হয়।
২. লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি ছড়া, প্রবাদ ও ধাঁধা।
৩. রেভারেন্ড লাল বিহারী 'Folk Tales of Bengal' (১৮৮৩) বইটি রচনা করে লোকসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এরপর থেকেই মূলত লোকসাহিত্য সংরক্ষণ শুরু হয়।
৪. এছাড়াও লোকসাহিত্য সংরক্ষণে ড. সুনীল কুমার দে 'প্রবাদ সংগ্রহ' নামে ও ড. মযহারুল ইসলাম 'কবি পাগলা কানাই' নামে গ্রন্থ রচনা করেছেন।
৫. বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গবেষকগণ হলেন– মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, ড. আশরাফ সিদ্দিকী ও ড. মযহারুল ইসলাম প্রমুখ।
৬. 'হারামনি' (১৩ খণ্ড) প্রাচীন লোকগীতি, সম্পাদনা করেছেন মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন।

লোকসাহিত্যের শাখাগুলো হলো–
গীতিকা, ছড়া,প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, হেঁয়ালি, লোককথা, রূপকথা, উপকথা, লোকসংগীত ইত্যাদি।

❑ গীতিকা

এক শ্রেণির কাহিনিমূলক লোকগীতি বাংলা সাহিত্যে 'গীতিকা' নামে পরিচিত। ইংরেজিতে ব্যালাড (Ballad) বলা হয়। গীতিকা সাহিত্যে সাধারণত কোন দৈব দুর্ঘটনা বা কোন বিয়োগান্ত প্রেম কাহিনির বর্ণনা থাকে। গীতিকাগুলো গান হিসেবে গাওয়ার জন্যই রচিত। গতানুগতিক সুরে দেশীয় বাদ্যযন্ত্র সহযোগে এগুলি গাওয়া হয়। কিন্তু এতে গানের সুরের চেয়ে কাহিনিই প্রাধান্য পায়। বাংলাদেশের সংগৃহীত গীতিকা তিন ধরনের, যথা– ১. নাথ গীতিকা, ২. ময়মনসিংহ গীতিকা ও ৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

❑ ছড়া

লোকসাহিত্যের একটি শক্তিশালী শাখা হলো ছড়া। ছড়া নিছক আনন্দ দানের জন্য সৃষ্টি। সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করে ছড়া লেখা হয়। লঘুভার, অর্থহীন, সংক্ষিপ্ত ও বিচিত্র বলে ছড়া সহজেই শিশুমনকে আকৃষ্ট করে। সাধারণত 'স্বরবৃত্ত' ছন্দে ছড়া লেখা হয়। কবিতার সাথে ছড়ার মূল পার্থক্য হলো– কবিতায় রহস্যময়তা থাকে কিন্তু ছড়ায় থাকে না। ছড়ার বক্তব্য সহজবোধ্য ও স্পষ্ট। যেমন একটি ছড়া–

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি এসো,
বাটা ভরা পান দেব গাল ভরে খেয়ো।

❑ প্রবাদ-প্রবচন

লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা প্রবাদ-প্রবচন। প্রবাদ বলতে বোঝায় মানুষের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি। যার মধ্যে সরলভাবে জীবনের কোন গভীরতর সত্য প্রকাশ পায়। এক কথায় বলা যায় গ্রাম বাংলার সহজ সরল মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানচর্চাই হলো প্রবাদ-প্রবচন। অল্পকথায় বিশেষ অর্থ প্রকাশ করাই হলো প্রবাদ-প্রবচনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

❑ ধাঁধা

লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রাচীন শাখা ধাঁধা। অল্প কয়টি কথায় সাধারণত কবিতার আকারে কাউকে কোনো প্রশ্ন করা হলে তা ধাঁধা হিসেবে বিবেচিত হয়। ধাঁধা জিজ্ঞাসা এবং এর উত্তর দানের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন:

দিন রাত চলি ফিরি নাহি মোর অবসর,
দিন যায় রাত যায় যায় চলে বছর- ঘড়ি
আমি তুমি একজন দেখিতে একরূপ,
আমি কত কথা কই তুমি থাক চুপ– ছবি

❑ হেঁয়ালি

হেঁয়ালি অর্থ প্রহেলিকা। হেঁয়ালি বলতে একটি আংশিক সত্য বিবৃতি যা সাধারণ চিন্তাধারার সাথে একটি বিরোধের সৃষ্টি করে। যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Paradox।

❑ লোককথা

পল্লীবাংলার লোক কাহিনিগুলো কাব্যে রূপায়িত হলে তাকে বলে গীতিকা। আর গদ্যে রূপায়িত হলে তাকে বলে 'লোককথা বা লোককাহিনি'। ইংরেজিতে এগুলোকে বলে Folk tales। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, লোককথা তিন প্রকার। যথা– ১. রূপকথা, ২. উপকথা ও ৩. ব্রতকথা।

১. রূপকথা:

Fairy tale এর সমার্থক শব্দ রূপকথা। রূপকথার মধ্যে রাজা রাণী, রাজকন্যা, পরী, রাক্ষস, খোক্কস প্রভৃতি কাহিনী থাকে। রাজা রানীদের শাসনের সময় কাল থেকে সম্ভবত রূপ কথার সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। রূপকথার গল্প মূলত শিশুদের মনকে আনন্দ দেবার জন্য উদ্ভব হয়েছিল।

২. উপকথা:

পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বনে যেসব কাহিনি গড়ে উঠেছে সেগুলোর উপকথা। কৌতুক সৃষ্টি ও নীতিপ্রচারের জন্যই এগুলোর সৃষ্টি। এতে মানবচরিত্রের মতই পশুপাখির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে।

৩. ব্রতকথা:

ব্রতকথার মধ্যদিয়ে বাংলার সমাজ জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। ব্রতকথার কাজ গার্হস্থ্য কর্তব্য সাধন। গার্হস্থ্য সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা মিটানো এর লক্ষ্য। ব্রতকথার ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

❑ লোকসংগীত

লোকসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত শাখা হলো 'লোকসংগীত'। ভাব, চিত্র, কাহিনি অবলম্বনে ছন্দময় সুরাশ্রিত রচনাকে লোকসংগীত বলে। ফোকলোরবিদ ড. ওয়াকিল আহমদ এর মতে লোকসংগীতের শ্রেণি বিন্যাস নিম্নরূপ–

প্রকারভেদ	বিভিন্ন গান
প্রেম বিষয়ক	আলকাপ, গোসাইগান, ঘাটুগান, বারমাসি, বারাসে, ভাওয়াইয়া, মালসী, মাহুত বন্ধুর গান, রাখালিয়া মাঝির গান ইত্যাদি।
ধর্ম-আচার-সংস্কার বিষয়ক	কীর্তন, গম্ভীরা, গাজীর গান, জাগগান, জারিগান, ধামাইল, বয়ানী, নাগরের গান, মর্সিয়া গান ইত্যাদি।
তত্ত্ব ও ভক্তি বিষয়ক	বাউল গান, ভাটিয়ালি, মাইজভান্ডারি গান, মারফতি গান, মুর্শিদী গান ইত্যাদি।
কর্ম ও শ্রম বিষয়ক	ক্ষেত নিড়ানীর গান, ছাদ পিটানোর গান, ধান কাটার গান, ধান ভানার গান, পাট কাটার গান, হাতি খেদানোর গান।
পেশা ও বৃত্তি বিষয়ক	বেদের গান, সাপুড়ে গান, বাওয়ালির গান
হাস্য-কৌতুক বিষয়ক	আলকাপ, নাটুয়া গীত, হাবু গান
মিশ্র ভাব বিষয়ক	কবিয়াল, মেয়েলি গীত, সারিগান।

Teacher's Work

১. **নিচের কোন কবি লোকসাহিত্য সংগ্রাহক ছিলেন?** [Pubali Bank Ltd. Junior Officer 2019]
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ সমর সেন গ আবুল হোসেন ঘ জসীমউদ্‌দীন **ঘ**

২. **বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা কোনটি?** [Pubali Bank Ltd. Officer : 2018 ;১২তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন: ১৫]
ক ছোটগল্প খ নাটক গ কাব্য ঘ উপন্যাস **গ**

৩. **লোকসাহিত্যের উপাদান কী?** [পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সহকারী পরিচালক -'০৩]
ক প্রমাণভিত্তিক বিষয় খ গ্রামীণ এলাকায় অখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনা
গ জনশ্রুতিমূলক বিষয় ঘ উপরের সবগুলো **খ**

৪. **'ঠাকুরমার ঝুলি' কী জাতীয় রচনার সংকলন?** [৩০তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক রূপকথা খ ছোটগল্প গ গ্রাম্যগীতিকা ঘ রূপকথা-উপকথা **ঘ**

৫. **লোকসাহিত্য কাকে বলে?** [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক গ্রামীণ নরনারীর প্রণয় সংবলিত উপাখ্যানকে খ লোক সাধারণের কল্যাণে দেবতার স্তুতিমূলক রচনাকে
গ লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী, ছড়া, গান ইত্যাদিকে ঘ গ্রামের অশিক্ষিত ও অখ্যাত লোকের সৃষ্ট রচনাকে **গ**

গীতিকা বা Ballad

Ballad মানে গীতিকা। Ballad শব্দটি ফরাসি Ballet থেকে এসেছে। প্রাচীনকালে ইউরোপে নাচের সঙ্গে এক ধরনের গান গাওয়া হতো যা Ballet হিসেবে পরিচিত ছিল। বাংলায় Ballad বা গীতিকা হচ্ছে একশ্রেণির আখ্যানমূলক লোকগীতি। উপকথা, লোকগীতি, রূপকথা, ছড়া একশ্রেণির আখ্যানমূলক লোকগীতি বাংলাসাহিত্য 'গীতিকথা' নামে অভিহিত।Ballad বা গীতিকার প্রধান শাখা হলো– ১. মৈমনসিংহ গীতিকা ২. পূর্ববঙ্গ গীতিকা ৩. নাথ গীতিকা।

ময়মনসিংহ গীতিকা

- ময়মনসিংহ গীতিকা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বাংশে ময়মনসিংহের বিল হাওর নদী অঞ্চলের জনগণের রচনা। চন্দ্র কুমার দে ময়মনসিংহ গীতিকার পালাগানগুলোর সংগ্রাহক। এর কাহিনীগুলো হলো- মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা, দেওয়ানা মদিনা।
- মনসুর বয়াতি রচিত 'দেওয়ানা মদিনা' পালাটি ময়মনসিংহ গীতিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসাবে সমাদৃত। বানিয়াচঙ্গের দেওয়ান সোনাফরের পুত্র আলাল ও দুলালের বিচিত্র জীবন কাহিনী এবং দুলাল ও গৃহস্থকন্যা মদিনার প্রেমকাহিনী দেওয়ানা মদিনার বিষয়বস্তু।
- গীতিকাগুলোর মধ্যে মহুয়া পালাটিতে ময়মনসিংহ গীতিকার বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে। পালাটির রচয়িতা দ্বিজ কানাই, সংগ্রহ ও বর্ণনা করেছেন পল্লিকবি জসীমউদদীন।
- গদ্যের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণিত হলে তাকে লোককথা বা লোককাহিনী বলে। ইংরেজিতে একে বলে Folklore.
- রূপকথায় নানা অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য ঘটনা ভীড় করে। বাস্তব রাজ্যের সাথে এর সম্পর্ক নেই। ইংরেজিতে রূপকথাকে বলে Fairy Tales. দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের সংগ্রহের রূপকথার নাম 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর রূপকথা সংগ্রহের নাম 'টুনটুনির বই'।

মৈমনসিংহ গীতিকার নাম	রচয়িতা
মহুয়া (চরিত্র: নদের চাঁদ, মহুয়া)	দ্বিজ কানাই
মলুয়া (চরিত্র: মলুয়া, চাঁদ বিনোদ)	চন্দ্রাবতী
কমলা	দ্বিজ ঈশান
দস্যু কেনারামের পালা	চন্দ্রাবতী
দেওয়ানা মদিনা (চরিত্র: আলাল, দুলাল, মদিনা)	মনসুর বয়াতি
দেওয়ান ভাবনা	চন্দ্রাবতী
কাজলরেখা	অজ্ঞাত
চন্দ্রাবতী	নয়ানচাঁদ ঘোষ
কঙ্ক ও লীলা	দমোদর, রঘুসুত, নয়াচাঁদ ঘোষ
রূপবতী	অজ্ঞাত

পূর্ববঙ্গ গীতিকা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত হয়ে চারখ- পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রকাশিত হয়। তাতে গীতিকার সংখ্যা ৫৪টি। এছাড়া ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় সাত খ- প্রকাশিত হয়েছে প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

দীনেশচন্দ্র সেন ও ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত পূর্ববঙ্গের গীতিকাগুলোর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক গীতিকা (সংখ্যা: ৩৯) মৈমনসিংহ অঞ্চল থেকে; বাকিগুলো সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেন।

উল্লেখযোগ্য পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলো হলো– • চৌধুরীর লড়াই • নিজাম ডাকাতের পালা • পরীবানুর হাঁহলা • কমল সদাগর • সুজা তনয়ার বিলাপ • নুরুন্নেহা ও কবরের কথা • কাফন চোরা • ভেলুয়া।

নাথ সাহিত্য/শাক্ত পদাবলি

- বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে নাথ ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা কাব্য নাথ সাহিত্য নামে পরিচিত। নাথ সাহিত্য ব্যালাড বা গীতিকা হিসেবেও পরিচিত। এ সাহিত্য লোক সাহিত্যধর্মী এবং শিল্প সাহিত্যধর্মী রচনা ছিল না।
- আদিনাথ শিব, মীননাথ, হাড়িপা, কানুপা- এই চারজন সিদ্ধাচার্যের মাহাত্ম্যসূচক অলৌকিক কাহিনী অবলম্বনে নাথ সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। নাথ সাহিত্যে আদিনাথ শিব, পার্বতী, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা, ময়নামতি ও গোপীচন্দ্রের আখ্যান প্রভৃতি সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য।
- ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে জর্জ গ্রিয়ার্সন রংপুর থেকে সংগৃহীত একটি গীতিকা 'মানিক রাজার গান' নামে প্রকাশ করেন। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ শেখ ফয়জুল্লাহর 'গোরক্ষবিজয়' আবিষ্কার করেন। গোরক্ষনাথের মহিমা কাহিনী এবং ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের আখ্যান নাথ সাহিত্যের সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য।
- নাথ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন শেখ ফয়জুল্লাহ, শ্যামদাস সেন, ভীম সেন, ভবানী দাস, শুকুর মুহম্মদ, দুর্লভ মল্লিক।
- **শাক্ত পদাবলি:** খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ-এয়োদশ শতকে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের পাশাপাশি শাক্তধর্মের উদ্ভব ঘটে। শাক্ত পদাবলি শক্তি বিষয়ক গান। এর প্রধান রস বাৎসল্য যা ১২ টি পর্যায়ে এবং দুটি ধারায় বিভক্ত। রামপ্রসাদ সেন এ ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হলো 'বিদ্যাসুন্দর', 'কালীকীর্তন'।

শেখ ফয়জুল্লাহ

ষোল শতকের কবি শেখ ফয়জুল্লাহ হলেন নাথ সাহিত্যের সুবিখ্যাত কবি। তার প্রধান কাব্যগ্রন্থ হলো 'গোরক্ষবিজয়'। 'ভারত পাঁচালী' রচয়িতা কবীন্দ্র দাসের মুখে গল্প শুনে কবি ফয়জুল্লাহ তার কাব্যটি রচনা করেন। এটি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। এছাড়াও তিনি গাজীবিজয়, সত্যপীরের পাঁচালী, জয়নবের চৌতিশা ইত্যাদি কাব্য রচনা করেন।

কবি	সাহিত্যকর্ম
শেখ ফয়জুল্লাহ	গোরক্ষবিজয়
শ্যামদাস সেন	মীনচেতন
ভীমসেন রায়	গোর্খবিজয়
ভবানী দাস	ময়নামতির গান
শুকুর মাহমুদ	গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস

শায়ের ও কবিওয়ালা

- আঠারো শতকের শেষার্ধে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতার হিন্দু সমাজে 'কবিওয়ালা'/কবিয়াল' এবং মুসলমান সমাজে 'শায়ের'-এর উদ্ভব ঘটে। এ কবিয়াল ও শায়েররা যে সাহিত্য রচনা করেছে তাকে দোভাষী সাহিত্য বলে।
- রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু) বাংলা টপ্পা গানের জনক। তার রচিত অমর পঙক্তি হলো- নানান দেশের নানান ভাষা
  বিনা স্বদেশী ভাষা
  পুরে কি আশা।
- কবি এন্টনি ফিরিঙ্গি হলেন পর্তুগিজ খ্রিস্টান। তিনিও বাংলার কবি হয়েছিলেন, তবে তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ফিরিঙ্গি শব্দটি।

পুঁথি সাহিত্য

- শায়েররা যে সাহিত্য রচনা করেছে তাকে দোভাষী পুঁথি সাহিত্য বলে। দোভাষী পুঁথি সাহিত্য বাংলা, ফারসি, আরবি, হিন্দি, ইংরেজি, প্রভৃতি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে মিশ্র ভাষায় রচিত। এটি কলকাতার সস্তা প্রেস থেকে ছাপা হতো বলে এটি বটতলার পুঁথি নামে পরিচিত।
- 'শায়ের'-দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মোহাম্মদ দানেশ।
- ফকির গরীবুল্লাহ দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি। তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হলো জঙ্গনামা, আমীর হামজা, সোনাভান। 'জঙ্গনামা' কাব্যের বিষয় হলো যুদ্ধ বিগ্রহ।
- কবি সৈয়দ হামজা রচিত গ্রন্থ হলো 'মধুমালতী', জৈগুনের পুঁথি', হাতেম তাই'।

টপ্পা গান:

টপ্পা হলো এক ধরনের গান। কবিগানের সমসাময়িক কালে রাগ-রাগিনী সংযুক্ত টপ্পা গান নামে এক ধরনের ওস্তাদি গানের প্রচলন ঘটেছিল কলকাতা ও এর শহরতলীতে। অনেকের ধারণা আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার সূত্রপাত হয়েছে টপ্পা গান থেকেই।

পাঁচালী গান :

পাঁচালী গান এদেশে জনপ্রিয় হয়েছিল উনিশ শতকের প্রথমদিকে। পাঁচালী গানের শক্তিশালী কবি ছিলেন দাশরথি রায় (১৮০৬-৫৭ খ্রি.)। তবে তিনি দাশু রায় নামে খ্যাত।

১. টপ্পা গানের আদর্শ ছিল– হিন্দি টপ্পা গান।
২. বাংলা টপ্পা গানের জনক হলেন– রামনিধি গুপ্ত বা নিধু বাবু।
৩. আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার সূত্রপাত– টপ্পা গান থেকে।
৪. টপ্পা গানের রচয়িতা হলেন– কালী মির্জা ও শ্রীধর কথক।
৫. দাশু রায়ের পাঁচালী পাল প্রকাশিত হয়েছিল– ১০ খ-।
৬. রামনিধি গুপ্তের একটি বিখ্যাত টপ্পা গান হলো–
'নানান দেশের নানান ভাষা।
বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা॥'

ডাক ও খনার বচন:

খনার বচন	কৃষি ও আবহাওয়া তত্ত্বভিত্তিক ছড়া। মূলভাব- সামাজিক মঙ্গলবোধ
ডাকের বচন	জ্যোতিষ ক্ষেত্রতত্ত্ব ও মানব চরিত্রে ব্যাখ্যামূলক ছড়া।

আনুমানিক ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। অনেকের মতে, খনা নামী জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী এক বিদুষী বাঙালি নারীর রচনা এই ছড়াগুলো। এই রচনাগুলো চার ভাগে বিভক্ত। যথা– ১. কৃষিকাজের প্রথা ও কুসংস্কার ২. কৃষিকাজ ফলিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান ৪. আবহাওয়া জ্ঞান ৪. শস্যের যত্ন সম্পর্কিত উপদেশ।

খনার বচনের কিছু উদাহরণ:

- ষোল চাষে মুলা, তার অর্ধেক তুলা; তার অর্ধেক ধান, বিনা চাষে পান।
- কলা রুয়ে না কেটো পাত, তাতেই কাপড়, তাতেই ভাত।
- কী কর শ্বশুর লেখা-জোখা? মেঘের মধ্যেই জলের রেখা।
- ভরা হতে শূন্য ভালো যদি ভরতে যায়, আগে হতে পিছে ভালো যদি ডাকে যায়।

এক কথায় উত্তর

১. প্রাচীন লোকগীতি 'হারামণি' কয় খণ্ডে বিভক্ত?
উত্তর: ১৩ খণ্ডে বিভক্ত।

২. বাংলা টপ্পা গানের জনক কে?
উত্তর: রামনিধি গুপ্ত।

৩. পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি কে?
উত্তর: ফকির গরীবুল্লাহ।

৪. দোভাষী পুঁথির উল্লেখযোগ্য কবি হচ্ছেন–
উত্তর: সৈয়দ হামজা।

৫. বাংলা টপ্পা গানের জনক কে?
উত্তর: রামনিধি গুপ্ত/নিধু বাবু।

৬. 'জঙ্গনামা'র দুইজন কবির নাম লিখুন?
উত্তর: শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ, দৌলত উজির বাহরাম খান।

৭. মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফাগণের বিজয় অভিযানের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী অবলম্বনে রচিত সাহিত্যের নাম কী?
উত্তর: জঙ্গনামা।

৮. 'নুরনামা', 'নসিয়ৎনামা' কোন জাতীয় গ্রন্থ ও রচয়িতা কে?
উত্তর: পুঁথি সাহিত্য ধারার কাব্য। রচয়িতা আব্দুল হাকিম।

৯. কবি গানের আদি গুরু কে?
উত্তর: গোজলা গুই।

১০. কবিগানের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
উত্তর: গানের মাধ্যমে প্রশ্ন ও উত্তরদান।

১১. কবিয়ালদের মধ্যে পর্তুগিজ খ্রিষ্টান কে?
উত্তর: এন্টনি ফিরিঙ্গি।

১২. পুঁথি সাহিত্যের রচয়িতাদের কী বলা হয়?
উত্তর: শায়ের।

১৩. পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম কবি কে?
উত্তর: ফকির গরীবুল্লাহ।

১৪. দোভাষী পুঁথি কাকে বলে?
উত্তর: কয়েকটি ভাষার মিশ্রণে রচিত পুথি সাহিত্য হওয়ার কারণে একে দোভাষী পুঁথি বলে।

১৫. বটতলার পুঁথি কাকে বলে?
উত্তর: মিশ্র ভাষায় রচিত পুঁথি সাহিত্য ধারার কাব্য। যা কলকাতার সস্তা প্রেস হতে ছাপানোর ফলে বটতলার পুঁথি নামকরণ করা হয়।

১৬. পুঁথি সাহিত্য ধারার দুটি কাব্যের নাম লিখুন?
উত্তর: গাজী কালু, চম্পাবতী।

১৭. টপ্পা গান থেকে আধুনিক কোন কবিতার সূত্রপাত ঘটেছে?
উত্তর: গীতি কবিতা।

১৮. "নানান দেশের নানান ভাষা বিনে স্বদেশি ভাষা পুরে কি আশা" এই চরণদ্বয়ের রচয়িতা কে?
উত্তর: রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)।

১৯. 'টপ্পা' কী?
উত্তর: এক ধরনের গান।

২০. "মোদের গরব মোদের আশা আ' মরি বাংলা ভাষা"- রচয়িতা কে?
উত্তর: অতুল প্রসাদ সেন।

২১. পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি কে?
উত্তর: ফকির গরীবুল্লাহ।

২২. 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' প্রভৃতি রূপকথার বই সম্পাদনা করেন কে?
উত্তর: দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

২৩. লালন শাহের গুরু কে?
উত্তর: সিরাজ শাহ।

২৪. "আমার ঘরের চাবি পরের হাতে" চরণটির রচয়িতা কে?
উত্তর: লালন শাহ।

২৫. নদের চাঁদ কোন পালাগানের চরিত্র?
উত্তর: মহুয়া।

২৬. হারামণি কী? সংকলক কে?
উত্তর: প্রাচীন লোকগীতি, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন।

২৭. Ballad অর্থ কী?
উত্তর: গীতিকা।

২৮. বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত লোক গীতিকাগুলোকে কয় ভাগে বিভক্ত করা যায়?
উত্তর: ৩ ভাগে। নাথগীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকা।

২৯. লোক সাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি কী?
উত্তর: ছড়া।

৩০. ময়মনসিংহ গীতিকার সম্পাদক কে? এটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
উত্তর: ড. দীনেশচন্দ্র সেন। এটি ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৩১. 'দেওয়ানা মদিনা' পালার রচয়িতা কে? এই পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো কী কী?
উত্তর: মনসুর বয়াতি। এই পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্র– আলাল, দুলাল, মদিনা।

৩২. ময়মনসিংহ গীতিকার প্রথম সংগ্রাহক কে?
উত্তর: চন্দ্রকুমার দে।

৩৩. 'মহুয়া' পালার রচয়িতা কে? এই পালার চরিত্রগুলো কী কী?
উত্তর: দ্বিজ কানাই। এর চরিত্র মহুয়া, হুমরাবেদে, নদের চাঁদ।

৩৪. 'ময়মনসিংহ গীতিকা' কয়টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে?
উত্তর: ২৩ ভাষায়।

৩৫. ড. আশরাফ সিদ্দিকী কে?
উত্তর: লোক সাহিত্যের সংগ্রাহক ও সংরক্ষক।

৩৬. Folklore society এর কাজ কী?
উত্তর: লোক সাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

৩৭. 'গম্ভীরা' কোন অঞ্চলের লোক সঙ্গীত?
উত্তর: বৃহত্তর রাজশাহী-চাঁপাই নবাবগঞ্জ অঞ্চলের।

৩৮. "জলভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ ঢেউ; হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নেই মোর কেউ" এটি কোন পালা থেকে নেওয়া?
উত্তর: মহুয়া পালা।

৩৯. লালন শাহের জন্মস্থান কোথায়? তার রচিত সঙ্গীত কী নামে পরিচিত?
উত্তর: কুষ্টিয়া। তাঁর রচিত সঙ্গীত হল লালন সঙ্গীত।

৪০. 'মৈমনসিংহ গীতিকা' কে সম্পাদনা করেন?
উত্তর: ড. দীনেশচন্দ্র সেন।

৪১. মধ্যযুগ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন-
উত্তর: পাঠান শাসকবর্গ।

৪২. কবিওয়ালাদের মধ্যে প্রাচীন কবি-
উত্তর: গোঁজলা গুই।

৪৩. দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের প্রথম ও সার্থক কবি-
উত্তর: ফকির গরীবুল্লাহ।

৪৪. পুঁথি সাহিত্যের তিনজন অন্যতম কবি–
উত্তর: ফকির গরিবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মোহাম্মদ দানেশ।

৪৫. কলকতা ও শহরতলীতে রাগ-রাগিনী সংযুক্ত এক ধরনের গান-
উত্তর: টপ্পা গান।

৪৬. শায়েররা যে সাহিত্য রচনা করেন-
উত্তর: দোভাষী সাহিত্য।

৪৭. পুঁথি সাহিত্যের উদ্ভব-
উত্তর: অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

৪৮. বাংলা টপ্পা গানের জনক-
উত্তর: রামনিধি গুপ্ত।

৪৯. 'নানান দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা, পুরে কি আশা?'
উত্তর: পঙক্তিটি রচনা করেন- রামনিধি গুপ্ত।

৫০. দোভাষী পুঁথি বলতে কী বুঝায়?
উত্তর: কয়েকটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রিত ভাষায় রচিত পুঁথি।

৫১. বটতলার পুঁথি সাহিত্য বলতে বুঝায়-
উত্তর: দোভাষী বাংলায় রচিত পুঁথি সাহিত্য।

৫২. কবিওয়ালাদের মধ্যে উল্লেযোগ্য হলেন-
উত্তর: গোঁজলা গুঁই, ভবানী বেনে, রাসু-নৃসিংহ, হরি ঠাকুর, কেষ্টা মুচি, নিতাই বৈরাগী, ভোলা ময়রা, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, নীলমণি-পাটনী প্রভৃতি।

৫৩. লোক সাহিত্যের সংগ্রাহক ও লেখক কে?
উত্তর: চন্দ্রকুমার দে।

৫৪. 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' কে সম্পাদনা করেন?
উত্তর: দীনেশচন্দ্র সেন।

৫৫. উপকথা কী?
উত্তর: পশু-পাখির কাহিনি অবলম্বনে রচিত সাহিত্য।

৫৬. 'Fairy Tales' এর বাংলা প্রতিশব্দ কী?
উত্তর: রূপকথা।

৫৭. খনার বচন রচিত হয় কবে?
উত্তর: ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে।

৫৮. ডাকের বচনের উৎপত্তি হয়েছিল কোন সমাজে?
উত্তর: বৌদ্ধ সমাজে।

৫৯. ডাকের বচনের বিষয়বস্তু কী?
উত্তর: জ্যোতিষ, ক্ষেত্রতত্ত্ব ও মানব চরিত্র ব্যাখ্যা বিষয়ক।

৬০. খনার বচন কোন ধরনের সাহিত্য?
উত্তর: প্রধানত কৃষিভিত্তিক ছড়া।

৬১. পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলো কোন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়?
উত্তর: নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চল।

৬২. চন্দ্রকুমার দে ময়মনসিংহ গীতিকাগুলো কোন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেন?
উত্তর: ময়মনসিংহের ভাটি অঞ্চল।

৬৩. গীতিকাগুলো সংগ্রহের জন্য কে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন?
উত্তর: স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

৬৪. বিখ্যাত লোকগীতি 'হারামণি'র সম্পাদক কে?
উত্তর: মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন।

৬৫. 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' কে সম্পাদনা করেন?
উত্তর: দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

৬৬. 'প্রবাদ সংগ্রহ' কে রচনা করেন?
উত্তর: ড. সুনীল কুমার দে।

৬৭. গম্ভীরা, ধামাইল কী বিষয়ক গান?
উত্তর: ধর্ম-আচার-সংস্কার বিষয়ক।

৬৮. তত্ত্ব ও ভক্তি বিষয়ক গান কোনগুলো?
উত্তর: বাউল, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, মারফতি ইত্যাদি।

৬৯. শায়ের ও কবিয়ালদের উদ্ভব ঘটে কখন?
উত্তর: আঠারো শতকের শেষার্ধে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে।

৭০. কারা দোভাষী পুঁথি রচনা করেন?
উত্তর: শায়েররা।

৭১. দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি কে?
উত্তর: ফকির গরীবুল্লাহ।

৭২. কে 'গোরক্ষ বিজয়' কাব্যে রচনা করেন?
উত্তর: শেখ ফয়জুল্লাহ।

৭৩. 'মানিক রাজার গান' কে সংগ্রহ করেন?
উত্তর: জর্জ গ্রিয়ারসন।

৭৪. গোরক্ষ বিজয় কাব্য সংগ্রহ ও সম্পাদনা কে করেন?
উত্তর: আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ।

৭৫. নাথ সাহিত্যের আদি নাথ কে?
উত্তর: শিব।

৭৬. নাথ সাহিত্যের প্রধান কবি কে?
উত্তর: শেখ ফয়জুল্লাহ।

৭৭. নাথ সাহিত্যের প্রধান নিদর্শন কোনটি?
উত্তর: ময়নামতি ও গোপীচন্দ্রের আখ্যান।

৭৮. নাথ সাহিত্য কাকে বলে? নাথ পন্থীদের আদি গুরু কে?
উত্তর: মধ্যযুগে নাথ ধর্মের অবলম্বনে যে সাহিত্য রচিত হয় তাকে নাথ সাহিত্য বলে। নাথ পন্থীদের আদিগুরু আদিনাথ শিব।

৭৯. নাথ সাহিত্যকে অন্য কী নামে অভিহিত করা হয়।
উত্তর: শাক্ত পদাবলি নামে।

৮০. মধ্যযুগের রচিত শিব উপাসক একশ্রেণীর ধর্মপ্রচারকারী সাহিত্য-
উত্তর: নাথ সাহিত্য।

৮১. নাথ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচনা–
উত্তর: গোরক্ষ বিজয়।

৮২. গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের রচয়িতা-
উত্তর: শুকুর মুহাম্মদ।

৮৩. যে দুটি ধর্মের মিশ্রণে নাথ ধর্মের উৎপত্তি–
উত্তর: বৌদ্ধধর্ম ও শৈবধর্ম।

৮৪. গাঁথা, কাহিনী, গান, ছড়া, প্রবাদ-
উত্তর: লোকসাহিত্যের আওতাভুক্ত।

৮৫. লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন–
উত্তর: ছড়া/প্রবচন ও ধাঁধা।

৮৬. দেওয়ানা মদিনা পালার রচয়িতা-
উত্তর: মনসুর বয়াতি

৮৭. গম্ভীরা গান গাওয়া হয়-
উত্তর: রাজশাহী অঞ্চলে ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে।

৮৮. ড. দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় গীতিকাগুলো সংগ্রহ করেন-
উত্তর: চন্দ্রকুমার দে।

৮৯. মৈমনসিংহ গীতিকার উপাখ্যান–
উত্তর: জয়চন্দ্র ও চন্দ্রাবতী।

৯০. মৈমনসিংহ গীতিকা সম্পাদনা করেন–
উত্তর: ড. দীনেশচন্দ্র সেন।

৯১. লোকসাহিত্যের উপাদান-
উত্তর: গ্রামীণ এলাকার অখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনা।

৯২. পশুপাখির কাহিনি অবলম্বনে রচিত সাহিত্য–
উত্তর: উপকথা।

Teacher's Work

১. উল্লিখিত কোন রচনাটি পুঁথি সাহিত্যের অন্তর্গত নয়? [৪০ তম বিসিএস]
ক মৈমনসিংহ গীতিকা খ ইউসুফ-জুলেখা গ পদ্মাবতী ঘ লাইলী-মজনু — ক

২. মৈমনসিংহ গীতিকার কী প্রাধান্য পেয়েছে? [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা, খ ইউনিট : ১৫-১৬]
ক নারী চরিত্র খ পুরুষ চরিত্র গ পশুর চরিত্র ঘ জীবজন্তুর কথা — ক

৩. 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র লোকপালাসমূহের সংগ্রাহক কে? [৩৭তম বিসিএস]
ক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার খ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ চন্দ্রকুমার দে ঘ দীনেশচন্দ্র সেন — ঘ

৪. 'খনার বচন' এর মূলভাব কী? [৩৯তম বিসিএস]
ক রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি খ লৌকিক প্রণয়সংগীত গ শুদ্ধ জীবনযাপন নীতি ঘ সামাজিক মঙ্গলবোধ — ঘ

৫. এন্টনি ফিরিঙ্গি কী জাতীয় সাহিত্যের রচয়িতা? [৩৬তম বিসিএস]
ক কবিগান খ পুঁথি সাহিত্য গ নাথ সাহিত্য ঘ বৈষ্ণব পদ সাহিত্য — ক

৬. কবিওয়ালা ও শায়েরের উদ্ভব ঘটে কখন? [৩৩তম বিসিএস]
ক আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে খ ষোড়শ শতকের শেষার্ধে ও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে
গ সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে ও আঠারো শতাকের প্রথমার্ধে ঘ উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে — ক

৭. দোভাষী সাহিত্যের উদ্ভব হয় কখন?
ক আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ও উনিশ শতকের শেষার্ধে খ আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে
গ সতের শতকের শেষার্ধে ও আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ঘ ষোল শতকের শেষার্ধে ও সতের শতকের প্রথমার্ধে — খ

৮. 'গোরক্ষবিজয়' কাব্য কোন ধর্মমতের কাহিনি অবলম্বনে লেখা? [৩৭তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক শৈবধর্ম খ বৌদ্ধ সহজযান গ নাথধর্ম ঘ কোনটিই নয় — গ

৯. শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত কে?
ক রামনিধি গুপ্ত খ দাশরথি রায় গ এন্টনি ফিরিঙ্গি ঘ রামপ্রসাদ সেন — ঘ

মর্সিয়া সাহিত্য

মর্সিয়া শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ শোক প্রকাশ করা। প্রধানত কারবালার প্রান্তরে শহীদ ইমাম হোসেন (রা) ও অন্যান্য শহীদদের উপজীব্য করে লেখা সাহিত্য হল মর্সিয়া সাহিত্য। মুঘল আমলে যে সব কবি মর্সিয়া সাহিত্য রচনা করেছেন তারা হলেন শেখ ফয়জুল্লাহ, দৌলত উজির বাহরাম খান, মুহম্মদ খান, হায়াৎ মামুদ, জাফর হামিদ প্রমুখ কবিগণ।

মর্সিয়া সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম:

কবির নাম	মর্সিয়া সাহিত্যকর্ম
শেখ ফয়জুল্লাহ	জয়নবের চৌতিশা
ফকির গরীবুল্লাহ	সোনাভান
সৈয়দ সুলতান	নবীবংশ
দৌলত উজির বাহরাম খান	জঙ্গনামা বা কারবালা কাহিনি

- মর্সিয়া সাহিত্যের আদি কবি শেখ ফয়জুল্লাহকে মনে করা হয়। তিনি 'জয়নবের চৌতিশা' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।
- মুহম্মাদ খান রচিত গ্রন্থের নাম 'মক্তুল হোসেন'। এই কাব্যগ্রন্থটি ফারসি 'মক্তুল হোসেন' কাব্যের ভাবানুবাদ।
- হায়াৎ মামুদ অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত কবি। তার রচিত 'জঙ্গনামা' কাব্যটি ফারসি কাব্যের অনুসরণে রচিত।
- মর্সিয়া ধারার হিন্দু কবি হলেন রাধারমণ গোপ। তিনি 'ইমামগণের কেচ্ছা' ও 'আফৎনামা' নামে দুটি কাব্য রচনা করেন।

এক কথায় উত্তর

১. মর্সিয়া কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: আরবি।

২. 'মৈমনসিংহ গীতিকা' কে সংগ্রহ করেন?
উত্তর: চন্দ্রকুমার দে।

৩. মর্সিয়া ধারার হিন্দু কবি কে?
উত্তর: রাধারমণ গোপ।

৪. 'মর্সিয়া' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: শোক প্রকাশ করা।

৫. 'মর্সিয়া' সাহিত্যের আদি কবি কে?
উত্তর: শেখ ফয়জুল্লাহ।

৬. 'ইমামগণের কেচ্ছা'- কে রচনা করেন?
উত্তর: রাধারমণ গোপ।

৭. 'আমীর হামজা' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন কে?
উত্তর: ফকীর গরীবুল্লাহ।

৮. 'জঙ্গনামা' কাব্যের বিষয় কী?
উত্তর: যুদ্ধ-বিগ্রহ।

৯. শেখ ফয়জুল্লাহ রচিত কাব্য–
উত্তর: গোরক্ষবিজয়।

১০. 'মক্তুল হোসেন' রচয়িতা কবি মুহম্মদ খান কোন জেলার বাসিন্দা?
উত্তর: চট্টগ্রাম জেলা।

১১. 'মর্সিয়া' শব্দের উৎপত্তি কোন ভাষা থেকে?
উত্তর: আরবি ভাষা থেকে।

১২. মর্সিয়া সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের কোন যুগের ধারা?
উত্তর: মধ্যযুগের সাহিত্যধারা।

১৩. 'মর্সিয়া' সাহিত্য ধারার প্রথম কবি কে ও তার কাব্যের নাম কী?
উত্তর: শেখ ফয়জুল্লাহ। তার মর্সিয়া সাহিত্য 'জয়নবের চৌতিশা।'

১৪. দুই জন উল্লেখযোগ্য মর্সিয়া সাহিত্য রচনাকারীর নাম-
উত্তর: দৌলত উজির বাহরাম খান ও শেখ ফয়জুল্লাহ।

১৫. মর্সিয়া সাহিত্যের আদি কবি শেখ ফয়জুল্লাহ রচিত গ্রন্থ-
উত্তর: জয়নবের চৌতিশা।

১৬. জঙ্গনামা কাব্য রচনা করেছিলেন-
উত্তর: দৌলত উজির বাহরাম খান।

Teacher's Work

১. কোনটি লোকগীতি বা বিলাপ সংগীত? [জাতীয় সংসদ সচিবালয় সহকারী পরিচালক'০৬]
ক সারিগান খ ভাটিয়ালী গ মর্সিয়া ঘ হামদ — গ

২. কোনটি মর্সিয়া সাহিত্য? [সিজিএ-অডিটর'২২]
ক মধুমালতী খ চন্দ্রাবতী গ লায়লী মজনু ঘ জঙ্গনামা — ঘ

৩. 'মর্সিয়া' শব্দের অর্থ-
ক প্রণয়গীতি খ শোকগীতি গ প্রেমগীতি ঘ আনন্দগীতি — খ

৪. মর্সিয়া সাহিত্যের আদি কবি কে?
ক মুহাম্মদ খান খ শেখ ফয়জুল্লাহ গ হায়াৎ মামুদ ঘ শাহ মুহাম্মদ সগীর — খ

৫. 'জঙ্গনামা' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক শেখ ফয়জুল্লাহ খ দৌলত উজির বাহরাম খান গ মুহম্মদ খান ঘ জাফর ইকবাল — খ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন পৃষ্ঠপোষক

১. রুকনউদ্দিন বরবক শাহের আমলে কবি মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' লিখতে শুরু করেন। তার পুত্র শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দেন।

২. বিজয়পণ্ডিত ইলিয়াস শাহী শাসনামলে মহাভারত রচনা করেন।

৩. হুসেন শাহের রাজদরবারে খ্যাতনামা কবিগণ হলেন মালাধর বসু, বিপ্রদাস পিপিলাই, বিজয়গুপ্ত, যশোরাজ প্রমুখ। বরিশালের কবি বিজয়গুপ্ত সুলতান হুসেন শাহের আমলে রচনা করেন 'পদ্মপুরাণ'। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় চট্টগ্রামের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর বাংলায় মহাভারত অনুবাদ করেন। কবি শ্রীধর ফিরোজ শাহের আমলে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন।

মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত কাব্যসমূহের তালিকা

সুলতান	কবি	কাব্য
গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ	শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ জোলেখা
জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহ	কৃত্তিবাস	রামায়ণ
রুকনউদ্দিন বরবক শাহ	মালাধর বসু	শ্রীকৃষ্ণবিজয়
শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ	জৈনুদ্দীন	রসুল বিজয়
আলাউদ্দীন হোসেন শাহ	বিপ্রদাস পিপিলাই	মনসাবিজয়
	বিজয়গুপ্ত	মনসামঙ্গল
	যশোরাজ খান	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (ব্রজবুলি ভাষায় রচিত)
নাসিরুদ্দীন নুসরত শাহ	বিদ্যাপতি	'কীর্তিলতা', 'কীর্তিপতাকা', 'পুরুষপরীক্ষা', 'শৈবসর্বস্বসার', 'বিভাগসার'
	কবীন্দ্র পরমেশ্বর	মহাভারত

এক কথায় উত্তর

১. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন কারা?
উত্তর: পাঠান শাসকবর্গ।

২. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণালি সময়কাল কোনটি?
উত্তর: মোঘল যুগ।

৩. 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনায় কে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন?
উত্তর: রুকুনউদ্দিন বরবক।

৪. বাংলা সাহিত্যে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত কে?
উত্তর: আলাউদ্দিন হোসেন শাহ।

৫. বাহরাম খান কে 'দৌলত উজির' উপাধি প্রদান করেন কে?
উত্তর: নৃপতি নেজাম শাহ সুর।

৬. কবি হাফিজকে বাংলায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কে?
উত্তর: গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ।

৭. সম্রাট আকবরের সভাকবি কে ছিলেন?
উত্তর: আবুল ফজল।

৮. বাংলা নামের উৎপত্তি সমন্ধে কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে?
উত্তর: আইন-ই-আকবরী।

৯. আলাউদ্দীন হোসেন শাহ বাংলা সাহিত্যে কী কারণে খ্যাতিমান?
উত্তর: অনুবাদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য।

১০. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন কোন শাসকবর্গ?
উত্তর: পাঠান সুলতানগণ।

১১. কবীন্দ্র পরমেশ্বর কে 'মহাভারত' অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন কে?
উত্তর: নাসিরুদ্দীন নুসরত শাহ।

১২. কবি বিজয়গুপ্তকে 'মনসামঙ্গল' অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন?
উত্তর: আলাউদ্দীন হোসেন শাহ।

Teacher's Work

১. 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক মালাধর বসু খ বিপ্রদাস পিপিলাই গ যশোরাজ খান ঘ বিজয়গুপ্ত — ক

২. বিজয়গুপ্ত কার শাসনামলে 'পদ্মপুরাণ' রচনা করেন?
ক সুলতান হুসেন শাহ খ রুকনউদ্দীন বরবক শাহ গ আলাউদ্দীন খিলজী ঘ আজম শাহ — ক

৩. বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত শাসক? [প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা'০৪]
ক আলীবর্দী খাঁ খ মুর্শিদ কুলি খাঁ গ ইসলাম খাঁ ঘ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ — ঘ

Unique Question for Student Practice

১. **মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন–**
ক তুর্কি শাসকবর্গ খ মুঘল সম্রাটগণ
গ পাঠান সুলতানগণ ঘ সংস্কৃত পণ্ডিতগণ **গ**

২. **বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত শাসক?**
ক আলীবর্দী খাঁ খ মুর্শিদ কুলি খাঁ
গ ইসলাম খাঁ ঘ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ **ঘ**

৩. **ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে রাজভাষা ছিল–**
ক বাংলা খ সংস্কৃত
গ আরবি ঘ ফারসি **ঘ**

৪. **কোন কবি গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের রাজকর্মচারী ছিলেন?**
ক ঈশ্বর গুপ্ত খ শাহ মুহাম্মদ সগীর
গ সৈয়দ হামজা ঘ জয়েনউদ্দিন **খ**

৫. **কবি হাফিজকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কোন নৃপতি?**
ক আলাউদ্দীন হোসেন শাহ খ রুকনউদ্দীন বরবক শাহ
গ ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ ঘ গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ **ঘ**

৬. **ইরানের কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ হয়েছে বাংলার কোন সুলতানের?**
ক গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ খ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
গ ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ ঘ ইলিয়াস শাহ **ক**

৭. **আলাউদ্দীন হোসেন শাহ বাংলা সাহিত্যে কী কারণে খ্যাতিমান?**
ক শাসনকর্তা হিসেবে
খ বাংলা ভাষার স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য
গ অনুবাদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য
ঘ সালতানাৎ প্রতিষ্ঠার জন্য **গ**

৮. **নিচের কোন জন মধ্যযুগের কবি নন?**
ক কায়কোবাদ খ আলাওল
গ মাগন ঠাকুর ঘ জ্ঞানদাস **ক**

৯. **সৈয়দ আলী আহসান কোন সময়কে 'প্রায় শূন্যতার যুগ' বলে উল্লেখ করেছেন?**
ক ১৭০০-১৮০০ খ্রি. খ ১৭৩০-১৮২০ খ্রি.
গ ১৭৬০-১৮৬০ খ্রি. ঘ ১৭৭০-১৮৭০ খ্রি. **গ**

১০. **কবিগান রচয়িতা এবং গায়ক হিসেবে এরা উভয়েই পরিচিত–**
ক রামবসু এবং ভোলা রায়
খ এন্টনি ফিরিঙ্গি এবং রামপ্রসাদ রায়
গ সাবিরিদ খান এবং দাশরথি রায়
ঘ আলাওল ও ভারতচন্দ্র **খ**

১১. **পুঁথি সাহিত্য বলতে বুঝি–**
ক প্রেম বিষয়ক খ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ক
গ ইসলামি চেতনা সম্পৃক্ত ঘ নবী রাসুল বিষয়ক **গ**

১২. **'লোকসাহিত্য' বলতে কী বুঝায়?**
ক কবিতা, গান খ ছড়া, গান, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন
গ উপন্যাস, নাটক ঘ প্রাচীন চিত্র কলা **খ**

১৩. **বাংলা লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি কী কী?**
ক প্রবচন, ছড়া ও ধাঁধাঁ খ গান ও গীতিকা
গ পুঁথি সাহিত্য ও গাঁথা ঘ মঙ্গল কাব্য **ক**

১৪. **'মৈমনসিংহ গীতিকা' কতটি ভাষায় অনূদিত?**
ক ১০ খ ১৩
গ ২০ ঘ ২৩ **ঘ**

১৫. **কোনটি ময়মনসিংহ গীতিকার উপাখ্যান?**
ক পদ্মাবতী খ বিদ্যাসুন্দর
গ পদ্মিনী উপাখ্যান ঘ জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতী **ঘ**

১৬. **নিচের পালাগানগুলোর মধ্যে কোনটি মনসুর বয়াতি রচিত?**
ক মহুয়া খ চন্দ্রাবতী
গ দেওয়ানা মদিনা ঘ মলুয়া **গ**

১৭. **পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি–**
ক সৈয়দ সুলতান খ ফকির গরীবুল্লাহ
গ হায়াত মাহমুদ ঘ শেখ ফয়জুল্লাহ **খ**

১৮. **'সোনাভান' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?**
ক সৈয়দ হামজা খ আলাওল
গ ফকির গরীবুল্লাহ ঘ মীর মোহাম্মদ শফী **গ**

১৯. **'আমীর হামজা' কাব্য রচনা করেন কে?**
ক আলাওল খ ফকির গরীবুল্লাহ
গ সৈয়দ হামজা ঘ রেজাউদ্দৌলা **খ**

২০. **পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক-**
ক ভারতচন্দ্র রায় খ দৌলত কাজী
গ সৈয়দ হামজা ঘ আবদুল হাকিম **গ**

২১. **শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত–**
ক রামনিধি গুপ্ত খ দাশরথি রায়
গ এন্টনি ফিরিঙ্গি ঘ রামপ্রসাদ সেন **ঘ**

২২. **তরজা হলো–**
ক এক প্রকার সাহিত্য খ কবিগান জাতীয় লোকসংগীত
গ প্রার্থনা সংগীত বিশেষ ঘ পাঁচালির বিবর্তিত রূপ **খ**

২৩. **'দেওয়ানা মদিনা' কোন কাব্যের অন্তর্গত?**
ক মধ্যযুগের গীতকবিতা খ পূর্ববঙ্গ গীতিকা
গ নাথ গীতিকা ঘ মৈমনসিংহ গীতিকা **ঘ**

২৪. **'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র লোকপালাসমূহের সংগ্রাহক কে?**
ক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার খ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
গ চন্দ্রকুমার দে ঘ ড. দীনেশচন্দ্র সেন **গ**

২৫. 'খনার বচন' কী সংক্রান্ত?
ক কৃষি খ ব্যবসা
গ শিল্প ঘ রাজনীতি **ক**

২৬. জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন হলেন একজন–
ক রাজনীতিক খ ভাষাবিজ্ঞানী
গ বৈজ্ঞানিক ঘ কবি **খ**

২৭. মধ্যযুগের কবি শুকুর মুহম্মদ কোন জেলার অধিবাসী ছিলেন?
ক নোয়াখালী খ শ্রীহট্ট
গ বগুড়া ঘ রাজশাহী **ঘ**

২৮. 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' খ্যাত মধ্যযুগের কবির বাড়ি রাজশাহী-
ক সন্তসপুর গ্রামে খ সিন্দুর কুসুম গ্রামে
গ কাপাসিয়া গ্রামে ঘ বিজয়নগর গ্রামে **খ**

২৯. পল্লী সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো–
ক অসাম্প্রদায়িকতা খ অনুবাদ প্রবণতা
গ তত্ত্বের সচেতন প্রয়োগ ঘ লিখিত রূপের প্রাধান্য **ক**

৩০. নাথ গীতিকায় কাদের কাহিনি বর্ণিত রয়েছে?
ক রাণী ময়নামতি ও তার পুত্র গোপীচন্দ্রের কাহিনি
খ জমিদার নদের চাঁদ ও সুন্দরী কন্যা মহুয়ার কাহিনি
গ দস্যু কেনারাম ও রাজকুমারী কঙ্কাবতীর কাহিনি
ঘ সুন্দরী কমলা ও দেওয়ান ভাবনার কাহিনি **ক**

৩১. নাথ সাহিত্যের প্রধান নিদর্শন কোনটি?
ক পার্বতী কাহিনী
খ মীননাথের নারীমোহ থেকে উদ্ধার
গ ময়নামতি ও গোপীচন্দ্রের আখ্যান
ঘ গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস **গ**

৩২. শেখ ফয়জুল্লাহ রচিত নাথসাহিত্য গ্রন্থ কোনটি?
ক মীন চেতন খ গোরক্ষ বিজয়
গ ময়নামতির গান ঘ গোর্খ বিজয় **খ**

৩৩. রংপুর থেকে 'মানিক রাজার গান' কে সংগ্রহ করেছিলেন?
ক ড. দীনেশ চন্দ্র সেন খ চন্দ্র কুমার দে
গ জর্জ গ্রিয়ার্সন ঘ পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন **গ**

৩৪. নাথসাহিত্য মতে আদিনাথ কে?
ক শিব খ মীননাথ
গ গোরক্ষনাথ ঘ তিনজনই **ক**

৩৫. ভীম সেনের 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যটি সম্পাদনা করেন কে?
ক বঙ্গীয় সাহিত্য খ ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী
গ ড. পঞ্চানন মণ্ডল ঘ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ **গ**

৩৬. গোরক্ষ বিজয়ের কাহিনিতে চার সিদ্ধার মধ্যে আদর্শচ্যুত হননি কে?
ক মীননাথ খ গোরক্ষনাথ
গ হাড়ি পা ঘ কানু পা **খ**

৩৭. নিচের পালাগানগুলোর মধ্যে কোনটি মনসুর বয়াতি রচিত?
ক দেওয়ানা মদিনা খ চন্দ্রাবতী
গ মহুয়া ঘ মলুয়া **ক**

৩৮. 'দেওয়ানা মদিনা' কোন কাব্যের অন্তর্গত?
ক মধ্যযুগের গীতিকবিতা খ পূর্ববঙ্গ গীতিকা
গ নাথ গীতিকা ঘ ময়মনসিংহ গীতিকা **ঘ**

৩৯. হারামণি কী? সংকলক কে?
ক পুঁথি, আলাওল
খ প্রাচীন লোকগীতি, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
গ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, ওস্তাদ আয়াত আলী
ঘ প্রাচীন সাহিত্য, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **খ**

৪০. গণসাহিত্য শব্দে গণ কথাটি ব্যবহৃত হয়-
ক সাধারণ মানুষ অর্থে
খ জনগণের রচিত সাহিত্য অর্থে
গ জনগণের জন্য সাহিত্য অর্থে
ঘ লোকসাহিত্য অর্থে **ক**

৪১. পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি কে?
ক সৈয়দ হামজা খ ফকির গরীব উল্লাহ
গ আলাওল ঘ শাহ মুহাম্মদ সগীর **খ**

৪২. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিগণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান কোনটি?
ক লোকসাহিত্য খ পুঁথি সাহিত্য
গ বাংলা গীতিকা ঘ রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান **ঘ**

৪৩. কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের নাম কী?
ক আদি মহাভারত খ পরাগলী মহাভারত
গ মহাভারত ঘ মহান মহাভারত **খ**

৪৪. মর্সিয়া শব্দের অর্থ কী?
ক শোক বা আহাজারি খ দুঃখ
গ শোককাব্য ঘ বেদনামিশ্রিত কাব্য **গ**

Home Work

১. **'যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।**
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি'।।- কবিতাংশটি কোন কাব্যের অন্তর্গত? [৪৬তম বিসিএস]
ক নূরনামা খ নসিহতনামা
গ মধুমালতী ঘ ইউসুফ-জুলেখা **ক**

২. **আলাওল কোন শতাব্দীর কবি?** [৪৬তম বিসিএস]
ক পঞ্চদশ খ ষোড়শ
গ সপ্তদশ ঘ অষ্টাদশ **গ**

৩. **কোন বাংলা গানকে ইউনেস্কো Heritage of Humanity অভিধায় ভূষিত করেছে?** [৪৬তম বিসিএস]
ক রবীন্দ্র সংগীত খ নজরুল সংগীত
গ ভাটিয়ালি গান ঘ বাউল গান **ঘ**

৪. **কোনটি কবি জৈনুদ্দিনের কাব্যগ্রন্থ?** [৪৫তম বিসিএস]
ক রসুল বিজয় খ মক্কা বিজয়
গ রসুলচরিত ঘ মক্কানামা **ক**

৫. **পাঁচালিকার হিসেবে সর্বাধিক খ্যাতি কার ছিল?** [৪১তম বিসিএস]
ক দাশরথি রায় খ রামনিধি গুপ্ত
গ ফকির গরীবুল্লাহ ঘ রামরাম বসু **ক**

৬. **'গোরক্ষ বিজয়' কাব্য কোন ধর্মমতের কাহিনি অবলম্বনে লেখা?** [৩৭তম বিসিএস; বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক (প্রশাসন): ২০১৭]
ক শৈবধর্ম খ বৌদ্ধ সহজযান
গ নাথধর্ম ঘ কোনোটি নয় **গ**

৭. **উল্লিখিত কোন রচনাটি পুঁথি সাহিত্যের অন্তর্গত নয়?** [৪০তম বিসিএস]
ক ময়মনসিংহ গীতিকা খ ইউসুফ-জুলেখা
গ পদ্মাবতী ঘ লাইলী মজনু **ক**

৮. **এন্টনি ফিরিঙ্গি কী জাতীয় সাহিত্যের রচয়িতা?** [৩৬তম বিসিএস]
ক কবিগান খ পুঁথি সাহিত্য
গ নাথ সাহিত্য ঘ বৈষ্ণব পদ সাহিত্য **ক**

৯. **কবিওয়ালা ও শায়েরের উদ্ভব ঘটে কখন?** [৩৩তম বিসিএস]
ক আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে
খ ষোড়শ শতকের শেষার্ধে ও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে
গ সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে ও আঠারো শতকের প্রথমার্ধে
ঘ উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে **ক**

১০. **লোকসাহিত্য কাকে বলে?** [২৮তম বিসিএস; অগ্রণী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার: ১৩]
ক গ্রামীণ নর-নারীর প্রণয় সংবলিত উপাখ্যানকে
খ লোক সাধারণের কল্যাণে দেবতার স্তুতিমূলক রচনাকে
গ লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনি, গান, ছড়া ইত্যাদিকে
ঘ গ্রামের অশিক্ষিত ও অখ্যাত লোকের সৃষ্ট রচনাকে **গ**

১১. **মৈমনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' পালার রচয়িতা–** [২৬তম বিসিএস; প.ম. (সহকারী সাইফার্ কর্মকর্তা)'২২; সহকারী শ্রম পরিচালক পরীক্ষা- ২০১৫]
ক দ্বিজ ঈশান খ দ্বিজ কানাই
গ নয়নচাঁদ ঘ. চন্দ্রাবতী **খ**

১২. **কবি গানের প্রথম কবি কে?** [৩৩তম বিসিএস]
ক গোজলা গুই খ হরু ঠাকুর
গ ভবানী ঘোষ ঘ নিতাই বৈরাগী **ক**

১৩. **দোভাষী পুঁথি বলতে কী বোঝায়?** [২২তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক দুই ভাষায় রচিত পুঁথি
খ কয়েকটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রিত ভাষায় রচিত পুঁথি
গ তৈরি করা কৃত্রিম ভাষায় রচিত পুঁথি
ঘ আঞ্চলিক বাংলায় রচিত পুঁথি **খ**

১৪. **Ballad কী?** [২৬তম বিসিএস]
ক লোকগীতি খ লোকগাঁথা
গ গীতিকা ঘ গাঁথা **গ**

১৫. **বটতলার পুথি বলতে কী বোঝায়?** [১২তম বিসিএস]
ক মধ্যযুগীয় কাব্যের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি
খ বটতলা নামক স্থানে রচিত কাব্য
গ দোভাষী বাংলায় রচিত পুথি সাহিত্য
ঘ অবিমিশ্র দেশজ বাংলায় রচিত লোকসাহিত্য **গ**

১৬. **কবিগান রচয়িতা এবং গায়ক হিসেবে এরা উভয়ই পরিচিত-** [১২তম বিসিএস]
ক রাম রাম বসু এবং ভোলা ময়রা
খ এন্টনি ফিরিঙ্গি ও রামপ্রসাদ রায়
গ সাবিরিদ খান ও দাশ রথী রায়
ঘ আলাওল ও ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর **খ**

১৭. **মধ্যযুগের শিব উপাসক যোগী সম্প্রদায়ের ধর্ম কী ছিল?**
ক হিন্দুধর্ম খ বৈষ্ণব ধর্ম
গ নাথ ধর্ম ঘ সনাতন ধর্ম **গ**

১৮. **'খনার বচন' এর মূলভাব কি?** [বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কতৃপক্ষ (বেজা)-২০২৪]
ক শুদ্ধ জীবন যাপন রীতি খ সামাজিক মঙ্গলবোধ
গ রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি ঘ লৌকিক প্রণয় সঙ্গীত **ক**

১৯. **কোনটি মর্সিয়া সাহিত্য?** [ক.জে.অ্যা. (অডিটর)'২২]
ক মধুমালতী খ চন্দ্রাবতী
গ লায়লী মজনু ঘ জঙ্গনামা **ঘ**

২০. **পুঁথি সাহিত্যের ভাষা কিরূপ?** [বা.প.উ.বো. (হিসাবরক্ষক)'২২]
ক বাংলা খ ফারসি
গ হিন্দি ঘ মিশ্র **ঘ**

২১. 'মৈমনসিংহ গীতিকা' কে সংগ্রহ করেন? [বি.ম. (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)'২২]
ক সুকুমার সেন খ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ দীনেশচন্দ্র সেন ঘ হীরালাল সেন **গ**

২২. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা কোনটি? [স্বা.প্র.অ. (নকশাকার (ড্রাফটম্যান)'২২]
ক কবিতা খ নাটক
গ উপন্যাস ঘ ছোটগল্প **ক**

২৩. নাথ সাহিত্য সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছেন কে? [বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক- ২০০৩]
ক ড. দীনেশচন্দ্র সেন
খ ড. নলিনীকান্ত সেনগুপ্ত
গ ড. ফণিভূষণ দাসগুপ্ত
ঘ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ **ঘ**

২৪. টপ্পা কী? [গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) : ১১]
ক এক ধরনের গান খ নাচের মুদ্রা
গ এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র ঘ বিশেষ ধরনের খেলা **ক**

২৫. মর্সিয়া সাহিত্যের বিষয়বস্তু কী? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধি. সহকারী পরিচালক ২০১৭; রুপালী ব্যাংক সিনিয়র অফিসার: ০৮]
ক কারবালার ঘটনা খ বদরের ঘটনা
গ মদিনা সনদ ঘ হিন্দুদের বিজয় গাঁথা **ক**

২৬. 'লোকসাহিত্য' সংগ্রহে অবদান রেখেছেন– [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (বিটা)- '১৪]
ক কেশবচন্দ্র সেন খ দীনেশচন্দ্র সেন
গ হীরালাল সেন ঘ রজনীকান্ত সেন **খ**

২৭. 'ঠাকুরমার ঝুলির' রচয়িতা কে? [বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন অধিকারিক- ২০১৮]
ক অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন খ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ ভট্টাচার্য এন্ড সন্স **খ**

২৮. 'যদি থাকে বন্ধুর মন গাঙ পারইতে কতক্ষণ? এটি কোন প্রকারের লোকসাহিত্য? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক: ০৩; উপজেলা সমাজসেবা অফিসার: '১০]
ক প্রবাদ খ ধাঁধাঁ
গ কথা ঘ ছড়া **ক**

২৯. 'বন থেকে বেরুল টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।' -এটি কীসের উদাহরণ? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক: ০৩; সোনালী ব্যাংক অফিসার: '১২; বাংলাদেশ শিক্ষা অধিদপ্তর: ০৬]
ক প্রবাদের খ উপমার
গ ধাঁধাঁর ঘ ছড়ার **গ**

৩০. লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি কোনটি? [প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক, গবেষণা কর্মকর্তা: ০৫]
ক ছড়া খ. প্রবাদ
গ গান ঘ. কবিতা **ক**

৩১. 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' প্রভৃতি রূপকথার বই সম্পাদনা করেন কে? [খাদ্য সহ. শিক্ষা অফিসার পরীক্ষা -০৬; ঢাকা ব্যাংক MTO: '১০; কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষি কর্মকর্তা: '০৯]
ক সুকুমার রায় খ উপেন্দ্রকিশোর রায়
গ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ঘ দীনেশ চন্দ্র সেন **গ**

৩২. গীতিকার মূলভিত্তি কী? [বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আমদানি-রপ্তানি অধিদপ্তরের নির্বাহী অফিসার -'১৫]
ক জনশ্রুতিমূলক বিষয় খ জারি গান
গ কল্পনাশক্তি ঘ শিল্পসৌন্দর্য **ক**

৩৩. 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কখন? [দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী উপ-পরিদর্শক -'০৪; ঢাবি ভর্তি পরীক্ষা (ইউনিট ঘ) -'১৪-১৫]
ক ১৯২২ খ ১৯২৩
গ ১৯২৪ ঘ ১৯২৫ **খ**

৩৪. মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রকাশ করেছে– [গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)- ২০১৯; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (চ ইউনিট) -'১৫-১৬]
ক ড. দীনেশচন্দ্র সেন খ বাংলা একাডেমি
গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় **ঘ**

৩৫. মৈমনসিংহ গীতিকার প্রথম সংগ্রাহক কে? [নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সিনিয়র স্টাফ নার্স- ২০২১; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (লাইব্রেরি সাইন্স)- '১৫-১৬]
ক দীনেশ রঞ্জন দাস খ দীনেশ চন্দ্র সেন
গ চন্দ্রকুমার দে ঘ জসীমউদ্‌দীন **গ**

৩৬. 'মৈমনসিংহ গীতিকার সম্পাদনা করেন কে? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক : ২০১১]
ক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র খ ড. দীনেশচন্দ্র সেন
গ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঘ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় **খ**

৩৭. 'জল ভর সুন্দরী কইন্যা, জলে দিছ ঢেউ।
হাসি মুখে কওনা কথা, সঙ্গে নাই মোর কেউ ॥' -পঙ্‌ক্তিটি কোন গীতিকায় পাওয়া যায়? [বেসামরিক বিমান মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশাসনিক কর্মকর্তা -'১১ / প্রাথমিক বি. সহকারী শিক্ষক: ০৯]
ক পূর্ববঙ্গ গীতিকা খ মৈমনসিংহ গীতিকা
গ নাথ গীতিকা ঘ উত্তরবঙ্গ গীতিকা **খ**

৩৮. 'নাথ গীতিকা' সংগ্রহ করেন কে? [জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ইন্সপেক্টর : ১০]
ক স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন খ শুকুর মহম্মদ
গ ভবানীদাস ঘ দীনেশচন্দ্র সেন **ক**

৩৯. খনার বচন কী সংক্রান্ত? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা :১৭]
ক ব্যবসায় খ কৃষি
গ রাজনীতি ঘ শিল্প **খ**

৪০. মধ্যযুগের কোন সাহিত্য কৃষিকাজের জন্য উপযোগী? [আনসার ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট: ১০; কারা তত্ত্বাবধায়ক পদে নিয়োগ পরীক্ষা -'০৬]
ক লোকসাহিত্য খ ডাক ও খনার বচন
গ পুঁথি সাহিত্য ঘ ব্রতকথা **খ**

Class Test

মধ্যযুগের সাহিত্য-২

১. **'পরাগলী মহাভারত' খ্যাত গ্রন্থের অনুবাদকের নাম কী?**
ক সঞ্চয় খ কবীন্দ্র পরমেশ্বর
গ শ্রীকর নন্দী ঘ কাশীরাম দাস

২. **"তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে।" অর্থ কী?**
ক ঠোঁটের পরশে পান লাল হলো
খ অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় মুখ রক্তিম হলো
গ পানের পরশে ঠোঁট লাল হলো
ঘ অস্তাচলগামী সূর্য ও মুখ একই রকম লাল হয়ে গেল

৩. **হিন্দী 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে 'পদ্মাবতী' রচনা করেন-**
ক বাহরাম খান খ সৈয়দ সুলতান
গ আলাওল ঘ মাগন ঠাকুর

৪. **বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম মুসলমান কবি কে?**
ক শাহ মুহম্মদ সগীর খ বাহরাম খান
গ শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ ঘ কাজী দৌলত

৫. **শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনভিত্তিক প্রথম কাহিনি কাব্য কে রচনা করেন?**
ক বৃন্দাবন দাস খ লোচন দাস
গ জয়ানন্দ ঘ পরাগল খাঁ

৬. **আলাওলের তোহফা' কোন ধরনের কাব্য?**
ক আত্মজীবনী খ প্রণয়কাব্য
গ নীতিকাব্য ঘ জঙ্গনামা

৭. **মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতার নাম কী?**
ক বিদ্যাপতি খ মুকুন্দরাম
গ দ্বিজ বংশীদাস ঘ দ্বিজ চণ্ডীদাস

৮. **'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?**
ক শাহ মুহাম্মদ সগীর খ মীর মোহাম্মদ সফী
গ দৌলত কাজী ঘ আলাওল

৯. **'ইউসুফ জুলেখা' কী জাতীয় রচনা?**
ক নাটক খ উপন্যাস
গ রোমান্টিক প্রণয়কাব্য ঘ রম্যরচনা

১০. **'চন্দ্রাবতী' কী?**
ক নাটক খ কাব্য
গ পদাবলী ঘ পালাগান

biddabari
উত্তরমালা

১	খ
২	ক
৩	গ
৪	ক
৫	ক
৬	গ
৭	গ
৮	ক
৯	গ
১০	খ

মধ্যযুগের সাহিত্য-৩

১. **নাথসাহিত্য সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছেন কে?**
ক ড. দীনেশচন্দ্র সেন খ ড. নলিনীকান্ত সেনগুপ্ত
গ ফনীভূষণ দাসগুপ্ত ঘ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

২. **'গোরক্ষবিজয়' কে রচনা করেন?**
ক মীননাথ খ মৎস্যেন্দ্রনাথ
গ শেখ ফয়জুল্লাহ ঘ গোরক্ষনাথ

৩. **'সোনাভান' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?**
ক সৈয়দ হামজা খ আলাওল
গ শাহ মুহাম্মদ গরীবুল্লাহ ঘ মীর মোহাম্মদ শফী

৪. **পুঁথি সাহিত্য বলতে বুঝি-**
ক প্রেম বিষয়ক খ হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক বিষয়ক
গ ইসলামী চেতনা সম্পৃক্ত ঘ নবী রাসূল সম্পর্কিত

৫. **লৌকিক কাহিনির প্রথম রচয়িতা কে?**
ক আলাওল খ কোরেশী মাগন ঠাকুর
গ দৌলত কাজী ঘ সৈয়দ সুলতান

৬. **আরাকানে কখন সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল?**
ক ষোড়শ ষতক খ সপ্তদশ শতক
গ পঞ্চদশ শতক ঘ অষ্টাদশ শতক

৭. **জীবনীকাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত–**
ক ফকির গরীবুল্লাহ খ নরহরি চক্রবর্তী
গ বিপ্রদাস পিপিলাই ঘ বৃন্দাবন দাস

৮. **'বিদ্যাপতি' কোন রাজসভার কবি ছিলেন?**
ক রোসাঙ্গ খ কৃষ্ণনগর
গ বিক্রমপুর ঘ মিথিলা

৯. **মৈমনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' পালার রচয়িতা-**
ক দ্বিজ ঈশান খ দ্বিজ কানাই
গ নয়ন চাঁদ ঘোষ ঘ চন্দ্রাবতী

১০. **নাথসাহিত্যের প্রধান কবি কে?**
ক শেখ ফয়জুল্লাহ খ দুর্লভ মল্লিক
গ শুকুর মাহমুদ গ ভীমসেন রায়

biddabari
উত্তরমালা

১	ঘ
২	গ
৩	গ
৪	গ
৫	গ
৬	খ
৭	ঘ
৮	ঘ
৯	খ
১০	ক

BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার ০৪

Lecture Contents

- ভাষা
- ব্যাকরণ
- বাংলা লিপি
- ধ্বনি ও বর্ণ

ভাষা ও বাংলা ভাষা

ভাষা

'ভাষা' সংস্কৃত 'ভাষ' ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ 'বলা' বা 'কওয়া'। 'মনের ভাব প্রকাশের জন্য উচ্চারিত অর্থবহ শব্দসমষ্টি যা স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ কোনো জনসমাজে ব্যবহৃত হয় তাই ভাষা।'

ভাষাবিজ্ঞানীগণ মনে করেন, পৃথিবীতে চার থেকে আট হাজার ভাষা আছে। তবে এদের মধ্যে আড়াই হাজারের মতো ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহৎ ভাষা। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ত্রিশ কোটি লোকের ভাষা বাংলা।

বর্তমান বিশ্বে ভাষাভাষীর দিক থেকে বাংলা ভাষার অবস্থান ষষ্ঠ।

বাংলা ভাষা

পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের জন্য বাংলা শব্দ ব্যবহার করে আমরা যে সব অর্থপূর্ণ ধ্বনি উচ্চারণ করি সাধারণভাবে তাকেই বলি 'বাংলা ভাষা'। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মত বাংলা ভাষারও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে দুটি বিভাজন- লেখ্য এবং কথ্য।

ভাষা পণ্ডিতদের মতে বাংলা ভাষার উদ্ভব

ভাষা পণ্ডিতের নাম	বাংলা ভাষার উদ্ভব
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে	গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে।
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে	মাগধী প্রাকৃত থেকে।
জর্জ গ্রিয়ারসনের মতে	মাগধী প্রাকৃত থেকে।

বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল

ভাষা পণ্ডিতের নাম	উৎপত্তিকাল
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে	দশম শতাব্দী
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে	সপ্তম শতাব্দী

বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল

ভাষা পণ্ডিতের নাম	উৎপত্তিকাল
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে	দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে	সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী

বাংলা ভাষার বয়স

ভাষা পণ্ডিতের নাম	সময়কাল	বয়স
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে	দশম - একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত	১১০০ বছর
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে	সপ্তম - একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত	১৪০০ বছর

সাধু ও চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য

সাধু ভাষা প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্যের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাধু ভাষা ছিল সাহিত্যিক ও কৃত্রিম ভাষা।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই বাংলা সাহিত্যে 'চলিত ভাষা'র প্রচলন শুরু হতে থাকে। চলিত রীতির প্রতিষ্ঠায় যিনি সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি হলেন প্রমথ চৌধুরী (সাহিত্যিক নাম বীরবল)। তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' (১৯১৪) পত্রিকার মাধ্যমে তিনি সাধু ভাষার বিপক্ষে এবং চলিত রীতির পক্ষে যে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন তাকে চলিত রীতির প্রবর্তকের মর্যাদায় ভূষিত করেছে। চলিত রীতির প্রতিষ্ঠায় তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি হলো- 'ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে উল্টোটি হলে মানুষের মুখে কালি লাগে' তাঁর আরেকটি বিখ্যাত উক্তি, 'শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা বলি, সেই ভাষায় লিখতে পারলে লেখা প্রাণ পায়।'

বাংলা ভাষার লিখিত রূপের দুটি রীতি বিদ্যমান- সাধু ও চলিত। আবার মৌখিক রূপের চলিত রূপ ছাড়াও আঞ্চলিক রূপ রয়েছে।

- **সাধুরীতি:** এ রীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে এবং এর কাঠামো সাধারণত অপরিবর্তনীয়। এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট। এ রীতি গুরুগম্ভীর ও আভিজাত্যের অধিকারী, নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী। এ রীতিতে তৎসম শব্দবহুলতা দেখা যায়। এ রীতি সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের বিশেষ রীতি মেনে চলে।
- **চলিত রীতি:** চলিত রীতি পরিবর্তনশীল। এটি শিষ্ট ও ভদ্রজনের মুখের বুলি হতে কালের প্রবাহে অনেকটা পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে। এ রীতি কৃত্রিমতাবর্জিত। মানুষের মনের ভাব প্রকাশে এটি অপেক্ষাকৃত উপযোগী। এ রীতি নাটকের সংলাপ, বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনার জন্য উপযোগী। চলিত রীতিতে তদ্ভব শব্দবহুলতা দেখা যায়। সাধুরীতির ব্যবহৃত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ চলিত রীতিতে সংক্ষিপ্ত হয়।

সাধু ও চলিত রীতির বিভিন্ন পদের পার্থক্য

চলিত ভাষা	সাধু ভাষা
তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দ বেশি ব্যবহৃত হয়। গুরুগম্ভীর তৎসম শব্দ যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া হয়। যেমন– রক্ষা (পরিত্রাণ), সঙ্গে (সমভিব্যাহারে), তীর সংযোগ (শরসন্ধান), আমগাছের নিচে (সহকার তরুতলে)।	তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন– পরিত্রাণ (রক্ষা), সমভিব্যাহারে (সঙ্গে), শরসন্ধান (তীর সংযোগ), সহকার তরুতলে (আমগাছের নিচে)।
সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সহজ ও সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়, যেটি উচ্চারণ ও ব্যবহার করা আরামদায়ক ও সহজ। যেমন– তার (তদীয়), এরা (ইহারা), আপনার (আপনকার), তাদের (তাহাদিগকে), হলে (হইলে), লাগলেন (লাগিলেন)।	সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন– তদীয় (তার), ইহারা (এরা), আপনকার (আপনার), তাহাদিগকে (তাদের), হইলে (হলে), লাগিলেন (লাগলেন)।
অপেক্ষাকৃত সহজ বিশেষণ পদ ব্যবহার করা হয়। যেমন– অত্যন্ত (অতিমাত্র), এরূপ (এ রকম), এইরকম (ঈদৃশ), আমার মতো (সাদৃশ), এই অনুযায়ী (এতদনুযায়ী)।	অপেক্ষাকৃত কঠিন, দীর্ঘ ও (বিশেষত তৎসম) বিশেষণ পদ ব্যবহার করা হয়। যেমন– অতিমাত্র (অত্যন্ত), এ রকম (এরূপ), ঈদৃশ (এই রকম), মাদৃশ (আমার মতো), এতদনুযায়ী (এই অনুযায়ী)।

চলিত ভাষা	সাধু ভাষা
সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদকে প্রায়ই ভেঙে ব্যবহার করা হয়। যেমন– বনের মধ্যে (বনমধ্যে), ভার অর্পণ (ভারার্পণ), প্রাণ যাওয়ার ভয় (প্রাণভয়)।	সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদ বেশি ব্যবহার করা হয়। যেমন– বনমধ্যে (বনের মধ্যে), ভারার্পণ (ভার অর্পণ), প্রাণভয় (প্রাণ যাওয়ার ভয়)।

ভাষা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১. ভাবের মাধ্যম– ভাষা।
২. পৃথিবীতে বাংলায় কথা বলে– প্রায় ৩০ কোটি মানুষ।
৩. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের ভাষা– উপভাষা।
৪. বাংলা ভাষা অন্তর্গত– ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর।
৫. বাংলা ভাষার দুটি রীতি– কথ্য ও লেখ্য।

ভাষার উপাদান/উপকরণ

৬. ভাষার মূল উপাদান/একক– ধ্বনি।
৭. ভাষার মূল উপকরণ– বাক্য।
৮. বাক্যের মৌলিক উপাদান– শব্দ।
৯. শব্দের অর্থগত উপাদান– রূপ।
১০. শব্দের গঠনগত উপাদান– বর্ণ।

এক কথায় উত্তর

১. ভাষা ভাষীর দিক থেকে বাংলা ভাষার অবস্থান কত?
উত্তর: ষষ্ঠ।

২. কোন ভাষারীতি পরিবর্তনশীল?
উত্তর: চলিতরীতি।

৩. 'ভাষা' শব্দটি কোন ধাতু থেকে এসেছে?
উত্তর: সংস্কৃত 'ভাষ' ধাতু থেকে।

৪. মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম কী?
উত্তর: ভাষা।

৫. ভাষার মৌলিক উপাদান কী?
উত্তর: শব্দ।

৬. ভাষার প্রধান উদ্দেশ্য কী?
উত্তর: অর্থবাচকতা।

৭. ভাষার মূল উপকরণ কী?
উত্তর: বাক্য।

৮. ভাষার মৌলিক অংশ কয়টি?
উত্তর: ৪টি (মতান্তরে ৩টি)।

৯. বাংলা ভাষার নিকটতম আত্মীয় বলা হয় কোন ভাষাকে?
উত্তর: অহমিয়া ও উড়িয়া।

১০. ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতে ভাষার সংখ্যা কত?
উত্তর: চার থেকে আট হাজার।

১১. কোন ভাষাকে সাহিত্যিক ও কৃত্রিম ভাষা বলা হয়?
উত্তর: সাধুভাষা।

১২. চলিত ভাষার প্রচলন শুরু হয় কবে?
উত্তর: উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে।

১৩. চলিতরীতি প্রতিষ্ঠায় সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন কে?
উত্তর: প্রমথ চৌধুরী।

১৪. "ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে উল্টোটি হলে মানুষের মুখে কালি লাগে"- উক্তিটি কে করেন?
উত্তর: প্রমথ চৌধুরী।

১৫. বাংলা ভাষায় লিখিত রূপের রীতি কয়টি?
উত্তর: দুটি (সাধু ও চলিত)।

১৬. কোনটি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে?
উত্তর: সাধুরীতি।

১৭. কোন রীতি পরিবর্তনশীল?
উত্তর: চলিতরীতি।

১৮. কোন রীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার জন্য উপযোগী?
উত্তর: চলিতরীতি।

১৯. বাংলা ভাষায় যতি চিহ্নের প্রবর্তন করেন কে?
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

২০. বাংলা ভাষায় প্রধানত কয়টি যতি চিহ্ন?
উত্তর: ১২টি।

২১. প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ হলো?
উত্তর: ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থ।

২২. মানুষের দেহের যে সব অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধ্বনি তৈরিতে সহায়তা করে তাকে কী বলে?
উত্তর: বাক্‌প্রত্যঙ্গ।

২৩. প্রমিত রীতি কী?
উত্তর: চলিত ভাষার আদর্শরূপ।

২৪. 'পূর্বেই' চলিত রীতিতে কি হবে?
উত্তর: আগেই।

২৫. কোন ভাষায় সাহিত্যের গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য প্রকাশ পায়?
উত্তর: সাধু ভাষায়।

২৬. সংস্কৃত ভাষা থেকে কোন ভাষার উৎপত্তি হয়েছে?
উত্তর: হিন্দি।

২৭. সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন পদে বেশি দেখা যায়?
উত্তর: ক্রিয়া ও সর্বনাম।

২৮. 'একদা মরণ-সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া কোন এক আরবীয় সাধক বলিয়াছিলেন'- এ বাক্যাংশটি কোন রীতিতে লিখিত?
উত্তর: সাধু রীতিতে।

২৯. উপভাষা (Dialect) কোনটি?
উত্তর: অঞ্চল বিশেষের মানুষের মুখের কথা।

৩০. 'গুরুচণ্ডালী দোষ' বলতে বুঝায়-
উত্তর: সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ।

৩১. 'অতঃপর বিভ্রান্তমুক্ত হয়ে রোগগ্রস্ত পিতা পুত্র সম্বন্ধে যা জানিতেন সবই খুলে বলিলেন।' - সাধু ভাষার বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা কয়টি?
উত্তর: পাঁচ।

৩২. পৃথিবীতে বর্তমানে কতগুলো ভাষা প্রচলিত?
উত্তর: আড়াই হাজার।

৩৩. 'সাধুভাষা' পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন-
উত্তর: রাজা রামমোহন রায়।

৩৪. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কয়টি শাখা?
উত্তর: দুইটি।

৩৫. মানুষের মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনি সমষ্টিকে বলে-
উত্তর: ভাষা।

৩৬. ভাষার কোন রূপ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম?
উত্তর: প্রাকৃত।

৩৭. বাংলা ভাষা কোন মূল ভাষার অন্তর্গত?
উত্তর: ইন্দো-ইউরোপীয়।

৩৮. বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল-
উত্তর: সপ্তম শতাব্দী।

৩৯. ভাষার মৌলিক রীতি-
উত্তর: বলার ও লেখার রীতি।

৪০. সাধু ভাষা বলতে বুঝায়-
উত্তর: তৎসম শব্দবহুল ভাষার রীতি।

৪১. আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম কী?
উত্তর: উপভাষা।

৪২. কোন ভাষারীতির পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট?
উত্তর: সাধু ভাষা।

৪৩. ভাষা প্রকাশের মাধ্যম কয়টি?
উত্তর: ২টি।

৪৪. সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় কোন পদ?
উত্তর: অব্যয়।

৪৫. ভাষার কোন রীতিতে কেবলমাত্র লেখ্যরূপ ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: সাধু রীতি।

৪৬. সাধুরীতিতে কোন পদটির দীর্ঘরূপ হয় না?
উত্তর: অব্যয়।

৪৭. ভারতীয় ভাষার নিদর্শন যে গ্রন্থে পাওয়া যায়, তার নাম-
উত্তর: ঋগ্বেদ।

৪৮. চলিত ভাষায় আদর্শরূপে গৃহীত ভাষাকে বলা হয়-
উত্তর: প্রমিত ভাষা।

৪৯. কোন অঞ্চলের মৌলিক ভাষাকে ভিত্তি করে চলিত ভাষা গড়ে উঠেছে?
উত্তর: কলকাতা।

৫০. ভাষার কোন রীতি তদ্ভব শব্দবহুল?
উত্তর: চলিত রীতি।

৫১. ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়-
উত্তর: সাধু ভাষারীতিতে।

৫২. চলিত ভাষায় কোনটির রূপ সংক্ষিপ্ত হয়-
উত্তর: অনুসর্গের।

৫৩. 'উহা' কোন রীতির শব্দ?
উত্তর: সাধু।

৫৪. সাধু ভাষার শব্দে 'ঙ' এর স্থলে চলিত ভাষায় কোন কোমল রূপ ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: ঙ।

Teacher's Work

১. সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী? [১৮তম বিসিএস]
ক) কবিতার পঙ্‌ক্তিতে খ) গানের কলিতে গ) গল্পের সংলাপে ঘ) নাটকের সংলাপে **ঘ**

২. গুরুচণ্ডালী দোষমুক্ত কোনটি? [১০তম বিসিএস]
ক) শবপোড়া খ) মড়াদাহ গ) শবদাহ ঘ) শবমড়া **গ**

৩. মানুষের মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনির সমষ্টিকে বলে-
ক) বর্ণ খ) শব্দ গ) বাক্য ঘ) ভাষা **ঘ**

৪. প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ হলো-
ক) ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ খ) ধ্বনি, শব্দ, বর্ণ, প্রত্যয় গ) শব্দ, বাক্য, সমাস, কারক ঘ) উপসর্গ, অনুসর্গ, শব্দ, বাক্য **ক**

৫. মানুষের দেহের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বনি তৈরিতে সহায়তা করে তাকে বলে-
ক) বাক প্রত্যঙ্গ খ) অঙ্গধ্বনি গ) স্বরতন্ত্রী ঘ) নাসিকাতন্ত্র **ক**

ব্যাকরণ ও বাংলা ব্যাকরণ

ব্যাকরণ শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। এর বিশ্লেষণ বি + আ + √কৃ + অন। যার অর্থ বিশেষরূপে বিশ্লেষণ। ব্যাকরণ ভাষার নানা প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করে এবং অভ্যন্তরীণ নিয়মকানুন, রীতিনীতি শৃঙ্খলাবদ্ধ করে থাকে। কোন ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়মরীতিই সেই ভাষার ব্যাকরণ হিসেবে বিবেচিত।

বাংলা ব্যাকরণের উৎপত্তির ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ

বাংলা ব্যাকরণ রচনার ইতিহাস ২৫০ বছরেরও বেশি অর্থাৎ মনোএল দ্যা আসসুম্পসাঁও থেকে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ড. সুকুমার সেন পর্যন্ত। বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচিত হয় ইউরোপীয়দের হাত ধরে।

বাংলা ব্যাকরণের প্রথম গ্রন্থ- 'মনোএল দ্যা আসসুম্পসাঁও'র দ্বিভাষিক শব্দকোষ ও খণ্ডিত ব্যাকরণ' আঠারো শতকের চল্লিশের দশকে রচিত হয়। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে গাজীপুরের ভাওয়ালে পর্তুগিজ ভাষায় তিনি রচনা করেন "Vocabolario Em Idioma Bengalla, e Portuguez Dividido Em Duas Partes" নামে।

গ্রন্থটি দুটি অংশে বিভক্ত; প্রথম অংশ ব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্তসার এবং দ্বিতীয় অংশ বাংলা-পর্তুগিজ এবং পর্তুগিজ-বাংলা শব্দবিধান। এতে কেবল রূপতত্ত্ব এবং বাক্যতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে, ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই।

১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলি থেকে প্রকাশিত হয় ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড রচিত ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ, 'A Grammar of the Bengali Language.' এটি বাংলা ভাষার দ্বিতীয় ব্যাকরণ গ্রন্থ'। হ্যালহেডকে বাংলা ব্যাকরণ রচনার পথিকৃৎ বলা হয়।

বাংলা ভাষায় বাঙালির লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। স্কুল সোসাইটির অনুরোধে ১৮৩০ সালে তিনি এটি রচনা করেন যা ১৮৩৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

সব ভাষারই ব্যাকরণে প্রধানত নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়।

ক. ধ্বনিতত্ত্ব
খ. শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব
গ. বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম
ঘ. অর্থতত্ত্ব

এছাড়া অভিধানতত্ত্ব, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রভৃতিও ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

(ক) ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology): এ অংশে ধ্বনি, ধ্বনির উচ্চারণ, ধ্বনির বিন্যাস, ধ্বনির পরিবর্তন, বর্ণ, সন্ধি বা ধ্বনি সংযোগ, ণ-ত্ব বিধান, ষ-ত্ব বিধান প্রভৃতি ধ্বনি- সম্বন্ধীয় ব্যাকরণের বিষয়গুলো আলোচিত হয়।

(খ) শব্দ বা রূপতত্ত্ব (Morphology): শব্দ, শব্দের প্রকার, শব্দ গঠন, শব্দরূপ, শব্দের ব্যুৎপত্তি, পদের পরিচয়, উপসর্গ, প্রত্যয়, পদাশ্রিত নির্দেশক, দ্বিরুক্ত শব্দ, বিভক্তি, লিঙ্গ, বচন, ধাতু, সমাস, ক্রিয়া-প্রকরণ, ক্রিয়ার কাল, অনুজ্ঞা, ক্রিয়ার ভাব, অনুসর্গ ইত্যাদি বিষয় রূপতত্ত্বে আলোচিত হয়ে থাকে।

(গ) বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax): বাক্য, বাক্যের অংশ, বাক্যের প্রকার, বাক্য বিশ্লেষণ, বাক্য পরিবর্তন, পদক্রম, পদ পরিবর্তন, বাগধারা, বাক্য সংকোচন, বাক্য-সংযোজন, বাক্য বিয়োজন, কারক, যতিচ্ছেদ বা বিরামচিহ্ন প্রভৃতি বিষয় বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়।

(ঘ) অর্থতত্ত্ব (Semantics): শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ। যেমন- মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিপরীতার্থ, পারিভাষিক শব্দ, সমোচ্চারিত শব্দ, সমার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ, অনুবাদ, প্রবাদ-প্রবচন, ইত্যাদি অর্থতত্ত্বে আলোচিত হয়।

(ঙ) ছন্দ-প্রকরণ: এ তত্ত্বে ছন্দের প্রকার ও নিয়মসমূহ আলোচিত হয়।

(চ) অলংকার প্রকরণ: এ তত্ত্বে অলংকারের সংজ্ঞা ও প্রকার ইত্যাদি আলোচিত হয়।

এছাড়াও অভিধান-তত্ত্ব (Lexicography) ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

নিম্নে বাংলা ভাষার বিখ্যাত কিছু ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো :

গ্রন্থের নাম	রচনার ভাষা	রচয়িতা
Vacabulario Em Idioma Bengalla, E Portuguez. Dividido Em Duas Partes	পর্তুগিজ	মনোএল দা আস্‌সুম্পসাঁও
A Grammar of the Bengal Language (১৭৭৮)	ইংরেজি	নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড
A Grammar of the Bengali Language (১৮০১)	ইংরেজি	উইলিয়াম কেরী
Bengali Grammar in English Language (১৮২৬)	ইংরেজি	রাজা রামমোহন রায়
গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩) [বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ]	বাংলা	
ব্যাকরণ কৌমুদী (১৮৫৩)	বাংলা	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ব্যাকরণ মঞ্জরী	বাংলা	ড. মুহম্মদ এনামুল হক
ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ	বাংলা	নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ
আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ	বাংলা	জগদীশচন্দ্র ঘোষ
The Origin and Development of the Bengali Language (ODBL)	ইংরেজি	ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব	বাংলা	মুহাম্মদ আবদুল হাই

এক কথায় উত্তর

১. **ব্যাকরণ শব্দের অর্থ কী?**
উত্তর: বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

২. **ব্যাকরণের কাজ কী?**
উত্তর: ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

৩. **'কারক' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?**
উত্তর: বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রমে।

৪. **ব্যাকরণ শব্দটির বিশ্লেষণ কী হবে?**
উত্তর: বি + আ + √কৃ + অন।

৫. **ব্যাকরণ চর্চার আদিভূমি হিসেবে ধরা হয় কোনটি কে?**
উত্তর: গ্রিসকে।

৬. **কোন ভাষা থেকে ব্যাকরণ শব্দটি এসেছে?**
উত্তর: সংস্কৃত।

৭. **"যে শাস্ত্র জানিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ"- এ উক্তিটি কে করেন?**
উত্তর: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

৮. **পাণিনি রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম কী?**
উত্তর: অষ্টাধ্যায়ী।

৯. **পৃথিবীর প্রথম ব্যাকরণের নাম কী?**
উত্তর: ডি লিঙ্গুয়া ল্যাটিনো (ল্যাটিন ভাষায়)।

১০. **কখন পৃথিবীর প্রথম ব্যাকরণ রচিত হয়?**
উত্তর: খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে।

১১. **প্রথম বাংলা ব্যাকরণ কে রচনা করেন?**
উত্তর: মনোএল দ্য আস্‌সুম্পাসাঁউ (পর্তুগিজ ভাষায় ১৭৪৩)।

১২. **নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড রচিত ব্যাকরণের নাম কী?**
উত্তর: A Grammar of the Bengal Language (১৭৭৮)।

১৩. **বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ রচনার প্রথম প্রচেষ্টা কে করেন?**
উত্তর: রাধাকান্ত দেব তাঁর গ্রন্থ 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' (১৮২১)।

১৪. **বাঙালি রচিত বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম কী?**
উত্তর: 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩)।

১৫. **বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে?**
উত্তর: রাজা রামমোহন রায়।

১৬. **বাংলা ব্যাকরণ রচনার পথিকৃৎ বলা হয় কাকে?**
উত্তর: ব্রাসি হ্যালহেডকে।

১৭. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত ব্যাকরণ কোনটি?**
উত্তর: ব্যাকরণ কৌমুদী (১৮৫৩)।

১৮. **'ব্যাকরণ মঞ্জরী'- কে রচনা করেন?**
উত্তর: ড. মুহম্মদ এনামুল হক।

১৯. **'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান'- কে রচনা করেন?**
উত্তর: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

২০. **'প্রমিত ভাষার বাংলা ব্যাকরণ' রচনা করেন কে বা কারা?**
উত্তর: রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার।

২১. **বাংলা ব্যাকরণে আলোচ্য বিষয় কয়টি?**
উত্তর: ৪টি।

২২. **'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?**
উত্তর: ধ্বনিতত্ত্বে।

২৩. **'বচন' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?**
উত্তর: শব্দ বা রূপতত্ত্বে।

২৪. **'অনুবাদ' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?**
উত্তর: অর্থতত্ত্বে।

২৫. **অভিধান-তত্ত্বের পরিভাষা কী?**
উত্তর: Lexicography।

Teacher's Work

১. **'ব্যাকরণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি কোনটি?**
ক বি+আ+√কৃ+অন খ ব্য+আ+কৃ+√অন গ বৃ+কৃ+অন ঘ ব্যা+ক+রন **ক**

২. **'ব্যাকরণ' শব্দের সঠিক অর্থ কী?**
ক বিশেষভাবে বিশ্লেষণ খ বিশেষভাবে বিভাজন গ বিশেষভাবে সংযোজন ঘ বিশেষভাবে বিয়োজন **ক**

৩. **'ব্যাকরণ মঞ্জুরী' কার লেখা?**
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ ড. মুহম্মদ এনামুল হক **ঘ**

৪. **বচন, লিঙ্গ, পুরুষ ইত্যাদি আলোচিত হয়-**
ক বাক্যতত্ত্বে খ রূপতত্ত্বে গ অর্থতত্ত্বে ঘ ধ্বনিতত্ত্বে **খ**

৫. **বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে?** [২৯তম বিসিএস]
ক ব্রাসি হেলহেড খ রাজা রামমোহন রায় গ নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ঘ মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁও **খ**

৬. **রাজা রামমোহন রায় রচিত ব্যাকরণের নাম কী?** [২৭তম বিসিএস]
ক গৌড়ীয় ব্যাকরণ খ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গ ভাষা ও ব্যাকরণ ঘ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ **ক**

৭. **সন্ধি ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?** [১৮তম বিসিএস]
ক ভাষাতত্ত্বে খ ধ্বনিতত্ত্বে গ রূপতত্ত্বে ঘ বাক্যতত্ত্বে **খ**

৮. **Philology শব্দের পরিভাষা কোনটি?**
ক দর্শনবিদ্যা খ ভাষাবিদ্যা গ মনোবিদ্যা ঘ ধ্বনিবিদ্যা **খ**

বাংলা লিপি

প্রাচীন ভারতে প্রচলিত চিত্রলিপিকে অবলম্বন করে ভারতীয় লিপিমালার উৎপত্তি ঘটেছে। এ লিপিমালাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত প্রধান দুটি রূপ হলো- ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী। খরোষ্ঠী লিপি ডান থেকে বামদিকে লেখা হত। আর ব্রাহ্মীলিপি বামদিক থেকে ডানদিকে লেখা হত। পাকিস্তানের শাহবাজগড় ও মনোসেহরার অনুশাসনে খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার দেখা যায়। খরোষ্ঠী লিপি আরামায়িক লিপি থেকে উদ্ভূত।

পাল শাসনামলে বাংলায় বাংলা লিপির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং কালক্রমে তা একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে। সেন বংশের শাসনামলে বাংলা লিপির স্থায়ী রূপ তৈরি করে অক্ষর গঠনের কাজ শুরু হয়। পরবর্তী দুইশত বছর ধরে অক্ষর গঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হলেও পনের শতকে এসে (পাঠান আমলে) তা মোটামুটি স্থায়ী রূপ লাভ করে।

১৭৭৮ সালে চার্লস উইলকিন্স ও এন্ড্রুজ সাহেব হুগলিতে এবং ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ডেনমার্কের শাসনাধীন শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জেসি ম্যার্শম্যানের সহায়তায় উইলিয়াম কেরি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। চার্লস উইলকিন্সকে বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয়। তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী পঞ্চানন কর্মকার বাংলা অক্ষর খোদাই করেন।

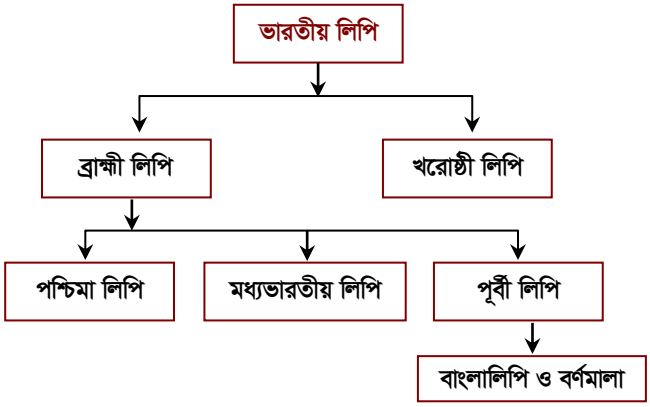

এক কথায় উত্তর

১. **কোন শাসনামলে বাংলা লিপি স্থায়ীরূপ লাভ করে?**
উত্তর: পাঠান আমলে।

২. **ভারতীয় চিত্রলিপির দুটি প্রাচীন রূপ কী কী?**
উত্তর: ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী।

৩. **বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয় কাকে?**
উত্তর: চার্লস উইলকিন্সকে।

৪. **বাংলা লিপি গঠনের কাজ শুরু হয় কোন শাসনামলে?**
উত্তর: সেন আমলে।

৫. **বাংলা অক্ষর খোদাই করেন কে?**
উত্তর: পঞ্চানন কর্মকার।

৬. **বাংলা লিপির উৎস কী?**
উত্তর: ব্রাহ্মী।

৭. **ভারতের পূর্বাঞ্চলের প্রচলিত রূপ কী?**
উত্তর: কুটিল।

৮. **বাংলা লিপির উৎপত্তি কোন রূপ থেকে?**
উত্তর: পূর্বী লিপি (ব্রাহ্মী লিপির কুটিল রূপ পূর্বীলিপি থেকে.।

৯. **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা লিপির উৎপত্তি কবে?**
উত্তর: সপ্তম শতাব্দী।

১০. **ড. সুনীতিকুমারের মতে বাংলা লিপির উৎপত্তি কখন?**
উত্তর: দশম শতাব্দী।

১১. **ভারতীয় লিপির উৎপত্তি কোথা থেকে?**
উত্তর: প্রাচীন ভারতের প্রচলিত চিত্রলিপি থেকে।

১২. **পৃথিবীর প্রায় সকল লিপি কোন লিপি থেকে উদ্ভব হয়েছে?**
উত্তর: ফিনিশিয় লিপি।

১৩. **ব্রাহ্মী লিপি কোন দিক থেকে লেখা হয়?**
উত্তর: বাম দিক।

১৪. **ডানদিক থেকে লেখা হয় কোন লিপি?**
উত্তর: খরোষ্ঠী লিপি।

১৫. **শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপিত হয় কখন?**
উত্তর: ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে।

১৬. **কোন শাসনামলে বাংলা লিপির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়?**
উত্তর: পাল আমলে।

১৭. **উপমহাদেশে প্রথম ছাপাখানা কোন সালে স্থাপিত হয়েছিল?**
উত্তর: ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে।

Teacher's Work

১. **কোন শাসনামলে বাংলা লিপির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়?**
ক পাল আমলে খ সেন আমলে গ সুলতানি আমলে ঘ কোনটি নয় — ক

২. **বাংলা লিপির উৎস কি?** [১৪তম বিসিএস]
ক সংস্কৃত খ চীনা লিপি গ আরবি লিপি ঘ ব্রাহ্মী লিপি — ঘ

৩. **কোন যুগে বাংলা লিপি ও অক্ষরের গঠনকার্য শুরু হয়-**
ক পাল যুগে খ সেন যুগে গ পাঠান যুগে ঘ মোঘল যুগে — খ

ধ্বনি ও বর্ণ

ধ্বনি

- মানুষের মুখ নিঃসৃত অর্থবোধক আওয়াজই ধ্বনি।
- ভাষার ক্ষুদ্রতম একককে ধ্বনি বলে। ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি। ধ্বনি শব্দের একক।
- কোনো ভাষার বাক্ প্রবাহকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতগুলো মৌলিক ধ্বনি পাই।
- মানুষের বাক্প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ কণ্ঠনালি, মুখবিবর, জিহ্বা, আলজিভ, কোমলতালু, শক্ত তালু, দাঁত, মাড়ি, চোয়াল, ফুসফুস, নাক, ঠোঁট ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে 'ধ্বনি' বলে।
- বাংলা ভাষায় ৩৭টি মৌলিক ধ্বনি রয়েছে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি সংখ্যা ৪১টি।

বর্ণ

- ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ। বর্ণের সাহায্যে মুখ নিঃসৃত ধ্বনিকে লিখে প্রকাশ করা হয়।
- শব্দের গঠনগত একক বর্ণ।
- একটি ধ্বনিতে একটি প্রতীক বা বর্ণ থাকে।
- 'ধ্বনি দিয়ে আঁট বাঁধা শব্দই ভাষার ইট।'- এখানে ইট হচ্ছে বর্ণ।

অক্ষর

- এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টির নাম অক্ষর (Syllable)। কোনো শব্দে যখন যে ধ্বনিসমষ্টি একই সময়ে একত্রে উচ্চারিত হয়, তাকে অক্ষর বলে। অক্ষর শব্দের অংশ। যেমন: বন্ধন শব্দের বন্ + ধন্- এ দুটো অক্ষর। কিন্তু ব্ - ন্ - ধ্ - ন্- এগুলো অক্ষর নয়; এগুলো বর্ণ বা হরফ।
- অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে মাত্রা বলে।

বাংলা বর্ণমালা

- যে-কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সে ভাষার বর্ণমালা (alphabet) বলা হয়।
- বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশটি (৫০টি) বর্ণ রয়েছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ এগারোটি (১১টি) এবং ব্যঞ্জনবর্ণ উনচল্লিশটি (৩৯টি)।
- আধুনিক বাংলা ভাষায় মোট ৪৫টি বর্ণের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়।

প্রকার	বর্গ	বর্ণ		মোট
স্বরবর্ণ	অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ			১১টি
ব্যঞ্জনবর্ণ	ক-বর্গ	ক খ গ ঘ ঙ	৫টি	৩৯টি
	চ-বর্গ	চ ছ জ ঝ ঞ	৫টি	
	ট-বর্গ	ট ঠ ড ঢ ণ	৫টি	
	ত-বর্গ	ত থ দ ধ ন	৫টি	
	প-বর্গ	প ফ ব ভ ম	৫টি	
		য র ল	৩টি	
		শ ষ স হ	৪টি	
		য় ড় ঢ় ৎ	৪টি	
		ং ঃ ঁ	৩টি	
সর্বমোট বর্ণ				৫০টি

ধ্বনির শুদ্ধ উচ্চারণ

ধ্বনি	উচ্চারণ	ধ্বনি	উচ্চারণ
অ	স্বরে-অ/স্বর-অ	ই	হ্রস্ব ই
আ	স্বরে-আ/স্বর-আ	ঈ	দীর্ঘ ঈ
ঋ	রি	ঐ	ওই
ঔ	ওউ	ঙ	উঁয়ো/উঁঅ
ঞ	ইঁয়ো/ইঁঅ	জ	বর্গীয় জ
ণ	মূর্ধন্য ণ	ন	দন্ত্য ন
য	অন্তঃস্থ য	শ	তালব্য শ
ষ	মূর্ধন্য ষ	স	দন্ত্য স
য়	অন্তঃস্থ অ	ড়	ড-য়ে বিন্দু র
ঢ়	ঢ-য়ে বিন্দু র	ৎ	খণ্ড-ত
ং	অনুস্বার	ঃ	বিসর্গ

বর্ণের মাত্রা

- বর্ণের ওপরের রেখাকে বর্ণের মাত্রা বলে।
- মাত্রার উপর ভিত্তি করে বাংলা বর্ণসমূহ তিনভাগে ভাগ করা যায়।

বর্ণ	মোট	বর্ণ	সংখ্যা
মাত্রাহীন	১০টি	স্বরবর্ণ	৪টি (এ, ঐ, ও, ঔ)
		ব্যঞ্জনবর্ণ	৬টি (ঙ, ঞ, ৎ, ং ঃ, ঁ)
অর্ধমাত্রা	৮টি	স্বরবর্ণ	১টি (ঋ)
		ব্যঞ্জনবর্ণ	৭টি (খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ)
পূর্ণমাত্রা	৩২টি	স্বরবর্ণ	৬টি (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ)
		ব্যঞ্জনবর্ণ	২৬টি

Teacher's Work

১. **বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি?** [১৮তম বিসিএস/জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-এর ফিল্ড অফিসার : ২০১৭/পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর মাঠকর্মী- ২০১৪]
ক এগারোটি খ নয়টি গ দশটি ঘ আটটি **গ**

২. **বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কয়টি?** [নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সিনিয়র স্টাফ নার্স- ২০২১; পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী -২০২০]
ক ৩৫টি খ ৩৭টি গ ৩৯টি ঘ ৪১টি **গ**

৩. **বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি?** [প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ: ২০১৯]
ক ৭টি খ ৮টি গ ৯টি ঘ ১০টি **ঘ**

৪. **বর্ণ হচ্ছে—** [১৪তম বিসিএস; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক- ২০১৫]
ক শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ খ এক সঙ্গে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছ
গ ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক ঘ ধ্বনির শ্রুতিগ্রাহ্য রূপ **গ**

ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

বাংলা ভাষায় ৩৭টি মৌলিক ধ্বনি রয়েছে। বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়।
যথা: ১ স্বরধ্বনি, ২. ব্যঞ্জনধ্বনি।
মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি: [অ], [আ], [অ্যা],ই], [এ], [ও], [উ]।
মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি:
ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ,ছ,জ,ঝ,ট,ঠ,ড,ঢ,ত,থ,দ,ধ,ন,প,ফ,ব,ভ,ম,র,ল,শ,স,হ,ড়,ঢ়।

স্বরধ্বনি

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো বাধা পায় না, তাদেরকে বলা হয় স্বরধ্বনি (Vowel sound)। যেমন: অ, আ, ই, উ ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনি এগারোটি (১১টি)।

স্বরধ্বনির প্রকারভেদ:

- উচ্চারণকালে সময়ের স্বল্পতা ও দৈর্ঘ্য অনুসারে স্বরধ্বনিকে দুই ভাগ করা হয়। যথা:
  ১. **হ্রস্ব স্বর:** অ, ই, উ, ঋ (৪টি)
  ২. **দীর্ঘ স্বর:** আ ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ (৭টি)।
- উচ্চারণের সময়ে মুখের ভিতরে জিভের অবস্থান বিবেচনা করে স্বরধ্বনিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা: মৌলিক স্বরধ্বনি, যৌগিক স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি।
- **মৌলিক স্বরধ্বনি:** যে স্বরধ্বনিকে বিশ্লেষণ করা যায় না তা-ই মৌলিক স্বরধ্বনি। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। যথা: অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা এবং ও। **ধ্বনিতত্ত্ববিদ মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা মূল স্বরধ্বনির তালিকায় নতুন 'অ্যা' ধ্বনি প্রতিষ্ঠা করেন।**
- **যৌগিক স্বরধ্বনি:** পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে দ্রুত উচ্চারণের সময় তা একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনি রূপে বা একাক্ষর হিসেবে উচ্চারিত হয়, এরূপে একসঙ্গে উচ্চারিত দুটো মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলা হয়। অর্থাৎ একই সঙ্গে উচ্চারিত দুইটি মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বর বলে। **বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনি মোট ২৫ টি।**
- **অর্ধস্বরধ্বনি (Semi Vowel):** যেসব স্বরধ্বনি পুরোপুরি উচ্চারিত হয় না, সেগুলোকে অর্ধস্বরধ্বনি বলে। অর্ধস্বরধ্বনি নিজে পূর্ণ অক্ষর গঠন করতে পারে না, কিন্তু অক্ষর গঠনে সহায়তা করে। অর্ধস্বরধ্বনি উচ্চারণ প্রক্রিয়ার দিক থেকে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যবর্তী বলা যায়। অর্থাৎ এগুলো উচ্চারণের সময় স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় ধ্বনির প্রকৃতি গ্রহণ করে থাকে। **চার্লস ফার্গুসন ও মুনীর চৌধুরী বাংলায় চারটি অর্ধস্বরধ্বনির উল্লেখ করেছেন।** যথা: ই, এ (য়), ও এবং উ।
  বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি চারটি: [ই্], [উ্], [এ্] এবং [ও্]। স্বরধ্বনি উচ্চারণ করার সময়ে টেনে দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু অর্ধস্বরধ্বনিকে কোনোভাবেই দীর্ঘ করা যায় না। যেমন: 'চাই' শব্দে দুটি স্বরধ্বনি আছে: [আ] এবং [ই্]। এখানে [আ] হলো পুর্ণ স্বরধ্বনি, [ই্] হলো অর্ধস্বরধ্বনি। একইভাবে 'লাউ' শব্দে দুটি স্বরধ্বনি আছে; [আ] এবং [উ্]। এখানে [আ] হলো পূর্ণ স্বরধ্বনি, [উ্] হলো অর্ধস্বরধ্বনি। এছাড়া মই, যায়, যাও এবং ঢেউ শব্দে অর্ধস্বরধ্বনি রয়েছে।
- **অনুনাসিক স্বরধ্বনি:** মৌলিক স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় বায়ু শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এ সময়ে কোমলতালু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। কিন্তু ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময়ে কোমলতালু খানিকটা নিচে নেমে গেলে কিছুটা বায়ু নাক দিয়েও বের হয়। এর ফলে ধ্বনিগুলো অনুনাসিক হয়ে যায়। স্বরধ্বনির এই অনুনাসিকতা বোঝাতে বাংলা স্বরবর্ণের উপরে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) ব্যবহৃত হয়।
  অনুনাসিক স্বরধ্বনি: [ইঁ], [এঁ], [অ্যাঁ], [আঁ], [অঁ], [ওঁ], [উঁ]
- **নিলীন বা লীন বর্ণ:** নিলীন অর্থ বিলীন বা নিমগ্ন থাকা। 'অ' যখন কোনো ব্যঞ্জনবর্নের সাথে যুক্ত থাকে তখন তা ঐ ব্যঞ্জনের ভেতর বিলীন বা একাকার হয়ে যায়। 'অ' একটি লীন বর্ণ।
- **দ্বিস্বরধ্বনি:** পূর্ণ স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি একত্রে উচ্চারিত হলে দ্বিস্বরধ্বনি হয়। যেমন: 'লাউ' শব্দের [আ] পূর্ণ স্বরধ্বনি এবং [উ্] অর্ধস্বরধ্বনি মিলে দ্বিস্বরধ্বনি [আউ্] তৈরি হয়েছে। দ্বিস্বরধ্বনির কিছু উদাহরণ:

[আই্]	তাই, নাই	[অএ্]	নয়, হয়
[এই্]	সেই, নেই	[ওউ্]	মৌ, বউ
[আও্]	যাও, দাও	[ওই্]	কই, দই
[আএ্]	খায়, যায়	[এউ্]	কেউ, ঘেউ
[উই্]	দুই, রুই		

- **বাংলা বর্ণমালায় দুটি দ্বিস্বরধ্বনির জন্য আলাদা বর্ণ নির্ধারিত আছে, যথা: ঐ (ও + ই্) এবং ঔ (ও + উ্)। অন্য যৌগিক স্বরের চিহ্ন স্বরূপ কোনো বর্ণ নেই।** ঐ-এর মধ্যে দুটি ধ্বনি আছে, একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি [ও] এবং একটি অর্ধস্বরধ্বনি [ই্]। একইভাবে ঔ-এর মধ্যে রয়েছে একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি [ও] এবং একটি অর্ধস্বরধ্বনি [উ্]।
- উচ্চারণের সময়ে জিভ কতটা উপরে ওঠে বা কতটা নিচে নামে সেই অনুযায়ী স্বরধ্বনি চার ভাগে বিভক্ত: **উচ্চ স্বরধ্বনি, উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি, নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি ও নিম্ন স্বরধ্বনি।** উচ্চ স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ উপরে ওঠে; নিম্ন স্বরধ্বনির উচ্চারণের সময়ে জিভ নিচে নামে।
- জিভের সম্মুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনি তিন ভাগে বিভক্ত: **সম্মুখ স্বরধ্বনি, মধ্য স্বরধ্বনি ও পশ্চাৎ স্বরধ্বনি।** সম্মুখ স্বরধ্বনির বেলায় জিভ সামনের দিকে উঁচু বা নিচু হয়; পশ্চাৎ স্বরধ্বনির বেলায় জিভ পিছনের দিকে উঁচু বা নিচু হয়।
- স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কতটুকু খোলা বা বন্ধ থাকে অর্থাৎ কী পরিমাণ উন্মুক্ত হয়, তার ভিত্তিতে স্বরধ্বনি চার ভাগে বিভক্ত: **সংবৃত, অর্ধ-সংবৃত, অর্ধ-বিবৃত ও বিবৃত।**
- **বিবৃত স্বরধ্বনি: যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে মুখবিবর পুরোপুরি প্রসারিত হয় তাকে বিবৃত স্বরধ্বনি বলে।** সংবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কম খোলে। বিবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট বেশি খোলে। **বাংলায় আ-ধ্বনি একটি বিবৃত স্বর। এটি নিম্ন বিবৃত স্বর।** এ উচ্চারণ হ্রস্ব ও দীর্ঘ দু-ই হতে পারে।

বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ নিচের ছকে দেখানো হলো:

জিভের উচ্চতা	জিভের অবস্থান			ঠোঁটের উন্মুক্তি
	সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ	
উচ্চ	ই		উ	সংবৃত
উচ্চ-মধ্য	এ		ও	অর্ধ-সংবৃত
নিম্ন-মধ্য	অ্যা		অ	অর্ধ-বিবৃত
নিম্ন		আ		বিবৃত

উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলোকে নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করা যায়:

উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম	স্বরবর্ণ
কণ্ঠ বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ	অ, আ
তালব্য বর্ণ	ই, ঈ
মূর্ধন্য বর্ণ	ঋ
ওষ্ঠ্য বর্ণ	উ, ঊ
কণ্ঠতালব্য বর্ণ	এ, ঐ
কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ	ও, ঔ

ব্যঞ্জনধ্বনি

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও না কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় কিংবা ঘর্ষণ লাগে, তাদেরকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant sound)। অর্থাৎ যে সকল ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হতে পারে না তাদেরকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি।

ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকারভেদ:

- **স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি বা স্পর্শধ্বনি বা বর্গীয় ধ্বনি:** যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে দুটি বাক্‌প্রত্যঙ্গ পরস্পরের সংস্পর্শে এসে বায়ুপথে বাধা তৈরি করে, সেগুলোকে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন বলে। এগুলো স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনি নামেও পরিচিত। মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মতে, ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি ধ্বনিকে স্পর্শধ্বনি বা স্পর্শব্যঞ্জন বা স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন বলে। এই পঁচিশটি স্পর্শধ্বনিকে উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে পাঁচটি বর্গ বা গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গুচ্ছের প্রথম ধ্বনিটির নামানুসারে সে গুচ্ছের সব ধ্বনিকে বলা হয় ঐ বর্গীয় ধ্বনি। নবম-দশম শ্রেণির নতুন ব্যাকরণে প্রতিটি বর্গের শেষ বর্ণকে বাদ দিয়ে ২০টি বর্ণকে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি বলা হয়েছে।
- **উষ্ম ধ্বনি:** যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে দুটি বাক্‌প্রত্যঙ্গ কাছাকাছি এসে নিঃসৃত বায়ুতে ঘর্ষণ সৃষ্টি করে, সেগুলোকে উষ্ম ব্যঞ্জন বলে। **শ, ষ, স, হ- এ চারটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমরা শ্বাস যতক্ষণ খুশি রাখতে পারি।** এগুলোকে বলা হয় উষ্ম ধ্বনি। এ বর্ণগুলোকে বলা হয় উষ্ম বর্ণ।
  উষ্ম ধ্বনি পূর্বে ছিলো- ৪টি (শ, স, ষ, হ)
  বর্তমানে ৩টি (শ, স, হ)
  যেমন: শসা, হুংকার শব্দের স, শ, হ উষ্ম ধ্বনির উদাহরণ।
- **শিষ ধ্বনি: উষ্ম ধ্বনির মধ্যে স ও শ-কে আলাদাভাবে শিষ ধ্বনিও বলা হয়।** কারণ স, শ উচ্চারণে শ্বাস অনেকক্ষণ ধরে রাখা যায় এবং শিষের মতো আওয়াজ হয়।
- **অনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি:** বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিবর্গের পঞ্চম বর্ণের (৫টি: ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) ধ্বনি উচ্চারণের সময় নাক ও মুখ দিয়ে কিংবা কেবল নাক দিয়ে ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বের হয় বলে এদের বলা হয় অনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি। এগুলোর প্রতীক বা বর্ণকে বলা হয় অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ।
  যেমন: মা, নতুন, হাঙর শব্দের ম, ন, ঙ, নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি।
- **পরাশ্রয়ী ধ্বনি:** ং, ঃ, ঁ, -এ তিনটি বর্ণ স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। তাই এ বর্ণগুলোকে বলা হয় পরাশ্রয়ী বর্ণ।
  যেমন: রং, দুঃখ, চাঁদ শব্দের ং, ঃ,ঁ পরাশ্রয়ী ব্যঞ্জনধ্বনি।
- **তাড়নজাত/তাড়িত ধ্বনি:** ড়, ঢ়। জিহ্বার উল্টো পিঠের দ্বারা দন্তমূলে দ্রুত আঘাত বা তাড়না করে উচ্চারিত হয় বলে তাড়নজাত ধ্বনি বলে।
  যেমন: বাড়ি, বড়ো, মূঢ়, গাঢ়, রাঢ় শব্দের ড়, ঢ় তাড়িত ব্যঞ্জনধ্বনি।
- **পার্শ্বিক ধ্বনি:** ল। দু পাশ দিয়ে বায়ু নিঃসৃত হয় বলে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে।
  যেমন: লাল, লতা, কলরব, ফল, ফসল শব্দের ল পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনি।
- **কম্পনজাত/কম্পিত ধ্বনি:** র। জিহ্বাগ্রকে কম্পিত করা হয় বলে এ ধ্বনিকে কম্পনজাত ধ্বনি বলে (তরল ধ্বনি নামেও পরিচিত)।
  যেমন: কর, ভার, হার, আরাম, বাজার শব্দের র কম্পিত ব্যঞ্জনধ্বনি।
- **ঘর্ষণজাত ধ্বনি:** যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ চ্যাপ্টা হয়ে তালুতে ঘষে যায় তাকে ঘৃষ্ট বা ঘর্ষণজাত ধ্বনি বলে। চ, ছ, জ, ঝ- এই ৪টি ধ্বনি হলো ঘর্ষণজাত ধ্বনি।
- **অন্তঃস্থ ধ্বনি:** য় ও ব় এ দুটো বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান স্পর্শ ও উষ্মধ্বনির মাঝামাঝি। এজন্য এদের বলা হয় অন্তঃস্থ ধ্বনি।
- **ঃ (বিসর্গ):** ঃ (বিসর্গ) হলো অঘোষ 'হ'-এর উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনি। কোনো শব্দের মাঝে বিসর্গ (ঃ) থাকলে তার পরবর্তী ব্যঞ্জনের ধ্বনি দ্বিত্ব হয় (অতঃপর/অতোপ্‌পর, দুঃখ/দুক্‌খো)।
- **খণ্ড-ত (ৎ):** খণ্ড-ত (ৎ)-কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। এটি 'ত' বর্ণের হস্‌-চিহ্ন যুক্ত ত্‌-এর রূপভেদ মাত্র।
- বাংলা বর্ণমালায় একসময় দুটি 'ব' ছিল। বর্গীয়-ব এবং অন্তঃস্থ-ব্‌ আকৃতি ও উচ্চারণ একই বলে অন্তঃস্থ-ব কে বর্ণমালা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই এখন 'ব' একটি।
- বাংলা বর্ণমালায় চন্দ্রবিন্দু অনুনাসিক স্বরধ্বনির চিহ্ন।

উচ্চরণ স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ:

ধ্বনি	বাক্‌প্রত্যঙ্গ	ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণসমূহ
ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন	নিচের ঠোঁট, উপরের ঠোঁট	প, ফ, ব, ভ, ম
দন্ত্য ব্যঞ্জন	জিভের ডগা, উপরের পাটির দাঁত	ত, থ, দ, ধ
দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন	জিভের ডগা, দন্তমূল	ন, র, ল, স
মূর্ধন্য ব্যঞ্জন	জিভের ডগা, মূর্ধা	ট, ঠ, ড, ঢ, ড়, ঢ়
তালব্য ব্যঞ্জন	জিভের সামনের অংশ, শক্ত তালু	চ, ছ, জ, ঝ, শ
কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন/ জিহ্বামূলীয় ব্যঞ্জন	জিভের পেছনের অংশ, নরম তালু	ক, খ, গ, ঘ, ঙ
কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন	ধ্বনিদ্বারের দুটি পাল্লা, ধ্বনিদ্বার	হাতি শব্দের হ কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

উচ্চারণ অনুযায়ী ধ্বনির প্রকারভেদ

অঘোষ ধ্বনি:

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না, ধ্বনিটির উচ্চারণ গাম্ভীর্যহীন ও মৃদু হয় তাকে অঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন– ক, খ ইত্যাদি। অঘোষ ধ্বনিকে ইংরেজিতে Unvoiced বলে। বর্গের প্রথম দুই বর্ণ অঘোষ।

ঘোষ ধ্বনি:

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় তাকে ঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন- গ, ঘ, জ, ঝ, ড, ঢ ইত্যাদি। বর্গের ৩য় ও ৪র্থ ঘোষ বর্ণ।

অল্পপ্রাণ ধ্বনি :

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের আধিক্য কম থাকে তাকে অল্পপ্রাণ বা স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন– ক, গ, চ, জ, ট, ড ইত্যাদি। (অল্পপ্রাণ ধ্বনিকে ইংরেজিতে Unaspirated বলে)। বর্গের ১ম ও ৩য় বর্ণ অল্পপ্রাণ ধ্বনি।

মহাপ্রাণ ধ্বনি :

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের আধিক্য থাকে তাকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন– খ, ঘ, ঝ, ঢ ইত্যাদি। বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণ মহাপ্রাণ ধ্বনি।

অঘোষ ধ্বনি		ঘোষ ধ্বনি		
অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
শ,ষ,স			হ	

যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি

সংযুক্ত বর্ণ	উদাহরণ	সংযুক্ত বর্ণ	উদাহরণ
ক্ত = ক্ + ত	শক্ত, তিক্ত, তক্তা	ণ্ড = ণ্ + ড	দ-, ঠা-া, ভা-ার
দ্দ = দ্ + দ + ব	তদ্দ্বারা	ক্ষ = ক্ + ষ	দীক্ষা, শিক্ষা
দ্ব = দ্ + ব	বিদ্বান	গু = গ্ + উ	সাগু, গুরু, বেগুন
দ্ভ = দ্ + ভ	অদ্ভুদ, উদ্ভিদ	ধ্ব = ধ্ + ব	ধ্বনি, ধ্বংস
ত্ত = ত্ + ত	উত্তম, পত্তন, বিত্ত	শু = শ্ + উ	শুভ্র, শুধু, শুচি
রু = র্ + উ	জরুরি, রুদ্ধ, রুধির	শ্রু = শ্ + র্ + উ	শত্রু, অশ্রু
ন্দ্র = ন্+ দ্ + র	হান্দ্রেড	ত্র = ত্ + র	নেত্রী, নেত্র, পত্র
ন্ত = ন্ + ত	জীবন্ত, উড়ন্ত	স্থ = স্ + থ	স্বাস্থ্য, অবস্থা
ষ্ম = ষ্ + ম	গ্রীষ্ম	ন্ত্র = ন্ + ত্ + র	যন্ত্র
ষ্ণ = ষ্ + ণ	তৃষ্ণা, উষ্ণ	ন্ত্র্য = ন্ + ত্ + র (ফলা) + য (ফলা)	স্বাতন্ত্র্য
দ্র = দ্ + ভ্ + র	উদ্রান্ত	ধ্য = ধ্ + য	আরাধ্য
ক্র = ক্ + র	ক্রন্দন, আক্রমণ, চক্রান্ত	জ্ঞ = জ্ + ঞ	সজ্ঞান, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা
থ্থ= ত্ + থ	উত্থিত, উত্থান	দ্ম = দ + ম	ছদ্ম, পদ্মা
দ্ধ = দ্ + ধ	বদ্ধ, যুদ্ধ, সমৃদ্ধি	দ্য = দ + য	বাদ্য, দারিদ্র্য

সংযুক্ত বর্ণ	উদাহরণ	সংযুক্ত বর্ণ	উদাহরণ
হ্ণ = হ্ + ণ	অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ	দ্র = দ্ + র	রুদ্র, ভদ্র
হ্ন = হ্ + ন	নিশ্চিহ্ন, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন	রূ = র্ + ঊ	রূপসা, রূপ, রূপসী
হ্ম = হ্ + ম	ব্রাহ্মসমাজ, ব্রহ্মচর্য	ন্থ = ন্ +থ	গ্রন্থ, পন্থা
ভ্রূ = ভ্+র্+ঊ	ভ্রূণ	ব্ধ = ব্ + ধ	লব্ধ, স্তব্ধ
ভ্রু = ভ্ + র্ + উ	ভ্রুকুটি	ষ্ম = ষ্ + ম	গ্রীষ্ম, উষ্ম
ঞ্জ = ঞ্ + জ	অঞ্জনা, গঞ্জ	ন্থ = ন্ + থ	মন্থর, গ্রন্থ
ট্ট = ট্ + ট	ভট্টশালী, অট্টালিকা, চট্টগ্রাম	ণ্ঠ = ণ্ + ঠ	লুণ্ঠন, কণ্ঠ
ন্ধ = ন্ + ধ	সন্ধ্যা, অন্ধ, বন্ধু	ক্ষ্ণ= ঙ্+ক্+ষ্	আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষিত
ক্ত = ক্ + ত	শক্ত, রক্ত, ভক্ত	ণ্ট = ণ্ + ট	কণ্টক, ঘণ্টা

স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপ

কার:

স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে। অন্যভাবে স্বরবর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে বলে 'কার'। এদের নামকরণ করা হয় স্বরবর্ণের নামানুসারে।

বাংলা কার মোট ১০টি। অ-ধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপ নেই।

কারের নাম	উদাহরণ	কারের নাম	উদাহরণ
আ-কার (া)	বাবা	ঋ-কার (ৃ)	কৃপণ
ই-কার (ি)	নানি	এ-কার (ে)	নেতা
ঈ-কার (ী)	প্রাণী	ঐ-কার (ৈ)	শৈবাল
উ-কার (ু)	বুবু	ও-কার (ো)	খোকা
ঊ-কার (ূ)	মূল্য	ঔ-কার (ৌ)	কৌতূহল

ফলা:

ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় ফলা। ফলা সংযুক্তির ফলে বর্ণের আকার পরিবর্তন হয়। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে ফলা ৬টি। যথা–

ক্রমিক নং	ফলার নাম	ব্যবহার	উদাহরণ	আরও কিছু শব্দ
১.	ব- ফলা (ব)	ম + ব = ম্ব	সম্বল	বাল্ব, বিম্ব, লম্ব
২.	র-ফলা (র)	ভ + র = ভ্র	ভ্রাতা	ত্রাতা, রাষ্ট্র
৩.	য -ফলা (্য)	হ + য = হ্য	সহ্য	অত্যন্ত, বাহ্যিক
৪.	ন-ফলা (ন) ণ - ফলা (ণ)	হ + ন = হ্ন হ + ণ = হ্ণ	মধ্যাহ্ন/ অপরাহ্ণ	রত্ন, কৃষ্ণ, বিষ্ণু পূর্বাহ্ণ
৫.	ম-ফলা (ম)	দ + ম = দ্ম	পদ্মা	তন্ময়, আত্মা
৬.	ল-ফলা (ল)	ম + ল = ম্ল	অম্ল	ক্লান্ত

এক কথায় উত্তর

১. ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কী?
উত্তর: ধ্বনি ।

২. বাংলা বর্ণমালায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?
উত্তর: ৭টি ।

৩. বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কতটি?
উত্তর: ৮টি ।

৪. ভাষার মূল উপাদান কী?
উত্তর: ধ্বনি ।

৫. কোন ভাষার বাক্ প্রবাহকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে কী পাই?
উত্তর: মৌলিক ধ্বনি ।

৬. বাংলা ভাষায় মৌলিক ধ্বনি কয়টি?
উত্তর: ৩৭টি ।

৭. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি সংখ্যা কত?
উত্তর: ৪১টি ।

৮. ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে কী বলে?
উত্তর: বর্ণ ।

৯. এক প্রয়াসের উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টির নাম কী?
উত্তর: অক্ষর ।

১০. 'অক্ষর' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: অংশ ।

১১. অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে কী বলে?
উত্তর: মাত্রা ।

১২. মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি?
উত্তর: ১০টি ।

১৩. পূর্ণমাত্রা বর্ণ কয়টি?
উত্তর: ৩২টি ।

১৪. বাংলা বর্ণ মোট কয়টি?
উত্তর: ৫০টি ।

১৫. ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি?
উত্তর: ৩৯টি ।

১৬. বাংলা ভাষায় মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা কত?
উত্তর: ৩০টি ।

১৭. সংস্কৃত প্রয়োগ অনুসারে বাংলা বর্ণমালায় 'ঋ' কোন বর্ণের মধ্যে রক্ষিত?
উত্তর: স্বরবর্ণ ।

১৮. 'ম' বর্ণ উচ্চারিত হয় কোন স্থান থেকে?
উত্তর: ওষ্ঠ্য থেকে ।

১৯. 'ঔ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি?
উত্তর: যৌগিক স্বরধ্বনি ।

২০. জিভের উচ্চতা অনুযায়ী নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি কোনগুলো?
উত্তর: অ্যা, অ ।

২১. বাংলায় নাসিক্য ধ্বনি ক'টি?
উত্তর: পাঁচটি ।

২২. বাংলা স্বরধ্বনিতে মোট কয়টি মৌলিক স্বর আছে?
উত্তর: ৭টি ।

২৩. বাংলায় স্বরধ্বনি আছে-
উত্তর: এগারটি ।

২৪. বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি?
উত্তর: ৩৯টি ।

২৫. বাংলা স্বরধ্বনিতে কয়টি হ্রস্বস্বর আছে?
উত্তর: ৪টি ।

২৬. বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ কয়টি?
উত্তর: ১১টি ।

২৭. কোন দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' সৃষ্টি হয়?
উত্তর: অ + ই ।

২৮. 'জ' হলো-
উত্তর: তালব্য বর্ণ ।

২৯. 'ধ্বনি দিয়ে আঁট বাধা শব্দই ভাষার ইট' - এই 'ইট' কে বাংলা ভাষায় কী বলে?
উত্তর: বর্ণ ।

৩০. 'ক্ষ' বর্ণটির বিশ্লেষণ হল-
উত্তর: ক্ + ষ ।

৩১. 'ষ্ণ' যুক্ত বর্ণটি ভাঙলে কোন দুটি বর্ণ পাওয়া যায়?
উত্তর: ষ্ + ণ ।

৩২. শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয়-
উত্তর: বর্ণ ।

৩৩. অর্থবোধক ধ্বনিকে বলা হয়-
উত্তর: শব্দের ক্ষুদ্রতম একক ।

৩৪. বাংলা ভাষায় 'ঞ'-হরফটির উচ্চারণ কত প্রকারের হয়?
উত্তর: দুই ।

৩৫. বাংলা ব্যাকরণে পরাশ্রয়ী বর্ণযুক্ত শব্দ কোনগুলো?
উত্তর: রং, চাঁদ, দুঃখ ইত্যাদি ।

৩৬. দুটি মৌলিক স্বরবর্ণ যোগে যে অক্ষর সৃষ্টি হয় তাকে কী বলে?
উত্তর: যৌগিক স্বর ।

৩৭. 'ড়' এবং 'ঢ়' ধ্বনিগুলোকে বলে-
উত্তর: তাড়নজাত ।

৩৮. স্বরধ্বনির মধ্যে কোন দুটি মূল স্বরধ্বনি নয়?
উত্তর: ঐ, ঔ ।

৩৯. জ্ঞ - যুক্তবর্ণটি কোন্ কোন্ বর্ণের মিলনে গঠিত হয়?
উত্তর: জ + ঞ ।

৪০. পাশাপাশি দু'টো স্বরধ্বনি একাক্ষর হিসেবে উচ্চারিত হলে তাকে কী বলে?
উত্তর: যৌগিক স্বরধ্বনি।

৪১. বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক-
উত্তর: শব্দ।

৪২. বাঙালি শিশুরা কোন বর্গের ধ্বনিগুলো আগে শেখে?
উত্তর: প-বর্গের তাড়নজাত ব্যঞ্জনধ্বনি ড়, ঢ়।

৪৩. ভাষার মূল উপকরণ কী?
উত্তর: ধ্বনি।

৪৪. 'অ এবং আ' এর উচ্চারণ স্থান-
উত্তর: কণ্ঠ।

৪৫. 'হ্ন' এই যুক্ত ব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উত্তর: হ্ + ন।

৪৬. 'রক্ষা' শব্দের সংযুক্ত বর্ণ কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?
উত্তর: ক + ষ।

৪৭. বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কতটি বর্গে ভাগ করা হয়েছে?
উত্তর: পাঁচ।

৪৮. 'মই' কথাটির ই-কে কী বলে?
উত্তর: অর্ধস্বর।

৪৯. 'ঙ' ধ্বনিটির সঠিক উচ্চারণ-
উত্তর: উঁয়ো।

৫০. 'খণ্ডত' (ৎ) প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বর্ণের খণ্ড রূপ?
উত্তর: ত।

৫১. চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: ঞ।

Teacher's Work

১. নিম্নবিবৃত স্বরধ্বনি কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
ক আ খ ই গ এ ঘ অ্যা — ক

২. ব্যঞ্জন ধ্বনির সংক্ষিপ্তরূপকে বলে– [৪১তম বিসিএস; রাবি ভর্তি পরীক্ষা: ২০১৫-১৬]
ক রেফ খ হসন্ত গ কার ঘ ফলা — ঘ

৩. 'হ্ম' যুক্তবর্ণটি কীভাবে গঠিত হয়েছে? [৩৮তম বিসিএস; ২৩ বিসিএস]
ক হ্+ম খ ক্+ষ গ ষ্+ম ঘ ম্+হ — ক

৪. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? [৩৮তম বিসিএস; ৩৫ তম বিসিএস]
ক ৭টি খ ৮টি গ ৬টি ঘ ১১টি — ক

৫. বাংলায় বর্গীয় ধ্বনি কয়টি? [ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার: '১৯]
ক ১০টি খ ১৫টি গ ২০টি ঘ ২৫টি — ঘ

৬. বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি? [৩৭তম বিসিএস]
ক তৃতীয় বর্ণ খ দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ গ প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ ঘ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ — খ

৭. ধ্বনির প্রতীককে কী বলে?
ক শব্দ খ বর্ণ গ বাক্য ঘ অনুসর্গ — খ

৮. ভাষার মূল উপাদান/ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে-
ক বর্ণ খ শব্দ গ ধ্বনি ঘ বাক্য — গ

৯. বাংলা বর্ণমালায় কতটি বর্ণ আছে/ বাংলা বর্ণমালয় কয়টি অসংযুক্ত বর্ণ আছে?
ক ৪৭ খ ৪৮ গ ৪৯ ঘ ৫০ — ঘ

Unique Question for Student Practice

১. **ভাষা কী?**
ক শব্দের উচ্চারণ খ ধ্বনির উচ্চারণ
গ বাক্যের উচ্চারণ ঘ ভাবের উচ্চারণ **ঘ**

২. **নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের ভাব প্রকাশের প্রতীক কোনটি?**
ক ভাষা খ শব্দ
গ ধ্বনি ঘ বাক্য **ক**

৩. **প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ হলো-**
ক ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ খ ধ্বনি, শব্দ, বর্ণ
গ শব্দ, বাক্য, সমাস ঘ উপসর্গ, অনুসর্গ, শব্দ **ক**

৪. **দেশ-কাল পরিবেশ ভেদে কিসের পার্থক্য ঘটে?**
ক ধ্বনির খ ভাষার
গ অর্থের ঘ শব্দের **খ**

৫. **বাংলা ভাষার মৌলিক রূপ কয়টি/বাংলা ভাষারীতির কয়টি রূপ?**
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৬ **ক**

৬. **'সাধুভাষা' পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন-**
ক রাজা মনিমোহন রায় খ রাজা রামমোহন রায়
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ অক্ষয় কুমার দত্ত **খ**

৭. **কোনটি চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য?**
ক গাম্ভীর্য
খ ব্যাকরণ অনুসরণ করে চলে
গ তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার
ঘ প্রমিত উচ্চারণ **ঘ**

৮. **কোন লেখক চলিত ভাষাকে মান ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন?**
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
গ প্রমথ চৌধুরী ঘ বুদ্ধদেব বসু **গ**

৯. **"যে কথা একবার জমিয়ে বলা গিয়েছে, তাহার পর আর ফেনাইয়া ব্যাখ্যা করা চলে না।" চলতি ভাষায় এ বাক্যে ভুল সংখ্যা কয়টি?**
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫ **গ**

১০. **"যে শাস্ত্র জানিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।"-এ সংজ্ঞাটি কার?**
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ ড. এনামুল হক ঘ ড. সুকুমার সেন **ক**

১১. **সাধু ভাষার সঙ্গে 'ঙ' এর স্থলে চলিত ভাষায় কোন কোমল রূপ ব্যবহার হয়?**
ক ং খ ঙ
গ গ ঘ ঞ **খ**

১২. **ব্যাকরণ শব্দের ব্যুৎপত্তি কোনটি?**
ক বি+আ+√কৃ+অন খ ব্য+আ+কৃ+√অন
গ বৃ+কৃ+অন ঘ ব্যা+ক+রন **ক**

১৩. **ব্যাকরণ ভাষাকে কী নির্দেশ করে?**
ক ভাষাকে চলতে খ ভাষাকে শাসন করে
গ ভাষাকে বলতে ঘ ভাষাকে বর্ণনা করে **ঘ**

১৪. **বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণবিদ কে ছিলেন?**
ক ম্যানুয়েল দ্য আসসুম্পসাঁও
খ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ ড. সুকুমার সেন
ঘ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ **ক**

১৫. **'ব্যাকরণ মঞ্জরী' কার লেখা?**
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ ড. মুহম্মদ এনামুল হক
গ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঘ. মুহাম্মদ আব্দুল হাই **খ**

১৬. **প্রথম বাংলা 'থিসরাস' বা সমার্থক শব্দের অভিধান সংকলন করেন-**
ক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ মুহম্মদ এনামুল হক
গ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ঘ জগন্নাথ চক্রবর্তী **গ**

১৭. **বাংলা একাডেমির 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' সম্পাদনা কে করেন?**
ক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ মুহম্মদ এনামুল হক
গ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ঘ মুহম্মদ আবদুল হাই **ক**

১৮. **বাংলা একাডেমির ইংরেজি-বাংলা অভিধানের প্রধান সম্পাদক কে?**
ক ড. আনিসুজ্জামান খ নরেন বিশ্বাস
গ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ঘ আবু ইসহাক **গ**

১৯. **'Morphology' বঙ্গানুবাদ হল-**
ক রূপতত্ত্ব খ ধ্বনিতত্ত্ব
গ অর্থতত্ত্ব ঘ বাক্যতত্ত্ব **ক**

২০. **রূপতত্ত্বের অপর নাম কী?**
ক বাক্যতত্ত্ব খ পদক্রম
গ ধ্বনিতত্ত্ব ঘ শব্দতত্ত্ব **ঘ**

২১. **বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব অংশে কোন বিষয়টি আলোচনা করা হয়?**
ক সন্ধি খ সমাস
গ কার ঘ প্রত্যয় **ক**

২২. **'ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব' বিধান ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?**
ক বাক্যতত্ত্ব খ ধ্বনিতত্ত্ব
গ অভিধানতত্ত্ব ঘ রূপতত্ত্ব **খ**

২৩. **ক্রিয়ামূল, ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ ইত্যাদি ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?**
ক ধ্বনিতত্ত্ব খ রূপতত্ত্ব
গ বাক্যতত্ত্ব ঘ পদভ্রম **খ**

২৪. **ব্যাকরণের কোন অংশে 'কারক' সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়?**
ক ধ্বনিতত্ত্বে খ অর্থতত্ত্বে
গ বাক্যতত্ত্বে ঘ রূপতত্ত্বে **গ**

২৫. **বচন, লিঙ্গ, পুরুষ ইত্যাদি আলোচিত হয়-**
ক বাক্যতত্ত্ব খ রূপতত্ত্ব
গ অর্থতত্ত্ব ঘ ধ্বনিতত্ত্ব **খ**

২৬. প্রকৃতি ও প্রত্যয় বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ক বাক্যতত্ত্ব খ রূপতত্ত্ব
গ অর্থতত্ত্ব ঘ ধ্বনিতত্ত্ব খ

২৭. 'বাগধারা' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
ক ধ্বনিতত্ত্বে খ অর্থতত্ত্বে
গ বাক্যতত্ত্বে ঘ রূপতত্ত্বে গ

২৮. ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয় কোনটি?
ক বাক্যতত্ত্ব খ রূপতত্ত্ব
গ অর্থতত্ত্ব ঘ ধ্বনিতত্ত্ব গ

২৯. বাংলা স্বরধ্বনি কয়টি?
ক ৫ খ ৭
গ ৯ ঘ ১১ ঘ

৩০. অর্ধমাত্রার স্বরবর্ণ কয়টি?
ক ১০টি খ ৮টি
গ ৬টি ঘ ১টি ঘ

৩১. অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে কী বলে?
ক ধ্বনি খ যতি
গ মাত্রা ঘ ছেদ গ

৩২. পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি একাক্ষর হিসাবে উচ্চারিত হলে তাকে কী বলে/একই সঙ্গে উচ্চারিত দুইটি মিলিত স্বরধ্বনিকে কী বলে?
ক মৌলিক স্বরধ্বনি খ সমধ্বনি
গ মূলধ্বনি ঘ যৌগিক স্বরধ্বনি ঘ

৩৩. বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরবর্ণ কয়টি?
ক ২টি খ ৩টি
গ. ৫টি ঘ ৬টি ক

৩৪. নিচের কোনটি যৌগিক স্বরধ্বনি?
ক অ খ আ
গ ঐ ঘ ঈ গ

৩৫. কোন দু'টি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' ধ্বনির সৃষ্টি হয়?
ক অ এবং ই খ এ এবং ই
গ অ এবং ঈ ঘ উ এবং ই ক

৩৬. বাংলা স্বরধ্বনিতে কয়টি হ্রস্ব স্বর আছে?
ক ৫টি খ ৪টি
গ ৭টি ঘ ৬টি খ

৩৭. উচ্চারণের সময় মুখ বিবর উন্মুক্ত থাকে বলে 'আ' কে কী ধ্বনি বলে?
ক হ্রস্বধ্বনি খ বিবৃত স্বরধ্বনি
গ সম্মুখ স্বরধ্বনি ঘ পশ্চাৎ স্বরধ্বনি খ

৩৮. বাংলা ভাষায় স্পর্শ বর্ণের সংখ্যা কয়টি?
ক ২৩টি খ ২৪টি
গ ২৫ টি ঘ ২৬টি গ

৩৯. ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি ধ্বনিকে বলা হয়-
ক স্পর্শ ধ্বনি খ উষ্ম ধ্বনি
গ জিহ্বামূলীয় ধ্বনি ঘ পরাশ্রয়ী ধ্বনি ক

৪০. বাংলা বর্ণমালায় পর্বের সংখ্যা কত?
ক ১৬ খ ১২
গ ১৩ ঘ ৫ ঘ

৪১. কোনটি উষ্ম বর্ণ?
ক হ খ ঙ
গ ঞ ঘ ণ ক

৪২. কোনটি ওষ্ঠ্য ধ্বনি?
ক ম খ ঙ
গ চ ঘ ও ক

৪৩. 'ঙ' ধ্বনিটির সঠিক উচ্চারণ-
ক উম্যো খ উম্যা
গ উয়ো ঘ ইয়ো গ

৪৪. পরাশ্রয়ী বর্ণ কোনটি?
ক ম খ ন
গ ং ঘ ঞ গ

৪৫. বাংলা ব্যাকরণে পরাশ্রয়ী বর্ণযুক্ত শব্দ কোনগুলো?
ক আম্র, বৃহৎ, মিঞা খ আয়না, হরিণ, ঋণ
গ রং, চাঁদ, দুঃখ ঘ শিউলি, উচিত, বৃষ গ

৪৬. 'র' কোন জাতীয় ধ্বনি?
ক পার্শ্বিক ধ্বনি খ তাড়নজাত ধ্বনি
গ কম্পনজাত ধ্বনি ঘ স্পর্শ ধ্বনি গ

৪৭. পার্শ্বিক ব্যঞ্জনের উদাহরণ কোনটি?
ক হ খ শ
গ ও ঘ ল ঘ

৪৮. তাড়নজাত ব্যাঞ্জনধ্বনি কোনটি?
ক ক, খ খ চ, ছ
গ ড়, ঢ় ঘ প, ফ গ

৪৯. 'খণ্ডত' (ৎ) প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বর্ণের খণ্ড রূপ?
ক খ খ ত
গ দ ঘ ধ খ

৫০. 'লক্ষণ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ-
ক লোক্‌খন্ খ লক্‌খোন্
গ লোক্‌খোন্ ঘ লক্‌খন্ গ

৫১. নিচের কোনটি যৌগিক স্বরধ্বনির চিহ্ন?
ক উ খ ঊ
গ আ ঘ ঔ ঘ

৫২. 'ক' বর্গের ধ্বনিসমূহের উচ্চারণ স্থান কোনটি?
ক জিহ্বামূল খ অগ্রতালু
গ পশ্চাৎদন্তমূল ঘ অগ্রদন্তমূল ক

৫৩. 'আহ্বান' এর প্রকৃত উচ্চারণ কোনটি?
ক আহ্‌বান খ আহ্ বান
গ আওভান ঘ আব্‌হান গ

৫৪. যেটিতে বাংলা বর্ণের যথাযথ ক্রম অনুসৃত হয়নি-
ক ঈ, উ, ঊ, ঋ খ র, ল, ব, ষ
গ ফ, ব, ভ, ম ঘ ঙ, চ, ছ, জ খ

৫৫. 'অক্ষর' হচ্ছে-
ক শব্দের অংশ খ পদের অংশ
গ বাক্যের অংশ ঘ ধ্বনির অংশ ক

৫৬. নিচের কোনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি?
ক ভ খ ঠ
গ ফ ঘ চ ঘ

৫৭. কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি?
ক গ ঘ খ দ ধ
গ প ফ ঘ জ ঝ **গ**

৫৮. কোনটি অঘোষ ধ্বনি?
ক ক খ গ
গ ঘ ঘ জ **ক**

৫৯. নিচের কোন ধ্বনিটি ঘোষ?
ক চ খ খ
গ প ঘ দ **ঘ**

৬০. কোন দু'টি মহাপ্রাণ ধ্বনি?
ক খ, ঝ খ ক, খ
গ ত, দ ঘ চ, জ **ক**

৬১. মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি কোনটি?
ক ব খ ট
গ ভ ঘ খ **গ**

৬২. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলা হয়?
ক ফলা খ ধ্বনি
গ কার ঘ স্বর **গ**

৬৩. ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে?
ক ফল খ ফলা
গ কার ঘ অক্ষর **খ**

৬৪. 'রক্ষা' শব্দের সংযুক্ত বর্ণ কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?
ক ষ+ঞ খ ক+খ
গ ষ+ক ঘ ক+ষ **ঘ**

৬৫. যথাক্রমে ষ্ণ এবং হ্ণ এর বিশিষ্ট রূপ দেখান।
ক ষ+ঞ, হ+ণ খ ষ+ন, হ+ণ
গ ষ+ণ, হ+ন ঘ ষ+ন, হ+ন **গ**

৬৬. 'থ্থ' সংযুক্ত বর্ণটিতে কোন কোন বর্ণ রয়েছে?
ক ল+ত খ ল+থ
গ ত+থ ঘ থ+ত **গ**

৬৭. 'তৃষ্ণা' শব্দে কোন কোন বর্ণ আছে?
ক ত+র+ষ+ঞ+আ খ ত+র+ষ+ন+আ
গ ত+র+ক+ষ+আ ঘ ত+ঋ+ষ+ণ+আ **ঘ**

৬৮. 'দ্ধ' যুক্তাক্ষরে কোন ২ বর্ণ রয়েছে?
ক দ+ব খ দ+দ
গ দ+ত ঘ দ+ধ **ঘ**

৬৯. 'ক্ষ' যুক্তাক্ষরটি কোন দুটি বর্ণের সংযোগে জাত?
ক খ+য খ ম+হ
গ ক+স ঘ ক+ষ **ঘ**

৭০. বাংলা ভাষায় 'ঞ' হরফটির উচ্চারণ কত প্রকারের হয়?
ক এক খ দুই
গ তিন ঘ চার **খ**

৭১. বাংলা ভাষার প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন-
ক মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁও
খ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ ড. সুকুমার সেন
ঘ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ **ক**

৭২. 'ঞ্জ' যুক্তবর্ণটি কীভাবে গঠিত হয়েছে?
ক ঞ+ন খ জ্+ণ
গ ঞ+জ ঘ ন্+জ **গ**

৭৩. সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক গুরুচণ্ডালী খ গুরুগম্ভীর
গ অবোধ্য ঘ দুর্বোধ্য **খ**

৭৪. নিচের কোনটি সাধুরীতির উদাহরণ?
ক তখন গভীর ছায়া নেমে আসে সর্বত্র
খ তখন গভীর ছায়া নামিয়া আসিল সবখানে
গ তখন গভীর ছায়া নামিয়া আসে সর্বত্র
ঘ তখন গভীর ছায়া সর্বত্র ঢেকে গিয়েছে **খ**

৭৫. 'বুনো' কোন ভাষারীতির শব্দ?
ক সাধু ভাষা খ কথ্য ভাষা
গ আঞ্চলিক ভাষা ঘ চলিত ভাষা **ঘ**

৭৬. বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক কে?
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ প্রমথ চৌধুরী
গ প্যারীচাঁদ মিত্র ঘ সমরেশ মজুমদার **খ**

৭৭. ভাষার মৌলিক অংশ কয়টি?
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৬টি **গ**

৭৮. মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি কোনটি?
ক ব খ ট
গ ঝ ঘ খ **গ**

৭৯. নিচের কোনটি অল্পপ্রাণ ধ্বনি?
ক ঘ খ ঠ
গ প ঘ থ **গ**

৮০. বাংলা ভাষার বর্গীয় বর্ণ কয়টি?
ক ২৫টি খ ৩৯টি
গ ২৬টি ঘ ৪৯টি **ক**

৮১. ভারতীয় কোন লিপিমালা ডান দিক থেকে লেখা হয়-
ক হিন্দি খ মারাঠি
গ গুজরাটি ঘ খরোষ্ঠী **ঘ**

৮২. বাংলা লিপির ডিজাইনার কে?
ক উইলিয়াম কেরি খ চার্লস উইলকিন্স
গ পঞ্চানন কর্মকার ঘ জর্জ গ্রিয়ার্সন **খ**

৮৩. বাংলা লিপি খোদাই-এর কাজ করেন কে?
ক উইলিয়াম কেরী খ চার্লস উইলকিন্স
গ পঞ্চানন কর্মকার ঘ জর্জ গ্রিয়ার্সন **গ**

৮৪. বাংলা লিপি প্রথম কার গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়?
ক উইলিয়াম কেরী খ মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁও
গ রামমোহন রায় ঘ এন বি হেলহেড **ঘ**

৮৫. ভারতীয় চিত্রলিপির রূপ কয়টি?
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি **ক**

৮৬. বাংলা বর্ণমালায় পরাশ্রয়ী বর্ণের সংখ্যা কতটি?
ক সাতটি খ পাঁচটি
গ তিনটি ঘ দুটি **গ**

৮৭. ঔষ্ঠ্য-নাসিক্য বর্ণ কোনটি?
ক ঙ খ ঞ
গ ণ ঘ ম **ঘ**

৮৮. বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ কয়টি?
ক ২৫টি খ ১১টি
গ ২টি ঘ ৫টি **গ**

৮৯. কোনটির উচ্চারণে কণ্ঠের সাহায্য প্রয়োজন?
ক ম খ ঞ
গ ণ ঘ ঙ **ঘ**

৯০. বাংলা বর্ণমালায় কতটি মাত্রাহীন স্বরবর্ণ আছে?
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি **গ**

Home Work

১. বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দ– [৪৬তম বিসিএস]
ক তৎসম খ তদ্ভব
গ দেশি ঘ বিদেশি **গ**

২. 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থের রচয়িতা– [৪৬তম বিসিএস]
ক মুহম্মদ আবদুল হাই খ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ মুনীর চৌধুরী ঘ মুহম্মদ এনামুল হক **ক**

৩. বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বর কয়টি? [৪৬তম বিসিএস]
ক ১টি খ ২টি
গ ৩টি ঘ ৪টি **খ**

৪. 'ভাষা চিন্তার শুধু বাহনই নয়, চিন্তার প্রসূতিও।' –মন্তব্যটি কোন ভাষা-চিন্তকের? [৪৫তম বিসিএস]
ক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ মুহম্মদ এনামুল হক ঘ সুকুমার সেন **ঘ**

৫. উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী নিচের কোনটি উচ্চমধ্য-সম্মুখ স্বরধ্বনি? [৪৫তম বিসিএস]
ক অ খ আ
গ ও ঘ এ **ঘ**

৬. 'ধ্বনি' সম্পর্কে নিচের কোন বাক্যটি সঠিক নয়? [৪৫তম বিসিএস]
ক ধ্বনি দৃশ্যমান
খ মানুষের ভাষার মূলে আছে কতগুলো ধ্বনি
গ ধ্বনি উচ্চারণীয় ও শ্রবণীয়
ঘ অর্থবোধক ধ্বনিগুলোই মানুষের বিভিন্ন ভাষার বাগ্‌ধ্বনি **ক**

৭. সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন পদে বেশি দেখা যায়? [৩৯তম বিসিএস]
ক ক্রিয়া ও সর্বনাম খ বিশেষ্য ও ক্রিয়া
গ বিশেষণ ও ক্রিয়া ঘ বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে **ক**

৮. কেন্তুমের কোন দুটি শাখা এশিয়ার অন্তর্গত? [৪৩তম বিসিএস]
ক হিত্তিক ও তুখারিক খ তামিল ও দ্রাবিড়
গ আর্য ও অনার্য ঘ মাগধী ও গৌড়ী **ক**

৯. বাংলার আদি অধিবাসীগণ কোন ভাষাভাষী ছিলেন? [৪২তম বিসিএস (বিশেষ)]
ক বাংলা খ সংস্কৃত
গ হিন্দি ঘ অস্ট্রিক **ঘ**

১০. ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিধানের নামই– [৪১তম বিসিএস]
ক রসতত্ত্ব খ রূপতত্ত্ব
গ বাক্যতত্ত্ব ঘ ক্রিয়ার কাল **গ**

১১. ভাষার মূল উপাদান/ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে– [৩২তম বিসিএস; সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসার- '১৩]
ক বর্ণ খ শব্দ
গ ধ্বনি ঘ বাক্য **গ**

১২. বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি? [৩৭তম বিসিএস]
ক তৃতীয় বর্ণ খ দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ
গ প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ ঘ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ **খ**

১৩. নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে কী বলে? [৪১তম বিসিএস]
ক যৌগিক ধ্বনি খ অক্ষর
গ বর্ণ ঘ মৌলিক স্বরধ্বনি **খ**

১৪. বাগযন্ত্রের অংশ কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
ক স্বরযন্ত্র খ ফুসফুস
গ দাঁত ঘ উপরের সবকটি **ঘ**

১৫. নিম্নবিবৃত স্বরধ্বনি কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
ক আ খ ই
গ এ ঘ অ্যা **ক**

১৬. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? [৩৮,৩৫তম বিসিএস]
ক ৭টি খ ৮টি
গ ৬টি ঘ ১১টি **ক**

১৭. 'ক্ষ' যুক্তবর্ণটি কিভাবে গঠিত হয়েছে? [৩৮,২৩তম বিসিএস]
ক হ্ + ম খ ক্ + ষ
গ য্ + ম ঘ ম্ + হ **ক**

১৮. 'ঔ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি? [৩৭তম বিসিএস]
ক যৌগিক স্বরধ্বনি খ তালব্য স্বরধ্বনি
গ মিলিত স্বরধ্বনি ঘ কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ **ঘ**

১৯. 'বন্ধন' শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস কত? [৩৫তম বিসিএস]
ক ব + ন + ধ + ন খ বন্ + ধন্
গ ব + ন্ধ + ন ঘ বান + ধন **খ**

২০. নিচের কোনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি? [৩০তম বিসিএস; [ডা.অ. (হিসাব সহকারী/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২; শি.নি.প্র.প. (শিক্ষক) (স্কুল)'২২]
ক ভ খ ঠ
গ ফ ঘ চ **ঘ**

২১. কে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ সহযোগে বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন? [২৬তম বিসিএস]
ক স্যার উইলিয়াম জোনসন্
খ স্যার উইলিয়াম কেরী
গ রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়
ঘ ব্রাসি হেলহেড — ঘ

২২. 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' কে রচনা করেছেন? [২২তম বিসিএস]
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ মুহম্মদ এনামুল হক — খ

২৩. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি? [১৮তম বিসিএস]
ক এগারটি খ নয়টি
গ দশটি ঘ আটটি — গ

২৪. যে ছন্দের মূল পর্বের মাত্রা সংখ্যা চার, তাকে বলা হয়-[১৭তম বিসিএস]
ক স্বরবৃত্ত খ পয়ার
গ মাত্রাবৃত্ত ঘ অক্ষরবৃত্ত — ক

২৫. বাংলা লিপির উৎস কী? [১৪তম বিসিএস]
ক খরোষ্ঠী লিপি খ চীনা লিপি
গ আরবি লিপি ঘ ব্রাহ্মী লিপি — ঘ

২৬. কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি? [১৩তম বিসিএস]
ক চ ছ খ ড ঢ
গ ব ভ ঘ দ ধ — ক

২৭. বর্ণ হচ্ছে- [১৪তম বিসিএস]
ক শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ খ একসাথে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছ
গ ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক ঘ ধ্বনির শ্রুতিগ্রাহ্য রূপ — গ

২৮. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে নিম্নোক্ত একটি ভাষা থেকে— [১৭তম বিসিএস]
ক সংস্কৃত খ পালি
গ প্রাকৃত ঘ অপভ্রংশ — গ

২৯. বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল কোনটি? [১৪তম বিসিএস (শিক্ষা)]
ক দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী
খ একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী
গ দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী
ঘ ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী — ক

৩০. বাংলা লিপির উৎস কী? [১৪তম বিসিএস; খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক : ২০১৮]
ক সংস্কৃতি লিপি খ চীনা লিপি
গ আরবি লিপি ঘ ব্রাহ্মী লিপি — ঘ

৩১. 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থটি রচনা করেছেন? [৩৩তম বিসিএস; Rupali Bank Ltd. Officer (Cash): 2018]
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন — খ

৩২. রাজা রামমোহন রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম কী? [২৭তম বিসিএস]
ক মাগধী ব্যাকরণ খ গৌড়ীয় ব্যাকরণ
গ মাতৃভাষা ব্যাকরণ ঘ ভাষা ও ব্যাকরণ — খ

৩৩. 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' কে রচনা করেন? [২২তম বিসিএস]
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ সুকুমার সেন — খ

৩৪. পাণিনি কে ছিলেন? [১১তম বিসিএস; জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর পদে নিয়োগ পরীক্ষা: ২০১৮]
ক ভাষাবিদ খ ঋগ্বেদবিদ
গ বৈয়াকরণবিদ ঘ ঔপন্যাসিক — গ

৩৫. বাংলা একাডেমির 'আঞ্চলিক অভিধান' সম্পাদনা কে করেন? [২৪তম বিসিএস, বাতিল]
ক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন
গ মুহম্মদ এনামুল হক ঘ মুহম্মদ আব্দুল হাই — ক

৩৬. তৎসম শব্দের ব্যবহার কোন রীতিতে বেশি হয়? [২৯তম বিসিএস]
ক চলিত রীতিতে খ সাধুরীতিতে
গ মিশ্র রীতিতে ঘ আঞ্চলিক রীতিতে — খ

৩৭. সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী? [১৮তম বিসিএস, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-২০১০]
ক কবিতার পঙ্‌ক্তিতে খ গানের কলিতে
গ গল্পের কলিতে ঘ নাটকের সংলাপে — ঘ

৩৮. গুরুচণ্ডালি দোষমুক্ত কোনটি? [১০তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক শব পোড়া খ মড়া দাহ
গ শবদাহ ঘ শব মড়া — গ

৩৯. 'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? [১৮তম বিসিএস]
ক রূপতত্ত্ব খ ধ্বনিতত্ত্ব
গ পদক্রম ঘ বাক্য প্রকরণ — খ

৪০. বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে? [২৯তম বিসিএস]
ক ড. সুকুমার সেন
খ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁও
ঘ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — গ

৪১. কোনটি সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য নয়? [বাংলাদেশ রেলওয়ে (বুকিং সহকারী) - ২০২৪]
ক সাধু ভাষা প্রাচীন
খ এটি পরিবর্তনশীল
গ গুরুগম্ভীর ও আভিজাত্যের অধিকারী
ঘ এ ভাষায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি — খ

৪২. কোন রীতিতে ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গ হ্রস্বতর হয়? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর) – ২০২৪]
ক সাধু রীতি খ চলিত রীতি
গ প্রমিত রীতি ঘ আঞ্চলিক রীতি — খ

৪৩. 'জুতো' শব্দটি কোন ভাষারীতির [হোম ইকোনমিস্ট (নিপোর্ট পদের পরীক্ষা)-২০২৪]
ক সাধু খ চলিত
গ প্রাকৃত ঘ কোল — খ

৪৪. ভাষার চলিত রূপ কোনটি? [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ হিসাব সহকারী -২০২৪]
ক এই খ উহা
গ তাহাদের ঘ ওদের — ঘ

৪৫. কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম [বস্ত্র অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক পরীক্ষা-২০২৪]
ক সংস্কৃত খ পালি
গ প্রাকৃত ঘ বঙ্গ-কামরূপী — ঘ

৪৬. 'ব্যাকরণ' শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি? [বস্ত্র অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক পরীক্ষা-২০২৪]
ক বিশেষভাবে বিভাজন খ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ
গ বিশেষভাবে বিয়োজন ঘ বিশেষভাবে সংযোজন — খ

৪৭. 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' এর প্রণেতা- [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (ইন্সপেক্টর/সিনিয়র অফিসার/নিরাপত্তা কর্মকর্তা-২০২৪]
ক ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
গ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ ফাদার ম্যানুয়েল — গ

৪৮. প্রত্যেক ভাষারই কয়টি মৌলিক অংশ থাকে? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর) – ২০২৪]
ক ৩টি খ ৫টি
গ ৭টি ঘ ৪টি **ঘ**

৪৯. ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণের রচয়িতা কে? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর): ২০২৪]
ক উইলিয়াম কেরি
খ রামমোহন রায়
গ মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁও
ঘ এন বি হ্যালহেড **ঘ**

৫০. কোন শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব বিধান খাটে না? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর): ২০২৪]
ক দ্বিরুক্তি শব্দে খ সমাসবদ্ধ শব্দে
গ বিদেশী শব্দে ঘ প্রত্যয়ান্ত শব্দে **খ**

৫১. ব্যাকরণ ও ভাষার মধ্যে কোনটি আগে সৃষ্টি হয়েছে? [প.প.অ. (সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা)'২২]
ক ব্যাকরণ
খ ভাষা
গ ব্যকরণ ও ভাষা উভয়ই এক সাথে
ঘ কোনোটিই নয় **খ**

৫২. সংস্কৃত প্রয়োগ অনুসারে বাংলা বর্ণমালায় 'ঋ' কোন বর্ণের মধ্যে রক্ষিত- [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (ইন্সপেক্টর/সিনিয়র অফিসার/নিরাপত্তা কর্মকর্তা-২০২৪]
ক উষ্ম বর্ণ খ স্বরবর্ণ
গ ব্যঞ্জন বর্ণ ঘ ঘোষ বর্ণ **খ**

৫৩. বাংলা ভাষার নিজস্ব লিপি কোনটি? [বা. প.উ.বো. (সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা) '২৩]
ক ব্রাহ্মী খ মণিপুরি
গ বাংলা ঘ কুটিল **গ**

৫৪. আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম কি? [মা.উ.শি.অ (হিসাব সহকারী)'২৩]
ক কথ্য ভাষা খ উপভাষা
গ সাধু ভাষা ঘ চলিত ভাষা **খ**

৫৫. বিভিন্ন অঞ্চলের মুখের ভাষাকে কি বলে? [ঔ, প্র, অ, (অফিস সহায়ক)'২২]
ক মিশ্র ভাষা খ সাধু ভাষা
গ চলিত ভাষা ঘ উপভাষা **ঘ**

৫৬. বাঙালী জনগোষ্ঠীর সার্বজনীন কথ্য ভাষা রীতির নাম কি? [যু.উ.অ. (সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২২]
ক কথ্য ভাষা খ আদর্শ রীতি
গ আদর্শ কথ্য রীতি ঘ আদর্শ ভাষা রীতি **গ**

৫৭. ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? [মা.উ.শি.অ. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২ ডা.জী.বী. (সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর) '২২; ম.হি.নি.কা. (জুনিয়র অডিটর)'২২, বি.ম. (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)'২২; স্বা.অ. (কম্পাউন্ডার)'২২; বি.ম.(অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২; প.ম. (সহকারী সাইফার কর্মকর্তা)'২২]
ক বর্ণ খ শব্দ
গ অক্ষর ঘ ধ্বনি **ঘ**

৫৮. 'ব্যাকরণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী? [প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) (২য় পর্যায়)'২০; শি.নি.প্র.প. (শিক্ষক) (স্কুল)'২২]
ক সাধারণ বিশ্লেষণ খ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ
গ সাধারণ সংশ্লেষণ ঘ বিশেষভাবে সংযোজন **খ**

৫৯. সব ভাষার ব্যাকরণের কয়টি মৌলিক অংশ থাকে?
অথবা, **বাংলা ব্যাকরণের মূল আলোচ্য বিষয় কয়টি?** [প্র.ম. (সহকারী পরিচালক; কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইনস্ট্রাকটর)'২৩; বা. বে. বি.চ. ক. (উচ্চমান সহকারী/উচ্চমান সহকারী (বেঞ্চ সহকারী)/ড্রাফটসম্যান)'২১]
ক ৫টি খ ৬টি
গ ১০টি ঘ ৪টি **ঘ**

৬০. বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে? [২৯তম বিসিএস ২০০৯; ম.বি. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২৩; মা.উ.শি.অ. (ল্যাবরেটরী সহকারী ও উচ্চমান সহকারী)'২১; বা.কো. গা/কৃ.প্র.এ. (নার্স)' ১৯; ফা.সা.সি.ডি (ফোরম্যান)'১৯]
ক অক্ষয় দত্ত খ মার্শম্যান
গ ব্রাশি হ্যালহেড ঘ রাজা রামমোহন রায় **ঘ**

৬১. বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত অভিধান 'চলন্তিকা' এর প্রণেতা কে? [পা.ব.ক. (সাব-এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)'২০; প. প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)'২৩]
ক কাজী আব্দুল ওদুদ খ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ রাজশেখর বসু ঘ সুবলচন্দ্র মিত্র **গ**

৬২. 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' বইটির লেখক কে? [১৮তম বিসিএস ১৯৯৬-৯৭; বা.প.উ.বো. (হিসাবরক্ষক)'২২; ডা.অ. (হিসাব সহকারী/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২; প্রা.প্রা (সহকারী শিক্ষক)'১৩]
ক নীহাররঞ্জন রায় খ আর.সি. মজুমদা
গ অধ্যাপক আব্দুল করিম ঘ অধ্যাপক সুনীতিকুমার সেন **ক**

৬৩. ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপের নাম কি? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর) – ২০২৪]
ক উপসর্গ খ ফলা
গ অনুবর্ণ ঘ র্বণ সংক্ষেপ **গ**

৬৪. নিচের কোনটিতে 'অ' বর্ণের সাধারণ উচ্চারণ হয়েছে? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর) – ২০২৪]
ক অতি খ অণু
গ অদ্য ঘ অনেক **ঘ**

৬৫. বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? [হোম ইকোনমিস্ট (নিপোর্ট পদের পরীক্ষা)-২০২৪]
ক ৭টি খ ৮টি
গ ৯টি ঘ ১০টি **ক**

৬৬. বাংলা ভাষায় মোট বর্ণ কয়টি? [বস্ত্র অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক পরীক্ষা-২০২৪]
ক ১৯ খ ২৯
গ ৫০ ঘ ৪৭ **গ**

৬৭. ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে কী বলা হয়? [ব.অ. (জুনিয়র ওয়াইল্ড লাইফ স্কাউট)'২২; আ.র.প্র.নি.দ. (অফিস সহায়ক)'২০]
অথবা, **ধ্বনির প্রতীককে কী বলে?** [বা.বে.বি.চ.ক. (নিরপত্তা অপারেটর)'২১]
ক শব্দ খ বর্ণ
গ ধ্বনি ঘ চিহ্ন **খ**

৬৮. বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি? [ব.অ. (জুনিয়র ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাকাইন্টস ক্লার্ক)'২২]
ক ৩২টি খ ৩৬টি
গ ৩৯টি ঘ ৪২টি **গ**

৬৯. 'ক' থেকে 'ল' পর্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কত?[ক.অ.জে. (সিনিয়র অ্যাকাইন্টস ক্লার্ক)'২২]
ক ২৫টি খ ২৮টি
গ ২৭টি ঘ ২৬টি **খ**

৭০. বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি?[৩৬তম বিসিএস ২০১৬; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) ৩য় পর্যায় ২০২০; ডা. অ. (হিসাব সহকারী/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক; বা.বে. বি.চ.ক (উচ্চমান সহকারী/বেঞ্জ সহকারী/ড্রাফটসম্যান)'২১; খা.অ. (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)'২১]
ক ৭টি খ ৯টি
গ ১০টি ঘ ৮টি **ঘ**

৭১. ঠোঁটের মধ্যকার ফাঁকের ব্যবধানের ভিত্তিতে স্বরধ্বনিকে কয়ভাবে ভাগ করা হয়? [যু.উ.অ. (সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২২]
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ **গ**

৭২. বাগযন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সচল ও সক্রিয় প্রত্যঙ্গ কোনটি? [বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কতৃপক্ষ (বেজা)-২০২৪]
ক জিহবা খ শ্বাসনালী
গ ফুসফুস ঘ ওষ্ঠ **ক**

৭৩. সন্ধিতে চ ও জ এর নাসিক্য ধ্বনি কী হয়? [শি.নি.প্র.প. (শিক্ষক) (স্কুল)'২২]
ক অনুস্বার খ দ্বিত্ব
গ মহাপ্রাণ ঘ তালব্য **ঘ**

৭৪. কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত ধ্বনি– [ক.অ.জে. (সিনিয়র অ্যাকাইন্টস ক্লার্ক)'২২]
ক ক খ ঙ
গ হ ঘ ঝ
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক, ঙ ।

৭৫. কোন ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী বেশি অনুরণিত হয়? [খা.অ. (স্প্রেম্যান)'২২]
ক মহাপ্রাণ ধ্বনি খ ঘোষ ধ্বনি
গ অঘোষ ধ্বনি ঘ অল্পপ্রাণ ধ্বনি **খ**

৭৬. কোন ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের আধিক্য থাকে? [পো.জে.উ. (রাজশাহী) (উচ্চমান সহকারী)'২২]
ক মহাপ্রাণ খ অল্পপ্রাণ
গ অঘোষ ঘ ঘোষ **ক**

৭৭. নিচের কোনটি তালব্য বর্ণ? [বা.নি.ক. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২৩]
ক ত খ প
গ চ ঘ ট **গ**

৭৮. উচ্চারণ স্থানের নামানুসারে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো কতভাগে বিভক্ত?[প.প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)'২৩]
ক ৫ ভাগে খ ৬ ভাগে
গ ৭ ভাগে ঘ ৮ ভাগে **উ: বি. দ্র.**
ব্যাখ্যা: ৯ম-১০ম ব্যাকরণ-২০১৯ অনুযায়ী, উচ্চারণ স্থানের নামানুসারে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো ৫টি বর্গে (ক, চ, ট, ত, প) বিভক্ত করা হয়। ৯ম-১০ম ব্যাকরণ-২০২২ অনুযায়ী উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে ৭ ভাগে ভাগ করা হয়েছে ।

৭৯. 'ত্ম্য' কোন কোন ধ্বনির যুক্ত রূপ?[স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৯]
ক ত্ + ন্ + য খ ত্ + য্ + ম
গ ত্ +ম্ + য্ ঘ ত্ + য্ + ন **গ**

৮০. 'ষ্ণ' যুক্ত বর্ণটি কীভাবে গঠিত হয়েছে? [বি আর টি এ মোটরযান পরিদর্শক: ২০১৮; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র ষ্টাফ নার্স (বাতিলকৃত) : ২০১৭]
ক ষ্ + ণ খ ষ্ + ঞ
গ ষ্ + ক্র ঘ ষ্ + জ **ক**

৮১. 'ক্ষ্ম' এর বিশিষ্ট রূপ– [ঢাবি 'চ'ইউনিট ২০১৯-২০; সঞ্চয় পরিদপ্তরের হিসাবরক্ষক : ২০১৯]
ক ক্ষ্ + ম খ খ্ + ম + হ
গ ক্ + ষ + ণ ঘ ক্ + ষ + ম **ঘ**

৮২. 'হ্ন' কোন বর্ণ দুটির সংমিশ্রণে হয়? [National Savings (DNS), Accountant- 2010]
ক হ্ + ন খ হ্ + ণ
গ হ্ + ম ঘ হ্ +হ **ক**

৮৩. যথাক্রমে ক্ষ, ষ্ণ ও হ্ন তিনটি যুক্তবর্ণের বিশিষ্ট রূপ নির্দেশ করে [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা: ০৫-০৬]
ক ক্ + ষ , ষ্ + ঞ, হ্ + ণ
খ হ্ + ঋ, ষ্ + ঞ, হ্ + ণ
গ ক্ + ষ, ষ্ + ণ্, হ্ + ন
ঘ খ্ + খ, ষ্ + ণ, হ্ + ন **গ**

৮৪. 'উষ্ণ' শব্দের যুক্তাক্ষরটি কোন কোন বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে? [Sonali Bank Ltd. Officer (Freedom Fighter) 2019; পরিবার অধিদপ্তরের সহকারী পরিকল্পনা কর্মকর্তা- ২০১২]
ক ষ্ + ণ খ ষ্ + ন
গ ষ্ + ঞ ঘ ষ্ + ঙ **ক**

৮৫. কোন দুটি বর্ণের সংমিশ্রণে 'হ্ন' হয়? [বিবি 'ঘ' ইউনিট: ২০১২-১৩/গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আবাসন পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক - '০৬]
ক হ্ + ণ খ হ্ + ন
গ হ্ + হ ঘ হ্ + ম **ক**

৮৬. 'বিজ্ঞান' শব্দের যুক্তবর্ণের সঠিক রূপ কোনটি? [৩৬তম বিসিএস; 2 Govt. Bansks (Janata Bank Ltd. Rupali Bank Ltd) Officer (General) 2019]
ক জ্ + ঞ্ খ ঞ্ + গ্
গ ঞ্ + জ্ ঘ গ্ + ঞ্ **ক**

৮৭. বাংলা কার মোট কয়টি? [উপজেলা সমাজসেবা অফিসার: '১৮]
ক ৭টি খ ৮টি
গ ৯টি ঘ ১০টি **ঘ**

৮৮. 'কুজ্ঝটিকা' শব্দের যুক্তবর্ণটি কোন দুটি বর্ণের সংযোগে গঠিত হয়েছে?[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স (ঈএউঋ) -এর কার্যালয়ের অধীন জুনিয়র অডিটর ২০১৯]
ক জ্ + ঝ খ ঝ + ঝ
গ ঝ + জ ঘ ঝ + ব **ক**

Class Test

১. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে নিম্নোক্ত একটি ভাষা থেকে–
ক সংস্কৃত খ পালি
গ প্রাকৃত ঘ অপভ্রংশ

২. বাংলা লিপির উৎস কী?
ক সংস্কৃতি লিপি খ চীনা লিপি
গ আরবি লিপি ঘ ব্রাহ্মী লিপি

৩. 'ভাষা চিন্তার শুধু বাহনই নয়, চিন্তার প্রসূতিও।'– মন্তব্যটি কোন ভাষা-চিন্তকের?
ক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ মুহম্মদ এনামুল হক ঘ সুকুমার সেন

৪. বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত অভিধান 'চলন্তিকা' এর প্রণেতা কে?
ক কাজী আব্দুল ওদুদ খ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ রাজশেখর বসু ঘ সুবলচন্দ্র মিত্র

৫. 'ক' থেকে 'ল' পর্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কত?
ক ২৫টি খ ২৮টি
গ ২৭টি ঘ ২৬টি

৬. ঠোঁটের মধ্যকার ফাঁকের ব্যবধানের ভিত্তিতে স্বরধ্বনিকে কয়ভাবে ভাগ করা হয়?
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ

৭. নিচের কোনটি তালব্য বর্ণ?
ক ত খ প
গ চ ঘ ট

৮. 'ক্ষ্ম' এর বিশিষ্ট রূপ–
ক ক্ষ্ম + ম খ খ্ + ম + হ
গ ক্ + ষ + ণ ঘ ক্ + ষ + ম

৯. ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপের নাম–
ক কারবর্ণ খ অনুবর্ণ
গ ফলা ঘ রেফ

১০. বাংলা কার মোট কয়টি?
ক ৭টি খ ৮টি
গ ৯টি ঘ ১০টি

biddabari
উত্তরমালা

১	গ
২	ঘ
৩	ঘ
৪	গ
৫	খ
৬	গ
৭	গ
৮	ঘ
৯	খ
১০	ঘ

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি Biddabari your success benchmark কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া এসাইনমেন্ট এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।

BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার ০৫

Lecture Contents

- ধ্বনি পরিবর্তন
- বর্ণের উচ্চারণ
- অক্ষর

ধ্বনি পরিবর্তন

ধ্বনি পরিবর্তন:

দ্রুত বা অসাবধানে কথা বলার সময় পাশাপাশি ধ্বনি একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং শব্দের আদি, অন্ত্য, মধ্য ধ্বনির পরিবর্তন, আগমন, লোপ সাধিত হয়, একেই ধ্বনি পরিবর্তন বলে।

আদি স্বরাগম (Prothesis):

উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে আদি স্বরাগম বলে।

যেমন- স্কুল > ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টিশন, স্তাবল > আস্তাবল, স্পর্ধা > আস্পর্ধা।

মধ্যস্বরাগম/বিপ্রকর্ষ/স্বরভক্তি (Anaptyxis):

মাঝে মাঝে উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোন কারণে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলে মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি।

যেমন- রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, প্রীতি > পিরীতি, গ্রাম > গেরাম, শ্লোক > শোলক, প্রেক > পেরেক।

অন্ত্যস্বরাগম (Apothesis):

কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে, এরূপ স্বরাগমকে বলা হয় অন্ত্যস্বরাগম।

যেমন- দিশ্ > দিশা, পোখত > পোক্ত, বেঞ্চ > বেঞ্চি, সত্য > সত্যি।

অপিনিহিতি (Apenthesis):

পরের ই কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনির আগে ই কার বা উ কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে।

যেমন- আজি > আইজ, বাজি > বাইজ, দেখিয়া > দেইখ্যা, সাধু > সাউধ, আশু > আউশ, বাক্য > বাইক্য, সত্য > সইত্য, চারি > চাইর, মারি > মাইর, কালি > কাইল।

অভিশ্রুতি (Umlaut, জার্মান ভাষা থেকে এসেছে):

অপিনিহিতি শব্দের স্বরধ্বনিগুলো পরিবর্তন হয়ে যদি শব্দটি নতুন রূপ ধারণ করে, তবে তাকে অভিশ্রুতি বলে।

যেমন- শুনিয়া > শুইন্যা > শুনে, বলিয়া > বইল্যা > বলে, হাটুয়া > হাউটা > হেটো, মাছুয়া > মাউছা > মেছো, আজি > আইজ > আজ, আসিয়া > আইস্যা > এসে।

অসমীকরণ (Dissimilation):

একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তখন তাকে অসমীকরণ বলে।

যেমন- টপ্‌টপ্ > টপাটপ, ধপ্‌ধপ্ > ধপাধপ, ফট্‌ফট্ > ফটাফট, চট্‌চট্ > চটাচট।

স্বরসঙ্গতি (Vowel harmony):

একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন- দেশি > দিশি, বিলাতি>বিলিতি।

স্বরসঙ্গতি চার প্রকার-

১. প্রগত ২. পরাগত ৩. মধ্যগত ৪. অন্যোন্য।

[অপ্রধান এক প্রকার- চলিত বাংলা স্বরসঙ্গতি। যেমন- ইচ্ছা > ইচ্ছে]

প্রগত স্বরসঙ্গতি (Progressive):

আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন- মুলা > মুলো, তুলা > তুলো, ধুলা > ধুলো।

পরাগত স্বরসঙ্গতি (Regresssive):

অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন- দেশি > দিশি, আখো > আখুয়া > এখো।

মধ্যগত স্বরসঙ্গতি (Mutual):

আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর কিংবা অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন- বিলাতি > বিলিতি।

অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি (Reciprocal):

আদ্য ও অন্ত্য দু স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে তাকে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন- মোজা > মুজো।

সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ (Hapology):

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপ পাওয়াকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ।

যেমন- জানালা > জালনা।

সম্প্রকর্ষ ৩ প্রকার-

১. আদি, ২. মধ্য, ৩. অন্ত্য।

আদি স্বরলোপ (Aphesis):

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদিস্বরধ্বনি লোপ পাওয়াকে আদিস্বরলোপ বলে।

যেমন- অলাবু > লাবু > লাউ, অতসী > তিসি, উডুম্বর > ডুমুর।

মধ্যস্বরলোপ (Syncope):

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের মধ্যস্বর লোপ পাওয়াকে মধ্যস্বরলোপ বলে।

যেমন- অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ।

অন্ত্যস্বরলোপ (Apocope):

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের অন্ত্যস্বর লোপ পাওয়াকে অন্ত্যস্বরলোপ বলে।

যেমন- আশা > আশ, আজি > আজ, চারি > চার, সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ।

ধ্বনি বিপর্যয় (Metathesis):

শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে।

যেমন- বাক্স > বাস্ক, রিক্সা > রিস্কা, পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল, তলোয়ার > তরোয়াল, বারানসি > বেনারসি, মুকুট > মুটুক।

সমীভবন (Assimilation):

শব্দমধ্যস্থ দুটো ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্পবিস্তার সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন।

যেমন- ধর্ম > ধম্ম, গল্প > গপ্প, জন্ম > জম্ম।

সমীভবন ৩ প্রকার-

১. প্রগত ২. পরাগত ৩. অন্যোন্য।

প্রগত সমীভবন (Progressive):

পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মত হয়, একে প্রগত সমীভবন বলে।

যেমন- চক্র > চক্ক, পক্ব > পক্ক, পদ্ম > পদ্দ, লগ্ন > লগ্গ, গলদা > গল্লা।

পরাগত সমীভবন (Regressive):

যখন পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয়, তখন একে বলে পরাগত সমীভবন।

যেমন- তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত, উৎ + মুখ > উন্মুখ।

অন্যোন্য সমীভবন (Mutual):

যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তন হয় তখন তাকে অন্যোন্য সমীভবন বলে।

যেমন- সংস্কৃত সত্য > প্রাকৃত সচ্চ, সংস্কৃত বিদ্যা > প্রাকৃত বিজ্জা ইত্যাদি।

বিষমীভবন (Dissivilation):

দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে।

যেমন- শরীর > শরীল, লাল > নাল।

দ্বিত্ব ব্যঞ্জন (Long consonant):

কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। একে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্বতা বলে।

যেমন- পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল।

ব্যঞ্জন বিকৃতি:

শব্দের মধ্যে কোনো কোনো সময় কোন ব্যঞ্জন পরিবর্তন হয়ে নতুন ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হয়। একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি।

যেমন- কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা।

ব্যঞ্জনচ্যুতি

পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটো ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় ধ্বনিচ্যুতি বা ব্যঞ্জনচ্যুতি।

যেমন- বউদিদি > বউদি, বড়দাদা > বড়দা।

অভিশ্রুতি (Umlaut):

বিপর্যস্ত স্বরধ্বনির পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন: শুনিয়া > শুনে, বলিয়া > বলে, হাটুয়া > হাউটা > হেটো, মাছুয়া > মেছো।

অন্তর্হতি

পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি।

যেমন- ফাল্গুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা।

র-কার লোপ

আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। একে র-কার লোপ বলে।

যেমন- তর্ক > তক্ক, করতে > কত্তে, মারল > মাল্ল, করলাম > কল্লাম।

হ-কার লোপ

আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দুই স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ পাওয়াকে হ-কার লোপ বলে।

যেমন- পুরোহিত > পুরুত, গাহিল > গাইল, চাহে > চায়, সাধু > সাহু, আল্লাহু > আল্লা, শাহ > শা।

য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি

শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বর না হয়, তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জন ধ্বনির মত অন্তঃস্থ 'য়' বা অন্তঃস্থ 'ব' উচ্চারিত হয়। এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় য়- শ্রুতি ও ব-শ্রুতি।

যেমন- মা + আমার = মা (য়) মায়ামার। যা আ = যা (ও) য়া = যাওয়া। এরূপ নাওয়া, খাওয়া, নেওয়া ইত্যাদি। য়-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতিকে ইংরেজিতে Euphonic glides বলে।

এক কথায় উত্তর

১. **পরের 'ই' ও 'উ' কার আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কি বলে?**
উত্তর: অপিনিহিতি ।

২. **মধ্যস্বরাগমের সমার্থক কোনটি?**
উত্তর: বিপ্রকর্ষ ।

৩. **যে রীতিতে 'স্নান' শব্দটি 'সিনান' (স্নান > সিনান) শব্দে পরিণত হয় তার নাম-**
উত্তর: স্বরাগম ।

৪. **ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ-**
উত্তর: পিশাচ > পিচাশ ।

৫. **আদ্যস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি হয়-**
উত্তর: প্রগত স্বরসঙ্গতি ।

৬. **তৎ - হিত > তদ্ধিত কোন ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া?**
উত্তর: পরাগত সমীভবন ।

৭. **ফাল্গুন > ফাগুন - ধ্বনি পরিবর্তনের কোন প্রক্রিয়া এখানে কার্যকর হয়েছে?**
উত্তর: অন্তর্হতি ।

৮. **'ফলাহার' থেকে ফলার শব্দটি হওয়ার কারণ-**
উত্তর: বর্ণলোপ ।

৯. **'স্কুল > ইস্কুল' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?**
উত্তর: আদি স্বরাগম ।

১০. **মধ্য স্বরাগম সমার্থক কোনটি?**
উত্তর: স্বরভক্তি ।

১১. **'স্বপ্ন > স্বপন'- ধ্বনি পরিবর্তনের কোন প্রক্রিয়া এখানে কার্যকর হয়েছে?**
উত্তর: মধ্যস্বরাগম ।

১২. **'ভক্তি > ভকতি'- কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?**
উত্তর: মধ্যস্বরাগম ।

১৩. **'প্রীতি > পিরীতি'- 'ই' স্বরধ্বনির আগমের মাধ্যমে কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে?**
উত্তর: মধ্য স্বরাগম ।

১৪. **'সত্য > সত্যি'- কোন ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া?**
উত্তর: অন্ত্যস্বরাগম ।

১৫. **'আজি > আইজ'- কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন হয়েছে?**
উত্তর: অপিনিহিতি ।

১৬. **একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে স্বরধ্বনি আসলে কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন বলা হয়?**
উত্তর: অসমীকরণ ।

১৭. **'টপ + টপ > টপাটপ'- কোন ধ্বনি পরিবর্তন পক্রিয়া?**
উত্তর: অসমীকরণ ।

১৮. **একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে কী বলে?**
উত্তর: স্বরসঙ্গতি ।

১৯. **'মিথ্যা > মিথ্যে' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন হয়েছে?**
উত্তর: প্রগত স্বরসঙ্গতি ।

২০. **'দেখে > দ্যাখে'- কোন ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া?**
উত্তর: পরাগত স্বরসঙ্গতি ।

২১. **মধ্যগত স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনগুলো?**
উত্তর: বিলাতি > বিলিতি, ভিখারি > ভিখিরি, জিলাপি > জিলিপি ।

২২. **'উড়ানি > উড়োনি > উড়ুনি'- কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি?**
উত্তর: চলিত ভাষার স্বরসঙ্গতি ।

২৩. **চলিত বাংলায় স্বরসঙ্গতি কোনগুলো?**
উত্তর: গিলা > গেলা, মিঠা > মিঠে, ইচ্ছা > ইচ্ছে ইত্যাদি ।

২৪. **বিশেষ নিয়মের ধ্বনি পরিবর্তন কোনটি?**
উত্তর: উড়নি > উড়ুনি, এখনি > এখুনি ।

২৫. **সম্প্রকর্ষের অপর নাম কী?**
উত্তর: স্বরলোপ ।

২৬. **'উদ্ধার > উধার' কোন ধরনের স্বরলোপ?**
উত্তর: আদি স্বরলোপ ।

২৭. **কোনগুলো অন্ত্যস্বর লোপ?**
উত্তর: আজি > আজ, চারি > চার ।

২৮. **ধ্বনি বিপর্যয় কী?**
উত্তর: দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে ধ্বনি বিপর্যয় হয় ।

২৯. **ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি?**
উত্তর: পিশাচ > পিচাশ, বাক্স > বাস্ক ইত্যাদি ।

৩০. **সমীভবনের প্রধানত কয়টি রীতি?**
উত্তর: ৩টি ।

৩১. **'জন্ম > জন্ন' কোন ধরনের পরিবর্তন?**
উত্তর: প্রগত সমীভবন ।

৩২. **পূর্ববর্তী 'ক' এর প্রভাবে পরবর্তী 'ব' উচ্চারণে 'ক' তে রূপান্তরিত হয়ে সাম্য লাভ করেছে কোনটি?**
উত্তর: পক্ব > পক্ক ।

৩৩. **'কাঁদনা > কান্না'- কোন ধ্বনি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া?**
উত্তর: পরাগত সমীভবন ।

৩৪. **দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে কী বলে?**
উত্তর: বিষমীভবন ।

৩৫. **বিষমীভবনের উদাহরণ কোনগুলো?**
উত্তর: শরীর > শরীল, লাল > নাল ।

৩৬. **যে রীতিতে 'লেবু' শব্দটি (লেবু > নেবু) শব্দের পরিণত হয় তার নাম কী?**
উত্তর: ব্যঞ্জন বিকৃতি ।

৩৭. **'বউ দিদি > বউদি' কোন ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া?**
উত্তর: ব্যঞ্জনচ্যুতি ।

৩৮. **পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে কী বলে?**
উত্তর: অন্তর্হতি ।

৩৯. **বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদানুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তার নাম কী?**
উত্তর: অভিশ্রুতি ।

Teacher's Work

১. **নিচের কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়?** [৩৫তম বিসিএস]
ক প্রাতিপাদিক খ অভিশ্রুতি
গ অপিনিহিতি ঘ ধ্বনি-বিপর্যয় **ক**

২. **'বড় > বড্ড'-এটি কোন ধরনের পরিবর্তন?** [৪৩তম বিসিএস]
ক বিষমীভবন খ সমীভবন
গ ব্যঞ্জনদ্বিত্ব ঘ ব্যঞ্জন-বিবৃতি **গ**

৩. **অপনিহিতির উদাহরণ কোনটি?** [৪১তম বিসিএস]
ক জন্ম > জম্ম খ আজি > আইজ
গ ডেস্ক > ডেস্‌ক ঘ অলাবু > লাবু > লাউ **খ**

৪. **কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ?**
ক ইস্কুল খ আইজ
গ গেলাস ঘ ধপাধপ **খ**

৫. **'কাঁদনা > কান্না'- কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ?**
ক অভিশ্রুতি খ অপিনিহিত
গ সমীভবন ঘ বিষমীভবন **গ**

বর্ণের উচ্চারণ

স্বরধ্বনি

অ

অ-এর উচ্চারণের রূপ দুই ধরনের। একটি 'অ' (অর্ধ বিবৃত স্বরধ্বনি) অন্যটি 'ও' (বা ও-কারের মতো)। যেমন: অত(অতো), শত (শতো), মত (মতো) ইত্যাদি। এখানে প্রতিটি শব্দের আদ্য-'অ' এর উচ্চারণ অবিকৃত 'অ'। কিন্তু তরুণ (তোরুন্), অতি(ওতি), নদী(নোদি) ইত্যাদি শব্দে আদ্য 'অ' এর উচ্চারণ 'অ' থাকে না, হয়ে যায় 'ও'।

শব্দের আদি, মধ্য, অন্ত্যে ব্যবহৃত 'অ' কখনো অবিকৃতভাবে, আবার কখনো বা ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়।

আদ্য-অ

১. শব্দের আদিতে যদি 'অ' থাকে এবং তারপরে 'ই'-কার, 'উ'-কার থাকে, তবে সেই 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন: অতি(ওতি), গতি (গোতি), অভিধান (ওভিধান), অনুমান (ওনুমান), গরু (গোরু) ইত্যাদি।

২. শব্দের আদ্য 'অ'-এর পরে 'য' (য)-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সেক্ষেত্রে 'অ'-এর উচ্চারণ প্রায়শ 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন: অন্য (ওননো), অত্যাচার(ওত্তাচার), কন্যা (কোন্না), গদ্য(গোদ্দো) ইত্যাদি।

৩. শব্দের আদ্য 'অ'-এর পর 'ক্ষ', 'জ্ঞ' থাকলে 'অ' এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন : অক্ষ (ওক্খো), দক্ষ(দোক্খো), লক্ষ(লোক্খো), বক্ষ(বোক্খো), কক্ষ (কোক্খো) ইত্যাদি।

৪. শব্দের প্রথমে যদি 'অ' থাকে এবং তারপর 'ৃ'(ঋ)-কার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন: বক্তৃতা(বোক্তৃতা), মসৃণ(মোস্‌সৃন্) ইত্যাদি।

৫. শব্দের প্রথমে 'অ' যুক্ত 'র' (্র) ফলা থাকলে সেক্ষেত্রে আদ্য 'অ'- এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'- কারের মতো হয়। যেমন: গ্রন্থ(গ্রোন্থো), গ্রহ(গ্রোহো), প্রকাশ (প্রোকাশ্) ইত্যাদি।

৬. যে সব রেফ যুক্ত শব্দের বানানে পূর্বে 'য' (য)-ফলা যুক্ত ছিল, বর্তমান বানানে 'য' (য)-ফলা ব্যবহৃত না হলেও সেসব শব্দের আদ্য-'অ' সাধারণত 'ও'- কারের মতো হয়। যেমন: পর্যায় (পোর্‌জায়্), চর্যাপদ (চোর্‌জাপদ্) ইত্যাদি।

৭. একাক্ষরিক শব্দের প্রথম 'অ' এবং পরের দন্ত্য-'ন' থাকলে কোথাও কোথাও সে 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন: মন(মোন্), বন(বোন্) ইত্যাদি। কিন্তু 'ণ' থাকলে আদ্য 'অ'-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন : মণ > মন্, পণ >পন্ ইত্যাদি।

৮. নেতিবাচক শব্দের আদিতে 'অ' ব্যবহৃত হলে তার উচ্চারণ অক্ষুণ্ন থাকে। যেমন: অলস(অলোশ্), অনিকেত(অনিকেত্) অসীম(অশিম্) ইত্যাদি।

৯. দ্বিতীয় বর্ণে 'অ' অথবা 'আ' স্বর সংযুক্ত থাকলে স্বাভাবিক উচ্চারণ হয়। যেমন : কথা (কথা), যত(জতো) ইত্যাদি।

১০. শব্দের শুরুতে 'স' বা 'সহিত' অথবা 'সম্পূর্ণ' অর্থে 'অ' বসলে তার উচ্চারণ স্বাভাবিক হয়। যেমন: সজল (শজল্), সকল(শকল্)।

মধ্য-অ

১. শব্দ-মধ্যস্থিত 'অ', আদ্য 'অ'-এর মতোই ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ-কার এবং ক্ষ, জ্ঞ, য (য)-ফলার আগে থাকলে সে অ-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন : অবগতি (অবোগতি), কাকলি (কাকোলি), অতনু (অতোনু), অদম্য(অদোম্‌মো) ইত্যাদি।

২. তিন বা তার অধিক বর্ণে গঠিত শব্দের মধ্য 'অ'-এর আগে যদি অ, আ, এ এবং ও-কার থাকে, তবে পদ-মধ্যের 'অ'-এর ও-কাররূপে উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা থাকে সমধিক। যেমন : (আনোন্), আদর(আদোর্), ছাগল(ছাগোল্), কাগজ(কাগোজ্) ইত্যাদি।

৩. বাংলা ভাষায় বেশ কিছু সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেগুলো পৃথক উচ্চারণে হসন্ত হলেও সমাসবদ্ধ অবস্থায় মধ্য 'অ' রক্ষিত হয়েও ও-কারান্ত রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : বনবাসী(বনোবাকি., দীনবন্ধু (দিনোবোন্ধু) ইত্যাদি।

অন্ত্য-অ

১. বেশ কিছু বিশেষণ বা বিশেষণরূপে পদের অন্ত্য 'অ' লুপ্ত না হয়ে ও-কারান্তরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : কাল(কালো), ভাল(ভালো), বড় (বড়ো) ইত্যাদি।

২. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বেশ কিছু দ্বিরুক্ত শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়ে প্রায়শ অন্তিম 'অ'- এর উচ্চারণ 'ও'-কারান্ত হয়। যেমন: কল-কল (কলো-কলো), ছল-ছল(ছলো- ছলো) ইত্যাদি।

৩. 'আন'-প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্তিম 'অ' উচ্চারিত হয় ও-কারান্ত রূপে। যেমন : করান (করানো), লেখান (লেখানো), চালান(চালানো), বলান(বলানো) ইত্যাদি।

৪. ১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের শেষ 'অ'-রক্ষিত হয় এবং 'ও'-কারান্ত উচ্চারণ হয়। যেমন : এগার(অ্যাগারো), বার(বারো), ষোল(শোলো), আঠার (আঠারো) ইত্যাদি।

৫. 'ত'(ক্ত) এবং 'ইত' প্রত্যয়যোগে সাধিত বা গঠিত বিশেষণ শব্দের অন্ত্য 'অ' উচ্চারণে ও-কারান্ত হয়। যেমন: মত(মতো), গত(গতো), গীত(গিতো), বিদিত(বিদিতো), রক্ষিত (রোক্‌খিতো) ইত্যাদি।

৬. 'ই' কিংবা 'এ'-কারের পর 'য়' থাকলে, সেই 'য়' হস্তরূপে উচ্চারিত না হয়ে 'ও'- কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : প্রিয়(প্রিয়ো), দেয়(দেয়ো), অজেয়(অজেয়ো) ইত্যাদি। কিন্তু 'ই' অথবা 'এ'-কারের পরিবর্তে 'অ' বা 'আ' ধ্বনি এলেই 'য়'-এর 'অ' বিলুপ্ত হয় হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: জয়(জয়্), খায়(খায়্), পায় (পায়্) ইত্যাদি।

৭. বিশেষ্যের শেষে 'হ' এবং বিশেষণের শেষে 'ঢ়' থাকলে সাধারণত অন্ত 'অ' বিলুপ্ত না হয়ে 'ও'-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন: বিবাহ(বিবাহো), স্নেহ(স্নেহো), গাঢ়(গাঢ়ো) ইত্যাদি।

৮. 'তর', 'তম' প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ পদে অন্তিম 'অ' প্রায়ই ও-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন : উচ্চতর (উচ্‌চোতরো), বৃহত্তর(বৃহত্‌তরো), নিম্নতম(নিম্‌নোতমো) ইত্যাদি।

৯. '-ইব', '-ইল', '-ইতেছ', '-ইয়াছ', '-ইতেছিল', '-ইয়াছিল' ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে গঠিত ক্রিয়াপদের অন্তিম 'অ' সাধারণত বিলুপ্ত হয় না, ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন: বলিব (বোলিবো > বোলবো), করিতেছ (কোরিতেছো > কোর্‌ছো), করিয়াছিল (কোরিয়াছিলো > কোরেছিলো) ইত্যাদি।

১০. শব্দ শেষের 'অ' এর আগে যদি ঐ, ঔ, ং, ঃ, ্-কার থাকে, তবে সে 'অ'-এর উচ্চারণ ও-কারান্ত হয়। যেমন: তৈল(তোইলো), দৈব(দোইবো), বংশ(বংশো), সৌর(শোউরো), কৃশ(কৃশো), দু:খ(দুক্‌খো) ইত্যাদি।

১১. শব্দান্তে সংযুক্ত বর্ণ থাকলে, সেক্ষেত্রে অন্তিম অ-এর উচ্চারণ ও-কারের মতো হয়ে থাকে। যেমন: শক্ত (শক্‌তো), পদ্য(পোদ্‌দো), দন্ত(দন্‌তো), পঙ্ক(পঙ্‌কো), চিহ্ন(চিন্‌হো) ইত্যাদি।

আ

১. একাক্ষরবিশিষ্ট শব্দের 'আ'-এর উচ্চারণ কখনো কিছুটা দীর্ঘ হয়। যেমন: আম(আ-ম্), জাম(জা-ম্), রাগ(রা-গ্) ইত্যাদি।

২. শব্দের আদিতে 'জ্ঞ' এবং 'য়'(য)-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে আ (া)-কার যুক্ত হলে সেই আ(া)-কারের উচ্চারণ প্রায়শ 'আ'-কারের মতো হয়ে থাকে। যেমন: জ্ঞান(গ্যাঁন্), খ্যাত(খ্যাতো), জ্ঞাত(গ্যাঁতো), ব্যাকরণ (ব্যাকরোন্) ইত্যাদি।

ই, ঈ, উ, ঊ

বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনির হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের ওপর শব্দের অর্থ নির্ধারিত হয় না। আমরা সাধারণত একাক্ষরিক শব্দ বা পদের স্বরধ্বনিকে কিছুটা দীর্ঘ উচ্চারণ করে থাকি। যেমন : দিন, তিন, চীন, মীন, চুপ, দূর- এসব একাক্ষর শব্দের ই,ঈ, উ, ঊ-কার কিছুটা দীর্ঘ; কিন্তু, দিনা, তিনি, চীনা, মীনা, দূরে প্রভৃতির উচ্চারণ অনেকটা হ্রস্ব।

বাংলা উচ্চারণে স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণের প্রভেদ এখন আদৌ অনুসরণ করা হয় না। তাই বাড়ী, বাড়ি, পাখী, পাখি, দীঘি, দিঘি, বধূ, মধু, নদী, যদি-যে বানানেই লেখা হোক না কেন, আমাদের উচ্চারণে এর হ্রস্ব-দীর্ঘত্ব রক্ষিত হয় না। বরঞ্চ বাক্যের পদের অবস্থানভেদে এবং অন্যবিধ কারণে স্বরধ্বনির দীর্ঘ-হ্রস্ব উচ্চারণ হয়ে থাকে।

ঋ

ঋ-স্বরধ্বনির উচ্চারণ ব্যঞ্জনবর্ণ 'র' এর অনুরূপ। তবে ব্যঞ্জনবর্ণ রি/রী এবং স্বরবর্ণ 'ঋ' এর মধ্যে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। 'ঋ' উচ্চারণের সময় জিভ আরও বেশি সচল হয় এবং ঠোঁট বেশি কাঁপে। যেমন : ঋতু(রিতু), ঋণ(রিন্), ঋষি(রিশি)।

এ

বাংলা ভাষায় 'এ' (ে) কার লিখিতরূপে একটি হলেও, এর উচ্চারিত রূপ দুটি : 'এ' এবং 'অ্যা'।

শব্দের প্রথমে যদি 'এ'-কার থাকে এবং তারপরে ই(ি), ঈ(ী),উ(ু), ঊ(ূ), এ(ে), ও (ো), য়, র, ল, শ এবং হ থাকলে সাধারণত 'এ' অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন : একি(একি), মেকি(মেকি), বেশি(বেকি), মেয়ে(মেয়ে), তেতো (তেতো), বেশ (বেশ) ইত্যাদি।

১. শব্দের আদ্য 'এ'-কারের পরে যদি 'ং' (অনুস্বার), 'ঙ' কিংবা 'ঙ্গ' থাকে এবং তারপরে 'ই' (হ্রস্ব বা দীর্ঘ), 'উ' (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) অনুপস্থিত থাকে, তবে সেক্ষেত্রে 'এ' রূপান্তরিত হয় 'অ্যা'-কারে। যেমন: বেঙ(ব্যাঙ), নেংটা (ন্যাঙ্‌টা), বেঙ্গমা(ব্যাঙ্‌গোমা) ইত্যাদি।

২. 'এ'-কারযুক্ত একাক্ষর ধাতুর সঙ্গে আ-প্রত্যয়যুক্ত হলে, সাধারণত সেই 'এ'কারের উচ্চারণ 'অ্যা'-কার হয়ে থাকে। যেমন: বেচা (বেচ্ + আ = ব্যাচা), ঠেলা(ঠেল্ + আ = ঠ্যালা), খেলা (খেল্ + আ = খ্যালা), তেলা (তেল্ + আ= ত্যালা) ইত্যাদি।

৩. মূলে 'ই-কার বা 'ঋ'-কার যুক্ত ধাতু বা প্রাতিপদিকের সঙ্গে 'আ'-কার যুক্ত হলে, সেই 'ই'-কার 'এ'-কাররূপে উচ্চারিত হবে, কখনো 'অ্যা'-কার হবে না। যেমন : মেলা (< মিল্), লেখা (< লিখ্), জেলা (< জিলা), এলাকা(< ইলাকা), মেঘ (<মিঘ্), শেখা (<শিখ্) ইত্যাদি।

৪. একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ' সাধারণত স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ (অবিকৃত 'এ'-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: কে, এ, যে, সে ইত্যাদি।

৫. সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের আদ্য 'এ'- কার প্রায়শ অবিকৃত 'এ'-কাররূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: বেদ, প্রেম, প্রেরক, রেবা, হেমন্ত, মেধা, চেতনা, ধেনু, মেদিনী, সেতু, মেরু ইত্যাদি।

৬. সাধারণত শব্দের আদ্য 'এ'-কারের পরে 'অ' এবং 'আ' থাকলে 'এ'-কারের 'অ্যা'-কাররূপে উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা থাকে সমধিক। কিন্তু ওই 'অ' কিংবা 'আ' -এর পরিবর্তে 'ই'-কার, 'উ'-কার কিংবা 'এ' কারের মতো স্বরধ্বনি এলেই 'এ'-কার তার নিজস্ব উচ্চারণে ফিরে যায়। যেমন: এখন(অ্যাখোন্), কেমন(ক্যামোন্), এক(অ্যাক্), কেন(ক্যানো), যেন(জ্যানো), তের(ত্যারো), ভেড়া (ভ্যাড়া), চেলা (চ্যালা) ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনধ্বনি

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ জটিলতা নানাবিধ। তার মধ্যে প্রধান সমস্যা হচ্ছে : কতকগুলো ব্যঞ্জনধ্বনি রয়েছে যেগুলোর উচ্চারিত রূপ এবং লিখিত রূপ একরকম নয়। তাছাড়া আছে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির বিচিত্র উচ্চারণ-সমস্যা। নিম্নে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণের সূত্রগুলো সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো :

ঙ

আধুনিক বাংলা ভাষায় 'ঙ' এর উচ্চারিত রূপ হচ্ছে অনুস্বারের মতো : 'অঙ্'। আধুনিক ভাষায় ঙ-এর যুক্তরূপ এবং স্বতন্ত্র উচ্চারণে কোন প্রভেদ নেই। যেমন : রঙ, রাঙা, বেঙ ইত্যাদি।

ঞ

১. 'ঞ' এর উচ্চারণ সাধারণত অনুনাসিক 'য়ঁ' অর্থাৎ 'ইঁঅঁ' রূপে হয়ে থাকে। যেমন: মিঞা(মিয়াঁ), ভূঞা(ভুঁইয়া) ইত্যাদি।

২. 'ঞ' সাধারণত 'চ'-বর্গের চারটি বর্ণের পূর্বে যুক্তাবস্থায় ব্যবহৃত হয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে 'চ'- এর পরে বসে এবং বাংলা উচ্চারণে দন্ত্য 'ন'-এর মতো হয়। যেমন: পঞ্চ(পন্‌চো), ব্যঞ্জন(ব্যান্‌জোন্), অঞ্চল(অন্‌চল্) ইত্যাদি।

ঞ্জ (ঞ্ + জ)

'ঞ্জ'-যুক্তধ্বনিতে 'ঞ্জ' এর উচ্চারণ 'ন' হলেও 'জ'- এর উচ্চারণ অবিকৃত, কিন্তু জ্ + ঞ = 'জ্ঞ' -তে 'জ' এবং 'ঞ' বর্ণ দুটির কোনটিরই উচ্চারণ নেই। সংস্কৃতে এর উচ্চারণ ছিল 'জঞ' (অনেকটা 'জ্যা' এর মতো)। কিন্তু বাংলায় শব্দের আদিতে এর উচ্চারণ হয় অনেকটা 'গঁ' বা 'গ্যঁ' এর মতো। আর শব্দের মধ্যে ও অন্তে উচ্চারিত হয়ে 'গগঁ' এর মতো। যেমন: জ্ঞান(গ্যাঁন্), জ্ঞাপন(গ্যাঁপন্), বিজ্ঞান (বিগ্‌গ্যাঁন), অজ্ঞ (অগ্‌গোঁ), বিশেষজ্ঞ(বিশেশোগ্‌গোঁ) ইত্যাদি।

ণ

'ণ' ও 'ন'এর উচ্চারণ প্রায় অভিন্ন। যেমন : রণ(রন্), পাষাণ(পাশান্), তরুণ(তোরুণ) ইত্যাদি।

ষ

বাংলা ভাষায় 'য' এবং 'জ' এর উচ্চারণে ততটা পার্থক্য নেই। 'য' উচ্চারিত হয় 'জ' রুপে। যেমন : যম(জম্), জামাই(জামাই), যখন(যখোন্), যত(যতো), যুক্তি(জুক্‌তি), জল (জল্) ইত্যাদি।

শ, ষ, স

এ তিনটি 'শ' বাংলা ভাষার উচ্চারণে কেবল বিশেষ বিশেষণে বিশেষিত। আসলে এ তিনটিই 'শ' রূপে উচ্চারিত হয়।

১.'ন' এবং 'র'-এ সঙ্গে যুক্তরূপে শ এর উচ্চারণ সর্বত্র ইংরেজি S এর মতো। যেমন: প্রশ্ন(প্রোসনো), শ্রী(স্রি) ইত্যাদি।

২. শ এর সঙ্গে 'ঋ' কিংবা 'ল' যুক্ত করলে 'শ' উচ্চারণ এর মতো হবে। যেমন: শৃগাল(সৃগাল্), অশ্লীল(অস্‌স্লিল্) ইত্যাদি।

৩. শ-এর সঙ্গে ব-ফলা এবং য-ফলা যুক্ত করলে শ-এর উচ্চারণ এর মতো হবে। যেমন: বিশ্ব(বিশ্‌শো), দৃশ্য (দৃশ্‌শো) ইত্যাদি।

৪. ষ-এর অন্তে ক, ণ, প, ফ এবং ম যুক্ত করলে ষ-এর উচ্চারণ সর্বত্র শ-এর মতো হয়। যেমন : গ্রীস্ম(গ্রিস্‌শোঁ), পরিষ্কার(পোরিশ্‌কার্) ইত্যাদি।

ং (অনুস্বার)

বাংলা ভাষায় ং (অনুস্বার)-এর উচ্চারণ সর্বত্র 'অঙ' এর মতো। যেমন : বংশ(বঙ্‌শো), মাংস(মাঙ্‌শো), রং (রঙ্), সংজ্ঞা(শঙ্‌গাঁ) ইত্যাদি।

ঃ (বিসর্গ)

আধুনিক বাংলা ভাষায় 'ঃ' (বিসর্গ) এর উচ্চারণ সাধারণত হয় না। তবে শব্দের অন্তে বিসর্গ থাকলে শেষের অ-এর উচ্চারণ ও-কারান্ত হয়ে থাকে। যেমন : পুনঃ (পুনো), প্রণতঃ (প্রোনতো) ইত্যাদি।

পদের মধ্যে বিসর্গ থাকলে বিসর্গ-পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন: নিঃশেষ (নিশ্‌শেশ্), দুঃখ(দুক্‌খো), দুঃসময়(দুশ্‌শময়), অতঃপর (অতোপ্‌পর্) ইত্যাদি।

ঁ (চন্দ্রবিন্দু)

চন্দ্রবিন্দু একটি অনুনাসিক বর্ণ। অনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় নাক ও মুখের মিলিত দ্যোতনায়। বাংলাদেশের সর্বত্র এ উচ্চারণ নিখুঁত হয় না। কিন্তু এর উচ্চারণবিকৃতির জন্য অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন: কাদা (কর্দম), কাঁদা(কান্না), শাখা(ডাল), শাঁখা(শঙ্খ), পাক(পবিত্র), পাঁক(পঙ্ক), গাঁদা(ফুল বিশেষ), গাদা (ঠাসা) ইত্যাদি।

ব-ফলা

১. পদের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে 'ব'-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত সে 'ব'-ফলার কোন উচ্চারণ হয় না। যেমন: স্বদেশ(শদেশ্), ত্বক(তক্), ধ্বনি (ধোনি), স্বামী (শামি) ইত্যাদি।

২. পদের মধ্যে কিংবা শেষে 'ব'-ফলা থাকলে সংযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন : বিশ্ব (বিশ্‌শো), বিদ্বান (বিদ্‌দান্), দাসত্ব (দাশোত্‌তো), অশ্ব (অশ্‌শো) ইত্যাদি।

৩. বাংলা শব্দে 'ক্' থেকে সন্ধির সূত্রে আগত 'গ্' এর সঙ্গে 'ব'-ফলা যুক্ত হলে সেক্ষেত্রে 'ব' এর উচ্চারণ প্রায়শ অবিকৃত থাকে। যেমন: দিগ্বিদিক (দিগ্‌বিদিক্), দিগ্বিজয় (দিগ্‌বিজয়্), ঋগ্বেদ (রিগ্‌বেদ্) ইত্যাদি।

৪. উৎ(উদ্) উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের 'ৎ(দ্)-এর সঙ্গে 'ব'-ফলার 'ব' বাংলা উচ্চারণে সাধারণত অবিকৃত থাকে। যেমন : উদ্বোধন (উদ্‌বোধন্), উদ্বেগ (উদ্‌বেগ্), উদ্বাস্তু (উদ্‌বাস্‌তু), উদ্বিগ্ন (উদ্‌বিগ্‌নো) ইত্যাদি।

৫. 'ব' এবং 'ম' এর সঙ্গে 'ব'ফলা যুক্ত হলে সেই 'ব' এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন: সাব্বাশ(শাব্‌বাশ্), তিব্বত(তিব্‌বত্), লম্ব (লম্‌বো), সম্বর্ধনা(শম্‌বর্‌ধোনা) ইত্যাদি।

৬. যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে 'ব'-ফলা যুক্ত হলে 'ব'-ফলার উচ্চারণ হয় না, তবে সে-ব্যঞ্জনের উচ্চারণে অতিরিক্ত ঝোঁক পড়ে। যেমন: উজ্জ্বল (উজ্‌জল্), উচ্ছ্বাস (উচ্‌ছাস্) ইত্যাদি।

ম-ফলা (্ম)

১. পদের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে ম-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত তার কোন উচ্চারণ হয় না, তবে প্রমিত উচ্চারণে ম-ফলাযুক্ত বর্ণটি সামান্য নাসিক্য-প্রভাবিত হয়ে ওঠে। যেমন : শ্মশান (শঁশান), স্মৃতি (সৃঁতি), স্মারক (শাঁরোক্) ইত্যাদি।

২. পদের মধ্যে বা অন্তে ম-ফলা সংযুক্ত বর্ণের সাধারণত দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। এই 'ম' যেহেতু অনুনাসিক ধ্বনি সেজন্য দ্বিত্ব উচ্চারিত শেষ ধ্বনিটির সাধারণত সামান্য নাসিক্য প্রভাবিত হয়। যেমন : ছদ্ম (ছদ্‌দোঁ), পদ্ম (পদ্‌দোঁ), রশ্মি (রোশ্‌শিঁ), ভশ্ম (ভশ্‌শোঁ), মহাত্মা (মহাত্‌তাঁ) ইত্যাদি।

৩. পদের মধ্যে কিংবা অন্তে সর্বগ্র 'ম'-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না। গ, ঙ, ট, ণ, ন, ম, ল-এর সঙ্গে সংযুক্ত 'ম' এর উচ্চারণ সাধারণত অবিকৃত থাকে। যেমন : যুগ্ম (জুগ্‌মো), কুট্মল(কুট্‌মল্), মৃন্ময়(মৃন্‌ময়্), উন্মাদ(উন্‌মাদ্), সম্মান(শম্‌মান্), বাল্মীকি (বাল্‌মিকি) ইত্যাদি।

৪. যুক্ত ব্যাঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত 'ম'-ফলার কোন উচ্চারণ হয় না, তবে এক্ষেত্রেও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের শেষ বর্ণটিকে প্রমিত উচ্চারণে সামান্য আনুনাসিক করে তোলে। যেমন : লক্ষ্মণ (লক্‌খোঁন্), সূক্ষ্ম(শুক্‌খোঁ) ইত্যাদি।

৫. কতকগুলো কৃতঋণ শব্দের উচ্চারণে ম-এর প্রকৃত উচ্চারণ হয়। যেমন: কুষ্মা-(কুশ্‌মান্‌ডো), কাশ্মীর(কাশ্‌মির্‌) ইত্যাদি।

য-ফলা (্য)

১. পদের প্রথম বর্ণের 'য'-ফলা (্য) যুক্ত হলে বর্ণটির উচ্চারণে সামান্য শ্বাসাঘাত পড়ে এবং বর্ণটি অ-কারান্ত বা আ-কারান্ত হলে প্রায়শ তার উচ্চারণ 'অ্যা'-কারান্ত হয়। যেমন : ব্যর্থ(ব্যার্‌থো), ব্যবস্থা(ব্যাবোস্‌থা), ব্যথা (ব্যাথা), ব্যবসা(ব্যাব্‌শা), ব্যাকরণ (ব্যাকরোন্‌), ন্যায় (ন্যায়্‌) ইত্যাদি।

২. পদের আদ্য বর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত য-ফলার পরে যদি/ঈ-কার থাকে, তবে সেক্ষেত্রে তার উচ্চারণ সাধারণত অ্যা-কার না হয়ে 'এ'-কারান্ত হয়। যেমন : ব্যতীত (বেতিতো), ব্যক্তি(বেক্‌তি), ব্যতিক্রম(বেতিক্‌ক্রোম), ব্যক্তিত্ব(বেক্‌তিত্‌তো) ইত্যাদি।

৩. পদের মধ্যে কিংবা অন্তে সংযুক্ত ব্যঞ্জবর্ণের সঙ্গে য-ফলা যুক্ত হলে সাধারণত তার কোন উচ্চারণ হয় না। যেমন: সন্ধ্যা(শোন্‌ধা), স্বাস্থ্য(শাস্‌থো), অন্ত্য(অন্‌তো) ইত্যাদি।

৪. পদের মধ্য ও অন্ত্য বর্ণে-য-ফলা সংযুক্ত হলে সে বর্ণটি দুবার উচ্চারিত হয়। যেমন: অদ্য(ওদ্‌দো), মধ্য (মোদ্‌ধো), শস্য(শোশ্‌শো), কন্যা(কোন্‌না), বন্যা(বোন্‌না), গদ্য(গোদ্‌দো) ইত্যাদি।

র-ফলা (্র)

১. র-ফলা যদি পদের মধ্য বা অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তবে সে বর্ণটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হবে। যেমন : বিদ্রোহ (বিদ্‌দ্রোহো), রাত্রি(রাত্‌ত্রি), ছাত্র (ছাত্‌ত্রো), তীব্র(তিব্‌ব্রো), ধাত্রী(ধাত্‌ত্রি) ইত্যাদি।

২. পদের আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে র-ফলা সংযুক্ত হলে ওই বর্ণের উচ্চারণ ও-কারান্ত হবে। যেমন : প্রকাশ (প্রোকাশ্‌), গ্রন্থ (গ্রোন্‌থো), ব্রত (ব্রোতো), শ্রম (স্রোমো) ইত্যাদি।

৩. সংযুক্ত বর্ণে র-ফলা যুক্ত হলে তার উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন : কেন্দ্র (কেনদ্রো), যন্ত্র (জন্‌ত্রো), অস্ত্র (অস্‌ত্রো)।

ল-ফলা ()

১. পদের আদিতে -ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ প্রায়শ অবিকৃত থাকে এবং কোন দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না। যেমন : ক্লান্ত(ক্লান্‌তো), ম্লান(ম্লান্‌), প্লাবন(প্লাবোন্‌), ক্লেশ (ক্লেশ) ইত্যাদি।

২. ল-ফলা যুক্ত সংযুক্ত বর্ণ পদের মধ্যে বা অন্তে বসলে তার উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন : অশ্লীল (অস্‌স্লিল), আশ্লেষ (আস্‌শ্লেশ্‌), অশ্ল(অম্‌ম্লো) ইত্যাদি।

হ-সংযুক্ত বর্ণ

'হ' যখন স্বাধীন বর্ণরূপে পদে ব্যবহৃত হয়, তখন উচ্চারণে কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু এই বর্ণটি যখনর ঋ, ণ, ন, ম, য, র, ল, ব ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মতো ব্যবহৃত হয়, তখন উচ্চারণে নানা প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন :

১. হ + ঋ(ৃ) : হৃদয় (যৎরদয়্‌),সুহৃদ (সুযৎদ্‌), হৃদপি- (যৎরত্‌পিন্‌ডো) ইত্যাদি। এখানে 'হ' এর উচ্চারণ 'হিরি' বা কেবল 'রি' নয়, মহাপ্রাণ ওযৎব্র।

২. হ + র (্র) : হ্রদ (ৎযঅদ্‌),হ্রাস (ৎযধশ্‌), হ্রেষা (ৎযবশা) ইত্যাদি। এখানে 'হ' এর উচ্চারণ 'হর্‌' বা 'রহ' নয় 'রহ্‌' বঞৎস্ব।

৩. হ + ণ/ন : অপরাহ্ণ(অপোরান্‌হযড়), মধ্যাহ্ন (মোদ্‌ধান্‌হযড়) ইত্যাদি।

৪. হ + ম : ব্রাহ্মণ (ব্রাম্‌সযড়ন্‌), ব্রাহ্ম (ব্রাম্‌সযড়) ইত্যাদি।

৫. হ + য (্য) : উহ্য (উজ্‌ঝো), দাহ্য(দাজ্‌ঝো), সহ্য (শোজ্‌ঝো)।

৬. হ + ল : আহ্লাদ (আল্‌ষযধদ্‌)।

৭. হ + ব : আহ্বান (আওভান), জিহ্বা(জিউভা) ইত্যাদি।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
অত্যন্ত	ওত্‌তোন্‌তো	চক্রবাক	চক্‌ক্রোবাক্‌
অধ্যক্ষ	ওদ্‌ধোক্‌খো	চর্যাপদ	চোর্‌জাপদ
অত্যাচার	ওত্‌তাচার	প্রথম	প্রোথোম্‌
অধ্যাপক	ওদ্‌+ধাপোক	প্রজ্ঞা	প্রোগ্‌গাঁ
অদ্য	ওদ্‌দো	পদ্ম	পদ্‌দোঁ
অভিজ্ঞ	ওভিগ্‌গোঁ	পদ্য	পোদ্‌দো
অঙ্গুলি	ওঙ্‌গুলি	বিহ্বল	বিউভল্‌
অভিধান	ওভিধান্‌	নদী	নোদি
অসীম	অশিম্‌	পুনঃপুনঃ	পুনোপ্‌পুনো
অনিঃশেষ	অনিশ্‌শেশ্‌	পদ্য	পোদ্‌দো
আহ্বান	আওভান্‌	দুঃসাহস	দুশ্‌শাহোশ্‌
আবৃত্তি	আবৃত্‌তি	দক্ষ	দোক্‌খো
আত্মহত্যা	আত্‌তোঁহোত্‌তা	দ্বিপ্রহর	দিপ্‌প্রোহর্‌
এক	অ্যাক্‌	দীনবন্ধু	দিনোবোনধু
একাডেমি	অ্যাকাডেমি	নাগরিক	নাগোরিক
ঐকমত্য	ওইকোমত্‌তো	ব্যাখ্যা	ব্যাক্‌খা
ঐশ্বর্য	ওইশ্‌শোর্‌জো	বিজ্ঞপ্তি	বিগ্‌গোঁপ্‌তি
ঔষধ	ওউশধ্‌	যুগ্ম	জুগ্‌মো

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
আত্মীয়	আত্‌তিয়োঁ	রূপসী	রু+পোশি
উদাহরণ	উদাহরোন্‌	সহস্র	শহোস্‌স্রো
ঋগ্বেদ	রিগ্‌বেদ্‌	সংরক্ষণ	শঙ্‌রোক্‌খোন্‌
এখন	অ্যাখোন্‌	স্মর্তব্য	শঁর্‌তোব্‌বো
একা	অ্যাকা	মন	মোন্‌
কক্ষ	কোক্‌খো	চিহ্ন	চিন্‌হো
খাদ্য	খাদ্‌দো	সমন্বয়	শমোন্‌নয়
গ্রীষ্মকাল	গ্রিশ্‌শোঁকাল্‌	সাহায্য	শাহাজ্‌জো
জয়ধ্বনি	জয়োদ্‌ধোনি	সংগীত	শোঙ্‌গিত্‌
জ্ঞাত	গ্যাঁতো	সদস্য	শদোশ্‌শো
তটিনী	তোটিনি	স্বাগত	শাগতো
সরণ	শরোন্‌	সংগ্রহ	শঙ্‌গ্রোহো
রক্ষক	রোক্‌খোক্‌	লক্ষণ	লোক্‌খোন
চলন্ত	চলোন্‌তো	শুস্ক	শুশ্‌কো
ছাত্র	ছাত্‌ত্রো	শুল্ক	শুল্‌কো
গণিত	গোনিতো, গোনিত্‌	ষান্মাসিক	শান্‌মাশিক্‌
চরিত্র	চোরিত্‌ত্রো	সন্ধ্যা	শোন্‌ধা

এক কথায় উত্তর

১. **অ-ধ্বনি উচ্চারণে রূপ কয়টি?**
উত্তর: ২টি ।

২. **'যুগ্ম' শব্দের উচ্চারণ কী?**
উত্তর: জুগ্‌মো ।

৩. **বাংলা একাক্ষর শব্দে ও-কারের উচ্চারণ কেমন হয়?**
উত্তর: হ্রস্ব ।

৪. **'অ' বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণের উদাহরণ-**
উত্তর: অনেক, কথা, অনাথ ।

৫. **'জ্ঞাত' শব্দের উচ্চারণ কী?**
উত্তর: গ্যাঁতো ।

৬. **'ঋ' বর্ণের উচ্চারণ কী?**
উত্তর: 'রি' ।

৭. **ফলা হিসেবে 'ধ' বর্ণের উচ্চারণ কেমন?**
উত্তর: স্বাতন্ত্র্য ।

৮. **শব্দের প্রথমে 'ম'- ফলার উচ্চারণ কী?**
উত্তর: 'ম' ফলার উচ্চারণ হয়না ।

৯. **'বিদ্রোহ' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কী হবে?**
উত্তর: বিদ্‌দ্রোহো ।

১০. **'ষ' বর্ণের উচ্চারণ কেমন?**
উত্তর: সব সময় 'শ' ।

১১. **'ঊনবিংশ' শব্দের উচ্চারণ কী হবে?**
উত্তর: উনোবিঙ্‌শো ।

১২. **প্রথমে 'অ' এরপর 'ই'-কার, 'উ'-কার থাকলে তার উচ্চারণ কী হবে?**
উত্তর: 'ও' কারের মতো ।

১৩. **'অ' যদি ও কারের মতো উচ্চারণ হয় তাহলে-**
উত্তর: সংবৃত ।

১৪. **'গ্রন্থ' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কী?**
উত্তর: গ্রোন্‌থো ।

১৫. **শব্দের শুরুতে 'স' বা 'সহিত' অথবা 'সম্পূর্ণ' অর্থে 'অ' বসলে তার উচ্চারণ হবে-**
উত্তর: স্বাভাবিক ।

১৬. **'বক্তৃতা' শব্দের উচ্চারণ কী হবে?**
উত্তর: বোক্‌তৃতা ।

১৭. **'বিশেষজ্ঞ' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কী হবে?**
উত্তর: বিশেশোগ্‌গোঁ ।

১৮. **আধুনিক বাংলা ভাষায় 'ঙ' এর উচ্চারিত রূপ কী হবে?**
উত্তর: অনুস্বারের মতো ।

১৯. **'ঞ' এর উচ্চারণ কী?**
উত্তর: য়ঁ/হঁঅঁ ।

২০. **'নিঃশেষ' শব্দের উচ্চারণ কী হবে?**
উত্তর: নিশ্‌শেশ্‌ ।

২১. **'আহ্বান' শব্দে সঠিক উচ্চারণ কী?**
উত্তর: আওভান ।

২২. **'কর্তব্য' শব্দের উচ্চারণ কী হবে?**
উত্তর: কর্‌তোব্‌বো ।

২৩. **'অক্ষর' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কী?**
উত্তর: ওক্‌খোর ।

২৪. **'অত্যুক্তি' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ কী?**
উত্তর: ওত্‌তুক্‌তি ।

২৫. **'পরিতুষ্ট' শব্দের ঠিক উচ্চারণ কী হবে?**
উত্তর: পোরিতুশ্‌টো ।

২৬. **'প্রবন্ধ' শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ কী?**
উত্তর: প্রোবোন্‌ধো ।

২৭. **'বিহ্বল' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কী হবে?**
উত্তর: বিউ্‌ভল্‌ ।

২৮. **'উদ্যোক্তা' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ কী?**
উত্তর: উদ্‌দোক্‌তা ।

২৯. **'অপরাহ্ন' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কী?**
উত্তর: অপোরান্‌হো ।

৩০. **'ব্রহ্মাণ্ড' শব্দের উচ্চারণ কী হবে?**
উত্তর: ব্রোম্‌হান্‌ডো ।

৩১. **'আবৃত্তি' শব্দের উচ্চারণ কী?**
উত্তর: আবৃত্‌তি ।

Teacher's Work

১. **'মণিমঞ্জুষা' শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ হলো-** [Karmasangsthan Bank (Assistant Officer)- 2021]
ক মনিমোঞ্জুশা খ মণিমোনঞ্জুসা গ মোণিমোনঞ্জুষা ঘ মোনিমোন্‌ঞ্জুশা — ঘ

২. **'বিহ্বলতা'র প্রমিত উচ্চারণ হলো-** [Probashi Kallyan Bank Officer (General)- 2021]
ক বিহভলতা খ বিউভলতা গ বিওভলোতা ঘ বিওভোলতা — খ

৩. **'সন্তরণ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হলো-** [Combined 7 Banks & 1 Financial Institutions (Senior Officer)- 2021]
ক সন্‌তোরন খ শন্‌তরোন্‌ গ শন্‌তরন্‌ ঘ সন্তরোন্‌ — গ

৪. **'আহবান' এর প্রকৃত উচ্চারণ কোনটি?** [Janata Bank Ltd. AEO-19]
ক আওভান খ আহ্বান গ আহবান ঘ আবহান — ক

অক্ষর

অক্ষর হচ্ছে বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ। ইংরেজিতে বলা হয় সিলেবল (Syllable)। অর্থাৎ কোনো শব্দের যতটুকু অংশ একটানে বা এক ঝোঁকে উচ্চারিত হয়, তাকে বাংলা ভাষায় অক্ষর বলে। যেমন- 'চিরজীবী' শব্দে ৪টি অক্ষর রয়েছে: চি, রো, জী, বী এবং নির্জন শব্দে ২টি অক্ষর: নির্-জন, ইংরেজি ভাষায় অক্ষরকে syllable বলা হয়।

সাধারণ অর্থে অক্ষর বলতে বর্ণ বা হরফ (Letter)-কে বোঝালেও অক্ষর ও বর্ণ পরস্পরের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ নয়। বর্ণ বা হরফ হচ্ছে ধ্বনির লিখিত রূপ বা ধ্বনি-নির্দেশক চিহ্ন বা প্রতীক। ভাষাতাত্ত্বিকরা অক্ষরকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-

- 'নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একই বক্ষস্পন্দনের ফলে যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একবারে উচ্চারিত হয়, তাকেই সিলেবল বা অক্ষর বলা যেতে পারে।' -মুহম্মদ আব্দুল হাই
- 'কোনো শব্দে যখন যে ধ্বনিসমষ্টি একসময়ে একত্রে উচ্চারিত হয়, তাকে অক্ষর বলে।' -ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
- 'এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি সমষ্টির নাম অক্ষর (সিলেবল)।' উচ্চারণের উপর ভিত্তি করে অক্ষর দুই প্রকার-

১.মুক্তাক্ষর/স্বরান্ত অক্ষর:	যে অক্ষর উচ্চারণে কোন বাধা পায় না তাকে মুক্তাক্ষর বলে। মুক্তাক্ষরের চিহ্ন হলো (◡) এরূপ।
২.বদ্ধাক্ষর / ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর	অক্ষর উচ্চারণে বাধা পায় তাকে বদ্ধাক্ষর বলে। বদ্ধাক্ষরের চিহ্ন হলো এরূপ –।

বদ্ধাক্ষর এবং মুক্তাক্ষরের চিহ্নসহ উদাহরণ

তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলো। উল্লিখিত বাক্যে মোট ১১টি অক্ষর আছে। তোম, সাম, নের এ ৩টি হলো বদ্ধাক্ষর। কেননা এগুলো স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারণ করতে বাধা প্রাপ্ত হয়। রা, দি, কে, এ, গি, য়ে, চ, লো -এ ৮টি মুক্তাক্ষর। কেননা এগুলো উচ্চারণে কোন বাধা নেই।

এক কথায় উত্তর

১. **এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি সমষ্টির নাম কী?**
উত্তর: অক্ষর।

২. **অক্ষর কয় প্রকার?**
উত্তর: ২ প্রকার।

৩. **যে অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় তার নাম কী?**
উত্তর: স্বরান্ত অক্ষর।

৪. **শব্দের যতটুকু অংশ একটানে বা এক ঝোঁকে উচ্চারিত হয় তার নাম কী?**
উত্তর: অক্ষর।

৫. **যে অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে কী বলে?**
উত্তর: ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর।

৬. **"কোনো শব্দে যখন যে ধ্বনিসমষ্টি একসময়ে একত্রে উচ্চারিত হয়, তাকে অক্ষর বলে"- এ উক্তিটি কে করেন?**
উত্তর: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

৭. **উচ্চারণের একক কী?**
উত্তর: অক্ষর।

Teacher's Work

১. **অক্ষর কী?**
ক বর্ণ খ ধ্বনি গ বাক্য ঘ কথার টুকরো অংশ **ঘ**

২. **নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে কী বলে?** [৪১তম বিসিএস]
ক যৌগিক খ অক্ষর গ বর্ণ ঘ মৌলিক স্বরধ্বনি **খ**

৩. **অক্ষর অনুযায়ী যেসব ভাষা লেখার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাকে কোন ধরনের লেখা বলে?**
ক বর্ণভিত্তিক খ অক্ষরভিত্তিক গ ভাবাত্মক ঘ ভাষাভিত্তিক **খ**

Unique Question for Student Practice

১. **পরের 'ই' কার ও 'উ' কার আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কী বলে?**
ক স্বরাগম খ বিপ্রকর্ষ
গ অপিনিহিতি ঘ অভিশ্রুতি **গ**

২. **একই স্বরের পুনরাবৃত্তি না করে মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তাকে কী বলে?**
ক সম্প্রকর্ষ খ পরাগত
গ স্বরসঙ্গতি ঘ অসমীকরণ **ঘ**

৩. **কোনটিতে মধ্যস্বরলোপ ঘটেছে?**
ক গামছা খ মশারি
গ লুঙ্গি ঘ চাদর **ক**

৪. **শরীর > শরীল কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?**
ক স্বরলোপ খ বিষমীভবন
গ অভিশ্রুতি ঘ বর্ণ বিকৃতি **খ**

৫. **'ফলাহার' থেকে 'ফলার' শব্দটি হওয়ার কারণ-**
ক ধ্বনি বিপর্যয় খ বর্ণদ্বিত্ব
গ বর্ণাগম ঘ বর্ণলোপ **ঘ**

৬. **পর্তুগিজ 'আনানস' বাংলায় 'আনারস' এটি কী ধরনের পরিবর্তন?**
ক সাদৃশ্য খ বৈসাদৃশ্য
গ অর্থগত ঘ ধ্বনিতাত্ত্বিক **ঘ**

৭. মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হলে, তাকে বলে-
ক অভিকর্ষ খ অভিশ্রুতি
গ ক্ষীণায়ন ঘ বিপ্রকর্ষ **গ**

৮. নিচের কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ?
ক রিসকা খ বিলিতি
গ শেয়াল ঘ ইসকুল **ক**

৯. কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ?
ক শরীল > শরীর খ হংস > হাঁস
গ লাফ > ফাল ঘ দুর্গা > দুগ্‌গা **গ**

১০. কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা কিসের উদাহরণ?
ক ধ্বনি বিপর্যয় খ অভিশ্রুতি
গ ব্যঞ্জন চ্যুতি ঘ ব্যঞ্জন বিকৃতি **ঘ**

১১. 'মেছো' শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় কি?
ক মাছ + ও খ মাছ + উয়া > ও
গ মাছি + উয়া > ও ঘ মেছ + ও **খ**

১২. ভাষার পরিবর্তন কিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত?
ক শব্দের পরিবর্তনের সাথে খ বাক্যের পরিবর্তনের সাথে
গ ধ্বনির পরিবর্তনের সাথে ঘ পদ পরিবর্তনের সাথে **গ**

১৩. কোনটি স্বরাগমের উদাহরণ?
ক পিরীতি খ বিলিতি
গ বসতি ঘ উড়নি **ক**

১৪. কোনটি আদি স্বরাগম?
ক স্নেহ > সিনেহ খ রত্ন > রতন
গ স্ত্রী > ইস্ত্রী ঘ গ্রাম > গেরাম **গ**

১৫. স্বরভক্তির অপর নাম কী?
ক অভিশ্রুতি খ অন্ত্যস্বরাগম
গ অপিনিহিতি ঘ বিপ্রকর্ষ **ঘ**

১৬. 'মধ্য স্বরাগম'- এর অপর নাম কী?
ক অসমীকরণ খ বিপ্রকর্ষ
গ বিষমীভবন ঘ সমীভবন **খ**

১৭. সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্বরের আগমনকে কী বলে?
ক বিপ্রকর্ষ খ স্বরসঙ্গতি
গ অভিশ্রুতি ঘ সমীভবন **ক**

১৮. কোনটির স্বরভক্তির উদাহরণ?
ক বিলিতি খ বউদি
গ পোক্ত ঘ পেরেক **ঘ**

১৯. কোনটি অন্ত্যস্বরাগম?
ক বাক্য > বাইক্য খ সত্য > সত্যি
গ করিয়া > কইর‍্যা ঘ ধূলা > ধূলো **খ**

২০. নিচের কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ?
ক উড়ুনী খ রাইত
গ জালুয়া ঘ ছাওয়া **খ**

২১. 'স্মৃতিসৌধ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ–
ক সৃতিশৌউধ্ খ সৃতিসোউধো
গ সৃঁতিশৌড়্ধো ঘ সৃঁতিশৌউধ্ **গ**

২২. 'ব্রহ্মাণ্ড'-এর সঠিক উচ্চারণ কোনটি?
ক ব্রোম্‌হান্‌ডো খ ব্রম্‌হান্‌ডো
গ ব্রম্‌হান্‌ড ঘ ব্রমহন্ড **ক**

২৩. 'কিংবদন্তি'-এর সঠিক উচ্চারণ কোনটি?
ক কিঙ্‌বদন্‌তি খ কিঙ্‌বদোন্‌তি
গ কিংবদোন্‌তি ঘ কিংবদনতি **খ**

২৪. 'পরিতুষ্ট'-এর সঠিক উচ্চারণ কোনটি?
ক পরিতুশ্‌টো খ পরিতুশ্‌ট
গ পোরিতুশ্‌টো ঘ পরিতুস্‌টো **গ**

২৫. 'তত্ত্বাবধান'-এর সঠিক উচ্চারণ–
ক তত্যাবধান্ খ তত্‌তাবধান্
গ তৎতাবধান্ ঘ তৎতাবদান্ **খ**

২৬. 'অপরাহ্ণ'-এর সঠিক উচ্চারণ কোনটি?
ক অপোরান্‌হো খ অপরান্‌হো
ক অপরান্‌হ ঘ অপরাহ্ণ **ক**

Home Work

১. বাংলা ভাষায় কোন স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা উচ্চ অবস্থানে থাকে? [৪৬তম বিসিএস]
ক আ খ এ
গ উ ঘ ও **গ**

২. স্বরান্ত অক্ষরকে কী বলে? [৪৫তম বিসিএস]
ক একাক্ষর খ মুক্তাক্ষর
গ বদ্ধাক্ষর ঘ মুক্তাক্ষর **খ**

৩. ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে কোনটি বর্ণ-বিপর্যয় এর দৃষ্টান্ত? [৪৪তম বিসিএস]
ক রতন খ কবাট
গ পিচাশ ঘ মুলুক **গ**

৪. বড় > বড্ড –এটি কোন ধরনের পরিবর্তন? [৪৩তম বিসিএস]
ক বিষমীভবন খ সমীভবন
গ ব্যঞ্জনদ্বিত্ব ঘ ব্যঞ্জন-বিকৃতি **গ**

৫. অপিনিহিতির উদাহরণ কোনটি? [৪১তম বিসিএস]
ক জন্ম > জম্ম খ আজি > আইজ
গ ডেস্ক > ডেসক ঘ অলাবু > লাবু > লাউ **খ**

৬. নিচের কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়? [৩৫তম বিসিএস]
ক প্রাতিপদিক খ অভিশ্রুতি
গ অপিনিহিতি ঘ ধ্বনি বিপর্যয় **ক**

৭. উচ্চারণের একক (Unit)-কে বলা হয়? [ক.অ.জে.(সিনিয়র অ্যাকাইন্টস ক্লার্ক) '২২]
ক অক্ষর খ অনুসর্গ
গ উপসর্গ ঘ ধ্বনি **ক**

৮. 'প্রথম > পরথম' কী ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন? [বা.প.উ.বো. (হিসাবরক্ষক) '২২; বা.ক্যা. ই.ক. (সহকারী প্রকৌশলী (কমার্শিয়াল) ও সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল) '২১]
ক অসমীকরণ খ অপিনিহিতি
গ বিপ্রকর্ষ ঘ স্বরসাম্য **গ**

৯. দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে কী বলে? [প.ম. (সহকারী পরিচালক)'২৩]
ক সমীভবন খ বিষমীভবন
গ অপিনিহিতি ঘ অসমীকরণ **খ**

১০. 'সত্য' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [Pubali Bank Ltd. JO-2019]
ক শোত্যত খ শত্য
গ সোততো ঘ শোত্‌তো **ঘ**

১১. 'গ্রাহ্য' শব্দের সঠিক উচ্চারণগত বানান হলো- [Janata Bank Senior Officer (Engineering Textile)- 2020]
ক গ্রাজ্‌ঝো খ গাম্‌মো
গ গামমো ঘ গ্রামোমো **ক**

১২. লোকজ শব্দ 'দইয়াল' এর প্রমিত রূপ হলো- [Rupali Bank Ltd. Officer-2019]
ক দেওয়াল খ দয়াল
গ দোয়েল ঘ দইওয়ালা **গ**

১৩. 'মনীষা' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [Pubali Bank Ltd. TAJO Cash-2019]
ক মোনিশা খ মোনিষা
গ মোনীশা ঘ মনিসা **ক**

১৪. 'স্বজন' শব্দের ঠিক উচ্চারণ- [Bangladesh House Building Finance Corporation Senior Officer -2017]
ক সজন খ সজোন
গ শজন্‌ ঘ শজোন্‌ **ঘ**

১৫. কোনটিতে ব-ফলার উচ্চারণ বহাল রয়েছে? [ঢাবি-ক ২১-২২]
ক বিধ্বস্ত খ উদ্বেগ
গ স্বত্ব ঘ দ্বন্দ্ব **খ**

১৬. 'তমিস্রা' শব্দের যথাযথ উচ্চারণ- [ঢাবি-খ ২১-২২]
ক তমিস্‌স্রা খ তমিস্‌রা
গ তোমিস্‌রা ঘ তোমিস্‌স্রা **ঘ**

১৭. 'আহ্বান' এর প্রকৃত উচ্চারণ কী? [রাবি-এ১ ২১-২২]
ক আহবান খ আবহান
গ আহ্বান ঘ আওভান্‌ **ঘ**

১৮. 'মগজ' শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ- [রাবি-এ২ ২১-২২]
ক মোগজ খ মগোজ্‌
গ মগজ ঘ মোগোজ **খ**

১৯. সৌধ শব্দের সঠিক উচ্চারণ- [রাবি-এ৩ ২১-২২]
ক সৌউধ্‌ খ শোউধ্‌
গ সোউধো ঘ শোউ্‌ধো **ঘ**

২০. 'অক্ষর' হচ্ছে- [পিটিআই এর ইন্সট্রাক্টর'১৯]
ক শব্দের অংশ খ পদের অংশ
গ বাক্যের অংশ ঘ ধ্বনির অংশ **ক**

২১. অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে কী বলে? [সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা'১৬]
ক ধ্বনি খ যতি
গ মাত্রা ঘ ছেদ **গ**

২২. উচ্চারণের একক কী? [দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক- ২০১৩]
ক বর্ণ খ ধ্বনি
গ অক্ষর ঘ শব্দ **গ**

২৩. নিচের কোনটি বিষমীভবনের উদাহরণ? [পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব সহকারী- '১৪]
ক লাফ > ফাল খ প্রীতি > পিরীতি
গ দেশি > দিশি ঘ লাল > নাল **ঘ**

২৪. দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তনকে বলে-[বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আমদানি-রপ্তানি অধিদপ্তরের নির্বাহী অফিসার- '১৫]
ক স্বরসঙ্গতি খ বিষমীভবন
গ ধ্বনি বিপর্যয় ঘ ব্যঞ্জন বিকৃতি **গ**

২৫. অন্যোন্য সমীভবনের একটি দৃষ্টান্ত হলো- [Probashi Kallyan Bank Officer (General- 2021]
ক বড্ড খ উচ্ছ্বাস
গ বিলিতি ঘ ফাগুন **খ**

২৬. স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনটি? [নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে জেলা নির্বাচন অফিসার ও সহকারী সচিব- ২০০৪]
ক হইবে > হবে খ রাত্রি > রাইত
গ দেশি > দিশি ঘ হস্ত্র > হত্ত্ব **গ**

২৭. দ্বিতীয়বার ব্যবহারের সময় ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন দ্বারা কোন শব্দটি গঠিত হয়েছে?
ক ফিটফিট খ সরাসরি
গ ছটফট ঘ খটাখট **গ**

২৮. 'বিলাতি > বিলিতি' কিসের উদাহরণ? [Janata & Rupali Bank Ltd. Officer General-2019]
ক মধ্য স্বরাগম খ অপিনিহিতি
গ প্রগত ঘ মধ্যগত **ঘ**

২৯. 'সমাবর্তন' শব্দে কয়টি অক্ষর? [Janata Bank Executive Officer : 2017]
ক সাত খ ছয় গ পাঁচ ঘ চার **ঘ**

৩০. 'Prothesis' এর বাংলা প্রতিশব্দ কোনটি? [বেপজা (BEPZA)-এর সহকারী ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ পরীক্ষা- ২০২১]
ক অন্তস্বরাগম খ অপিনিহিতি
গ আদি স্বরাগম ঘ অসমীকরণ **গ**

৩১. গ্রাম > গেরাম –এখানে কোনটি ঘটেছে? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে/বিভাগ/অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) পদে নিয়োগ পরীক্ষা: ২০১৮]
ক ব্যঞ্জন বিকৃতি খ পরাগত
গ স্বরাগম ঘ অসমীকরণ **গ**

৩২. 'স্নান > সিনান' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া? [Janata Bank Executive Officer : 2017]
ক বিপ্রকর্ষ খ ধ্বনিলোপ
গ সমীভবন ঘ স্বরসংগতি **ক**

৩৩. 'ফাল্গুন > ফাগুন'- এর উদাহরণ। [BKB Officer- 2017]
ক ব্যঞ্জন বিকৃতি খ ব্যঞ্জনচ্যুতি
গ অন্তর্হতি ঘ অভিশ্রুতি **গ**

৩৪. নিম্নের কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ? [জবি (ঘ-ইউনিট): ২০১৬-১৭]
ক স্ত্রী > ইস্ত্রী খ স্বপ্ন > স্বপন
গ ভাগ্য > ভাইগ্য ঘ পূজা > পূজো **গ**

৩৫. নিচের কোনটি বিষমীভবনের উদাহরণ? [পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব সহকারী- '১৪; ৭ম শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা- ২০০১]
ক পিশাচ > পিচাশ খ জন্ম > জম্ম
গ ফাল্গুন > ফাগুন ঘ শরীর > শরীল **ঘ**

৩৬. কোনটি 'বিষমীভবন' এর উদাহরণ? [জবি (ঘ- ইউনিট) : ২০১৬-১৭]
ক লাফ > ফাল খ লাল > নাল
গ কবাট > কপাট ঘ লগ্ন > লগ্‌গ **খ**

৩৭. নিচের কোনটিতে মধ্য-স্বরাগমের প্রয়োগ হয়েছে? [জবি (ঘ- ইউনিট): ২০১৪-১৫]
ক ফিল্ম > ফিলিম খ সত্য > সত্যি
গ স্ত্রী > ইস্ত্রী ঘ শিকা > শিকে **ক**

৩৮. পূর্বধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে কী বলে? [আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব- রেজিস্ট্রার- ২০১৮]
ক পরাগত সমীভবন খ অন্যান্য
গ স্বরলোপ ঘ প্রগত সমীভবন **ঘ**

৩৯. 'স্কুল' শব্দটিকে 'ইস্কুল' উচ্চারণে ধ্বনির এ পরিবর্তনকে বলা হয়– [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (গ ইউনিট) : ২০০৭-০৮]
ক আদি স্বরাগম খ বিপ্রকর্ষ
গ পরাগত ঘ অপিনিহিত **ক**

৪০. রত্ন > রতন হওয়ার ধ্বনিসূত্র– [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় : ২০০৮-০৯]
ক স্বরভক্তি খ স্বরসংগতি
গ অপিনিহিতি ঘ অভিশ্রুতি **ক**

৪১. আশু > আউশ- এটি ধ্বনি পরিবর্তনের কোন নিয়মের উদাহরণ? [সহকারী ভূতত্ত্ববিদ : ২০০৬]
ক অপিনিহিতি খ সমীভবন
গ বিপ্রকর্ষ ঘ বর্ণ বিপর্যয় **ক**

৪২. আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে কোন ধরনের স্বরসংগতি হয়? [আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব-রেজিস্ট্রার : ২০১২]
ক পরাগত খ মধ্যগত
গ প্রগত ঘ অন্যান্য **গ**

৪৩. ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি? [দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক: ২০১৩]
ক আজি → আইজ খ পিশাচ → পিচাশ
গ পাকা → পাক্কা ঘ স্কুল → ইস্কুল **খ**

৪৪. বাক্স > বাস্ক হওয়ার রীতিকে বলা হয়– [জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট): ২০০৮-০৯]
ক ধ্বনি বিপর্যয় খ ধ্বনিসাম্য
গ ধ্বনিলোপ ঘ ব্যঞ্জনাগম **ক**

৪৫. অনুশাসন শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ– [পূবালী ব্যাংক (সিনিয়র অফিসার): ১৭]
ক ওনুশাশোন খ অনুশাশন
গ ওনুশাশন ঘ অনুশাশোন **ক**

৪৬. 'অধ্যাপক' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ- [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (খ ইউনিট) : ১৭-১৮]
ক অদ্‌ধাপক খ অদ্‌ধাপোক
গ ওদ্‌ধাপোক ঘ ওধ্‌ধাপোক্ **গ**

৪৭. জয়ধ্বনি শব্দটির সঠিক উচ্চারণ কোনটি? [জুনিয়র অডিটর পদে পরীক্ষা : ১৯]
ক জয়দ্‌ধ্বোনি খ জয়োদ্‌ধোনি
গ যয়োদ্‌ধোনি ঘ যয়োদ্‌ধনি **খ**

৪৮. নিচের কোনটি গ্রীষ্ম-এর সঠিক উচ্চারণ? [তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সহকারী পরিচালক: ১৮]
ক গ্রিশ্‌শোঁ খ গ্রিশ্‌সো
গ গ্রিসশো ঘ গ্রিষশোঁ **ক**

৪৯. অধ্যাবসায়-এর সঠিক উচ্চারণ– [অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সঞ্চয় অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক: '১৭]
ক ওধধোবশায় খ অদ্‌ধোবশায়
গ ওদ্‌ধোবশায় ঘ ওদ্‌ধবসায় **গ**

৫০. নিচের কোনটি অধিকতর এর সঠিক উচ্চারণ? [পূবালী ব্যাংক জুনিয়র অফিসার: ২০১৭]
ক অধিকতরোও খ অধিকোতরো
গ অধিকতরও ঘ অধিকোত্তরোও **খ**

১. রত্ন > রতন হওয়ার ধ্বনিসূত্র-
ক স্বরভক্তি খ স্বরসংগতি
গ অপিনিহিতি ঘ অভিশ্রুতি

২. পরের 'ই' কার ও 'উ' কার আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কী বলে?
ক স্বরাগম খ বিপ্রকর্ষ
গ অপিনিহিতি ঘ অভিশ্রুতি

৩. আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে, কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি হয়?
ক পরাগত খ মধ্যগত
গ প্রগত ঘ অন্যান্য

৪. ক্লাশ > কিলেশ, প্রীতি > পিরীতি, গ্লাস > গেলাস এগুলো কিসের উদাহরণ?
ক অপিনিহিতি খ আদি স্বরাগম
গ মধ্য স্বরাগম ঘ অন্ত্য স্বরাগম

৫. 'কাঁদনা' > কান্না'- কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ?
ক অভিশ্রুতি খ অপিনিহিতি
গ সমীভবন ঘ বিষমীভবন

৬. ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি?
ক আজি > আইজ খ পিশাচ > পিচাশ
গ পাকা > পাক্কা ঘ স্কুল > ইস্কুল

৭. কোনটি বিষমীভবন এর উদাহরণ?
ক অঙ্ক > আঁক খ লাল > নাল
গ কাচ > কাঁচ ঘ পুথি > পুঁথি

৮. 'ফলাহার' থেকে 'ফলার' শব্দটি হওয়ার কারণ-
ক ধ্বনি বিপর্যয় খ বর্ণদ্বিত্ব
গ অন্তর্হতি ঘ বর্ণলোপ

৯. 'স্মৃতিসৌধ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ–
ক. সৃতিশোউধ্ খ সৃতিসোউধো
গ. সৃঁতিশোউধো ঘ সৃঁতিশোউধ্

১০. 'সমাবর্তন' শব্দে কয়টি অক্ষর?
ক সাত খ ছয়
গ পাঁচ ঘ চার

উত্তরমালা

১	ক
২	গ
৩	গ
৪	খ
৫	গ
৬	খ
৭	খ
৮	গ
৯	গ
১০	ঘ

BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার ০৬

Lecture Contents

আধুনিক যুগ-১

❑ আধুনিক যুগ ও বাংলা গদ্যের উদ্ভব ❑ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও পণ্ডিতগণ ❑ শ্রীরামপুর মিশন ❑ উইলিয়াম কেরি ❑ রামরাম বসু ❑ রাজা রামমোহন রায় ❑ অক্ষয় কুমার দত্ত ❑ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ❑ মদনমোহন তর্কালঙ্কার ❑ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ হ্যানা ক্যাথরিন ম্যালেন্স ❑ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ❑ নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ❑ প্যারীচাঁদ মিত্র ❑ কালীপ্রসন্ন সিংহ ❑ স্বর্ণকুমারী দেবী ❑ লালন সাঁই

আধুনিক যুগ ও বাংলা গদ্যের উদ্ভব

আধুনিক যুগকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়- ১৮০০-১৮৬০ সাল পর্যন্ত প্রথম পর্যায় এবং ১৮৬১ থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়। আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতির প্রচলন ঘটে। দোম আন্তোনিও দ্য রোজারিও রচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' বাংলা গদ্যের প্রাথমিক সূচনা। এটি বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। গ্রন্থটি রোমান হরফে পর্তুগালের লিসবন থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। রোমান ক্যাথলিক পর্তুগিজ পাদ্রি মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁও কর্তৃক ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত এবং ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থটি বাংলা কথ্য ভাষার আদি গ্রন্থ। গ্রন্থটি বর্তমান গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার নাগরী নামক স্থানে লিখিত। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রাসি হ্যালহেড ইংরেজি ভাষায় সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। এর নাম ছিল A Grammar Of the Bengali Language। এটি ছিল আংশিক বাংলা হরফে মুদ্রিত গ্রন্থ।

এক কথায় উত্তর

১. **আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ অবদান কী?**
উত্তর: গদ্য সাহিত্য বা গদ্যরীতি প্রচলন।

২. **আধুনিক যুগকে কয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়?**
উত্তর: ২টি।

৩. **সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন কে?**
উত্তর: ব্রাসি হ্যালহেড (ইংরেজি ভাষায়)।

৪. **আধুনিক যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কী?**
উত্তর: আত্মচেতনা, জাতীয়তাবোধ ও মানবতার জয়জয়কার।

৫. **সাহিত্যে আধুনিক যুগ কবে শুরু হয়?**
উত্তর: ১৮০১-বর্তমান।

৬. **প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ শুরু হয় কবে?**
উত্তর: ১৮৬০ (মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাবের মাধ্যমে)।

৭. **বাংলা সাহিত্যে গদ্যের সূচনা হয় কবে?**
উত্তর: উনিশ শতকে।

৮. **বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টা কোনটি?**
উত্তর: 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' (১৭৪৩)।

৯. **বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রাথমিক নিদর্শন কোনটি?**
উত্তর: ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে আসামের রাজাকে লেখা কোচবিহারের রাজার একটি পত্র।

১০. **'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' কে রচনা করেন?**
উত্তর: ঢাকা ভূষণার জমিদারপুত্র দোম আন্তোনিও।

১১. **বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর: ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ।

১২. **বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর: মিশন সমাচার (১৮০০)।

১৩. **ড. সুকুমার সেনের মতে বাংলা গদ্য সাহিত্যের অভ্যুদয় কাল কত?**
উত্তর: ১৮৪৭-১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

১৪. **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের দ্বিতীয় পর্যায় কোনটি?**
উত্তর: ১৮৬১ থেকে বর্তমান।

১৫. **ড. সুকুমার সেন বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ কে কয়ভাগে ভাগ করেন?**
উত্তর: চার ভাগে।

Teacher's Work

১. বাংলা গদ্য সাহিত্যের উৎপত্তিকাল- [২৮ তম বিসিএস]
ক ষোড়শ শতাব্দী খ সপ্তদশ শতাব্দী
গ অষ্টাদশ শতাব্দী ঘ উনবিংশ শতাব্দী **ঘ**

২. বাংলা কথ্য ভাষার আদি গ্রন্থ কোনটি? [২৯তম বিসিএস]
ক প্রভু যিশু বাণী
খ কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ
গ মিশনারি জীবন
ঘ ফুলমণি ও করুণার বিবরণ **খ**

৩. গদ্য সাহিত্য কোন যুগের সৃষ্টি?
ক প্রাচীন যুগ খ মধ্যযুগ
গ আধুনিক যুগ ঘ অন্ধকার যুগ **গ**

৪. বাংলা সাহিত্যে কখন গদ্যের সূচনা হয়?
ক নবম শতকে খ ত্রয়োদশ শতকে
গ ষোড়শ শতকে ঘ উনিশ শতকে **ঘ**

৫. কোন সাহিত্যাদর্শের মর্মে নৈরাশ্যবাদ আছে?
ক রোমান্টিসিজম খ আধুনিকতাবাদ
গ উত্তরাধুনিকতাবাদ ঘ বাস্তববাদ **গ**

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও পণ্ডিতগণ

লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ খ্রি. ৪ মে, কলকাতার লালবাজারে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ চালু ছিল ১৮০০-১৮৫৪ সাল পর্যন্ত। এ কলেজে বাংলা বিভাগ চালু হয় ১৮০১ সালে। বাংলা গদ্যের বিকাশে প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ অবদান রয়েছে। বাংলা বিভাগের মোট শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১ জন অধ্যক্ষ, ২ জন পণ্ডিত, ৬ জন সহকারী পণ্ডিত। পণ্ডিতগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন উইলিয়াম কেরি, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোলকনাথ শর্মা প্রমুখ। বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন উইলিয়াম কেরি। তিনি ১৮০১ খ্রি. মে মাসে কলেজে যোগদান করেন। বাংলা গদ্যের বিকাশে বিদেশিদের মধ্যে তাঁর অবদান সর্বাধিক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পণ্ডিত হিসেবে যোগদান করেন ১৮৪১ সালে।

গ্রন্থ রচনা :

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে ১৩টি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ রচনা করেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ৫ খানা।

উইলিয়াম কেরি রচিত গ্রন্থ "কথোপকথন ও ইতিহাসমালা"।

বাঙালি রচিত এবং বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র", রচয়িতা রাম রাম বসু। এটি বাংলা ভাষার প্রথম গদ্যের নিদর্শন। রাম রাম বসুকে কেরি সাহেবের মুন্সী বলা হয়। 'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

শ্রীরামপুর মিশন

শ্রীরামপুর মিশন ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। উইলিয়াম কেরি ও জোশুয়া মার্শম্যানের সহায়তায় উইলিয়াম কেরির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ও মিশনের মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়। এটি ছিল ডেনিশদের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি মিশন। ১৮০৮ সালে শ্রীরামপুর ডেনিশদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে চলে আসে। বাংলা গদ্য চর্চায় যে সকল প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, খ্রিস্টান মিশনারীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীরামপুর মিশন' সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করে প্রদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন উইলিয়াম কেরি ও জোশুয়া মার্শম্যান।

বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা গদ্য-চর্চা নতুন গতি পায়। এছাড়াও কলকাতায় চার্লস উইলকিন্সের নির্দেশনানুযায়ী পঞ্চানন কর্মকার মুদ্রণ উপযোগী বাংলা অক্ষর তৈরি করেছিলেন। বাইবেলের অনুবাদ মুদ্রণে তা ব্যবহৃত হয়। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে পরবর্তীকালে রামায়ণ, মহাভারত, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে এই মিশন থেকে 'দিগদর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' নামক পত্রিকা দুটি প্রকাশিত হয়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্যান্য পণ্ডিতদের রচনাবলি

রচয়িতা	সাহিত্যকর্ম
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), হিতোপদেশ' (১৮০৮), 'রাজাবলী' (১৮০৮), 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (১৮১৭), 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮০২)।
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম'
হরপ্রসাদ রায়	'পুরুষ পরীক্ষা'
তারিণী চরণ মিত্র	'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট'
গোলকনাথ শর্মা	'হিতোপদেশ'
চণ্ডীচরণ মুনশি	'তোতা ইতিহাস'

এক কথায় উত্তর

১. **কে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন?**
উত্তর: লর্ড ওয়েলেসলি।

২. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগে মোট কত জন শিক্ষক ছিলেন?**
উত্তর: ৯ জন।

৩. **কী কারণে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা স্মরণীয় হয়ে আছেন?**
উত্তর: প্রথম বাংলা মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনে।

৪. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা বিভাগ চালু করে কখন?**
উত্তর: ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে।

৫. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী?**
উত্তর: বাংলায় কর্মরত ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্রিটিশ অফিসারদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া।

৬. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কার নামে নামকরণ হয়?**
উত্তর: ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়াম।

৭. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কবে বন্ধ হয়?**
উত্তর: ১৮৫৪।

৮. **উইলিয়াম কেরি কী কী গ্রন্থ রচনা করেন?**
উত্তর: কথোপকথন (১৮০১), ইতিহাসমালা (১৮১২)।

৯. **কাকে কেরি সাহেবের মুন্সি বলা হয়?**
উত্তর: রামরাম বসু।

১০. **বাঙালির লেখা বাংলা অক্ষরে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ কী?**
উত্তর: রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১)।

১১. **'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' কে রচনা করেন?**
উত্তর: রামরাম বসু।

১২. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে কয়টি গ্রন্থ রচিত হয়?**
উত্তর: ১৩টি গ্রন্থ।

১৩. **সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ রচনা করেন কে?**
উত্তর: মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

১৪. **রামরাম বসুর গদ্যে কোন প্রভাব বিদ্যমান?**
উত্তর: ফারসি।

১৫. **বাংলা মুদ্রণ যন্ত্র কবে আবিষ্কৃত হয়?**
উত্তর: ১৮০০ সালে।

১৬. **কার সহযোগিতায় মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপিত হয়?**
উত্তর: উইলিয়াম কেরি ও জোশুয়া মার্সম্যানের।

১৭. **কে প্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন?**
উত্তর: চার্লস উইলকিন্স (১৭৭৮ সালে)।

১৮. **ঢাকায় কবে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়?**
উত্তর: বাংলা প্রেস ১৮৬০।

১৯. **শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?**
উত্তর: ১০ জানুয়ারি, ১৮০০ সালে।

২০. **শ্রীরামপুর মিশন থেকে কী কী প্রকাশিত হয়?**
উত্তর: গ্রন্থ: রামায়ণ, মহাভারত। পত্রিকা: দিগদর্শন, সমাচার দর্পন।

২১. **বাংলা অক্ষরের প্রথম নকশা তৈরি করেন কে?**
উত্তর: চালস্ উইলকিন্স।

২২. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?**
উত্তর: ব্রিটিশ অফিসারদের বাংলা শিক্ষা দেয়া।

২৩. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কবে কোথায় স্থাপিত হয়?**
উত্তর: ১৮০০ খ্রি., ৪ মে। কলকাতার লালবাজারে।

২৪. **বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থের নাম নির্দেশ করুন?**
উত্তর: কথোপকথন।

২৫. **বত্রিশ সিংহাসন, 'হিতোপদেশ' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা কে?**
উত্তর: মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

২৬. **'কথোপকথন' 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা কে?**
উত্তর: উইলিয়াম কেরি।

২৭. **বাংলা গদ্য সাহিত্য বিকাশে কোন প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ অবদান রয়েছে?**
উত্তর: ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।

২৮. **উইলিয়াম কেরীর রচনা–**
উত্তর: কথোপকথন।

২৯. **কোন দু'জন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা গ্রন্থ প্রণয়নকারী পণ্ডিত?**
উত্তর: মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামরাম বসু।

৩০. **বাংলা গদ্যের বিকাশে কোন বিদেশির/কার অবদান সর্বাধিক?**
উত্তর: উইলিয়াম কেরি।

৩১. **ফোর্ট উইলিয়াম যুগে সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন-**
উত্তর: মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার।

Teacher's Work

১. **কে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক ছিলেন?** [৩৮তম বিসিএস]
ক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ রামরাম বসু গ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ অক্ষয়কুমার দত্ত **খ**

২. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়-** [২৬তম বিসিএস]
ক ১৮০০ সালে খ ১৮০১ সালে গ ১৮০২ সালে ঘ ১৮০৪ সালে **খ**

৩. **কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়-**
ক ১৮১৮ সালে খ ১৮২৬ সালে গ ১৮০০ সালে ঘ ১৮৮৫ সালে **গ**

৪. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন?**
ক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার খ রামরাম বসু গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ উইলিয়াম কেরি **ঘ**

৫. **'বত্রিশ সিংহাসন' কার রচনা?**
ক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার খ রামরাম বসু গ বিদ্যাসাগর ঘ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় **ক**

উইলিয়াম কেরি

বাংলা গদ্যের বিকাশে উইলিয়াম কেরির নাম সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। উইলিয়াম কেরি প্রথম বাইবেল অনুবাদ করেন 'মঙ্গল সমাচার' নামে। 'কথোপকথন' 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা উইলিয়াম কেরি। তিনি ছিলেন মিশনারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। তার মূল পেশা ছিল পাদুকা নির্মাণ।

রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩)

বাংলা গদ্যের প্রাথমিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ লেখক হিসেবে পরিচিত রামরাম বসু। তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ফারসি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন।
প্রথম দিকে তিনি ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য আসা মিশনারি পাদ্রীদের বাংলা শেখাতেন। তাঁর রচিত গদ্য ছিল ফারসি প্রভাবিত।

- ✓ রামরাম বসু ১৭৫৭ সালে হুগলী জেলার চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।
- ✓ তিনি কেরি সাহেবের মুন্‌শি নামে পরিচিত। কারণ, তিনি ১৭৯৩-১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উইলিয়াম কেরিকে বাংলা শেখান।
- ✓ তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের পণ্ডিত ছিলেন।
- ✓ রামরাম বসু ৭ আগস্ট, ১৮১৩ সালে মারা যান।

প্রশ্ন: রামরাম বসুর সাহিত্যকর্ম কী কী?

উত্তর: 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১): এটি বাঙালির লেখা, বাংলা অক্ষরে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ও বাংলা গদ্যে প্রথম জীবনচরিত। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করার জন্য তিনি এটি রচনা করেন। এ গ্রন্থটি রচনার জন্য তিনি কলেজ থেকে তিনশত টাকা পারিতোষিক পেয়েছিলেন।
'লিপিমালা' (১৮০২): এটি প্রথম বাংলা পত্রসাহিত্য।
'খ্রিষ্টস্তব' 'খ্রিষ্টসঙ্গীত', 'হরকরা', 'জ্ঞানোদয়', 'খ্রিষ্ট বিবরণামৃতং'।

রাজা রামমোহন রায়

ব্রাহ্ম সমাজ হলো সংস্কারপন্থী হিন্দু সমাজ যারা বহু-ঈশ্বরবাদী ধারণা বাদ দিয়ে একেশ্বরবাদী চিন্তা চেতনা লালন করেন। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন ১৮২৮ সালে। তাঁর আন্দোলনের ফলে লর্ড বেন্টিংক ১৮২৯ সালে আইন করে সতীদাহ প্রথা বিলোপ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীকে একই চিতায় জীবন্ত দাহ করার নিয়ম হল সতীদাহ।

রামমোহন রায় রচিত গ্রন্থ: বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫), ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭), গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮), সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নির্বতকের সম্বাদ (১৮১৮)।'সতীদাহ প্রথা' বিলোপ প্রসঙ্গে রামমোহন রায়ের গ্রন্থের নাম হলো প্রবর্তক ও নির্বতকের সম্বাদ। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাংলা গদ্যরীতি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)। রামমোহন রায় সম্পাদিত পত্রিকাগুলো হলো মীরাতুল আখবার (ফারসি ভাষায়), সম্বাদ কৌমুদী (বাংলা ভাষায়), ব্রাহ্মণ সেবধি (ইংরেজি ভাষায়)।

❑ সাময়িক পত্র

দিগদর্শন (এপ্রিল-১৮১৮)	সম্পাদক-জে.সি মার্শম্যান
সমাচার দর্পণ (১৮১৮, সাপ্তাহিক.	সম্পাদক- জে.সি মার্শম্যান
বাঙ্গালা গেজেট (১৮১৮, সাপ্তাহিক.	সম্পাদক- গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য
সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১)	সম্পাদক-রামমোহন রায়
সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২২)	সম্পাদক-ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩৩)	সম্পাদক-দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১)	সম্পাদক- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

এক কথায় উত্তর

১. **রামমোহন রায় রচিত ব্যাকরণ কোনটি?**
উত্তর: গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)।

২. **কে ব্রাহ্মণসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন?**
উত্তর: রামমোহন রায়।

৩. **রামমোহন রায়ের বাংলা ভাষায় সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?**
উত্তর: সম্বাদ কৌমুদী।

৪. **রাজা রামমোহন রায়ের ছদ্মনাম কী?**
উত্তর: শিবপ্রসাদ রায়।

৫. **কে পাঠ্য পুস্তকের বাইরে সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যরীতির ব্যবহার করেন?**
উত্তর: রাজা রামমোহন রায়।

৬. **কে বাংলা প্রবন্ধ রচনার প্রথম কৃতিত্ব দেখান?**
উত্তর: রাজা রামমোহন রায়।

৭. **সম্পত্তিতে স্ত্রীলোকের অধিকার রক্ষায় পথিকৃৎ হলেন-**
উত্তর: রাজা রামমোহন রায়।

৮. **কার প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়?**
উত্তর: রাজা রামমোহন রায়।

৯. **রামমোহন রায় রচিত প্রথম গ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর: বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫)।

১০. **সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয় কবে?**
উত্তর: ৪ ডিসেম্বর, ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে।

১১. **রামমোহন রায়কে 'রাজা' উপাধি দেন কে?**
উত্তর: মোগল বাদশা দ্বিতীয় আকবর (১৮৩০)।

১২. **'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' কে রচনা করেন?**
উত্তর: রাজা রামমোহন রায়।

১৩. **রামমোহন রায় কতসালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন?**
উত্তর: ১৮২৮ সালে।

১৪. **রাজা রামমোহন রায় কি ছিলেন?**
উত্তর: একেশ্বরবাদী।

১৫. বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন কে? নাম কী?
উত্তর: রাজা রামমোহন রায়। গৌড়ীয় ব্যাকরণ।

১৬. কার আন্দোলনের ফলে উইলিয়াম বেন্টিংক আইনের দ্বারা সতীদাহ প্রথা নিরোধ করেন?
উত্তর: রামমোহন রায়।

১৭. বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক প্রত্রিকা কোনটি?
উত্তর: সংবাদ প্রভাকর।

১৮. সতীদাহ প্রথা কত সালে বিলোপ করা হয় ও কে করেন?
উত্তর: ১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক এ প্রথার বিলোপ করেন।

১৯. সতীদাহ প্রথা প্রসঙ্গে রামমোহন রায় রচিত গ্রন্থের নাম কী?
উত্তর: সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তকের সম্বাদ।

২০. 'মীরাতুল আখবার' পত্রিকাটির সম্পাদক কে? এটি কোন ভাষার পত্রিকা?
উত্তর: রামমোহন রায়। ফারসি ভাষায়।

Teacher's Work

১. 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' কার রচনা? [৩৯তম বিসিএস]
ক গোলকনাথ শর্মা খ রামরাম বসু গ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ঘ রামমোহন রায় — ঘ

২. সতীদাহ প্রথা প্রসঙ্গে রামমোহন রায়ের রচিত পুস্তক- [খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শক- ২০০৩]
ক পথে হলো দেখা খ প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ গ পথের পাঁচালী ঘ দোলন-চাঁপা — খ

৩. কেরি সাহেবের মুনশি বলা হয়–
ক রামরাম বসুকে খ চণ্ডীচরণ মুন্‌শিকে গ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে ঘ গোলকনাথ শর্মাকে — ক

৪. বাঙালির লেখা বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ কোনটি?
ক হিতোপদেশ খ কথোপকথন গ ইতিহাসমালা ঘ রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র — ঘ

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)

বাংলা সাহিত্যে প্রাবন্ধিক হিসেবে সমধিক খ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন প্রথম বাঙালি বিজ্ঞানমনস্ক লেখক, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ ও আদি ব্রাহ্মণ সমাজের প্রধান ধর্মপুরুষ। তিনি ১৮৩৮ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহায়তায় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন।

- অক্ষয়কুমার দত্ত ১৫ জুলাই, ১৮২০ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার নবদ্বীপের চুপী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি 'দিগদর্শন' (১৮৪২) নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।
- তিনি ছিলেন 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩) পত্রিকার সম্পাদক। এ পত্রিকাটি ছিল ব্রাহ্ম সমাজের মুখপাত্র এবং এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মসমাজের মাহাত্ম্য প্রচার করা।
- তিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সে 'অনঙ্গমোহন' নামের কাব্য রচনা করেন। এটি তাঁর প্রথম রচনা।
- কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর নাতি।
- তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে দুর্লভ বৃক্ষচারা সংগ্রহ করে বালিগ্রামের নিজ বাসভবনে 'শোভনোদ্যান' নামে একটি বাগান তৈরি করেন।
- ১৮ মে, ১৮৮৬ সালে তিনি মারা যান।

প্রশ্ন: অক্ষয়কুমার দত্তের সাহিত্যকর্মসমূহ কী কী?
উত্তর: 'ভূগোল' (১৮৪১), 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১ম খণ্ড– ১৮৫২, ২য় খণ্ড ১৮৫৪, ৩য় খণ্ড– ১৮৫৯), 'ধর্মনীতি' (১৮৫৫), 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬), 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১ম খণ্ড– ১৮৭০, ২য় খণ্ড– ১৮৮৩)।

এক কথায় উত্তর

১. প্রথম বাঙালি বিজ্ঞানমনস্ক লেখক কে?
উত্তর: অক্ষয়কুমার দত্ত।

২. অক্ষয়কুমার সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?
উত্তর: তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩)।

৩. অক্ষয়কুমার দত্তের জন্মস্থান কোথায়?
উত্তর: নবদ্বীপ।

৪. অক্ষয়কুমার দত্তের নাতি কে যিনি একজন কবি?
উত্তর: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

৫. ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র কোনটি?
উত্তর: তত্ত্ববোধিনী।

৬. কত বছর বয়সে তিনি কাব্য রচনা করেন?
উত্তর: ১৪ বছর।

৭. তাঁর প্রকাশিত মাসিক পত্রিকার নাম কী?
উত্তর: দিগদর্শন (১৮৪২)।

৮. তাঁর প্রথম রচনা কোনটি?
উত্তর: অনঙ্গমোহন।

৯. তাঁর তৈরি করা বাগানের নাম কী?
উত্তর: শোভনোদ্যান।

১০. 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
উত্তর: অক্ষয়কুমার দত্ত।

Teacher's Work

১. **ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হিসেবে খ্যাত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?** [২৬তম বিসিএস]
ক অক্ষয়কুমার দত্ত খ রামমোহন রায়
গ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **ক**

২. **কে অক্ষয়কুমার দত্তের দৌহিত্র?** [খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক'২০]
ক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ মধুসূদন দত্ত
গ জগদীশচন্দ্র বসু ঘ রামমোহন রায় **ক**

৩. **অক্ষয়কুমার দত্তের জন্মস্থান কোথায়?**
ক নবদ্বীপ খ চন্দ্রদ্বীপ
গ পাহাড়দ্বীপ ঘ আসাম **ক**

৪. **অক্ষয়কুমার দত্ত বিভিন্ন দেশ থেকে দুর্লভ বৃক্ষচারা সংগ্রহ করে নিজ বাসভবনে একটি বাগান তৈরি করেন, যার নাম দেন–**
ক শোভনোদ্যান খ ছায়ানোদ্যান
গ বনসাই উদ্যান ঘ নব উদ্যান **ক**

৫. **'The Constitution of Man' গ্রন্থের রচয়িতা কে?**
ক রামমোহন রায় খ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
গ অক্ষয়কুমার দত্ত ঘ জগদীশ চন্দ্র বসু **গ**

ব্যাখ্যা: জর্জ কুম্বের 'The Constitution of Man' গ্রন্থটি অবলম্বনে তিনি রচনা করেন 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১ম খণ্ড– ১৮৫২, ২য় খণ্ড– ১৮৫৩)।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)

যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন কবি ও সাংবাদিক। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, দেশ ও সমাজভাবনা তাঁর রচনারীতির বিশেষত্ব। তাঁর হাত ধরেই বাংলা কবিতা মধ্যযুগের গণ্ডি পেরিয়ে আধুনিকতার রূপ লাভ করেছে। বাংলা সাহিত্যে দুই যুগের মিলনকারী হিসেবে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

- ✓ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৬ মার্চ, ১৮১২ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার শিয়ালডাঙ্গার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- ✓ ছদ্মনাম 'ভ্রমণকারী বন্ধু'।
- ✓ তিনি যুগসন্ধিক্ষণের কবি, গুপ্ত কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত।
- ✓ যুগসন্ধিক্ষণের সময়কাল ১৭৬০-১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ।
- ✓ তিনি ২৩ জানুয়ারি, ১৮৫৯ সালে মারা যান।

প্রশ্ন: তিনি কোন কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন?

উত্তর: 'সংবাদ প্রভাকর' (২৮ জানুয়ারি, ১৮৩১ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও প্রেমচান তর্কবাগিশের আনুকূল্যে তিনি পত্রিকাটি প্রকাশ করেন): এটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা। **[এটি ১৮৩১ সালে সাপ্তাহিক এবং ১৪ জুন, ১৮৩৯ সালে দৈনিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে]** 'সংবাদ রত্নাবলী' (১৮২৫), 'পাষণ্ডপীড়ন' (১৮৪৬), 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' (১৮৪৭)।

প্রশ্ন: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত বিখ্যাত কবিতাগুলো কী কী?

উত্তর: স্বদেশ, তপসে মাছ, কে, বাঙালি মেয়ে, নীলকর, আনারস।

প্রশ্ন: ঈশ্বরচন্দ্র রচিত সাহিত্যকর্মসমূহ কী কী?

উত্তর: 'প্রবোধ প্রভাকর' (১৮৫৮): এটি কবিতার সংকলন।
'হিত প্রভাকর' (১৮৬১): এটি গদ্যে ও পদ্যে রচিত বিশেষ ধরনের গল্প।
'বোধেন্দু বিকাশ' (১৮৬৩): এটি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত নাটক।

প্রশ্ন: যুগসন্ধিক্ষণের কবি কে? কেন বলা হয়?

উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়। ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মৃত্যুর মাধ্যমে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে এবং ১৮০১ সাল থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ শুরু হলেও বাংলা কাব্যসাহিত্যে ১৮৬১ সালে 'মেঘনাদবধ' প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে আধুনিকতা শুরু হয়নি। এই একশ (১৭৬০-১৮৬০) বছর কাব্যে আধুনিকতায় পৌঁছার প্রচেষ্টা চলেছে মাত্র। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মধ্যযুগের দেব-দেবীর কাহিনি বর্জন করে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর কবিতায় সমাজচেতনা থেকে শুরু করে দেশাত্মবোধ পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে। আবার তাঁর কবিতায় কবিয়াল ও শায়েরদের রচনার ঢং, পয়ার ও ত্রিপদীর ব্যবহারও লক্ষণীয়। তাঁর মধ্যে মধ্যযুগের কাব্য-বৈশিষ্ট্য ও আধুনিক যুগের সূচনা-বৈশিষ্ট্য সমানভাবে লক্ষ্য করা যায় বলে তাকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাকে 'খাঁটি বাঙালি কবি' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি

- কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া। (স্বদেশ)।
- নগরের লোক সব এই কয়মাস। তোমার কৃপায় করে মহাসুখে বাস। (তপসে মাছ)।
- তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষাগরু। (নীলকর)

এক কথায় উত্তর

১. **যুগসন্ধিক্ষণের কবি কে?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

২. **তাঁর ছদ্মনাম কী?**
উত্তর: ভ্রমণকারী বন্ধু।

৩. **তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা কোনটি?**
উত্তর: সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১)।

৪. **বাংলা সাহিত্যে দুই যুগের মেলবন্ধন করেন কে?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

৫. **বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র কোনটি?**
উত্তর: সংবাদ প্রভাকর।

৬. **'সংবাদ প্রভাকর' প্রথম প্রকাশিত হয় কবে?**
উত্তর: ২৮ জানুয়ারি, ১৮৩১ সালে।

৭. **'গুপ্ত' কবি হিসেবে পরিচিত কে?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

৮. **ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কত সালে মৃত্যু বরণ করেন?**
উত্তর: ২৩ জানুয়ারি, ১৮৫৯ সালে।

৯. **ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত বিখ্যাত কবিতাগুলো কী কী?**
উত্তর: স্বদেশ, কে, তপসে মাছ, বাঙালি মেয়ে, আনারস, নীলকর।

১০. **ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে 'খাঁটি বাঙালি কবি' হিসেবে আখ্যায়িত করেন কে?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১১. **কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন? প্রকাশকাল কবে?**
উত্তর: সংবাদ প্রভাকর। ১৮৩১ সাল।

১২. **যুগসন্ধিক্ষণ বলতে কোন সময়কে বুঝি?**
উত্তর: ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ সাল।

Teacher's Work

১. **'তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষাগরু'- এই কবিতাংশটি রচয়িতা কে?** [৪৫তম বিসিএস]
ক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় খ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত **ঘ**

২. **'চেষ্টায় সুসিদ্ধ করে জীবনের আশা'- বাক্যটি কার রচনা?** [সমন্বিত ৫ ব্যাংকের অফিসার ক্যাশ'১৯]
ক শাহাদৎ হোসেন খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত গ ভারতচন্দ্র ঘ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত **ঘ**

৩. **'যুগসন্ধিক্ষণ' বা 'যুগসন্ধিকালের কবি' কাকে বলা হয়?**
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গ বিহারীলাল চক্রবর্তী ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **খ**

৪. **ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে কোন বক্তব্যটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য?**
ক মধ্যযুগের ভাবধারায় পুষ্ট খ আধুনিক যুগের লক্ষণাক্রান্ত
গ নারী শিক্ষা প্রসারের অগ্রগামী ঘ দুই যুগের মিলনকারী **ঘ**

মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮)

পুরাতন রীতির শেষ কবি, হিন্দু কলেজ ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক, ভারতীয় উপমহাদেশের পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব, হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রথার অন্যতম উদ্যোক্তা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মদনমোহন তর্কালঙ্কার বাংলা ভাষার বিকাশে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন।

- ✓ মদনমোহন তর্কালঙ্কার ৩ জানুয়ারি ১৮১৭ সালে নদীয়ার বিল্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- ✓ সংস্কৃত কলেজের সহপাঠী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহযোগিতায় কলকাতায় 'সংস্কৃত যন্ত্র' (১৮৪৭) নামক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য প্রথম মুদ্রিত হয়।
- ✓ তিনি ১৮৫০ সালে 'সর্ব্ব-শুভঙ্করী' নামক পত্রিকায় দ্বিতীয় সংখ্যায় স্ত্রী শিক্ষার সমর্থনে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে শিক্ষিত সমাজের প্রশংসাভাজন হন।
- ✓ কবি প্রতিভার জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকগণ কর্তৃক 'কাব্যরত্নাকর' উপাধি লাভ করেন এবং পরে পাণ্ডিত্যের জন্য 'তর্কালঙ্কার' উপাধি পান।
- ✓ তিনি ৯ মার্চ, ১৮৫৮ সালে কান্দীতে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন।

প্রশ্ন: মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সাহিত্যকর্মসমূহ কী কী?

উত্তর: পাঠ্যপুস্তক: 'শিশুশিক্ষা' (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড– ১৮৪৯, ৩য় খণ্ড– ১৮৫০। এভাবে 'বোধোদয়' নামে ৪র্থ খণ্ড রচনা করেন)। কলকাতা বেথুন কলেজ কর্তৃক 'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়' (১৮৪৯) প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি বিনা বেতনে ছাত্রীদের শিক্ষাদান ও শিশুপাঠ্য হিসেবে এ গ্রন্থটি রচনা করেন।

প্রবন্ধ: 'রসতরঙ্গিনী' (১৮৩৪), 'বাসবদত্তা' (১৮৩৬)।

বিখ্যাত উক্তি

- পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল।
  কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল ॥ (পাখি সব করে রব)
- সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
  সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। (আমার পণ)
- লেখাপড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে।

এক কথায় উত্তর

১. **'কাব্য রত্নাকর' কার উপাধি?**
উত্তর: মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

২. **তিনি কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?**
উত্তর: ৩ জানুয়ারি, ১৮১৭।

৩. **তাঁর জন্মস্থান কোথায়?**
উত্তর: নদীয়া।

৪. **তাঁর প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানার নাম কী?**
উত্তর: সংস্কৃত যন্ত্র (১৮৪৭)।

৫. **তাঁকে 'কাব্যরত্নাকর' উপাধি দেন কারা?**
উত্তর: সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকগণ।

৬. **পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে কী উপাধি দেওয়া হয়?**
উত্তর: তর্কালঙ্কার।

৭. **তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ-**
উত্তর: রসতরঙ্গিনী (১৮৩৪), বাসবদত্তা (১৮৩৬)।

Teacher's Work

১. **'পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল' পঙ্ক্তিটির রচয়িতা কে?** [২৬তম বিসিএস]
ক মদনমোহন তর্কালঙ্কার খ রামনারায়ণ তর্কারত্ন
গ বিহারীলাল চক্রবর্তী ঘ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার **ক**

২. **মদনমোহনের সহপাঠী কে ছিলেন?** [তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন সহকারী পরিচালক'০২]
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ রাজা রামমোহন রায়
গ অক্ষয়কুমার দত্ত ঘ বিহারীলাল চক্রবর্তী **ক**

৩. **মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্মস্থান–**
ক কলকাতা খ নদীয়া
গ আসাম ঘ দিল্লী **খ**

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮): তিনি 'সমাচার চন্দ্রিকা, পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।
গ্রন্থ: কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩), নববাবু বিলাস (১৮২৫), নববিবি বিলাস (১৮৩২)।
'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থে কলকাতার জীবন ও অনাচারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তখনকার দিনে একজন কলকাতায় এসে কীভাবে প্রতিষ্ঠা পেতে সচেষ্ট হয় তা ফুটে উঠেছে। 'নববাবু বিলাস' গ্রন্থে কলকাতার বাবু সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'নববিবি বিলাস' গ্রন্থে সেকালের বড় লোকদের রক্ষিতা নিয়ে বাইরে রাত্রি যাপন এবং এর ফলে তাদের স্ত্রীদের পদস্খলন ও শোচনীয় পরিণতির চিত্র ফুটে উঠেছে।

হ্যানা ক্যাথরিন ম্যালেন্স

হ্যানা ক্যাথরিন ম্যালেন্স: তিনি একজন খ্রিস্টান বিদেশিনী।
গ্রন্থ: ফুলমণি ও করুণার বিবরণ (১৮৫২)।
এটি বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার প্রথম প্রচেষ্টা।গ্রন্থটি মূলত খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও এতে উপন্যাসের কিছু লক্ষণ দেখা যায়।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯): সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহোদর। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভ্রমণকাহিনী 'পালামৌ'র রচয়িতা।
উপন্যাস: কণ্ঠমালা (১৮৭৭), মাধবীলতা (১৮৮৪)।
ভ্রমণ কাহিনী: পালামৌ (১৮৮০-৮২)।

নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী

বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারী জাগরণের কবি নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯০৩)। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে মহারানী ভিক্টোরিয়া তাকে নওয়াব উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনিই একমাত্র মহিলা যিনি এ খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। ফয়জুন্নেসা রচিত গদ্য-পদ্যে লেখা গ্রন্থ 'রূপজালাল' (১৮৭৬)। এটি তার আত্মজীবনীমূলক কাব্য।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলার নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক। তিনি ছিলেন ইয়ংবেঙ্গলের ভাবগুরু ডিরোজিওর শিষ্য। তিনি বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের বিরোধিতা করেন এবং বিধবা বিবাহ সমর্থন করতেন। নারী শিক্ষার প্রচারে যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন।

- ✓ প্যারীচাঁদ মিত্র ২২ জুলাই, ১৮১৪ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।
- ✓ তিনি 'প্যারীচাঁদ মিত্র অ্যান্ড সন্স' (১৮৫৫) নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী এবং 'বেঙ্গল টি কোম্পানি' ও 'ডারাং টি কোম্পানি' বোর্ডের ডিরেক্টর ছিলেন।
- ✓ তার ছদ্মনাম টেকচাঁদ ঠাকুর। বাংলা ভাষায় তাঁর কৃতিত্বের জন্য পাদ্রি লঙ সাহেব তাঁকে 'ডিফেন্স অব বেঙ্গল' নামে ডাকতেন। **[বাজারের অনেক বইয়ে দেওয়া আছে যে, প্যারীচাঁদ মিত্রকে 'ডিফেন্স অব বেঙ্গল' বলা হয়। কিন্তু এটি শতভাগ ভুল। সূত্র: একাডেমি চরিতাভিধান]**
- ✓ রাধানাথ শিকদার সহযোগে তাঁর সম্পাদিত ও প্রকাশিত পত্রিকা 'মাসিক' (১৮৫৪)।
- ✓ প্যারীচাঁদ মিত্রকে বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ বলা হয়।
- ✓ তিনি ২৩ নভেম্বর, ১৮৮৩ সালে কলকাতায় মারা যান।

প্রশ্ন: প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম কী?
উত্তর: 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮): এটি ইংরেজিতে Spoiled Child নামে অনূদিত। এটি বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস যা তিনি 'টেকচাঁদ ঠাকুর' নামে ধারাবাহিকভাবে 'মাসিক' পত্রিকায় লিখতেন। এটি কথ্য ভাষায় লিখিত যা 'আলালী ভাষা' নামে পরিচিত। এ জন্য তাঁকে 'বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ' বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ উপন্যাসের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রশ্ন: 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উত্তর: প্যারীচাঁদ মিত্র কর্তৃক রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। এটি ইংরেজিতে Spoiled Child নামে অনূদিত। এটি বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস যা তিনি টেকচাঁদ ঠাকুর নামে ১৮৫৪ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে 'মাসিক' পত্রিকায় লিখতেন। এটি কথ্য ভাষায় লিখিত যা 'আলালি ভাষা' নামে পরিচিত।

ধনাঢ্য বাবুরামের পুত্র মতিলাল কুসঙ্গে মিশে এবং শিক্ষার প্রতি পিতার অবহেলার কারণে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়।
পিতার মৃত্যুর পর সব সম্পত্তির বিনাশ সাধন করার পর তার বোধোদয় ঘটে। ফলে হৃদয়-মন পরিবর্তিত হওয়ায় সে সৎ ও ধর্মনিষ্ঠ হয়। এ উপন্যাসের বিখ্যাত চরিত্র– মোকাজান মিঞা বা ঠক চাচা। ঠক চাচা চরিত্রটি ধূর্ততা, বৈষয়িক বুদ্ধি ও প্রাণময়তা নিয়ে এক জীবন্ত চরিত্র। অন্যান্য চরিত্র: ধূর্ত উকিল বটলর, অর্থলোভী বাঞ্ছারাম, তোষামোদকারী বক্রেশ্বর।

প্রশ্ন: প্যারীচাঁদ মিত্রের অন্যান্য গ্রন্থগুলো কী কী?
উত্তর: 'মদ খাওয়ার কী দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০), 'গীতাঙ্কুর' (১৮৬১), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১), 'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত' (১৮৭৮), 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদের পূর্বাবস্থা' (১৮৭৮), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০), 'বামাতোষিণী' (১৮৮১)।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

পরিচিতি: 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র রচয়িতা হিসেবে পরিচিত কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার জোড়াসাঁকোর দেওয়ান বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- জমিদার নন্দলাল সিংহ। তিনি মাত্র ৩০ বছর বয়সে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।
সাহিত্যকর্ম: ব্যঙ্গাত্মক- হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬২), অনুবাদ- সংস্কৃত মহাভারতের গদ্য অনুবাদ (১৮৬৬)।

সাহিত্য মূল্যায়ন:
- হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬২) : এর মধ্য দিয়ে লেখক এক শতাব্দীর কলকাতার যথেষ্ট অত্যাচার আচরণ ও অবক্ষয়কে ব্যঙ্গের সাহায্যে তুলে এনেছেন। হুতোম প্যাঁচার নকশার ভাষারীতি কলকাতার পার্শ্ববর্তীদের কথ্যভাষা। এতে কলকাতার হঠাৎ ফেঁপে ওঠা ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ নব্য সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি হুতোম প্যাঁচা ছদ্ম নামে লিখতেন।
- কালী প্রসন্ন সিংহের জনহিতকর প্রতিষ্ঠান- বিদ্যোৎসাহিনী সভা স্থাপত্য (১৮৫৩), বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা প্রকাশ (১৮৫৫), বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ (১৮৫৬)।
- কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনে ব্যতিক্রমী দিক হল তিনি ধনীর সন্তান হয়েও ধনী সমাজের কদাচারকে শাণিত ভাষায় ব্যঙ্গ করেছেন।
- কালী প্রসন্ন সিংহ অনুসৃত ভাষারীতির নাম হুতোমী বাংলা।
- রেভারেন্ড জেমস লঙ কর্তৃক নীলদর্পন নাটকের ইংরেজী অনুবাদের পর আদালত রেভারেন্ড জেমস লঙকে জরিমানা করে ও কারাদন্ড দেয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ আদালতেই জরিমানার টাকা পরিশোধ করে দেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) : বাংলা সাহিত্যে প্রথম বাঙালি মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি দীর্ঘকাল বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'ভারতী'র সম্পাদক ছিলেন। তিনি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী।]

এক কথায় উত্তর

১. **বাংলা সাহিত্যের নারী জাগরণের কবি কে?**
উত্তর: নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী।

২. **কাকে বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ বলা হয়?**
উত্তর: প্যারীচাঁদ মিত্র।

৩. **প্রথম বাঙালি মহিলা ঔপন্যাসিক কে?**
উত্তর: স্বর্ণকুমারী দেবী।

৪. **'নববাবু বিলাস' কে রচনা করেন?**
উত্তর: ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫. **ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পত্রিকা কোনটি?**
উত্তর: সমাচার চন্দ্রিকা।

৬. **বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার প্রথম প্রচেষ্টা কোনটি?**
উত্তর: ফুলমণি ও করুণার বিবরণ (১৮৫২)।

৭. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভ্রমণকাহিনী কে রচনা করেন?**
উত্তর: সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৮. **'পালামৌ'র রচয়িতা কে?**
উত্তর: সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৯. **'রূপজালাল' (১৮৭৬) গ্রন্থটি রচনা করেন?**
উত্তর: ফয়জুন্নেসা।

১০. **ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী কে নওয়াব উপাধি দেন কে?**
উত্তর: মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে।

১১. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক কে?**
উত্তর: প্যারীচাঁদ মিত্র।

১২. **প্যারীচাঁদ মিত্রের ছদ্মনাম কী?**
উত্তর: টেকচাঁদ ঠাকুর।

১৩. **প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত প্রথম উপন্যাস কী?**
উত্তর: আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)।

১৪. **প্যাঁরীচাদ মিত্র লিখিত কথ্য ভাষার নাম কী?**
উত্তর: আলালী ভাষা।

১৫. **'ঠক চাচা' চরিত্রের স্রষ্টা কে?**
উত্তর: প্যারীচাঁদ মিত্র।

১৬. **'আলালের ঘরের দুলাল' কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?**
উত্তর: মাসিক পত্রিকা।

১৭. **'মদ খাওয়ার কী দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯) রচনা করেন কে?**
উত্তর: প্যারীচাঁদ মিত্র।

১৮. **'হুতোম প্যাঁচার নকশা' কোন ধরনের রচনা?**
উত্তর: রম্য রচনা।

১৯. **হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬২) রচয়িতা কে?**
উত্তর: কালীপ্রসন্ন সিংহ।

২০. **কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনা রীতিতে বিখ্যাত চরিত্র কোনটি?**
উত্তর: দনুবানু।

২১. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় বোন যে কিনা এক জন ঔপন্যাসিক তিনি কে?**
উত্তর: স্বর্ণকুমারী দেবী।

২২. **স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর: দীপনির্বাণ (১৮৭৬)।

২৩. 'মেবার রাজ' (১৮৭৭) কার উপন্যাস?
উত্তর: স্বর্ণকুমারী দেবী।

২৪. কোন গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস?
উত্তর: ফুলমণি ও করুণার বিবরণ।

২৫. 'কথাসাহিত্য' বলতে কোনটি বোঝায়?
উত্তর: ছোটগল্প ও উপন্যাস।

২৬. 'রূপজালাল' গদ্য-পদ্যে লেখা গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উত্তর: নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী।

২৭. বাংলা উপন্যাসে প্রাথমিক পর্যায়ে কোন বিষয়টি বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন?
উত্তর: সামাজিক কাহিনী।

২৮. বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' কোন সালে প্রকাশিত হয়?
উত্তর: ১৮৫৮ সালে।

২৯. 'আলালী ভাষা' বলতে নিচের কোনটিকে বুঝায়?
উত্তর: কলকাতা অঞ্চলের কথ্য ভাষা।

৩০. বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার প্রথম প্রচেষ্টা চালানকে?
উত্তর: হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্স।

৩১. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভ্রমণকাহিনী রচনা করেন কে?
উত্তর: সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

Teacher's Work

১. বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিকের নাম কী? [৪৩তম বিসিএস]
ক বেগম রোকেয়া খ কাদম্বরী দেবী
গ স্বর্ণকুমারী দেবী ঘ নূরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা **গ**

২. 'আধ্যাত্মিকা' উপন্যাসের লেখক কে? [৩০তম বিসিএস]
ক প্যারীচাঁদ মিত্র খ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ দমোদর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **ক**

৩. ঠকচাচা কোন উপন্যাসের চরিত্র? [১৫তম ও বিসিএস]
ক ইতিহাস মালা খ শকুন্তলা
গ রত্নাবতী ঘ আলালের ঘরের দুলাল **ঘ**

৪. 'ফুলমনি ও করুনার বিবরণ' কার রচনা?
ক এন্টনি ফিরিঙ্গি খ মনুএল দ্যা আসসুম্পসাঁও
গ হ্যানা ক্যাথরিন ম্যালেন্স ঘ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার **গ**

৫. 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র রচয়িতা কে?
ক রামরাম বসু খ ভুদেব মুখোপাধ্যায়
গ দীনবন্ধু মিত্র ঘ কালীপ্রসন্ন সিংহ **ঘ**

৬. 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' কোন জাতীয় রচনা?
ক রম্য রচনা খ উপন্যাস
গ চিত্রকর্ম ঘ প্রবন্ধ **ক**

৭. 'পালামৌ' ভ্রমণ কহিনীর রচয়িতা কে?
ক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর **খ**

৮. 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থটি কার লেখা?
ক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর খ প্যারীচাঁদ মিত্র
গ কাজী নজরুল ইসলাম ঘ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার **খ**

৯. 'টেকচাঁদ ঠাকুর' কার ছদ্মনাম?
ক প্যারীচাঁদ মিত্র খ কালীপ্রসন্ন সিংহ
গ ভুদেব মুখোপাধ্যায় ঘ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় **ক**

১০. আলালী বা হুতোমী ভাষা বলা হয় কোন ভাষাকে?
ক সাধু খ চলিত
গ ইংরেজি ঘ সংস্কৃত **খ**

লালন সাঁই (১৭৭২-১৮৯০)

মানবতার বাহক লালন শাহ্ বাউল সাধক ও বাউল কবি হিসেবে খ্যাত। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালাভ না করলেও নিজের সাধনায় হিন্দু-মুসলমান শাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি মুক্ত এক সর্বজনীন ভাবরসে ঋদ্ধ বলে তাঁর রচিত গান বাংলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয়।

- লালন শাহ্ অক্টোবর, ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে (১ কার্তিক, ১১৭৯) ঝিনাইদহের হরিশপুর গ্রামে / কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালির ভাঁড়ারা গ্রামে এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
- কথিত আছে যে, তিনি কোন এক সময় এক বাউল দলের সঙ্গী হয়ে গঙ্গাস্নানে যান। পথিমধ্যে বসন্ত রোগাক্রান্ত হলে সঙ্গীরা তাঁকে নদীর তীরে ফেলে যান। সিরাজ শাহ নামক জনৈক বাউল সাধক তাঁকে কুড়িয়ে নেন এবং তার কাছে লালিত-পালিত হন।
- লালন সাঁই এর পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল লালনচন্দ্র কর।
- লালনের একমাত্র যে স্কেচটি প্রচলিত সেটি অঙ্কন করেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- সিরাজ শাহের মৃত্যুর পর তিনি কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়া গ্রামে আখড়া স্থাপন করেন।
- তিনি আধ্যাত্মিক ও মরমি রসব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ বাউল সংগীতের জন্য বিখ্যাত।
- লালনকে বিশ্বসমাজে পরিচিত করণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।
- রবীন্দ্রনাথ লালনের ২৯৮টি গান সংগ্রহ করে সংরক্ষিত করেন।
- 'UNESCO' বাউল গানকে ২৫ নভেম্বর, ২০০৫ সালে 'A Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage Humanity' বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।
- তিনি ১৭ অক্টোবর, ১৮৯০ সালে (বাংলা ১লা কার্তিক, ১২৯৭) মারা যান।

এক কথায় উত্তর

১. **লালন সাঁই এর পিতৃপ্রদত্ত নাম কী?**
উত্তর: লালনচন্দ্র কর।

২. **বাউল গানের বিশেষত্ব কী?**
উত্তর: আধ্যাত্ম্য বিষয়ক।

৩. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনের কয়টি গান সংগ্রহ করেন?**
উত্তর: ২৯৮টি।

৪. **লালন সাঁই জন্ম কোথায়?**
উত্তর: ঝিনাইদহের হরিশপুর মতান্তরে কুষ্টিয়ার কুমারখালি।

৫. **লালন সাঁই এর গুরু কে?**
উত্তর: সিরাজ শাহ।

৬. **লালনকে বিশ্বসমাজে পরিচিত করণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন কে?**
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭. **বাংলাদেশে বাউল মতের উদ্ভব হয়েছে কবে?**
উত্তর: সতের শতকে।

৮. **'মিলন হবে কত দিনে' পঙ্‌ক্তিটির স্রষ্টা কে?**
উত্তর: লালন সাঁই।

৯. **'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়'- পঙ্‌ক্তিটি উৎস কী?**
উত্তর: লালনগীতি।

১০. **UNESCO বাউল গানকে অধরা ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কবে?**
উত্তর: ২৫ নভেম্বর, ২০০৫ সালে।

১১. **লালন সাঁই মৃত্যু বরণ করেন কবে?**
উত্তর: ১৭ অক্টোবর, ১৮৯০ সালে।

Teacher's Work

১. **'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে'- গানটির রচয়িতা কে?** [৩৮তম বিসিএস]
ক লালন শাহ খ সিরাজ সাঁই
গ পগলা কানাই ঘ মদন বাউল **ক**

২. **'কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়, তাইতো জাত ভিন্ন বলায়'- এই পঙ্‌ক্তিটি নিচের একজনের-** [১৭তম বিসিএস]
ক লালন শাহ খ সিরাজ সাঁই
গ মদন বাউল ঘ পাগলা কানাই **ক**

৩. **'আপনার ঘরে বোঝাই সোনা পরে করে লেনা দেনা' চরণ দুটির রচয়িতা কে?** [উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার'০৪]
ক লালন ফকির খ হাসন রাজা
গ পাগলা কানাই ঘ ফকির আলমগীর **ক**

৪. **বাউল মতের প্রতি শিক্ষিত মহলকে উৎসুক করে তোলেন কে?**
ক লালন ফকির খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ মাধব বিবি ঘ ফরিদা পারভীন **খ**

৫. **'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়' পঙ্‌ক্তিটির উৎস কী?**
ক হাসন রাজার গান খ রবীন্দ্র সঙ্গীত
গ ভজন ঘ লালন গীতি **ঘ**

Unique Question for Student Practice

১. **ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা-**
ক রাজা রামমোহন রায় খ কেশবচন্দ্র সেন
গ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ স্বামী বিবেকানন্দ **ক**

২. **কোন গ্রন্থটি রাজা রামমোহন রায়ের রচনা নয়?**
ক বেদান্ত চন্দ্রিকা খ বেদান্ত গ্রন্থ
গ বেদান্ত সার ঘ পথ্য প্রদান **ক**

৩. **সতীদাহ প্রথা প্রসঙ্গে রামমোহন রায়ের রচিত পুস্তক-**
ক দোলন-চাঁপা খ পথে হলো দেখা
গ পথের পাঁচালী ঘ প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ **ঘ**

৪. **সতীদাহ প্রথা রহিতকরণে কোন সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য?**
ক গোপালকৃষ্ণ গোখেল খ রাজা রামমোহন রায়
গ সরোজিনী নাইডু ঘ দাদাভাই নওরোজী **খ**

৫. **রাজা রামমোহন রায় যে বিষয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন-**
ক প্রেস অর্ডিন্যান্স খ নীল চাষ
গ নীল কমিশন ঘ রাইফেল ব্যবহার **ক**

৬. **সর্বপ্রথম বাংলায় বাংলা ব্যাকরণ লেখেন কে?**
ক রাজা রামমোহন রায় খ এন. বি. হেলহেড
গ উইলিয়াম কেরি ঘ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর **ক**

৭. **রাজা রামমোহন রায় রচিত ব্যাকরণগ্রন্থ কোনটি?**
ক ব্যাকরণ মুঞ্জরী খ ব্যাকরণ বিচিত্রা
গ গৌড়ীয় ব্যাকরণ
ঘ A Grammar of Bengali Language **গ**

৮. **বাংলা ভাষায় প্রথম গল্পধর্মী বই কোনটি?**
ক রামায়ণ খ শকুন্তলা
গ বেতালপঞ্চবিংশতি ঘ দেবান্ত গ্রন্থ **গ**

৯. **Brahmunical Magazine (1821) ইংরেজি প্রত্রিকাটি কার?**
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ এন. বি. হেলহেড
গ রাজা রামমোহন রায় ঘ উইলিয়াম কেরি **গ**

১০. **'মীরাতুল আখবার' ফারসি ভাষার এই পত্রিকাটির সম্পাদক কে?**
ক উইলিয়াম কেরি খ রাজা রামমোহন রায়
গ এন. বি. হেলহেড ঘ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর **খ**

১১. নিচের কোন পত্রিকাটি রাজা রামমোহন রায়ের নয়?
ক মীরাতুল আখবার খ ব্রাহ্মনিকাল ম্যাগাজিন
গ ব্রাহ্মণ সেবধি ঘ সংবাদ প্রভাকর **ঘ**

১২. কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে 'খাঁটি বাঙালি' হিসেবে অভিহিত করেছেন কে?
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ মধুসূদন দত্ত
গ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ অক্ষয়কুমার দত্ত **গ**

১৩. কবি ঈশ্বরচন্দ্র কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
ক দিগদর্শন খ সমাচার দর্পণ
গ সংবাদ প্রভাকর ঘ তত্ত্ববোধিনী **গ**

১৪. কোন খ্যাতিমান লেখক যুগ সন্ধিক্ষণের কবি হিসেবে পরিচিত?
ক ভারতচন্দ্র রায় খ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
খ মধুসূদন দত্ত ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **খ**

১৫. 'তপসে মাছ' কবিতাটি কার রচনা?
ক মদনমোহন তর্কালংকার খ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গ রামমোহন রায় ঘ জীবনানন্দ দাশ **খ**

১৬. 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাটি কত সালে দৈনিক হয়?
ক ১৮৩১ খ ১৮৩৬
গ ১৮৩৯ ঘ ১৮৩৮ **গ**

১৭. প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত উপন্যাস কোনটি?
ক আলালের ঘরের দুলাল খ সীতারাম
গ চঞ্চল্য ঘ কুহেলিকা **ক**

১৮. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম কী?
ক হুতোম প্যাঁচার নকশা খ দুর্গেশনন্দিনী
গ আলালের ঘরের দুলাল ঘ গোরা **গ**

১৯. প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা নয় কোনটি?
ক মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়
খ রামারঞ্জিকা
গ ব্রজবিলাস ঘ বামাতোসিণী **গ**

২০. কার ছদ্মনাম 'টেকচাঁদ ঠাকুর'?
ক রাজা রামমোহন রায় খ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
গ প্যারীচাঁদ মিত্র ঘ প্রমথ চৌধুরী **গ**

২১. বাংলা উপন্যাস ধারার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ হলেন-
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ কাজী নজরুল ইসলাম ঘ প্যারীচাঁদ মিত্র **ঘ**

২২. 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর লেখক কে?
ক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার খ প্যারীচাঁদ মিত্র
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ উইলিয়াম কেরি **খ**

২৩. প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থ কোনটি?
ক মৃত্যুক্ষুধা খ নৌকাডুবি
গ আলালের ঘরের দুলাল ঘ শেষের কবিতা **গ**

২৪. বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' কোন সালে প্রকাশিত হয়?
ক ১৮৩৪ সালে খ ১৮৫৮ সালে
গ ১৯৪৭ সালে ঘ ১৮৭৩ সালে **খ**

২৫. 'আলালের ঘরের দুলাল'-
ক বঙ্কিমচন্দ্র প্রশংসিত গ্রন্থ
খ কালিপ্রসন্ন সিংহ প্রশংসিত গ্রন্থ
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রশংসিত গ্রন্থ
ঘ ক + গ **ক**

২৬. বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ বলা হয় কাকে?
ক রবীন্দ্রনাথ খ প্যারীচাঁদ মিত্র
গ বঙ্কিমচন্দ্র ঘ শরৎচন্দ্র **খ**

২৭. 'The Zamindar and Royats'-প্রবন্ধটি কার?
ক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার খ উইলিয়াম কেরি
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ প্যারীচাঁদ মিত্র **ঘ**

২৮. হুতোম গদ্যের লেখকের নাম-
ক টেকচাঁদ ঠাকুর খ দীনবন্ধু মিত্র
গ কালীপ্রসন্ন সিংহ ঘ ভানুসিংহ ঠাকুর **গ**

২৯. 'হুতোম প্যাঁচা' কার ছদ্মনাম?
ক কালীপ্রসন্ন সিংহ খ বালাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ প্রমথ চৌধুরী **ক**

৩০. 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র রচয়িতা কে?
ক রামরাম বসু খ ভূদেব মুখোপাধ্যায়
গ দীনবন্ধু মিত্র ঘ কালীপ্রসন্ন সিংহ **ঘ**

৩১. 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকটির রচয়িতা কে?
ক কালীপ্রসন্ন সিংহ খ ভানুসিংহ ঠাকুর
গ দীনবন্ধু মিত্র ঘ টেকচাঁদ ঠাকুর **ক**

৩২. বাংলা সাহিত্যে আধুনিক পর্ব শুরু হয় কত শতকে?
ক ১৮ খ ১৭
গ ১৯ ঘ ২০ **ক**

৩৩. বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' এর রচয়িতা কে?
ক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার খ হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও
গ দোম আন্তোনিও ঘ হেনরি পিটস ফরস্টার **গ**

৩৪. 'লিপিমালা' রচনা করেছেন–
ক কাশীরাম দাস খ দ্বিজরাম দেব
গ রামরাম বসু ঘ মুক্তরাম সেন **গ**

৩৫. রাজা রামমোহন রায় কোন আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন?
ক সতীদাহ বিলোপ খ নীলবিদ্রোহ
গ তেভাগা ঘ বিধাব বিবাহ **ক**

Home Work

১. **চণ্ডীচরণ মুন্সী কে?** [৪৬তম বিসিএস]
ক শ্রীরামপুর মিশনের লিপিকার
খ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত
গ কেরী সাহেবের মুন্সী গ্রন্থের রচয়িতা
ঘ সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকার সম্পাদক **খ**

২. **প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কত সালে?** [৪৫তম বিসিএস]
ক ১৮৫৮ সালে খ ১৯৭৮ সালে
গ ১৮৪৮ সালে ঘ ১৮৬৮ সালে **ক**

৩. **"তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষাগরু" –এই কবিতাংশটির রচয়িতা কে?** [৪৫তম বিসিএস]
ক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় খ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত **ঘ**

৪. **"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি" চরণ দু'টির রচয়িতা কে?** [৪০তম বিসিএস]
ক চণ্ডীচরণ মুনশী খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ মদনমোহন তর্কালঙ্কার **ঘ**

৫. **"রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" গ্রন্থটির প্রণেতা-** [৩৬তম বিসিএস]
ক উইলিয়াম কেরী খ গোলক নাথ শর্মা
গ রামরাম বসু ঘ হর প্রসাদ রায় **গ**

৬. **বাংলা সাহিত্যের আদি গদ্যগ্রন্থ কোনটি?** [৩৬তম বিসিএস]
ক প্রভু যীশুর বাণী খ কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ
গ মিশনারী জীবন ঘ ফুলমণি ও করুণার বিবরণ **খ**

৭. **বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িকপত্র কোনটি?** [২৮তম বিসিএস]
ক বেঙ্গল গেজেট খ বঙ্গ দর্শন
গ সমাচার দর্পণ ঘ দিগদর্শন **ঘ**

৮. **'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন-** [২৮তম বিসিএস]
ক জন ক্লাক মার্শম্যান খ উইলিয়াম কেরি
গ জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন ঘ ডেভিড হেয়ার **ক**

৯. **ইয়ংবেঙ্গল–** [২৮তম বিসিএস]
ক বাংলাভাষা শিক্ষার্থী ইংরেজ
খ ইংরেজ ভাবধারাপুষ্ট বাঙালি যুবক
গ একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর নাম
ঘ একটি সাময়িক পত্রের নাম **খ**

১০. **বাংলা কথ্য ভাষার আদি গ্রন্থ কোনটি?** [৩৬তম বিসিএস; ২৯তম বিসিএস; প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ক্রিসান-খ্রিসান) -'০৫; ঢাকা ব্যাংক MTO: '১২]
ক প্রভু যিশুর বাণী খ কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ
গ মিশনারি জীবন ঘ ফুলমণি ও করুণার বিবরণ **খ**

১১. **বাংলা সাহিত্যে কখন গদ্যের সূচনা হয়?** [২৮তম বিসিএস/ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কম্পিউটার কর্মকর্তা : ১৮; শ্রম পরিদপ্তরের মেডিক্যাল অফিসার- ২০০৭]
ক নবম শতকে খ ত্রয়োদশ শতকে
গ ষোড়শ শতকে ঘ উনিশ শতকে **ঘ**

১২. **কে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক ছিলেন?** [৩৮তম বিসিএস]
ক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ রামরাম বসু
গ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ অক্ষয়কুমার দত্ত **খ**

১৩. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ কে ছিলেন?** [৩৪তম বিসিএস]
ক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার খ রামরাম বসু
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ উইলিয়াম কেরি **ঘ**

১৪. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়?** [২৬তম বিসিএ ; পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী -২০১৮]
ক ১৮০০ সালে খ ১৮০১ সালে
গ ১৮০২ সালে ঘ ১৮০৪ সালে **খ**

১৫. **'বত্রিশ সিংহাসন' কার রচনা?** [২৬তম বিসিএস; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা: ১৭]
ক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার খ রামরাম বসু
গ বিদ্যাসাগর ঘ রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায় **ক**

১৬. **ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন কে?** [৪০তম বিসিএস]
ক অক্ষয় কুমার দত্ত খ এন্টনি ফিরঙ্গি
গ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ কালীপ্রসন্নসিংহ ঠাকুর **গ**

১৭. **'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মুখপাত্ররূপে কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়?** [৩৬তম বিসিএস]
ক বঙ্গদূত খ জ্ঞানান্বেষণ
গ জ্ঞানাঙ্কুর ঘ সংবাদ প্রভাকর **খ**

১৮. **বাংলা গদ্যে সাহিত্য বিকাশে কোন প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ অবদান রয়েছে?** [ক.অ.জে.(সিনিয়র অ্যাকাইন্টস ক্লার্ক)'২২]
ক মুহসীন কলেজ খ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ
গ শ্রীরামপুর মিশন ঘ সংস্কৃত কলেজ **খ**

১৯. **বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয় কাকে?**[ক.জে.ডি.ফা. (জুনিয়র অডিটর (এলডিএ কাম-টাইপিস্ট)'২২]
ক গৌর দাস খ চার্লস উইলকিন্স
গ পঞ্চানন কর্মকার ঘ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য **খ**

২০. **'আধ্যাত্মিকা' উপন্যাসের লেখক কে?** [৩০তম বিসিএস]
ক প্যারীচাঁদ মিত্র খ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ দমোদর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **ক**

২১. **'ঠকচাচা' কোন উপন্যাসের চরিত্র?** [২৬তম ও ১৫তম বিসিএস]
ক ইতিহাস মালা খ শকুন্তলা
গ রত্নাবতী ঘ আলালের ঘরের দুলাল **ঘ**

২২. **বাংলা উপন্যাস সাহিত্য ধারার প্রথম পুরুষ হলেন–** [সমবায় দপ্তরে অফিসার (২য় শ্রেণি) পরীক্ষা: '১৮]
ক প্যারীচাঁদ মিত্র খ অক্ষয়কুমার বড়াল
গ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ মধুসূদন দত্ত **ক**

২৩. **প্যারীচাঁদ মিত্রের ছদ্মনাম কী?** [অগ্রণী ব্যাংক, সিনিয়র অফিসার (বাতিল): '১৭]
ক মাগন ঠাকুর খ বনফুল
গ পরশুরাম ঘ টেকচাঁদ ঠাকুর **ঘ**

২৪. **বাংলা ভাষার প্রথম ঔপন্যাসিক কে?** [পরিসংখ্যান কর্মকর্তা পরীক্ষা- '১৭]
ক প্যারীচাঁদ মিত্র খ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ঘ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **ক**

২৫. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?** [সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার: '১৫]
ক রামমোহন রায় খ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ প্যারীচাঁদ মিত্র **ঘ**

২৬. **'হুতোম প্যাঁচার নকশা' গ্রন্থটি কার লেখা?** [পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক- '১৫]
ক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার খ অন্নদাশঙ্কর রায়
গ কামিনী রায় ঘ কালীপ্রসন্ন সিংহ **ঘ**

২৭. **'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল' -পঙ্ক্তিটির রচয়িতা কে?** [২৬তম বিসিএস, ICB (ক্যাশ)- ১৮]
ক মদনমোহন তর্কালঙ্কার খ রাম নারায়ণ তর্করত্ন
গ বিহারীলাল চক্রবর্তী ঘ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার **ক**

Class Test

১. **কোন সাহিত্যাদর্শের মর্মে নৈরাশ্যবাদ আছে?**
ক রোমান্টিসিজম খ আধুনিকতাবাদ
গ উত্তরাধুনিকতাবাদ ঘ বাস্তববাদ

২. **'বত্রিশ সিংহাসন' কার রচনা?**
ক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার খ রামরাম বসু
গ বিদ্যাসাগর ঘ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

৩. **'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' কার রচনা?**
ক গোলকনাথ শর্মা খ রামরাম বসু
গ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ঘ রামমোহন রায়

৪. **অক্ষয়কুমার দত্ত বিভিন্ন দেশ থেকে দুর্লভ বৃক্ষচারা সংগ্রহ করে নিজ বাসভবনে একটি বাগান তৈরি করেন, যার নাম দেন–**
ক শোভনোদ্যান খ ছায়ানোদ্যান
গ বনসাই উদ্যান ঘ নব উদ্যান

৫. **'পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল' পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?**
ক মদনমোহন তর্কালঙ্কার খ রামনারায়ণ তর্করত্ন
গ বিহারীলাল চক্রবর্তী ঘ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

৬. **'আধ্যাত্মিকা' উপন্যাসের লেখক কে?**
ক প্যারীচাঁদ মিত্র খ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ দামোদর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৭. **"রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" গ্রন্থটির প্রণেতা-**
ক উইলিয়াম কেরী খ গোলক নাথ শর্মা
গ রামরাম বসু ঘ হর প্রসাদ রায়

৮. **'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মুখপত্ররূপে কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়?**
ক বঙ্গদূত খ জ্ঞানান্বেষণ
গ জ্ঞানাঙ্কুর ঘ সংবাদ প্রভাকর

৯. **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ কে ছিলেন?**
ক উইলিয়াম কেরি
খ লর্ড ওয়েলেসলি
গ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
ঘ রামরাম বসু

১০. **'মীরাতুল আখবার' ফারসি ভাষার এই পত্রিকাটির সম্পাদক কে?**
ক উইলিয়াম কেরি
খ রাজা রামমোহন রায়
গ এন. বি. হেলহেড
ঘ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

biddabari
উত্তরমালা

১	গ
২	ক
৩	ঘ
৪	ক
৫	ক
৬	ক
৭	গ
৮	খ
৯	ক
১০	খ

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া এসাইনমেন্ট এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।

BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলা বাংলা ও সাহিত্য

লেকচার ০৭

Lecture Contents

- ণ-ত্ব বিধান
- ষ-ত্ব বিধান
- প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ
- বানান শুদ্ধিকরণ
- বাক্য শুদ্ধিকরণ

ণ-ত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য–ণ ধ্বনির ব্যবহার নেই। কিন্তু বাংলা ভাষায় বহু তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ আছে যেখানে মূর্ধন্য–ণ এবং দন্ত্য–ন ব্যবহারের কিছু নিয়ম আছে। তৎসম শব্দে ব্যবহৃত দন্ত্য–ন এবং মূর্ধন্য-ণ বাংলা ভাষায় অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়। তৎসম শব্দের বানানে 'ণ' এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ণ-ত্ব বিধান।

প্রশ্ন: ণ-ত্ব বিধান কাকে বলে?

উত্তর: যে বিধি অনুসারে তৎসম শব্দে 'ণ' এর ব্যবহার হয় এবং অতৎসম শব্দে 'ণ' এর ব্যবহার না হয়ে 'ন' এর ব্যবহার হয়, তাকে ণ-ত্ব বিধি বা ণ-ত্ব বিধান বলে।

✪ তৎসম শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে দন্ত্য-ন পরিবর্তে মূর্ধন্য-ণ ব্যবহৃত হয়।

✪ নিম্নে মূর্ধন্য-ণ ব্যবহারের কিছু নিয়ম প্রদত্ত হল:

১। ঋ, র, ষ, ক্ষ এর পরে দন্ত-ন থাকলে তা মূর্ধন্য 'ণ' হয়।
যেমন- তৃণ, মৃণাল, চূর্ণ, স্বর্ণ, দূষণ, ভীষণ, ক্ষীণ, ক্ষণিক।

২। ট–বর্গীয় ধ্বনির (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ) আগে দন্ত্য-ন ব্যবহৃত হয়ে যুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হলে সব সময় দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়।
যেমন- কাণ্ড, গণ্ড, প্রচণ্ড, বণ্টিত, অকুণ্ঠিত, ভূলুণ্ঠিত, ঘণ্টা, উৎকণ্ঠা।

৩। প্র, পরা, পরি, নির – এ চারটি উপসর্গের পর দন্ত্য–ন মূর্ধন্য-ণ হয়।
যেমন- প্রণয়, প্রণত, প্রণীত, প্রবণ, প্রবীণ, পরিণত, পরিণতি, নির্ণয়, নির্বাণ। আবার অপর, পরা, পূর্ব, প্র এই কয়টি পূর্বপদের পর অহ্ন যুক্ত হলে দন্ত্য ন এর জায়গায় মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন– পূর্ব + অহ্ন = পূর্বাহ্ণ, অপর + অহ্ন = অপরাহ্ণ, পরা + অহ্ন = পরাহ্ণ।

৪। ঋ, র, ষ এর পরে যদি স্বরবর্ণ, ক-বর্গ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ), প-বর্গ (প, ফ, ব, ভ, ম) এবং (য় ব হ ং) বর্ণ গুলোর এক বা একাধিক বর্ণ থাকলে তার পরের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়।
যেমন- গ্রামীণ, কৃপণ, অর্পণ, চর্বণ, গ্রহণ, দ্রবণ, রামায়ণ, ব্রাহ্মণ।

ণ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়

৫। বিদেশি শব্দে ণ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়। যেমন– ইরান, কোরআন, ট্রেন, জার্মান, গ্রিন, ওয়েস্টার্ন, লন্ডন, সিমেন্ট, পেপসোডেন্ট, প্রিন্ট।

৬। বাংলা ক্রিয়াবাচক শব্দে মূর্ধন্য ণ হয় না। যেমন - সরেন, মরেন, মারেন, ধরেন, করেন।

৭। সমাসবদ্ধ শব্দে দ্বিতীয় পদের 'ন' অপরিবর্তিত থাকে।
যেমন– সর্বনাম, রঘুনন্দন, বরানুগমন, দুর্নাম, দুর্নীতি, দুর্নিমিত্তি।

৮। সমাস সত্ত্বেও কতক পদের 'ন' - 'ণ' হয়। যথা– অগ্রণী, উত্তরায়ণ, নারায়ণ, পূর্বাহ্ণ, অগ্রহায়ণ।

কতগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ণ হয়

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ
চিক্কণ নিক্বণ তূণ কফোণি বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

এক কথায় উত্তর

১. **ণ-ত্ব বিধান কী?**
উত্তর: তৎসম শব্দে 'ণ' এর ব্যবহারের নিয়ম।

২. **ণ-ত্ব বিধান খাটে না কোন শব্দে?**
উত্তর: সমাসবদ্ধ শব্দে।

৩. **বাংলা (দেশি), তদ্ভব ও বিদেশি শব্দে প্রয়োজন নেই-**
উত্তর: 'ণ' লেখার।

৪. **স্বভাবতই মূর্ধণ্য-ণ হয়-**
উত্তর: লবণ, কণিকা, কল্যাণ, আপণ, লাবণ্য, অণু, নিপুণ প্রভৃতি।

৫. প্র, পরি, নির- উপসর্গের পর কোন ধ্বনি হয়?
উত্তর: 'ণ'।

৬. প্র, পরা, পূর্ব + 'অহ্ন' যুক্ত হলে দন্ত্য-ন স্থলে কী হয়?
উত্তর: 'ণ'।

৭. তৎসম শব্দে ঋ, র, ষ এর পরে কী হয়?
উত্তর: মূর্ধণ্য-'ণ'।

৮. ট-বর্গীয় (ট, ঠ, ড, ঢ) ধ্বনির সাথে যুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হলে কী হবে?
উত্তর: 'ণ'। যেমন- ঘণ্টা, দণ্ড, কাণ্ড।

৯. 'দুর্নাম' ও 'দুর্নিবার' শব্দ দুটিতে 'ণ' ব্যবহার হয়নি কেন?
উত্তর: সমাসবদ্ধ পদ বলে।

১০. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে শুদ্ধ বানান-
উত্তর: কারণ, মরণ, ভাষণ, গবেষণা, কৃষাণ প্রভৃতি।

Teacher's Work

১. নিচের কোন শব্দে ণ-ত্ব বিধি অনুসারে 'ণ'-এর ব্যবহার হয়েছে? [৩৬তম বিসিএস]
ক কল্যাণ খ প্রবণ গ নিক্কণ ঘ বিপণি — খ

২. ণ-ত্ব বিধি সাধারণত কোন শব্দে প্রযোজ্য/ণ-ত্ব বিধান বাংলা বানানে কোন শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? [২১তম বিসিএস]
ক দেশি খ বিদেশি গ তৎসম ঘ তদ্ভব — গ

৩. নিচের কোন শব্দে ণ-ত্ব বিধান অনুসারে 'ণ' এর ব্যবহার হয়েছে? [খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক'২১]
ক নিক্কণ খ লবণ গ কল্যাণ ঘ ব্যাকরণ — ঘ

৪. নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই 'ণ' হয়েছে?
ক বক্ষমাণ খ স্থাণু গ পরিবহণ ঘ উত্তরায়ন — খ

৫. ণ-ত্ব বিধান অনুসারে নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ?
ক পুরণো খ নিরূপণ গ গ্রহণ ঘ রূপায়ণ — ক

৬. সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব বিধান খাটে না- এর উদাহরণ কোনটি?
ক অগ্রনায়ক খ রতন গ আপন ঘ অনুষ্ঠান — ক

ষ-ত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ষ ধ্বনির ব্যবহার নেই। কেবল কিছু তৎসম শব্দে 'ষ' এর ব্যবহার রয়েছে। সুতরাং ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী তৎসম শব্দের বানানে দন্ত্য-স কে মূর্ধন্য-ষ তে রূপান্তরিত করার নাম ষ-ত্ব বিধান। যেমন- মুমূর্ষু, অভিষেক, সুষম, বিষণ্ণ।

প্রশ্ন: ষ-ত্ব বিধান কাকে বলে?
উত্তর: তৎসম শব্দের বানানে 'ষ' এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ষ-ত্ব বিধান।

✪ নিম্নে মূর্ধন্য-ষ ব্যবহারের কিছু নিয়ম প্রদত্ত হল:

১। **অ, আ ছাড়া অন্যান্য স্বরবর্ণের (ই ি, ঈ ী, উ ু, ঊ ূ, এ ে, ঐ ৈ, ও ো, ঔ ৌ) পরে এবং ক ও র এর পরে বহু ক্ষেত্রে ষ হয়ে থাকে।** যেমন- পরিষ্কার, আবিষ্কার, ভীষণ, ঈষৎ, রুষ্ট, সুষম, তুষার, পূষণ, দূষণ, ঊষর, মেষ, ঐষিক, হিতৈষী, পোষণ, শোষণ, ঔষধি, পৌষ।

২। **'ঋ' ও 'র' এর পরে মূর্ধন্য-ষ হবে।**
যেমন- বৃষ্টি, দৃষ্টি, কৃষ্টি, সৃষ্টি, বর্ষ, বর্ষা, বর্ষণ, ধর্ষণ, কৃষক, তৃষ্ণা, হর্ষ, মুমূর্ষু, আকর্ষণ ইত্যাদি।

৩। **যুক্তাক্ষরে যদি দন্ত্য-'স 'এর পরে ট/ঠ থাকে তবে দন্ত্য-'স' এর স্থলে মূর্ধন্য-ষ হবে।**
যেমন- দুষ্ট, কষ্ট, ইষ্ট, তুষ্ট, বিশিষ্ট, অনিষ্ট, রাষ্ট্র, কনিষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ, অনুষ্ঠান, পৃষ্ঠ ইত্যাদি।

৪। **বাংলা ভাষায় দেশি-বিদেশি মোট পঞ্চাশটিরও বেশি উপসর্গ আছে। এসব উপসর্গের মধ্যে ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পরে মূর্ধন্য-ষ হবে।**
যেমন- অভি + সেক > অভিষেক, সু+সুপ্ত > সুষুপ্ত, প্রতি+সেধক > প্রতিষেধক, বি+সম > বিষম, সু+সম > সুষম ইত্যাদি।

ষ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়

৫। **ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গের মূর্ধন্য- 'ষ' হয়।** যেমন- আকৃষ্ট, কষ্ট, কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, স্পষ্ট, নষ্ট, কাষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ ইত্যাদি।

৬। **র- ধ্বনির পরে যদি অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকে তবে তার পরে 'ষ' হয়।** যেমন- বহিষ্কার। কিন্তু অ, আ, স্বরধ্বনি থাকলে 'স' হয়। যথা- তিরস্কার, নমস্কার, পুরস্কার।

৭। **'সাৎ' প্রত্যয় যুক্ত সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য-ষ না হয়ে দন্ত্য-স হবে।** যেমন- অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ।

৮। **বিদেশি ও অন্যান্য অতৎসম শব্দের বানানে ষ-ত্ব বিধি প্রযোজ্য নয়।**
যেমন- স্টোর, স্টার, ডাস্টার, পোস্টার, মিস্টার, স্টিকার, ব্যারিস্টার, টুস্টার, পোস্টমাস্টার, সিস্টার, স্টেশন, স্ট্যান্ট, মাস্টার, ফটোস্ট্যাট, রেস্টুরেন্ট, ইস্টার্ন ইত্যাদি।

৯। **কতক শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয়।**
যেমন-

আষাঢ় শেষ ঈষৎ মেষ
ভাষা কলুষ মানুষ।
ষোড়শ কোষ পৌষ রোষ
ষট্ পুরুষ মানুষ পাষণ্ড ষণ্ড প্রত্যূষ।
আভাষ ভাষণ অভিলাষ পোষণ
ঊষর তোষণ ঊষা শোষণ্।
ঔষধ বিষাণ ষড়যন্ত্র পাষাণ
বিশেষ ভূষণ সরিষা দূষণ।

এক কথায় উত্তর

১. **ষ-ত্ব বিধান কী?**
উত্তর: তৎসম শব্দে 'ষ' এর সঠিক ব্যবহারের নিয়ম।

২. **ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে কোন বিধি প্রয়োগ হয়?**
উত্তর: 'ষ'-ত্ব বিধি।

৩. **খাঁটি বাংলা, তদ্ভব ও বিদেশি শব্দে কোন ধ্বনির ব্যবহার নেই?**
উত্তর: 'ষ' ধ্বনি।

৪. **ঋ, রেফ, ঋ-কার এরপর কোনটি হয়?**
উত্তর: 'ষ'।

৫. **সম্ভাষণসূচক শব্দে এ-কারের পর কোন ধ্বনি বসে?**
উত্তর: 'ষ' (যেমন- শ্রদ্ধাস্পদেসু, প্রিয়বরেষু)।

৬. **সম্ভাষণসূচক স্ত্রীবাচক শব্দে আ-কারের পর কোন ধ্বনি বসে?**
উত্তর: 'স' (যেমন- কল্যাণীয়াসু, সুচরিতাসু প্রভৃতি)।

৭. **'ট ও ঠ এর সঙ্গে যুক্ত হলে দন্ত্য-স না হয়ে 'ষ' হয়'- এ ধরনের উদাহরণ কোনগুলো?**
উত্তর: কষ্ট, ওষ্ঠ, অনিষ্ট, ইষ্ট, শ্রেষ্ঠ প্রভৃতি।

৮. **স্বভাবতই মূধণ্য-'ষ' হয়-**
উত্তর: আষাঢ়, ভাষা, মানুষ, পৌষ, ভাষণ, ঔষধ, পাষাণ, শোষণ প্রভৃতি।

৯. **কোন প্রত্যয়যুক্ত পদে মূর্ধন্য 'ষ' হয় না?**
উত্তর: 'সাৎ'।

Teacher's Work

১. **নিত্য মূর্ধন্য-ষ কোন শব্দে বর্তমান-** [২০তম, ২৪তম বিসিএস]
ক কষ্ট খ উপনিষৎ গ কল্যাণীয়েষু ঘ আষাঢ় — ঘ

২. **স্বভাবতই মূর্ধন্য 'ষ' হয় এমন উদাহরণ কোনটি?**
ক কৃষক খ বর্ষা গ ঔষধ ঘ কাষ্ট — গ

৩. **কোনটি শুদ্ধ বানান?**
ক শশিভুসন খ শশিভূষণ গ শসিভূষন ঘ শশিভুসণ — খ

৪. **স্বভাবতই 'ষ' হয়েছে নিচের কোন শব্দে?**
ক মহর্ষি খ মুমূর্ষু গ আষাঢ় ঘ বৃষ্টি — গ

প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

◆ যে শব্দটি তৎসম নয় অর্থাৎ সংস্কৃত নয়, সে শব্দটির বানানে কোথাও ঈ-কার দেওয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে সর্বদাই ই-কার, উ-কার বসবে। যেমন– ইদ, নবি, পরি, পির, পুব, বিমা, রানি, লিগ, শহিদ ইত্যাদি। এখানে ই-কার, উ-কার বসার কারণ হলো যে, এ শব্দগুলোর কোনোটিই সংস্কৃত নয়। পূর্বে বানানগুলোতে ঈ-কার বসতো, বর্তমানে বানান পরিমার্জন করে সরল করা হয়েছে।

✪ নিচে প্রয়োগ-অপপ্রয়োগের বিস্তারিত বর্ণনা উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো:

১. **ই-কার/ঈ-কার এর প্রয়োগ-অপ্রয়োগ:** ১৯৮৮ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলা বানানের নিয়মের একটি খসড়া প্রস্তুত করে এবং ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম প্রণয়ন করে। উভয় নিয়মেই যাবতীয় অতৎসম (অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি) শব্দে কেবল হ্রস্বধ্বনি (ই, ই-কার, উ, উ-কার) ব্যবহারের সুপারিশ করেছে। নিম্নে এর কিছু ব্যবহার তুলে ধরা হলো:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
একাডেমী	একাডেমি	ঈদ	ইদ
এজেন্সী	এজেন্সি	কেরানী	কেরানি
কলোনী	কলোনি	কোম্পানী	কোম্পানি
কাজী	কাজি	গরীব	গরিব
কোরবানী	কোরবানি	গীটার	গিটার
নবী	নবি	শাশুড়ী	শাশুড়ি
ডিগ্রী	ডিগ্রি	সরকারী	সরকারি
তসবী	তসবি	নেভী	নেভি
দরদী	দরদি	মামী	মামি
নার্সারী	নার্সারি	সেক্রেটারী	সেক্রেটারি
চাকরী	চাকরি	নানী	নানি
জরুরী	জরুরি	বীমা	বিমা
গ্যালারী	গ্যালারি	ভাবী	ভাবি
জানুয়ারী	জানুয়ারি	রেফারী	রেফারি
টিউশনী	টিউশনি	লীগ	লিগ
ডায়েরী	ডায়েরি	শহীদ	শহিদ
সীলমোহর	সিলমোহর	লাইব্রেরী	লাইব্রেরি
সতীন	সতিন	লটারী	লটারি
হাজী	হাজি		

➢ ঈ-কার যুক্ত শব্দ:

অগ্নিবীণা	শরীর	দ্বীপ(দ্বিপ-হস্তী)	সমীপ
অধিকারিণী	শারীরিক	নিবীত	বিপরীত
প্রাণিবিদ্যা	শীকর	ভীম	বীচি
প্রাণিবাচক	শীঘ্র	নীরব	বীথি
ভবিষ্যদ্বাণী	শীতাতপ	নীরন্ধ্র	বিবাদী
সহপাঠিনী	শীর্ণ	পরীক্ষা	বীভৎস
প্রণয়িনী	শ্লীপদ	পিপীলিকা	বীর
শিঞ্জিনী	সুশ্রী	পীড়া	ব্রীহি
টিপ্পনী	সরীসৃপ	পীযুষ	বেণী

তপস্বিনী	সম্মুখীন	প্রতীক	ব্যতীত
পুনর্মিলনী	সমীহ	প্রতীক্ষা	ভাগীরথী
উন্মীলন	উড্ডীন	প্রতীচ্য	ভীষণ
একান্নবর্তী	উদীচী	গ্রীষ্ম	গরীয়ান
চীর	উড়িয়া/উড়ীয়া	চীন	গরীয়সী
প্রতীয়মান	সমীচীন	গীতিকা	ক্ষুৎপীড়িত
অঙ্গীকার	নিমীলিত	প্রবীণ	টীকা
অন্তরীণ	নিপীড়িত	প্রীতি	তরণী
অলীক	নিরীহ	বল্মীকি	তীক্ষ্ণ
অধীন	নিশীথিনী	বাণী	তীব্র
আভীর	নীচ	সীমন্ত	দধীচি
আশীর্বাদ	মরীচিকা	প্রতীতি	দিলীপ
ঈপ্সা	গীতাঞ্জলি	কিরীট	দীপ্ত
ঈপ্সিত	গীষ্পতি	কীর্তন	দ্বিতীয়
ঈর্ষা	কৃষিজীবী	কীর্তি	কালীন
ঈষৎ	ক্ষীণজীবী	ভীত	

২. অপপ্রয়োগের কারণ যখন বিশেষণ দ্বিত্ব: বিশেষণ জাতীয় পদের সঙ্গে যদি পুনরায় বিশেষণবাচক উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগ করা হয় তাহলে যে সব শব্দ গঠিত হয় তা ব্যাকরণ সম্মত নয়। তথাকথিত এই দূষিত শব্দগুলো অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট। যেমন–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সকাতর	কাতর	সবিনয়পূর্বক	বিনয়পূর্বক
সকৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞ	সলজ্জিত	লজ্জিত/সলজ্জ
সচিত্রিত	চিত্রিত / সচিত্র	সশঙ্কিত	শঙ্কিত/সশঙ্ক
সচেষ্টিত	চেষ্টিত/সচেষ্ট	সানন্দিত	সানন্দ

৩. অপপ্রয়োগের কারণ যখন বিশেষ্য / দ্বিত্ব: কোনো বিশেষ্য পদের সাথে আবার "তা" অথবা "ত্ব" প্রত্যয় যুক্ত করা হলে যে শব্দটি গঠিত হয় তা ভুল শব্দ। এ জাতীয় শব্দের প্রয়োগ ব্যাকরণসম্মত নয় বলে এগুলো অপপ্রয়োগ। যেমন–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অপকর্ষতা	অপকর্ষ	উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ / উৎকৃষ্টতা
অপ্রতুলতা	অপ্রতুল	প্রসারিত	প্রসার
মৌনতা	মৌন		

৪. বিশেষণের সাথে দুইবার প্রত্যয় যোগ করার কারণে অপপ্রয়োগ: সাধারণত বিশেষণ পদের শেষে "য" অথবা "তা" প্রত্যয় যোগ করা হলে বিশেষণ পদটি বিশেষ্য পদে রূপান্তরিত হয়; পুনরায় ওই বিশেষ্য পদের সাথে যদি আবার প্রত্যয় যোগ করা হয়, তাহলে অপপ্রয়োগ ঘটে। যেমন: 'দরিদ্র' একটি বিশেষণ পদ। 'দরিদ্র' শব্দের সঙ্গে "য" প্রত্যয় যোগ করলে গঠিত হয় (দরিদ্র + য) দারিদ্র্য। 'দারিদ্র্য' একটি বিশেষ্য পদ। এবার 'দারিদ্র্য'র সাথে যদি "তা" যোগ করা হয়, তাহলে গঠিত হয় (দারিদ্র্য+তা) দারিদ্রতা। 'দারিদ্রতা' গঠনে একই সঙ্গে "য" এবং "তা" প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার কারণে এটি অশুদ্ধ শব্দ। অপপ্রয়োগ ঘটেছে, এমন কিছু তথাকথিত শব্দের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। **যেমন-**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আতিশয্যতা	আতিশয্য	দারিদ্রতা	দারিদ্র্য/দরিদ্রতা
চাঞ্চল্যতা	চাঞ্চল্য	সখ্যতা	সখ্য
ঐক্যতা	ঐক্য/একতা	বাহুল্যতা	বাহুল্য
চাতুর্যতা	চাতুর্য/চতুরতা	সৌজন্যতা	সৌজন্য
কার্পণ্যতা	কার্পণ্য	ভারসাম্যতা	ভারসাম্য
চাপল্যতা	চাপল্য	সৌহার্দ্যতা	সৌহার্দ্য
গাম্ভীর্যতা	গাম্ভীর্য	দৈন্যতা	দৈন্য/দীনতা

৫. সমার্থক শব্দের বাহুল্যজনিত কারণে অপপ্রয়োগ: কখনও কখনও বাংলায় কোনো কোনো শব্দে সমার্থবোধক একাধিক শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এ ধরনের প্রয়োগের ফলে শব্দ ব্যাকরণগতভাবে দূষিত হয়ে পড়ে। সমার্থক শব্দের বাহুল্যজনিত কারণে সৃষ্ট অপপ্রয়োগের উদাহরণ হলো–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অশ্রুজল	অশ্রু	শুধুমাত্র	শুধু/মাত্র
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত/অধীন	সমূলসহ	সমূল/মূলসহ
আরক্তিম	আরক্ত/রক্তিম	সময়কাল	সময়/কাল
কদাপিও	কদাপি	সুবুদ্ধিমান	সুবুদ্ধি/বুদ্ধিমান
কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র	বিবিধপ্রকার	বিবিধ
সুস্বাগত	স্বাগত	সুস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য

৬. সন্ধিজাত শব্দে বানান ভুলের জন্য অপপ্রয়োগ: সন্ধিজাত শব্দে পাশাপাশি দুই বা তার চেয়ে বেশি ধ্বনি মিলিত হয়ে একটি ধ্বনিতে পরিণত হয় কিন্তু এক্ষেত্রে ধ্বনিটি কী হবে, তা সন্ধির সূত্র অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে কোনো রকম স্বাধীনতা গ্রহণ করা চলে না। আমরা অনেকেই সন্ধিজাত শব্দের বানান লেখার সময় বানানে স্বেচ্ছাচার করে থাকি যার ফলে শব্দে অপপ্রয়োগ ঘটে থাকে। যেমন–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অদ্যবধি	অদ্যাবধি	মুখছবি	মুখচ্ছবি
তরুছায়া	তরুচ্ছায়া	দুরাবস্থ	দুরবস্থা
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ
দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট	বক্ষোপরি	বক্ষ-উপরি
বিপদোদ্ধার	বিপদুদ্ধার		

৭. সমাসঘটিত শব্দে অপপ্রয়োগ: ব্যাসবাক্য থেকে সমস্তপদ যখন গঠিত হয় তা সমাসের নিয়ম অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করে। শব্দ গঠন অনুযায়ী ব্যাসবাক্য থেকে কখনও কখনও তা ভিন্নরূপ লাভ করে।
যেমন: মহান যে মানব = 'মহানমানব' নয়– 'মহামানব' ; জায়া ও পতি = 'জায়াপতি' নয় = 'দম্পতি'।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নির্জ্ঞানী	নির্জ্ঞান	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
নিরপরাধী	নিরপরাধ	নির্দোষী	নির্দোষ
নিরভিমানী	নিরভিমান	অহর্নিশি	অহর্নিশ
নীরোগী	নীরোগ	মধ্যরাত্রি	মধ্যরাত্র
নির্বিরোধী	নির্বিরোধ	দিবারাত্রি	দিবারাত্র
সুবুদ্ধিমান	সুবুদ্ধি	দিনরাত্র	দিনরাত্রি/দিবারাত্র

৮. প্রত্যয়ঘটিত অপপ্রয়োগ: প্রকৃতির সাথে প্রত্যয়যুক্ত হয়ে যখন শব্দ গঠিত হয় তখন সংগত কারণেই তার বানানে কিছুটা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। সচেতন না থাকলে এসব ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধীনস্থ	অধীন	লব্ধপ্রতিষ্ঠিত	লব্ধপ্রতিষ্ঠ
একত্রিত	একত্র	অসহ্যনীয়	অসহনীয় / অসহ্য
সত্বা	সত্ত্বা	চোষ্য	চুষ্য
সাধ্যাতীত	অসাধ্য	সম্ভ্রান্তশালী	সম্ভ্রমশালী / সম্ভ্রান্ত
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	সিঞ্চিত	সিক্ত
সিঞ্চন	সেচন		

৯. **উৎকর্ষবাচক– তর, তম প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ:** উৎকর্ষবাচক শব্দ ব্যবহারে, আমরা কী রকম অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবে আছি যেটি খুব অল্প কথায় ড. মাহবুবুল হক বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা সরাসরি তাঁর বই থেকে একটি অংশ তুলে ধরছি: 'বাংলায় উৎকর্ষের সর্বাধিক্য বোঝাতে গুণবাচক শব্দের সঙ্গে "ইষ্ঠ" প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন: কনিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, পাপিষ্ঠ্য, বলিষ্ঠ, লঘিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। এসব শব্দের সঙ্গে ভুলবশত অনেকে দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষবাচক "তর" এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষবাচক "তম" প্রত্যয় যুক্ত করে থাকেন। যেমন: কনিষ্ঠতর "কনিষ্ঠতম" "বলিষ্ঠতম", "শ্রেষ্ঠতম" ইত্যাদি। এরকম প্রয়োগ অশুদ্ধ।

১০. **বহুল প্রচলিত বানানের প্রভাবে অপপ্রয়োগ:** বাংলা বানানে বহুলপ্রচলিত শব্দগুলি তুলনামূলক কম প্রচলিত শব্দের বানানের ওপর প্রবল প্রভাব ফেলে। ফলে অপপ্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু উদাহরণ দেয়া হলো: 'ভূগোল' বানানে উ-কার আছে কিন্তু এর প্রভাবে 'ভূবন' বানানে উ-কার দেওয়া হলো, যা অপপ্রয়োগ। 'স্বাধীনতা' বানানের প্রভাবে যদি লেখা হয় 'স্বাধীকার' তাহলে অপপ্রয়োগ হবে। শুদ্ধ শব্দটি হচ্ছে সাধীকার। এরূপ 'বিবাদ' শুদ্ধ কিন্তু 'বিবাদমান' শুদ্ধ নয়, শুদ্ধ প্রয়োগ করতে হলে ব্যবহার করতে হবে 'বিবদমান'।

১১. **সমাসঘটিত শব্দের বানানে অশুদ্ধি:** 'সমাস' (সম্- √অস্ + অ) শব্দের অর্থই হচ্ছে সংক্ষেপণ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, "পরস্পর অর্থ-সঙ্গতিবিশিষ্ট দুই বা বহু পদকে লইয়া একপদ করার নাম সমাস।"

বাংলা একাডেমি প্রণীত ও প্রকাশিত **"প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ"** গ্রন্থে সমাসের সংজ্ঞা নিরূপিত হয়েছে এভাবে: 'সমাস অভিধানের শব্দ নির্মাণের একটি প্রক্রিয়া যাতে দুই বা তার চেয়ে বেশি শব্দ যুক্ত হয়ে একটি অখণ্ড শব্দ তৈরি করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি সম্মিলিত ধারণা প্রকাশ করে।" সমাসবদ্ধ শব্দ তাই একত্রে লিখতে হয়- নতুবা অপপ্রয়োগ হবে। কিছু উদাহরণ হলো:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অকাল প্রয়াত	অকালপ্রয়াত	অনন্য সাধারণ	অনন্যসাধারণ
অনুমান নির্ভর	অনুমাননির্ভর	আপন জন	আপনজন
ক্রয় ক্ষমতা	ক্রয়ক্ষমতা	প্রচার মাধ্যম	প্রচারমাধ্যম
প্রবাস জীবন	প্রবাসজীবন	বাস্তব সম্মত	বাস্তবসম্মত
বিপথ গামী	বিপথগামী	বেকার সমস্যা	বেকারসমস্যা
দৃষ্টি প্রতিবন্ধী	দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী	ধর্ম ব্যবসায়ী	ধর্মব্যবসায়ী
নীতি নির্ধারক	নীতিনির্ধারক	পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া	পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
পূর্ব প্রস্তুতি	পূর্বপ্রস্তুতি	জমিদার বাড়ি	জমিদারবাড়ি
ব্যক্তি মালিকানা	ব্যক্তিমালিকানা	শোক সংবাদ	শোকসংবাদ
জীবন ধারা	জীবনধারা	ভাব বিনিময়	ভাববিনিময়
সমাজ সেবা	সমাজসেবা	জীবন সংগ্রাম	জীবনসংগ্রাম
মৎস্য সম্পদ	মৎস্যসম্পদ	সমুদ্র সৈকত	সমুদ্রসৈকত
জীবন সঙ্গিনী	জীবনসঙ্গিনী	যুক্ত বিবৃতি	যুক্তবিবৃতি
সর্বজন শ্রদ্ধেয়	সর্বজনশ্রদ্ধেয়	দল নিরপেক্ষ	দলনিরপেক্ষ
যুদ্ধ বিধ্বস্ত	যুদ্ধবিধ্বস্ত	সাহায্য সংস্থা	সাহায্যসংস্থা
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ	দৃঢ়প্রতিজ্ঞ	শিক্ষা ব্যবস্থা	শিক্ষাব্যবস্থা

১২. **অর্থগত অপপ্রয়োগ:** (সমোচ্চারিত ও প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের অর্থ পার্থক্যজনিত অপপ্রয়োগ)

প্রতিটি ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে থাকে অজস্র শব্দ, তবু থেকে যায় অনেক সীমাবদ্ধতা। ওই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ তখন কখনও বানানে, কখনও উচ্চারণে কিছুটা রদবদল করে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করে তার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করে। অনেক সময় এত সব করেও তার প্রয়োজন মেটে না; তার প্রয়োজন পড়ে আরও অজস্র শব্দ। তখন একই বানানে একই উচ্চারণে তারা ভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। এই তিনটি উপায়ে গঠিত শব্দসমূহ সমোচ্চারিত ও প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ হিসেবে পরিচিত। যেমন:

ক) **যুগল : দিন : দিবস, দীন : দরিদ্র** [পরিবর্তন কেবল বানানে, উচ্চারণে কোন পার্থক্য নেই।]

খ) **যুগল : চুড়ি : অলংকার বিশেষ, চুরি : চৌর্যবৃত্তি** (একটি অপরাধকর্ম) [পরিবর্তন একই সঙ্গে বানানে ও উচ্চারণে]

গ) **যুগল : চাল : চাউল, চাল : কৌশল** [বানান বা উচ্চারণে কোনো পার্থক্য ঘটছে না অথচ ভিন্ন অর্থবোধক নতুন শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে।] যেমন: আমাদের বাসায় আজ চাল নেই। তোমার চাল ধরতে পারছি না।

বাংলা অভিধানে এমন অসংখ্য শব্দ রয়েছে যেগুলোর জন্য আমরা পদে পদে বিড়ম্বনার মুখোমুখি হই। বানান একই অথচ অর্থের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। অল্প কিছু দৃষ্টান্ত দেখুন।

অজ – খাঁটি / নিরেট
অজ – ছাগল / মেষ [প্রয়োগ: অজের অজ দুগ্ধ।]
ঘাট – নৌকা বা জাহাজ ভিড়াবার স্থান / ঘাঁটি।
ঘাট – অপরাধ, অন্যায়, ত্রুটি [প্রয়োগ: অনুমতি না নিয়ে ঘাটে নৌকা বেঁধে ঘাট করেছে।]
চটি – চামড়ার তৈরি হালকা জুতাবিশেষ
চটি – পান্থশালা / পথিকদের বিশ্রামস্থান [প্রয়োগ: চটির ভেতরে কার চটি গো?]
ছাপা – মুদ্রিত করা / ছাপানো।
ছাপা – **গুপ্ত/লুকায়িত/অপ্রকাশিত** [প্রয়োগ: ছাপা সংবাদ ছাপা থাকে না।]
ধনী – ধনবান / ঐশ্বর্যশালী
ধনী – যুবতী [প্রয়োগ: একজন ধনী ধনীকে বিয়ে করেছি।]
তটস্থ – বিচলিত / শশব্যস্ত / ভীত
তটস্থ – তীরস্থ / যা তীরে অবস্থিত [প্রয়োগ: শীতলক্ষ্যার তটস্থ মানুষ সব সময় তটস্থ থাকে।]
দক্ষিণা – দক্ষিণ দিক সংক্রান্ত।
দক্ষিণা – প্রণামী [প্রয়োগ: দক্ষিণা নেতাদের দক্ষিণা না দিয়ে উপায় আছে?]
নজর – দৃষ্টি।
নজর – উপঢৌকন / উপহার।

♦ প্রায়-সমোচ্চারিত শব্দগুলো এই তুলনায় আমাদের কাছে একটু বেশি পরিচিত। তবু এসব ক্ষেত্রে আমাদের অপপ্রয়োগ ঘটে থাকে। শব্দজোড়ের অর্থপার্থক্য মনে রাখলে অপপ্রয়োগ এড়িয়ে চলা কঠিন নয়। কিছু উদাহরণ দেয়া হলো:

কৃতি (নির্মাণ, রচনা, কর্ম): 'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথের অমর কৃতি।
কৃতী (কৃতকর্মা, গুণবান): ড. আনিসুজ্জামান বাংলাদেশের কৃতী সন্তান।
নিচ (নিম্ন, নিচের): আমরা তিন তলা বাসার নিচ তলায় থাকি।
নীচ (হীন, অধর্ম, নিকৃষ্ট): এহসান এত নীচ, আগে ভাবতে পারিনি।
পিঠ (পৃষ্ঠদেশ): সামি এখনও আমার পিঠে চড়ে।
পীঠ (বেদী, প্রতিষ্ঠান): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ।

বাজি (ভেলকি, জুয়ার পণ): আমি বাজি ধরে বলতে পারি সেলিম আছমাকে গোপনে বিয়ে করেছে।
বাজী (ঘোড়া) : বাজি ধরে বাজীতে চড়েছি।
বেশি (অনেক, প্রচুর) : বেশি খেয়ো না, মোটা হয়ে যাবে।
বেশী (বেশধারী): আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়ে কে উপজাতিদের সাথে দেখা হলো: তারা বেশি ছিল কিন্তু কেউ বেশী ছিল না। ['অনেক' অর্থে আমাদের বদ অভ্যাস কিন্তু ঈ-কার দিয়ে 'বেশী' লেখা।']
বলি (নৈবেদ্য): তোমার আর শাকিলের ঝগড়ায় সব সময় আমাকে বলির পাঁঠা হতে হবে কেন, শুনি?
বলী (বলবান, বীর): বলী হলেই প্রেমিক হওয়া যায় না।
অনুদিত (যা উদিত হয়নি): অনুদিত সূর্যকে তুমি কীভাবে দেখবে?
অনূদিত (ভাষান্তরিত): 'গীতাঞ্জলি' অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।
কুল (বংশ, ফল বিশেষ): প্রেমে পড়লে যদি কুল-মান না-ই গেল, তবে সেটা কেমন প্রেম?
কূল (তট, কিনারা): প্রেমে পড়ে কুল হারিয়ে সে এখন কূল পাচ্ছে না।
ধুম (জাঁকজমক): উৎসবে ধুমধাম না থাকলে চলে নাকি?
ধূম (ধোঁয়া): যেখানে অগ্নি সেখানে ধূম।
সূচী (তালিকা): বইয়ের সূচীপত্র দেখে নাও; কোন কোন অধ্যায় আজ পড়বে।
সূচী (সূচ, সুই): তোমার নাকি সূচীকর্ম খুব সুন্দর।
গাঁথা (গ্রন্থন করা): মৌসুমি আর আমার হৃদয় এক সূত্রে গাঁথা।
গাথা (কবিতা): জসীমউদ্‌দীনের গাথাগুলো নাট্যধর্মী।
পরশ্ব (পরশু দিন): পরশ্ব আমি থাকিব ব্যস্ত উদয়াস্ত।
পরস্ব (পরের ধন): পরস্ব হরণ করে যে ধনী কে তারি কহে ধনবান।
শপ্ত (শাপগ্রস্ত): তুমি শপ্ত, কলঙ্ক জাতির।
সপ্ত (সাত): তার লাগি লিখে পড়ে দিতে পারি সপ্ত আসমান।
শূর (বীর): রাগের সময় যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সেই শ্রেষ্ঠ শূর।
সূর (সূর্য): আকাশে সূর উঠেছে।
উদ্দেশে (সন্ধান, প্রতি): আমি কাল কাপাসিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করব।
উদ্দেশ্যে (লক্ষ্য, অভিপ্রায়): আমি ও সেলিম শিমুলের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি।
লক্ষ (দৃষ্টি, নজর, লাখ): শুধু লক্ষ টাকার দিকেই বুঝি তোমার লক্ষ্য?
লক্ষ্য (উদ্দেশ্য, উদ্দিষ্ট): আমি বেদনার সাথে লক্ষ করেছি লক্ষ টাকা আয় করাটাই তার কেবল লক্ষ্য।
সাক্ষর (অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন): বাংলাদেশে দিন দিন সাক্ষরতার হার বাড়ছে।
স্বাক্ষর (দস্তখত, সই): তারিক আহমেদের স্বাক্ষর খুব সুন্দর।
স্বর (ধ্বনি): আমি মনির গলার স্বর চিনি।
স্মর (কামদেব): স্মরের স্বরে সে আকুল হয়েছে।
নেতৃবর্গ (পুরুষ নেতাগণ): নেতৃবর্গ এ বিষয়ে একমত হতে পারেননি।
নেত্রীবর্গ (মহিলা নেতারা): মহিলা সমিতির নেত্রীবর্গ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন।
আত্ত (গৃহীত): বাংলা ভাষায় আত্তীকৃত শব্দের সংখ্যা অজস্র।
আত্ম (নিজ): মহামানবদের আত্মজীবনী পড়ে বিমল আনন্দ লাভ হয়।
তত্ত্ব (গূঢ় অর্থ): পিকনিকে এসে তত্ত্বকথা বাদ দাও বাপু।
তথ্য (সংবাদ): রেজার বিয়ের তথ্য রুবেল আমাকে দিয়েছে।

১৩. অর্থগত অপপ্রয়োগ: আমরা অনেক সময়ে শব্দের যথার্থ অর্থ না জেনে তা প্রয়োগ করি। এর ফলে বাক্যে অর্থগত অপপ্রয়োগ ঘটে। কিছু উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যথা:
অপপ্রয়োগ: আমি কাল বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম, ফলশ্রুতিতে আজ আমার জ্বর হয়েছে।
প্রয়োগ: আমি কাল বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম, ফলে আজ আমার জ্বর হয়েছে।
অপপ্রয়োগ: আয়নাল জ্বরে শয্যাশায়ী।
প্রয়োগ: আয়নাল জ্বরে শয্যাগত।

এক কথায় উত্তর

১. **প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ কী?**
উত্তর: বাংলা ভাষার শুদ্ধ ও অশুদ্ধ প্রয়োগই হচ্ছে প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ।
২. **অর্থগত অপপ্রয়োগ কী?**
উত্তর: শব্দের যথার্থ অর্থ না জেনে প্রয়োগ।
৩. **প্রত্যয়ঘটিত অপপ্রয়োগ কী?**
উত্তর: প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের ভুল প্রয়োগ।
৪. **বানান জনিত অশুদ্ধ প্রয়োগ-**
উত্তর: ঈদ, নবী, পরী, বীমা, শহীদ, রাণী, পূর্ব প্রভৃতি।
৫. **জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলা বানানের খসড়া প্রস্তুত করে কবে?**
উত্তর: ১৯৮৮ সালে।
৬. **বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম প্রণয়ন করে কবে?**
উত্তর: ১৯৯২ সালে।
৭. **বিশেষণ দ্বিত্ব জনিত অপপ্রয়োগ-**
উত্তর: সকাতর, সবিনয়পূর্বক, সকৃতজ্ঞ, সচিত্রিত প্রভৃতি।
৮. **কোন পদের সাথে তা/ত্ব প্রত্যয় যুক্ত হলে অপপ্রয়োগ ঘটে?**
উত্তর: বিশেষ্য।
৯. **সমার্থক শব্দের বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ-**
উত্তর: অশ্রুজল, শুধুমাত্র, কেবলমাত্র, আয়ত্তাধীন প্রভৃতি।
১০. **সন্ধিজাত অপপ্রয়োগ ঘটেছে-**
উত্তর: উপরোক্ত, মুখছবি, অদ্যবধি, দূরাবস্থা প্রভৃতি।
১১. **'সুস্বাগত' শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগ কোনটি?**
উত্তর: স্বাগত।
১২. **'সকৃতজ্ঞ' শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগ কী?**
উত্তর: কৃতজ্ঞ।
১৩. **'উপরোক্ত' শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগ কী হবে?**
উত্তর: উপর্যুক্ত।
১৪. **'সৌজন্যতা' শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগ কী?**
উত্তর: সৌজন্য।
১৫. **'সিঞ্চন' শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগ কী?**
উত্তর: সেচন।
১৬. **'অধীনস্থ' এর শুদ্ধ প্রয়োগ কোনটি?**
উত্তর: অধীন।
১৭. **'সকল ছাত্ররাই যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছে'- বাক্যটিতে কী ধরনের ভুল আছে?**
উত্তর: বচন।
১৮. **'সে চোখে হলুদ ফুল দেখছে'- এখানে কোন ধরনের ভুল রয়েছে?**
উত্তর: প্রবচনের ভুল প্রয়োগ।
১৯. **'অকাল প্রয়াত' শব্দের শুদ্ধ রূপ হবে-**
উত্তর: অকালপ্রয়াত (সমাসবদ্ধভাবে বসবে)।

Teacher's Work

১. **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?** [২৫তম বিসিএস]
ক তাহার জীবন সংশয়পীর্ণ খ তাহার জীবন সংশয়ময়
গ তাহার জীবন সংশয়াপূর্ণ ঘ তাহার জীবন সংশয়ভরা **গ**

২. **শুদ্ধ বাক্যটি চিহ্নিত করুন-**
ক বিদ্যান ব্যক্তিগণ দরিদ্রের শিকার হন
খ বিদ্যান ব্যক্তিগণ দারিদ্রতার শিকার হন
গ বিদ্বান ব্যক্তিগণ দারিদ্র্যের শিকার হন
ঘ বিদ্যান ব্যক্তিগণ দরিদ্রতার স্বীকার হন **গ**

৩. **কোনটি শুদ্ধ বাক্য?**
ক দারিদ্র বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা
খ দারিদ্র্যতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা
গ দরিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা
ঘ দরিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা **গ**

৪. **নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়নি?** [৩৬তম বিসিএস]
ক সভাসদ খ শুভেচ্ছা
ঘ ফলবান ঘ তন্বী **খ**

৫. **কোনটিতে অপপ্রয়োগ ঘটেছে?** [৩৮তম বিসিএস]
ক জবাবদিহি খ মিথস্ক্রিয়া
ঘ একত্রিত ঘ গৌরবিত **গ**

৬. **কোনটি শুদ্ধ বাক্য?**
ক এ কথা প্রমান হয়েছে খ এ কথা প্রমানিত হয়েছে
ঘ এ কথা প্রমাণ হয়েছে ঘ এ কথা প্রমাণিত হয়েছে **ঘ**

৭. **শুদ্ধ বাক্য নির্দেশ করুন-**
ক দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয় খ দীনতা প্রশংসনীয় নয়
ঘ দৈন্যতা নিন্দনীয় ঘ দৈন্যতা অপ্রশংসনীয় **খ**

বানান শুদ্ধিকরণ

১৯৮৮ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্মশালা করে ও বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে বাংলা বানানের নিয়মের একটি খসড়া প্রস্তুত করেন। বিশ্বভারতী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের অনুসৃত বাংলা বানানের নিয়মের আলোকে ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমি 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' প্রণয়ন করে।

◆ বাংলা একাডেমির 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' ভাবনা-কেন্দ্রে রেখে বাংলা বানানের প্রধান নিয়মগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

➤ **ই-কার যুক্ত শব্দ:** শব্দের শেষে জগৎ, বাচক, বিদ্যা, সভা, ত্ব, তা, নী, ণী, পরিষদ, তত্ত্ব ইত্যাদি থাকলে তার পূর্বে ঈ-কার না হয়ে সাধারণত ই-কার হয়। যেমন-

অগ্নিবীণা	প্রাণিবিদ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	সহযোগিতা	অধিকারিণী	প্রাণিবাচক	ভবিষ্যদ্বাণী	সহপাঠিনী
তপস্বিনী	পুনর্মিলনী	মন্ত্রিপরিষদ	স্থায়িত্ব	প্রণয়িনী	প্রতিযোগিতা	টিপ্পনী	

◆ **ঈ-কার যুক্ত শব্দ: পুংলিঙ্গ শব্দ: গুণী, সুখী, মেধাবী, বাগ্মী, কর্মী, জয়ী, শ্রমী ইত্যাদি।**

◆ **স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ: যামিনী, সখী, ব্যাঘ্রী, নদী, তরী, রজনী, ইন্দ্রাণী ইত্যাদি।**

➤ ঈ-কার যুক্ত বিবিধ শব্দ:

অঙ্গীকার	ইদানীং	উড়িয়া/উড়ীয়া	কীদৃশ	গরীয়সী	চীবের	তীর্ণ	নিমীলিত
অন্তরীপ	ঈপ্সা	উন্মীলিত	কীর্তন	গম্ভীর	চীর	দধীচি	নিপীড়িত
অবীরা	ঈপ্সিত	উন্মীলন	কীর্তি	গীতিকা	জিজীবিষা	দিলীপ	নিরীক্ষণ
অভীষ্ট	ঈর্ষা	উশীর	কুলীন	গীতাঞ্জলি	টীকা	দীধিতি	নিরীহ
অলীক	ঈশ্বর	একান্নবর্তী	কৃষিজীবী	গীষ্পতি	তন্ত্রী	দীপ্ত	নিশীথ
অধীন	ঈষৎ	করণীয়	ক্ষীণজীবী	গ্রীবা	তিতীর্ষু	দ্বিতীয়	নিশীথিনী
আত্মীয়	উড্ডীন	কালীন	কৌপীন	গ্রীষ্ম	তিন্তিড়ী	দ্বীপ (দ্বিপ: হস্তী)	সমীহ
আভীর	উদীচী	কীচক	ক্ষুৎপীড়িত	সীতা	তীক্ষ্ণ	ধীবর	নীচ
আশীর্বাদ	উদীয়মান	কীট	গরীয়ান	চীন	তীব্র	নিবীত	নীড়
নীহার	প্রতীয়মান	বীণা	ভীরু	বীজ	ব্যতীত	শরীর	নীরব
পরীক্ষা	প্রবীণ	বীথি	ভীষণ	বীজন	ভীত	শর্বরী	নীরস
পিপীলিকা	প্রাচীন	বিবাদী	ভগীরথ	শীঘ্র	ভীম	শালীন	নীরোগ
পীঠ	প্রীত	বীক্ষা	ভাগীরথী	শীতল	সুধী	শিরীষ	মরীচিকা
পীড়া	প্রীতি	বীভৎস	মঞ্জুরী	সীমা	শ্লীপদ	শীকর	মহী
পীযূষ	বাল্মীক	বীর	প্রতীচ্য	স্ফীত	শীল	সম্মুখীন	মহীয়ান
পৃথিবী	বাল্মীকি	বুদ্ধিজীবী	প্রতীচী	হরীতকী	সমীচীন	সমীপ	মীমাংসা
প্রতীক	বাণী	ব্রীহি	প্রতীতি	সীমান্ত	শীতাতপ	সমীরণ	সরীসৃপ
প্রতীক্ষা	বিকীর্ণ	বেণী	বিপরীত	সুশ্রী	শীর্ণ		

◆ **উ বা ঊ-কার যুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দ: বধূ, শ্বশ্রূ ইত্যাদি।**

➢ ঊ-কার যুক্ত বিবিধ শব্দ:

অনসূয়া	ঊর্মিলা	ঘূর্ণন	সূর	দূষক	পূর্তি	সূত	ভূ
অসূয়া	ঊর্বর (উর্বর)	ঘূর্ণি	তাম্রকূট	দূষণীয়	পূষা	নিষ্ঠ্যূত	ভূত
আহূত	ঊষর	ঘূর্ণমান	তূণ	দূষিত	পূর্ব	নূতন	ভূমা
ঊর্মি	ঊষা	ঘূর্ণায়মান	সূদন	দ্যূত	প্রতিভূ	নূপুর	ভূমি
উদূখল	ঊহ্য	দূরীভূত	তূর্য	চমূ	ত্যূষ (প্রত্যূষ)	ন্যূনতম	ভূয়ঃ
উলূক	কূট	চূড়া	তূর্ণ	ধূম	প্রসূ	পীযূষ	পূপ
ঊঢ়	কূর্ম	চূত	তূলিকা	ধূম্র	প্রসূত	পূত	পূরক
ঊন	কূল	চূর্ণ	তূলী	ধূপ	প্রসূতি	পূতি	পূরণ
ঊরু	কৌতূহল	চূষ্য	দুকূল	ধূর্জ্জটি	প্রসূয়	মূর্ছা	মূল্য
ঊর্ণনাভ	গণ্ডূষ	জাগরূক	দূত	ধূর্ত	বাবদূক	মূর্ত	মূষিক
ঊর্ণা	গূঢ়	জীমূত	দূর	ধূলি	বিদূষক	মূর্তি	মণ্ডূক
ঊর্ধ্ব	গোধূম	জ্ঞানভূষিত	দূর্বা	ধূসর	ব্যূহ	মূর্ধন্য	মণ্ডূর
মূঢ়	মূত্র	পূতিকা	সদ্ভূয়	ভূতি	সূক্ত	সূচনা	ময়ূখ
ময়ূর	মূর্খ	যবাগূ	সমূহ	ভূষণ	সূক্ষ্ম	হূন	স্তূপ
মুহূর্ত	মুমূর্ষু	যূথ	সম্ভূয়	ভ্রূ	সূচি	সূচক	শূদ্র
মূক	মরুভূমি	যূতিকা	যূনী	রূঢ়	ভ্রূণ	যূপ	স্ফূর্তি
শার্দূল	শূক	শুশ্রূষা	রূপ	সূত্র	সূপ	যূষ	সূর্য
শূন্য	শূকর	শূল					

◆ **অদ্ভুত, ভুতুড়ে ছাড়া সব ভূত ঊ-কার হবে। যেমন– উদ্ভূত, পরাভূত, দূরীভূত, বিভূত, অভূতপূর্ব প্রভৃতি।**

➢ চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত শব্দ: মূল শব্দে ঙ, ঞ, ণ, ন, ম থাকিলে তাহার পূর্বস্বরে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হয়। যেমন–

আঁধার	গোঁফ	দাঁড়ি	পাঁচ	কাঁটা (কণ্টক)	দাঁত	পাঁজি	বাঁকা
আঁক (অঙ্ক)	ছেঁড়া	ধাঁধা	বাঁশ	শাঁখ	ছোঁ	হাঁস	ছোঁয়াচে
হাঁটা	ছোঁয়া						

◆ **ড়- যুক্ত শব্দ: আগড়, কড়াই, কড়া, পড়া (পীঠ), পাহাড়, বড়, বুড়া প্রভৃতি।**

➢ ব-ফলা যুক্ত কয়েকটি শব্দ। যেমন–

উচ্ছ্বাস	বন্ধুত্ব	শ্বাস	স্বচ্ছ	বিশ্বস্ত	পক্ব	স্বাদ	সান্ত্বনা
উজ্জ্বল	প্রজ্বলিত	শ্বশ্রূ	স্বাচ্ছন্দ	বিশ্বাস	মহত্ত্ব	স্বত্ব	স্বায়ত্ত
ঊর্ধ্ব	প্রতিদ্বন্দ্বী	শ্বশুর	স্বীকার	সরস্বতী	স্বাধীন	স্বাক্ষর	বিদ্বান
দ্বন্দ্ব	পার্শ্ব	শাশ্বত	স্বার্থ (সার্থক)	স্বরূপ	স্বস্তি	স্বতন্ত্র	সত্ত্ব (সত্তা)

◆ **বিস্ময়সূচক অব্যয় (যেমন: বাঃ / ছিঃ / উঃ ইত্যাদি) ছাড়া শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন–**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রধানতঃ	প্রধানত	বস্তুতঃ	বস্তুত	প্রায়শঃ	প্রায়শ	কার্যতঃ	কার্যত

➢ বিসর্গ (ঃ) যুক্ত শুদ্ধ শব্দ:

অতঃপর	দুঃসময়	দুঃস্বপ্ন	মনঃকষ্ট	শিরঃপীড়া	স্বতঃস্ফূর্ত	দুঃশাসন	দুঃসাধ্য
ইতঃপূর্বে	দুঃসহ	নিঃসন্দেহ	মনঃক্ষুন্ন				

◆ **যে-কোনো দেশ, ভাষা ও জাতির নাম লিখতে ই-কার (ি) হবে। যেমন–**

দেশ : আমেরিকা, গ্রিস, জার্মানি, ইতালি, হাঙ্গেরি ইত্যাদি।

ভাষা : আরবি, হিন্দি, ফারসি, ইংরেজি, গ্রিক ইত্যাদি।

জাতি : বাঙালি, পর্তুগিজ, তুর্কি, বিহারি, ইরানি, আফগানি ইত্যাদি।

◆ **অপ্রাণিবাচক শব্দ ও ইতর প্রাণিবাচক অ-তৎসম শব্দের শেষে ই-কার (ি) হবে।**

অপ্রাণিবাচক শব্দ : বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, চাবি ইত্যাদি।

ইতর প্রাণিবাচক শব্দ: পাখি, হাতি, মুরগি, চড়ুই ইত্যাদি।

তৎসম স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে সর্বদা ঈ-কার হবে। যেমন– জননী, স্ত্রী, নারী, সাধ্বী ইত্যাদি।

➤ **বিদেশি শব্দের বানানে (ষ, ণ, ছ, ঢ়, ড়) এই পাঁচটি বর্ণ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন–**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইছলাম	ইসলাম	ব্যারিষ্টার	ব্যারিস্টার	খ্রিষ্টাব্দ	খ্রিস্টাব্দ	ষ্টেশন	স্টেশন
কর্ণেল	কর্নেল	বামুণ	বামুন	পোষ্ট	পোস্ট	ষ্টুডিও	স্টুডিও

➤ **বাংলা বানান রীতি অনুযায়ী একই শব্দের দুটি বানানই শুদ্ধ। যেমন–**

অন্তরীক্ষ-অন্তরিক্ষ	কুমির-কুমীর	নিমিষ-নিমেষ	মসুর-মসূর	কিশলয়-কিসলয়	দেবকী-দৈবকী
অন্তঃস্থ-অন্তস্থ	গাড়ি-গাড়ী	প্রতিকার-প্রতীকার	রজনি-রজনী	কলস-কলশ	দিঘি-দীঘি
ঈর্ষা-ঈর্ষ্যা	তরণি-তরণী	পাখি-পাখী	শ্রেণি-শ্রেণী	কুটির-কুটীর	দাদি-দাদী
বাড়ি-বাড়ী	স্বামি-স্বামী	বাঁশি-বাঁশী	সূচি-সূচী	মর্ত-মর্ত্য	হাতি-হাতী

➤ **স্ক/ষ্ক সংক্রান্ত সমস্যা:**

ক. ই/উ যুক্ত বিসর্গ (ঃ) এর পর ক, খ, প, ফ থাকলে সাধারণত 'ষ' হবে। যেমন– আবিষ্কার, পরিষ্কার, দুষ্কর, দুষ্কার্য, নিষ্কলঙ্ক, জ্যোতিষ্ক প্রভৃতি।

খ. অ-যুক্ত বা মুক্ত বর্ণের পরে সাধারণত 'স' হবে। যেমন– নমস্কার, তিরস্কার, কুসংস্কার।

➤ **আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে সর্বদা ই-কার হবে। যেমন–**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
খেয়ালী	খেয়ালি	মিতালী	মিতালি
গীতালী	গীতালি	রূপালী	রূপালি
বর্ণালী	বর্ণালি	সোনালী	সোনালি

➤ **রেফ পরে ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ব হবে না। যেমন–**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কার্ত্তিক	কার্তিক	নির্দ্দিষ্ট	নির্দিষ্ট
কার্য্য	কার্য	পর্ব্বত	পর্বত
ধর্ম্মসভা	ধর্মসভা	মাধুর্য্যা	মাধুর্য

➤ **লিঙ্গ-ঘটিত অশুদ্ধি:**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধীনী	অধীনা	দিগম্বরী	দিগম্বর	চাতকিনী	চাতকী	বন্দিনী	বন্দী
অনাথিনী	অনাথা	নিরাপরাধিনী	নিরাপরাধা	চতুর্থা	চতুর্থী (কন্যা)	বিহঙ্গিনী	বিহঙ্গী
অভাগিনী	অভাগা	নির্দোষিনী	নির্দোষা	ভুজঙ্গিনী	ভুজঙ্গা	বৈবাহিকা	বৈবাহিকী
অপ্সরী	অপ্সরা	পণ্ডিতানী	পণ্ডিতা	রজকিনা	রজকী/রজকিনী	বিষহরী	বিষহরা
অর্ধাঙ্গিনী	অর্ধাঙ্গী	নাগিনী	নাগী	সুকোশীনী	সুকেশী/সুকেশা	সর্পিনী	সর্পী
গোপিনী	গোপী	পিশাচিনী	পিশাচী	শুদ্রাণী	শূদ্রা / শূদ্রী	শিষ্যাণী	শিষ্যা

➤ **সন্ধি-ঘটিত অশুদ্ধি:**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধঃগতি	অধোগতি	ব্যাবধান	ব্যবধান	জগচন্দ্র	জগৎচন্দ্র	মনযোগ	মনোযোগ
অদ্যপি	অদ্যাপি	ব্যপার	ব্যাপার	বাগেশ্বরী	বাগীশ্বরী	মনান্তর	মনোন্তর
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	বশম্বদ	বশংবদ	তেজচন্দ্র	তেজগুন্দ্র	যশলাভ	যশোলাভ
এতদ্বারা	এতদ্দ্বারা	বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়	তেজেন্দ্র	তেজ-ইন্দ্র	যশপ্রভা	যশঃপ্রভা
কিম্বা	কিংবা	মরুদ্যান	মরূদ্যান	তিরষ্কার	তিরস্কার	শিরোপরি	শিরউপরি
কিম্বদন্তি	কিংবদন্তী	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট	দুরাবস্থা	দুরবস্থা	শরদেন্দু	শরদিন্দু
চক্ষুন্মীলন	চক্ষুরুন্মীলন	মন্তোষ	মনস্তোষ	দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট	শরচন্দ্র	শরচ্চন্দ্র
জ্যোতীন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র	মনরথ	মনোরথ	নিরস	নীরস	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
জগৎবন্ধু	জগবন্ধু	মনমোহন	মনোমোহন	নিস্ফল	নিষ্ফল	শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
পশ্বাধম	পশ্বধম	সন্মুখ	সম্মুখ	নিরোগ	নীরোগ	স্বয়ম্বর	স্বয়ংবর
ব্যাবসা	ব্যবসা	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর	মৃত্যুত্তীর্ণ	মৃত্যুত্তীর্ণ	শিরোপীড়া	শিরঃপীড়া

➤ প্রত্যয়-ঘটিত অশুদ্ধি:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আলসতা	আলস্য	ভাগ্যমান	ভাগ্যবান	নিন্দুক	নিন্দক	সৌজন্যতা	সৌজন্য
ঐক্যতা	ঐক্য/একতা	মহিমাময়	মহিমময়	পরিত্যাজ্য	পরিত্যাজ্য	সিঞ্চিন	সেচন
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	সখ্যতা	সখ্য	প্রযুজ্য	প্রযোজ্য	সিঞ্চিত	সিক্ত
দারিদ্রতা	দারিদ্র্য	লক্ষ্মীমান	লক্ষ্মীবান	বিদ্যান	বিদ্বান	সৃজিত	সৃষ্ট
দোষণীয়	দূষণীয়	শমতা	শম	বরিত	বৃত		

➤ বচন-ঘটিত অশুদ্ধি: একই সাথে দুবার বহুবচন বাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয় না। যেমন–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সকল শিক্ষকগণ	সকল শিক্ষক / শিক্ষকগণ	যাবতীয় লোকসমূহ	যাবতীয় লোক
সকল পরীক্ষকগণ	সকল পরীক্ষক / পরীক্ষকগণ	যাবতীয় ভদ্রমহোদয়গণ	যাবতীয় ভদ্রমহোদয়/ভদ্রমহোদয়গণ
ব্রাহ্মণগণেরা	ব্রাহ্মণগণ	সুন্দর-সুন্দর বইগুলি	সুন্দর বইগুলি / সুন্দর সুন্দর বই
সব মাছগুলি	সব মাছ / মাছগুলি	নানাবিধ পক্ষীগণ	নানাবিধ পক্ষী
সকল ছাত্ররা	সকল ছাত্র / সব ছাত্র / ছাত্ররা	প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ	প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ
একশ বালকগণ	একশ বালক		

➤ অর্থ ও রীতি-ঘটিত অশুদ্ধি:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অন্নকাপড়	অন্নবস্ত্র	অশ্রুজল	অশ্রু/নেত্রজল	যদ্যাপিও	যদ্যপি	কল্যাণবর	কল্যাণীয়বর
মড়াদাহ	শবদাহ	সমতুল্য	সম বা তুল্য	আগতকল্য	আগামীকল্য	কৌমারাবস্থ	কৌমার/কুমারাবস্থা
শবপোড়া	মড়াপোড়া	তথাপিও	তথাপি	আপ্রাণ	প্রাণপণ	প্রবীণ বৃক্ষ	প্রাচীনবৃক্ষ

➤ সংযুক্ত-বর্ণঘটিত ভুল:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আহ্নিক	আহ্নিক	ব্রাক্ষণ	ব্রাহ্মণ	পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ	যক্সা	যক্ষ্মা
মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ন	চক্র	চক্র	অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ	শত্র	শত্রু
সায়াহ্নে	সায়াহ্ন	রাক্ষস	রাক্ষস	আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা	ত্রূটি	ত্রুটি

➤ সমাস-ঘটিত অশুদ্ধি:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আকণ্ঠ পর্যন্ত	আকণ্ঠ	মৃগনয়ণী	মৃগনয়না	কালীদাস	কালিদাস	সক্ষম	ক্ষম
আমরণ পর্যন্ত	আমরণ	সুলোচনী	সুলোচনা	গুণীগণ	গুণিগণ	সাপরাধী	অপরাধী
আরোহীগণ	আরোহিগণ	সুকণ্ঠিনী	সুকণ্ঠি /সুকণ্ঠা	দেবীদাস	দেবিদাস	সানন্দিত	আনন্দিত
নিষ্পাপী	নিষ্পাপ	শ্বেতাঙ্গিনী	শ্বেতাঙ্গী/শ্বেতাঙ্গা	যোগীবৃন্দ	যোগিবৃন্দ	সবিনয়পূর্বক	সবিনয়ে
নিরপরাধী	নিরপরাধ	মহারাজা	মহারাজ	শশীভূষণ	শশিভূষণ	সপ্রণত	প্রণত
নীর্দোষী	নীর্দোষ	মহাত্মাগণ	মহাত্মগণ	স্বামীপুত্র	স্বামিপুত্র	গৃহীতা	গ্রহীতা
নিষ্কলঙ্কী	নিষ্কলঙ্ক	রাজাগণ	রাজগণ	স্থায়ীভাবে	স্থায়িভাবে	পিতামাতা	মাতাপিতা
নির্ধনী	নির্ধন	নির্বিরোধী	নির্বিরোধ	চণ্ডিদাস	চণ্ডীদাস	ভ্রাতাস্পুত্র	ভ্রাতুষ্পুত্র
নীরোগী	নীরোগ	সশঙ্কিত	সশঙ্ক	কেবলমাত্র	কেবল	বীনাপানি	বীণাপাণি

➤ বিবিধ শুদ্ধ শব্দ:

অধ্যবসায়	গার্হস্থ্য	পল্বল	যশস্বিনী /যশস্বতী	আভ্যন্তর	জ্যোৎস্না	ব্যাকুল	সমিতি
অমাবস্যা	গর্দভ	পরিপক্ব	যুধ্যমান	আকাঙ্ক্ষা	জবা কুসুম	ব্যাধি	সস্ত্রীক
অধোগতি	গ্রীষ্ম	পরিত্রাণ	রূগ্ণ	আয়ত্ত	জ্বালাময়ী	বৈশিষ্ট্য	সারথি
অনুজ	গুণগ্রাহী	পিশাচ	রোগগ্রস্ত	আভিধানিক	কৃতিত্ব	বৈদগ্ধ্য	সমভিব্যাহারে
অতিথি	গোধূলি	পোশাক	লবণ	আবির্ভাব	ত্রস্ত	বিদূষী	সামর্থ্য
অন্তর্ভুক্ত	ঘনিষ্ঠ	প্রত্যন্ত	লক্ষ্মী	আদ্যাক্ষর	তিতিক্ষা	বৃশ্চিক	সদ্যোজাত
অভিশাপ	চলাকালে	প্রকৃতি	লক্ষ্য	আদ্যন্ত	তেজস্ক্রিয়তা	বন্ধন	সন্ন্যাসী
অনুশাসন	ছান্দসিক	পরমারাধ্য	যৌবন সূর্য	ইন্দ্রিয়	ত্যাজ্য	বিমর্ষ	সংশপ্তক
অহোরাত্র	জন্মবার্ষিক	বৃহদার্থ	শ্মশান	ইতোমধ্যে	তিমির বিদারী	ভীতু	সলিলসমাধি
অধ্যয়ন	জ্যোতির্ময়	বৈয়াকরণ	শকট	ইয়ত্তা	দুর্দশাগ্রস্ত	ভৌগোলিক	হিরণ্ময়
অত্যধিক	জাজ্বল্যমান	বিদেশী	শাশুড়ি	ইন্দ্রজালিক	দুর্গ	ভুল	সংশ্রব
আপাদমস্তক	জ্যামিতি	বিকেন্দ্রীকরণ	সখিত্ব	ঐন্দ্রজালিক	দুর্লভ	ভদ্রোচিত	সুশ্রী

আশিস	জ্যৈষ্ঠ	বিশেষণ	শুচিস্মিতা	উদগীরণ	দৌরাত্ম্য	ভূম্যধিকারী	স্রষ্টা
ঊর্ধ্বগামী	নৈর্ঋত	মুহুর্মুহু	স্থিতপ্রজ্ঞ	উপযোগিতা	দায়িত্ব	মনীষী	সুবীর
উচ্ছৃঙ্খল	নিরহংকার	মাদ্রাসা	সৌপ্তিক	উদ্বিগ্ন	ধারণ	মোহ্যমান	সাক্ষ্যদান
ঐকতান	নিবাত	মানসিক	সৌন্দর্য	কৃত্তিবাস	প্রবহমান	যাচ্ঞা	যশোধন
ঋষি	প্রকুপিত	মৃন্ময়	হরিণ	কুজ্ঝটিকা	পুঙ্খানুপুঙ্খ	যশোলাভ	কুম্ভিলক
কৃচ্ছ্রসাধন	প্রাণিকুল	মনোমুগ্ধকর	সুপ্ত	সত্তা	বিভীষিকা	কৃষিজীবী	গলাধঃকরণ

এক কথায় উত্তর

১. **বাংলা একাডেমি কত সালে প্রমিত বাংলা বানান প্রণয়ন করে?**
উত্তর: ১৯৯২ সালে।

২. **জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কত সালে বানান খসড়া প্রস্তুত করে?**
উত্তর: ১৯৮৮ সালে।

৩. **প্রমিত বাংলা বানান নিয়ম কে চালু করে?**
উত্তর: বাংলা একাডেমি।

৪. **শব্দের শেষে ত্ব/তা/নী/ণী/তত্ত্ব থাকলে পূর্বে 'ঈ'-কার কী হবে?**
উত্তর: 'ই'-কার।

৫. **'শেষে জগৎ, বাচক, বিদ্যা, সভা, পরিষদ প্রভৃতি পূর্বের ঈ-কার 'ই'-কার হবে'- ধরনের উদাহরণ-**
উত্তর: প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রিপরিষদ, প্রাণিবাচক প্রভৃতি।

৬. **অপ্রাণিবাচক শব্দ ও ইতর প্রাণিবাচক অ-তৎসম শব্দের শেষে কি বসে?**
উত্তর: 'ই' (ি)- কার হবে।

৭. **তৎসম স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে সর্বদা কি বসে?**
উত্তর: 'ঈ' কার হবে।

৮. **বিদেশি শব্দের বানানে হয় না কোন বর্ণগুলো?**
উত্তর: ষ, ণ, ছ, ঢ়, ড় পাঁচটি বর্ণ।

৯. **দেশ, ভাষা ও জাতির নাম লিখতে কি ব্যবহার হবে?**
উত্তর: 'ই'-কার।

১০. **দেশ, ভাষা, জাতির নাম লিখতে 'ই'-কারের ব্যতিক্রম কোনটি?**
উত্তর: চীন, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ।

১১. **'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে সর্বদা কি হবে?**
উত্তর: 'ই' কার হবে।

১২. **'অপ্রাণিবাচক শব্দ ও ইতর প্রাণিবাচক অ-তৎসম শব্দের শেষে 'ই'-কার (ি) হবে'- এ ধরনের উদাহরণ কোনগুলো?**
উত্তর: বাড়ি, গাড়ি, হাতি, চড়ুই, পাখি ইত্যাদি।

Teacher's Work

১. **ভুল বানান কোনটি?** [৪৩তম বিসিএস]
ক ভূবন খ অন্তঃসার গ মুহূর্ত ঘ অদ্ভুত — ক

২. **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [৪১তম বিসিএস]
ক মনোকষ্ট খ মনঃকষ্ট গ মণকষ্ট ঘ মনকস্ট — খ

৩. **কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?** [৩৩তম বিসিএস]
ক দরিদ্রতা খ উপযোগিতা গ শ্রদ্ধাঞ্জলি ঘ উর্দ্ধ — ঘ

৪. **কোনটি শুদ্ধ বানান?**
ক অধ্যাবসায় খ অধ্যাবশায় গ অধ্যবসায় ঘ অধ্যাবষায় — গ

৫. **কোনটি শুদ্ধ বানান?**
ক আদ্যোক্ষর খ আদ্যাক্ষর গ আদ্যক্ষর ঘ আদ্যাখর — খ

৬. **কোনটি শুদ্ধ বানান?**
ক গীতাঞ্জলী খ গিতাঞ্জলী গ গীতাঞ্জলি ঘ গিতাঞ্জলি — গ

৭. **কোনটি শুদ্ধ বানান?**
ক সমীচীন খ সমীচিন গ সমিচীন ঘ সমিচিন — ক

বাক্য শুদ্ধিকরণ

বাক্যে শুদ্ধ প্রয়োগবিধির জন্য ভাষা ও ব্যাকরণ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। ব্যাকরণগত নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য বাক্য অশুদ্ধ হতে পারে। এ অধ্যায়ে বাক্য কী কী কারণে এবং কীভাবে অশুদ্ধ হতে পারে, তা আলোচনা করার চেষ্টা করবো। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা নিয়মের নাম দিয়েছি এবং কিছু উদাহরণ দিয়ে তা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। উদাহরণ দেওয়ার সময় আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থেকে প্রশ্ন দেওয়ার। আমরা সচরাচর যে ভুলগুলো করে থাকি সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে প্রদান করা হলো–

➢ সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণজনিত ভুল বা অশুদ্ধি: 'জানিবার ও বুঝিবার প্রবৃত্তি মানুষের মন থেকে যেদিন চলিয়া যাবে সেদিন মানুষ আবার পশুত্ব লাভ করবে।' এ বাক্যটিতে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণের ফলে তা গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট।
সাধু (শুদ্ধ) রূপ: জানিবার ও বুঝিবার প্রবৃত্তি মানুষের মন হইতে যেইদিন চলিয়া যাইবে সেইদিন মানুষ আবার পশুত্ব লাভ করিবে।
চলিত (শুদ্ধ) রূপ: জানবার ও বুঝবার প্রবৃত্তি মানুষের মন থেকে যেদিন চলে যাবে সেদিন মানুষ আবার পশুত্ব লাভ করবে।

➤ **বানান অশুদ্ধি:**

অশুদ্ধ: আমি, 'গীতাঞ্জলী' পড়েছি। (বাক্যে ব্যবহৃত 'গীতাঞ্জলী' বানানটি ভুল)

শুদ্ধ: আমি 'গীতাঞ্জলি' পড়েছি।

➤ **পদের অপপ্রয়োগজনিত অশুদ্ধি:**

অশুদ্ধ: কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত। (পদের সন্নিবেশ ঠিক না হওয়ায় ভাব প্রকাশ যথাযথ হয়নি)।

শুদ্ধ: কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

অর্থ-সামঞ্জস্যহীন পদের ব্যবহার:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইক্ষুর চারা বপন করা হইল।	ইক্ষুর চারা রোপণ করা হইল।	গণিত খুব কঠিন।	গণিত খুব জটিল।
গোময় জ্বালানী কাষ্ঠরূপে ব্যবহার হয়।	গোময় জ্বালানীরূপে ব্যবহার হয়।	এই সভার ছাত্রগণ কর্তব্য নিরাকরণ করিবে।	এই সভার ছাত্রগণ কর্তব্য নির্ধারণ করিবে।
তাহার সাঙ্ঘাতিক আনন্দ হইল।	তাহার প্রচুর আনন্দ হইল।	অধ্যাপনই ছাত্রদের তপস্য।	অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্য।
হস্তীটি অপরিসীম স্থুলাকায়।	হস্তীটি অত্যন্ত স্থুলকায়।	ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল অতি ভয়ঙ্কর।	বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল অতি অসাধারণ।	আমরা উন্নতির পথে কুঠারাঘাত করিতেছি।	আমরা উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছি।

➤ **বিশেষ্যের বিশেষণ-রূপে ব্যবহার:** শব্দে বিশেষ্যকে বিশেষণ-রূপে ব্যবহার করলে বাক্য অশুদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আমি অপমান হয়েছি।	আমি অপমানিত হয়েছি।	এ কথা প্রমাণ হয়েছে।	এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।
আমি তোমার আগমন সংবাদে সন্তোষে হইয়াছি।	আমি তোমার আগমন সংবাদে সন্তুষ্ট হইয়াছি।	গহীন সংকট অবস্থায় পড়িয়াছে।	গহীন সংকটজনক অবস্থায় পড়িয়াছে।
সে আরোগ্য হয়েছে।	সে আরোগ্য লাভ করেছে।	তিনি এখন মৌনী আছেন।	তিনি এখন মৌন আছেন।
দেবী অন্তর্ধান হইবেন।	দেবী অন্তর্হিত হইবেন।	গৌরব লোপ হইয়াছে।	গৌরব লোপ পাইয়াছে।
জ্বর-হ্রাস হইয়াছে।	জ্বরের হ্রাস হইয়াছে।	তার এখন সঙ্কট অবস্থা।	তার এখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা।
আমার কথাই প্রমাণ হলো।	আমার কথাই প্রমাণিত হলো।	তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ।	তাহার জীবন সংশয়াপূর্ণ।

বিশেষণের বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহার:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইহার আবশ্যক নাই।	ইহার আবশ্যকতা নাই।	আমি সাক্ষী দিয়েছি।	আমি সাক্ষ্য দিয়েছি।
ইদানিং সাবকাশ নাই।	ইদানীং অবকাশ নাই।	তদ্দৃষ্টে লিখিত হইল।	তদ্দর্শনে লিখিত হইল।

➤ **বচনঘটিত শুদ্ধিকরণ:** একই সাথে দুবার বহুবচন বাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয় না। একটি বাক্যে একাধিকবার বহুবচনবাচক প্রত্যয় বা শব্দ 'বাহুল্য-দোষ' ঘটে।

যেমন–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সকল শিক্ষকগণ আজ উপস্থিত।	সকল শিক্ষক আজ উপস্থিত।	সদাসর্বদা তোমার উপস্থিত প্রার্থনীয়।	সর্বদা তোমার উপস্থিত প্রার্থনীয়।
প্রত্যেক শিক্ষকগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।	প্রত্যেক শিক্ষক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।	সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত।	সর্ব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করা উচিত।
সকল আলেমগণ আজ উপস্থিত।	সকল আলেম আজ উপস্থিত।	অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার।
সব ছাত্ররা আজ উপস্থিত।	সব ছাত্র আজ উপস্থিত।	সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।	সকল সভ্য এখানে উপস্থিতি ছিলেন।
নীরোগ লোকরা যথার্থ সুখী।	নীরোগ লোক যথার্থ সুখী।	চোরটি সব মালসুদ্ধ ধরা পড়েছে।	চোরটি মালসুদ্ধ ধরা পড়েছে।
সকল মানুষেরাই মরণশীল।	মানুষ মরণশীল।	সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাঁধে।	সমুদয় পক্ষী নীড় বাঁধে।

➤ **লিঙ্গঘটিত শুদ্ধিকরণ:** সাধারণত পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গে অথবা স্ত্রীলিঙ্গ থেকে পুংলিঙ্গে রূপান্তরকালে কিছু প্রত্যয়, অতিরিক্ত শব্দ বা শব্দাংশ যুক্ত করতে হয়; যা না হলে ব্যাকরণজনিত ভুল দেখা দেয়। বিধেয় বিশেষণ অর্থাৎ বিশেষ্যের পরবর্তী বিশেষণে স্ত্রীবাচক হয়না। যেমন–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মেয়েটি পাগলি হয়ে গেছে।	মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে।	আজকালকার মেয়েরা যেমন মুখরা, তেমনি বিদ্বান।	আজকালকার মেয়েরা যেমন মুখরা, তেমনি বিদুষী।
রহিমা পাগলি হয়ে গেছে।	রহিমা পাগল হয়ে গেছে।	রাজা পাপিষ্ঠ রানীকে শাস্তি দিলেন।	রাজা পাপিষ্ঠা রানীকে শাস্তি দিলেন।
আসমা ভয়ে অস্থিরা।	আসমা ভয়ে অস্থির।	সে এমন রূপসী যেন অপ্সরা।	সে এমন রূপবতী যেন অপ্সরা।

➤ **অন্বয়ঘটিত শুদ্ধিকরণ:** বাগ্‌ভঙ্গি এবং প্রমিত ভাষা ব্যাকরণের সাথে সাথে সব সময় চলে না। অর্থের দিকে এবং বক্তার আবেগের মাত্রার দিকে সচেতন থাকলে এসব অশুদ্ধি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। যেমন–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অদ্য সভায় মহতী অধিবেশন হইবে।	অদ্য মহতী সভার অধিবেশন হইবে।
সহসা আগুন লাগায় ও খেলা পণ্ড হইল।	সহসা আগুন লাগিল ও খেলা পণ্ড হইল।
এই স্কুলে যে-কয়জন শিক্ষক আছেন, তাঁর মধ্যে জলিলই শ্রেষ্ঠ।	এই স্কুলে যে-কয়জন শিক্ষক আছেন, তাঁর মধ্যে জলিল সাহেবই শ্রেষ্ঠ।

➤ **অর্থ-সামঞ্জস্যহীন বাক্যের ব্যবহার:** অর্থ-সামঞ্জস্যহীন বাক্য বা শব্দে অতিব্যবহার বাক্য অশুদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অর্থ প্রকাশের জন্য শব্দ নির্দিষ্ট একটি মাত্রায় ব্যবহার করা জরুরি নতুবা বাক্যে অর্থের বিপর্যয় ঘটে। যেমন–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।	শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।	তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা / ভাই অসুস্থ।
আপনি আগত কল্য আসিবেন।	আপনি আগামী কল্য আসিবেন।
তাহার হৃর্দি কমলে জ্ঞানের বীজ উপ্ত হইল।	তাহার হৃদয় ক্ষেত্রে জ্ঞানের বীজ উপ্ত হইল।
তাহার অন্তর অজ্ঞান-সমুদ্রে আচ্ছন্ন।	তাহার অন্তর অজ্ঞান-সমুদ্রে নিমজ্জিত অথবা অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন।
কথাটা তিনি কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করিলেন।	কথাটা শুনিয়া তিনি কপটাশ্রু বিসর্জন করিলেন/কথাটা শুনিয়া তিনি মায়া-কান্না জুড়িয়া দিলেন।
ছেলেটি বংশের মাথায় চুনকালি দিল।	ছেলেটি বংশের মুখে চুনকালি দিল।
কথাটা আমার স্মৃতিপটে জাগরূক আছে।	কথাটা আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে।
গঙ্গায় তরঙ্গের ঢেউ প্রবাহিত হইতেছে।	গঙ্গায় তরঙ্গের হিল্লোল খেলিতেছে।

➤ **কি ও কী সমস্যা: প্রশ্নবোধক বাক্যে যে সকল প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ/না দ্বারা দেওয়া যায় সেগুলোতে 'কি' হবে ও যে সকল প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ/না দ্বারা দেওয়া যায় না সেগুলোতে 'কী' হবে এবং বিস্ময়সূচক বাক্যে কী হবে। যেমন–**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তুমি কী আজ যাবে?	তুমি কি আজ যাবে?	কি ভয়ানক বিপদ !	কী ভয়ানক বিপদ !
তুমি কী ঢাকা যাবে?	তুমি কি ঢাকা যাবে?		

➤ **বিবিধ অশুদ্ধি:**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আমি সন্তোষ হলাম।	আমি সন্তুষ্ট হলাম।	হাসান হলো আমার ভ্রাতুষ্পুত্র	হাসান আমার ভ্রাতুষ্পুত্র
দুর্বলতাবশঃ অনাথিনী বসে পড়ল।	দুর্বলতাবশত অনাথা বসে পড়ল।	নৌকার স্রোতে ভাসিয়ে চলিয়াছিল	নৌকা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল
আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত	আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত	তার সাংস্কৃতিক নাই।	তার সংস্কৃতি নাই।
আমি কায়োমনো বাক্যে প্রার্থনা করি।	আমি কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করি।	বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।	বৃক্ষটি মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
সায়াহ্নে সবাই বাড়ি ফিরছে।	সন্ধ্যায় সবাই বাড়ি ফিরছে।	কৃত্তিবাস বাঙলা রামায়ণ লিখেছেন	কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন
অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার	অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার	দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	দীনতা প্রশংসনীয় নয়।
সাবধানপূর্বক চলবে।	সাবধানে চলবে।	একটি গোপন কথা বলি।	একটি গোপনীয় কথা বলি।
জ্ঞানী মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।	জ্ঞানী মুর্খ অপেক্ষা শ্রেয়।	'গীতাঞ্জলী' পড়েছ কি?	'গীতাঞ্জলি' পড়েছ কী?
বিদ্যান ব্যক্তিগণ দারিদ্রতার শিকার হন	বিদ্বান ব্যক্তিগণ দারিদ্র্যের শিকার হন	আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
এমন অসহ্যনীয় ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই	এমন অসহ্য ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই	যুক্তি খণ্ডিত হয়েছে কিন্তু মুক্তি মেলেনি	যুক্তি খণ্ডন হয়েছে কিন্তু মুক্তি মেলেনি
বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ	বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।	বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।
তাকে স্নেহাশীষ দিও।	তাকে স্নেহাশিস দিও।	সূর্য উদয় হয়েছে।	সূর্য উদিত হয়েছে।
তিনি আমার বইটি প্রকাশিত করেছেন	তিনি আমার বইটি প্রকাশ করেছেন	সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
বুনো কচু, বাঘা তেঁতুল	বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল	দশচক্রে ঈশ্বর ভূত	দশচক্রে ভগবান ভূত
রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য	রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য	সর্বদা পরিস্কার থাকিবে	সর্বদা পরিষ্কার থাকিবে
অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতুহল ভালো নয়	অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়	তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়	তোমার গোপনীয় কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
লোকটি নিরপরাধী কিন্তু নিরহঙ্কারী নয়	লোকটি নিরপরাধ কিন্তু নিরহঙ্কার নয়	পরবর্তী কালে তার সাথে আমার আর সাক্ষাৎ হয়নি।	পরবর্তীতে তার সাথে আমার আর সাক্ষাৎ হয়নি।
কুলটা নারীকে বর্জন কর	কুলাটা বর্জন কর	অন্যায়ের ফল আবশ্যক	অন্যায়ের ফল অনিবার্য
মনোরম উদানে ভ্রমণ দূরাকাঙ্খা	মনোরম উদ্যানে ভ্রমণ দূরাকাঙ্ক্ষা	আমি যেয়ে দেখি সব শেষ।	আমি গিয়ে দেখি সব শেষ।
দৈনতা সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়।	দৈন্য সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়।	বিদ্বান মূর্খ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন করলাম	কণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন করলাম	ওরা তাকে জিম্মিরূপে রেখে এখন তার ছেলের কাছে টাকা দাবি করেছে	ওরা তাকে জিম্মি করে রেখে এখন তার ছেলের কাছে টাকা দাবি করেছে
দারিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা	দরিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা		
	দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা	বিবিধ জিনিসপত্র কিনলাম	বিবিধ জিনিস কিনলাম

এক কথায় উত্তর

১. **বাক্য শুদ্ধিকরণ কী?**
উত্তর: বাক্যের শুদ্ধ প্রয়োগবিধি।

২. **গুরুচণ্ডালী কী?**
উত্তর: সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ।

৩. **বচনঘটিত অশুদ্ধি কী?**
উত্তর: বাক্যে একাধিকবার বহুবচন বাচক প্রত্যয় বা শব্দের ব্যবহার করা।

৪. **কোনটি শুদ্ধ বাক্য?**
উত্তর: তাহার প্রচুর আনন্দ হইল।

৫. **'ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী'- বাক্যটি কোন ধরনের অশুদ্ধ হয়েছে?**
উত্তর: অর্থ-সামঞ্জস্যহীন পদের ব্যবহার।

৬. **'এ কথা প্রমাণ হয়েছে'- এ বাক্যের শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।

৭. **'তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ'- কাব্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: তাহার জীবন সংশয়াপূর্ণ।

৮. **'আমি সাক্ষী দিয়েছি'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: আমি সাক্ষ্য দিয়েছি।

৯. **'সকল মানুষেরাই মরণশীল' এখানে কোন ধরনের অশুদ্ধি হয়েছে?**
উত্তর: বচনঘটিত ।

১০. **শুদ্ধ বাক্য কোনটি?**
উত্তর: সমুদয় পক্ষী নীড় বাঁধে।

১১. **'চোরাটি সব মালসুদ্ধ ধরা পড়েছে'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: চোরটি মালসুদ্ধ ধরা পড়েছে।

১২. **'সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত'- এ বাক্যের শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: সর্ব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করা উচিত।

১৩. **'রহিমা পাগলি হয়ে গেছে'- এ বাক্যের শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: রহিমা পাগল হয়ে গেছে।

১৪. **'সে এমন রূপসী যেন অপ্সরা'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: সে এমন রূপবতী যেন অপ্সরা।

১৫. **'অদ্য সভায় মহতী অধিবেশন হইবে'- এখানে কোন ধরনের অশুদ্ধি হয়েছে?**
উত্তর: অন্বয়ঘটিত অশুদ্ধি।

১৬. **'তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা/ভাই অসুস্থ।

১৭. **'গঙ্গায় তরঙ্গের ঢেউ প্রবাহিত হইতেছে'- এ বাক্যের শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: গঙ্গায় তরঙ্গের হিল্লোল খেলিতেছে।

১৮. **'কি ভয়ানক বিপদ'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: কী ভয়ানক বিপদ!

১৯. **'হাসান হলো আমার ভ্রাতুষপুত্র'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: হাসান আমার ভ্রাতুষ্পুত্র।

২০. **'আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ নিরূপণ করে?**
উত্তর: আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।

২১. **'বিধি লঙ্ঘন হয়েছে'- এ বাক্যের শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।

২২. **'দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়'- বাক্যটির শুদ্ধরূপে নিরূপণ কর।**
উত্তর: দীনতা প্রশংসনীয় নয়।

২৩. **'বিদ্বান মূর্খ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

২৪. **'সাবধানপূর্বক চলবে'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: সাবধানে চলবে।

২৫. **'অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতুহল ভালো নয়'- এ বাক্যের শুদ্ধরূপ নিরূপন কর?**
উত্তর: অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।

২৬. **'বুনো কচু, বাঘা তেঁতুল'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী?**
উত্তর: বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল।

২৭. **'একটি গোপন কথা বলি'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: একটি গোপনীয় কথা বলি।

২৮. **'কুলটা নারীকে বর্জন কর'- এ বাক্যের শুদ্ধরূপ কী?**
উত্তর: কুলটা বর্জন কর।

২৯. **'বিবিধ জিনিসপত্র কিনলাম'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: বিবিধ জিনিস কিনলাম।

Teacher's Work

১. **শুদ্ধ বাক্য নয় কোনটি?** [৪২তম বিসিএস]
ক বিদ্বান হলেও তার কোনো অহংকার নেই।
খ ইশ! যদি পাখির মত পাখা পেতাম।
গ অকারণে ঋণ করিও না।
ঘ হয়তো সোহমা আসতে পারে। **গ**

২. **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?** [৩৩তম বিসিএস]
ক দরিদ্রতা আমাদের প্রধান সমস্যা।
খ তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
গ সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত।
ঘ সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল। **ক**

৩. **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?** [৩৫তম বিসিএস]
ক দৈন্য সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়
খ দৈন্যতা সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়
গ দৈন্য সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়
ঘ দৈন্যতা সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয় **গ**

৪. **শুদ্ধ বাক্য কোনটি?**
ক দুর্বলবশতঃ অনাথিনী বসে পড়ল
খ দুর্বলতাবশত অনাথিনী বসে পড়ল
গ দুর্বলতাবশত অনাথা বসে পড়ল
ঘ দুর্বলবশতঃ অনাথা বসে পড়ল **গ**

৫. **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?**
ক তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন
খ তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন
গ তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষি দিলেন
ঘ তিনি তোমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দিলেন **খ**

৬. **নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?**
ক তার সাংস্কৃতি নাই খ তার সাংস্কৃতি নাই
গ তার সাংস্কৃতিক নাই ঘ তার সংস্কৃতি নাই **ঘ**

৭. **কোনটি শুদ্ধ বাক্য?**
ক বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে
খ তোমার সাথে গোপন পরামর্শ আছে
গ আজকাল বিদ্বান মহিলার অভাব নেই
ঘ মেয়েটি দারুণ সবুদ্ধিমতী **ক**

Unique Question for Student Practice

১. **ণ-ত্ব বিধি সাধারণত কোন শব্দে প্রযোজ্য?**
ক বিদেশী খ দেশী
গ তৎসম ঘ তদ্ভব **গ**

২. **ষ-ত্ব বিধি হল–**
ক বাক্য গঠন রীতি খ পদক্রম
গ ষ এর ব্যবহার বিধি ঘ শব্দের বুৎপত্তি নির্ণয় **গ**

৩. **'ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান' ব্যাকরণের কোন অংশের বিষয়?**
ক ধ্বনিতত্ত্ব খ রূপতত্ত্ব
গ বাক্যতত্ত্ব ঘ অভিধানতত্ত্ব **ক**

৪. **কোন শব্দটি ষ-ত্ব বিধানের নিয়মের বাইরে?**
ক বিষয় খ বর্ষা
গ ভাষা ঘ কষ্ট **গ**

৫. **ণ-ত্ব বিধানের নিয়ম অনুসারে কোন শব্দটি যথার্থ?**
ক উত্তোরায়োণ খ উত্তারায়ণ
গ উত্তরায়ণ ঘ উত্তরায়ন **গ**

৬. **নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?**
ক আশাঢ় খ আষাড়
গ আসাঢ় ঘ আষাঢ় **ঘ**

৭. **নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয়েছে?**
ক কৃষ্ণ খ কল্যাণীয়েষু
গ ভাষ্য ঘ অভিষেক **গ**

৮. **কোনটি শুদ্ধ বানান?**
ক দূষণ খ দুষণ
গ দুশন ঘ দুশন **ক**

৯. **শুদ্ধ বাক্য নির্দেশ করুন–**
ক দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয় খ দীনতা প্রশংসনীয় নয়
গ দৈন্যতা নিন্দনীয় ঘ দৈন্যতা অপ্রশংসনীয় **খ**

১০. **শুদ্ধ বাক্যটি নির্দেশ করুন–**
ক বিরাট গরু ছাগলের হাট খ বিরাট গরু ও বিরাট ছাগলের হাট
গ গরু-ছাগলের বিরাট হাট ঘ বিরাট গবাদি পশুর হাট **গ**

১১. **'বিদ্বান মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর' বাক্যটির শুদ্ধরূপ কোনটি?**
ক বিদ্যান মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ খ বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর
গ বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঘ বিদ্বান মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ **গ**

১২. **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?**
ক ৫ জন ছাত্র স্কুল যায় খ ৫ জন ছাত্রগণ স্কুল যায়
গ ৫ জন ছাত্র স্কুলে যায় ঘ কোনোটিই নয় **গ**

১৩. **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?**
ক আমি সন্তোষ হলাম খ আমি সন্তোষ্ট হইলাম
গ আমি সন্তুষ্ট হলাম ঘ আমি সন্তুষ্ট হইলাম **গ**

১৪. **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?**
ক তুমি কি ঢাকা যাবে খ তুমি কী ঢাকা যাবে
গ তোমরা কী ঢাকা যাবে ঘ তোমরা কী ঢাকায় যাবে **ক**

১৫. **'উৎকর্ষতা' কী কারণে অশুদ্ধ?**
ক সন্ধিজনিত খ প্রত্যয়জনিত
গ উপসর্গজনিত ঘ বিভক্তিজনিত **খ**

১৬. **প্রত্যয়গতভাবে শুদ্ধ কোনটি?**
ক উৎকর্ষতা খ উৎকর্ষ
গ উৎকৃষ্ট ঘ উৎকৃষ্টতা **খ**

১৭. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক অধীণ খ অধীন
গ অধিন ঘ অধিণ **খ**

১৮. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক উৎশৃঙ্খল খ উৎশৃংঙ্খল
গ উচ্ছৃঙ্খল ঘ উচ্ছৃংঙ্খল **গ**

১৯. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক জাজ্জ্বল্যমান খ জাজ্জল্যমান
গ জাজ্বল্যমাণ ঘ জাজ্বল্যমান **ঘ**

২০. কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ?
ক অত্যাধিক, ব্যতিক্রম খ সখ্যতা, মৌন
গ নাবণ্য, পন্য ঘ ঘনিষ্ঠ, তিরস্কার **ঘ**

২১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক শসাংক খ শসাঙ্ক
গ শশাঙ্ক ঘ শষাঙ্ক **গ**

২২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক ক্ষুৎপীড়িত খ ক্ষুৎপিড়িত
গ ক্ষুতপীড়িত ঘ ক্ষুৎপিড়ীত **ক**

২৩. 'টাকা উপার্জনের লক্ষ নিয়ে একদা ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম, অর্থই যে সকল অনর্থের মূল তখনও তা জানতাম না' বাক্যটিতে কয়টি বানান ভুল আছে?
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি **ক**

২৪. শুদ্ধ বানান লিখিত শব্দগুচ্ছ দেখান?
ক সমিচিন, হরিতকি, বাল্মিকী
খ সমীচিন, হরিতকি, বাল্মিকি
গ সমীচীন, হরীতকী, বাল্মীকি
ঘ সমিচীন, হরীতকি, বাল্মিকি **গ**

২৫. কোন বানানটি সঠিক?
ক ধাঁধাঁ খ ধাধা
গ ধাধাঁ ঘ ধাঁধা **ঘ**

২৬. সঠিক বানান কোনটি?
ক শ্বাসুড়ি খ শ্বাশুড়ী
গ শাশুড়ি ঘ শাশুড়ী **গ**

২৭. কোনটি শুদ্ধ?
ক শ্বাস্বত খ শাশ্বত
গ শ্বাশদ ঘ স্বাসত **খ**

২৮. কোন বানানটি সঠিক?
ক স্বরসতী খ সরস্বতী
গ সরসত্বী ঘ স্বরসতি **খ**

২৯. ব্যাকরণগত বিবেচনায় শুদ্ধ শব্দটি নির্ণয় করুন–
ক আয়ত্তাধীন খ আয়ত্ত
গ আয়ত্ত্ব ঘ আয়ত্ত্বাধীন **খ**

৩০. ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ বানান কোনটি?
ক নৈর্ঋত খ নৈঋিত
গ নৈঋত ঘ নৈহৃত **ক**

৩১. কোনটি শুদ্ধ?
ক সারথী খ সারথি
গ সাড়থী ঘ সাড়থি **খ**

৩২. শুদ্ধ শব্দগুচ্ছ শনাক্ত করুন–
ক স্বচ্ছন্দ, সচ্ছল, শিরোচ্ছেদ
খ ধৈর্য্য, স্থৈযতা, সখ্যতা
গ একত্রিত, অধীনস্থ, ভাষাভাষী
ঘ জন্মবার্ষিক, পরিষ্কার, পুরস্কার **ঘ**

৩৩. নিচের অশুদ্ধ বানানটি শনাক্ত করুন–
ক কিম্ভূত খ উদ্ভূত
গ অদ্ভূত ঘ অভূতপূর্ব **গ**

৩৪. শুদ্ধ বানান কোনটি?
ক পুরষ্কার খ পুরঃস্কার
গ পুরস্কার ঘ পুরুস্কার **গ**

৩৫. নিম্নের কোন বানানটি অশুদ্ধ?
ক ব্রাহ্মণ খ মনকষ্ট
গ দারিদ্র্য ঘ সমীচীন **খ**

৩৬. কোনটি সঠিক শব্দ?
ক আপদমস্তক খ আপাদমস্তক
গ আপদমস্ত ঘ আপাদমস্ত **খ**

৩৭. কোনটি সঠিক?
ক ভদ্রতাচিত খ ভদ্রচিত
গ ভদ্রোচিত ঘ ভদ্রতচিত **গ**

ব্যাখ্যা: বাংলা একাডেমি অনুসারে সঠিক বানান হবে– ভদ্রোচিত।

৩৮. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক শীতাতপ খ শীততাপ
গ শিততাপ ঘ শিতাতপ **ক**

৩৯. কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লিখিত?
ক শরৎচন্দ্র খ বন্দোপাধ্যায়
গ দূর্যোগ ঘ সান্ত্বনা **ঘ**

৪০. বিশুদ্ধ বানান কোনটি?
ক অভিশাপ খ অভীশাপ
গ অভিসাপ ঘ অভিষাপ **ক**

৪১. দেশের ..... দূর করতে হলে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার।
ক দারিদ্য খ দরিদ্রতা
গ দারিদ্র্যতা ঘ দরিদ্র **খ**

৪২. নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ?
ক শ্রদ্ধাঞ্জলী খ সামঞ্জস্যতা
গ ইতোমধ্যে ঘ সখ্যতা **গ**

৪৩. নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ?
ক কৌতুহল খ কৌতূহল
গ কাংখিত ঘ শ্রদ্ধাঞ্জলী **খ**

৪৪. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক শিরচ্ছেদ খ পিপিলিকা
গ আদ্যন্ত ঘ জগত **গ**

৪৫. কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ?
ক উৎকর্ষতা, আত্মসাৎ, আদ্র
খ অভ্যন্তরীণ, আয়ত্বধীন, অতীন্দ্রিয়
গ কৌতূহল, কৃচ্ছ্রসাধন, ক্বচিৎ
ঘ অনুষঙ্গ, অঙ্গীভুত, অলঙ্ঘনীয় — গ

৪৬. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক বীকেন্দ্রিকরণ খ বিকেন্দ্রিকরণ
গ বিকেন্দ্রীকরণ ঘ বীকেন্দ্রীকরণ — গ

৪৭. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক কনীনিকা খ কনিনীকা
গ কণিনিকা ঘ কনিনিকা — ক

৪৮. নিচের কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ?
ক সমিচিন, বাল্মিকি খ সমিচীন, বাল্মিকী
গ সমীচীন, বাল্মীকি ঘ সমীচীন, বাল্মিকী — গ

৪৯. শুদ্ধ বানান কোনটি?
ক দীনতা খ দৈনতা
গ দীন্যতা ঘ দিনতা — ক

৫০. কোন শব্দটি ভুল?
ক মরূদ্যান খ কটুক্তি
গ পরিপক্ক ঘ অঞ্জলি — গ

৫১. কোন বানানটি ভুল?
ক উনিশ খ দ্বন্দ্ব
গ অধ্যায়ন ঘ সহযোগিতা — গ

৫২. শুদ্ধ বানান কোনটি?
ক অপরাহ্ন খ অপরাহ্ণ
গ অপরাণ্য ঘ অপরান্য — খ

৫৩. শুদ্ধ শব্দ কোনটি?
ক ব্যাকরণবিদ খ বৈয়াকরণ
গ ব্যাকরণিক ঘ বৈয়াকরণিক — ক

৫৪. কোন ত্রয়ীর বানান শুদ্ধ?
ক বিমর্ষ, মুমর্ষু, সংঘর্ষ খ জায়মান, জম্বুবান, ভ্রাম্যমান
গ বিঘুণ, বিঘোষণ, বিমদর্ণ ঘ সত্তেও, সাত্বিক, সত্তা — খ

৫৫. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক মনমুগ্ধকর খ মনোমুগ্ধকর
গ মনোঃমুগ্ধকর ঘ মনোমুগ্ধঃকর — খ

৫৬. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক সোন্দর্য খ সৌন্দর্য
গ সোন্দ্যর্য ঘ সৌন্দর্য্য — খ

৫৭. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক অগ্নিবীণা খ অগ্নীবিণা
গ অগ্নীবীনা ঘ অগ্নিবিণা — ক

৫৮. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
ক দরিদ্রতা আমাদের প্রধান সমস্যা।
খ তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
গ সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত।
ঘ সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল। — ক

৫৯. শুদ্ধ কোনটি?
ক অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার
খ অন্ন ভাবে প্রতিটি ঘরে হাহাকার
গ অন্ন ভাবে প্রতিটি ঘরে ঘরে হাহাকার
ঘ অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার — ঘ

৬০. কোনটি শুদ্ধ বাক্য?
ক অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা
খ অধ্যায়ন ছাত্রদের তপস্যা
গ অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা
ঘ অধ্যাপনা ছাত্রদের তপস্যা — ক

৬১. 'সকল ছাত্ররাই যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছে।' বাক্যটিতে কি ধরনের ভুল আছে?
ক বানান খ পদ
গ বচন ঘ বিভক্তি — গ

৬২. কোনটি নিত্য মূর্ধন্য-ণ বাচক শব্দ?
ক পুণ্য খ গ্রহণ
গ স্মরণ ঘ অর্পণ — ক

৬৩. ষ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন বানানটি ভুল?
ক স্টেশন খ সুষম
গ মিথস্ক্রিয়া ঘ নিষ্পাপ — গ

৬৪. কোন শব্দে মূর্ধন্য-ণ এর ব্যবহার রয়েছে?
ক চিহ্ন খ অন্ন
গ যত্ন ঘ তৃষ্ণা — ঘ

৬৫. কোন শব্দটির বানান সঠিক?
ক দোষণীয় খ দূষণীয়
গ দুষনিয় ঘ দোষনীয় — খ

৬৬. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক শশিভুসন খ শশিভূষণ
গ শসিভূষন ঘ শশিভূসণ — খ

৬৭. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?
ক সমীচীন খ সান্ত্বনা
গ মুর্মূষু ঘ ফটোষ্ঠ্যাট — ঘ

৬৮. কোন বানানটি সঠিক?
ক মহর্সি খ মহর্ষি
গ মহর্ষী ঘ মহর্শি — খ

৬৯. 'সুষমা' শব্দে যে নিয়মে 'ষ' বসে–
ক 'স' এর পূর্বে বসেছে বলে
খ 'ষম্' মূলরূপ থেকে উৎসারিত হওয়ায়
গ 'উ' কারান্ত উপসর্গ পূর্বে আছে বলে
ঘ স্বভাবত 'ষ' বসে — গ

৭০. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
ক সর্বদা পরিষ্কার থাকিবে
খ সর্বদা পরিষ্কৃত থাকিবে
গ সর্বদা পরিষ্কারময় থাকিবে
ঘ সর্বদা পরিষ্কৃতময় থাকিবে — ক

৭১. নিপাতনে সিদ্ধ 'ষ' এর ব্যবহার হয়েছে কোনটিতে?
ক মুমূর্ষ খ অনুষজ্ঞা
গ বর্ষণ ঘ ভূষণ **ঘ**

৭২. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
ক রহিমা পাগলি হয়ে গেছে
খ রহিমা পাগল হয়ে গেছে
গ রহিমা পাগলি হয়ে গেছে
ঘ রহিমা পাগলী হয়ে গেছে **খ**

৭৩. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
ক জ্ঞানি মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
খ জ্ঞানি মূলর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর
গ জ্ঞানি মূর্খতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
ঘ জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ **ঘ**

৭৪. 'এমন অসহ্যনীয় ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই'। বাক্যটির শুদ্ধরূপ কোনটি?
ক এমন অসহ্য ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই
খ এমন অসহ্যনীয় ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই
গ এমন অসহ্যনীয় ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই
ঘ কোনোটিই নয় **ক**

৭৫. 'জনতা' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে–
ক প্রত্যয়যোগে খ উপসর্গযোগে
গ সন্ধিযোগে ঘ বচনের সাহায্যে **ক**

৭৬. নিচের যে শব্দটিকে শাব্দিক অপপ্রয়োগ বলে বলে বিবেচনা করা যায়–
ক হোথায় খ অশ্রুজল
গ অম্বরতল ঘ অন্ধআবেগ **খ**

৭৭. কোন শব্দটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
ক অশ্রুজল খ অঞ্জলি
গ কিংশুক ঘ প্রদীপ **ক**

৭৮. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক প্রতিযোগিতা খ সহযোগীতা
গ বৈশিষ্ট্যতা ঘ শ্রদ্ধাঞ্জলী **ক**

৭৯. নিচের কোনটি সঠিক নয়?
ক পরিষ্কার খ নমস্কার
গ হিরনময় ঘ দুষ্কর **গ**

৮০. কোনটি সঠিক বানান?
ক পুঙ্খানুপুঙ্খ খ পুঙ্খানুপূঙ্খ
গ পুঙ্খনুপুঙ্খ ঘ পুঙ্খনাপুঙ্খ **ক**

৮১. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক অত্যধিক খ অত্যাধিক
গ অত্তাধিক ঘ অত্বাধিক **ক**

৮২. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক যালময়ি খ জালাময়ী
গ জ্বালাময়ি ঘ জ্বালাময়ী **ঘ**

৮৩. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক প্রজ্জ্বলিত খ বৈশিষ্ট্যতা
গ প্রবাহমান ঘ ভূমধ্যাধিকারী **ক**

৮৪. নিচের কোনটি অশুদ্ধ?
ক অহিংস-সহিংস খ প্রসন্ন-বিষণ্ন
গ দোষী-নির্দোষী ঘ নিষ্পাপ-পাপিনী **গ**

৮৫. নিচের কোন বানানগুচ্ছের সবগুলো বানানই অশুদ্ধ?
ক নিক্বন, সূচগ্র, অনুর্ধ্ব
খ অনূর্বর, ঊর্ধ্বগামী, শুদ্ধ্যশুদ্ধি
গ ভূরিভূরি, ভূঁরিওয়ালা, মাতৃস্বসা
ঘ রানি, বিবিরণ, দূরতিক্রম্য **ক**

৮৬. প্রমিত বানানরূপ–
ক গলাধঃকরণ খ গলধকরণ
গ গলধঃকরণ ঘ গলাধকরণ **ক**

৮৭. শুদ্ধ বানান কোনটি?
ক সমীচিন খ ভবিষ্যৎ
গ আশির্বাদ ঘ দীর্ঘজীবি **খ**

৮৮. শুদ্ধ বানান কোনটি?
ক অনূশাসন খ অনুসাশন
গ অনুশাসণ ঘ অনুশাসন **ঘ**

৮৯. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক ঘূর্নায়মান খ ঘুর্ণায়মান
গ ঘূর্ণায়মান ঘ ঘুর্নায়মান **গ**

৯০. নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক সত্ত্বা খ সত্তা
গ সত্ত্বা ঘ মহাত্ব **খ**

৯১. নিচের কোনটি শুদ্ধ শব্দ?
ক অন্তস্থল খ অন্তঃস্থল
গ অন্তস্তল ঘ অন্ততল **গ**

৯২. কোন শব্দটির প্রয়োগ শুদ্ধ?
ক লক্ষ্যণীয় খ উপলক্ষ্য
গ সৌন্দর্যতা ঘ সুবুদ্ধিমান **খ**

৯৩. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক মুমুক্ষু খ মুমূক্ষু
গ মূমূক্ষূ ঘ মূমুক্ষূ **ক**

৯৪. কোন বানানটি সঠিক?
ক বাল্মিকী খ বাল্মিকি
গ বাল্মীকি ঘ বাল্মীকী **গ**

৯৫. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক শুশ্রুষা খ ত্রুটি
গ মরুদ্যান ঘ জাগরূক **ঘ**

৯৬. নিচের কোন বানানটি সঠিক?
ক সাক্ষরতা খ স্বাক্ষ্যরতা
গ সাক্ষরতা ঘ স্বাক্ষরতা **গ**

৯৭. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ?
ক দুষ্প্রাপ্য খ পরষ্পর
গ নিষ্পত্তি ঘ স্নেহাস্পদ **খ**

৯৮. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক অনুসূয়া খ অণুসূয়া
গ অনসূয়া ঘ অনূসূয়া **গ**

৯৯. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক আকাংখা খ কৃতিত্ব
গ কার্য্য ঘ অহঙ্কার **খ**

১০০. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক আতংক খ ভট্টাচার্য্য
গ প্রবীণ ঘ সম্পূর্ন **গ**

১০১. নিচের কোন গুচ্ছ শব্দ শুদ্ধ?
ক ঔষধ, বীণা, ত্রিনয়ন খ হরিণ, বন্ধন, সোনা
গ প্রান, খ্রিস্টান, পোসা ঘ কণ্ঠ, স্তেশন, জিনিষ **খ**

১০২. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ?
ক নারীত্ব খ কৃতিত্ব
গ সতিত্ব ঘ ব্যক্তিত্ব **গ**

১০৩. কোন শব্দটির বানান সঠিক?
ক প্রতিযোগীতা খ ভৌগলিক
গ গুণিজন ঘ মধ্যাহ্ন **ঘ**

১০৪. নিচের কোন বানানটি ভুল?
ক মুহূর্ত খ শুশ্রুষা
গ বুদ্ধিজীবি ঘ দারিদ্র **গ**

১০৫. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ?
ক নিস্পন্দ খ নিষ্পন্ন
গ নিষ্ফল ঘ নিস্পৃহ **ক**

১০৬. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক মনোস্তাপ খ মনস্তাপ
গ মনষ্কামনা ঘ মহত্ব **খ**

১০৭. শুদ্ধ বানান কোনটি?
ক ষ্টেশন খ রুগ্ণ
গ বিপ্রকর্স ঘ সাধারন **খ**

১০৮. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক সচ্ছল খ সচ্ছ্বল
গ স্বচ্ছল ঘ স্বচ্ছ্বল **ক**

১০৯. কোন শব্দগুচ্ছ শুদ্ধ?
ক আয়ত্তাধীন, অহোরাত্রি, অদ্যপি
খ গড্ডালিকা, চিন্ময়, কল্যান
গ গৃহস্ত, গণনা, ইদানিং
ঘ আবশ্যক, মিথস্ক্রিয়া, গীতালি **ঘ**

১১০. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক প্রজ্বল খ প্রোজ্জল
গ প্রোজ্বল ঘ প্রোজ্জ্বল **ঘ**

১১১. শুদ্ধ বানান কোনটি?
ক আসক্তী খ আসক্তি
গ আশক্তি ঘ আষক্তি **খ**

১১২. কোনটি শুদ্ধ বাক্য?
ক ইহার আবশ্যক নাই খ বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল
গ বুনো কচু, বাঘা তেঁতুল ঘ ইহা প্রমাণ হইয়াছে **খ**

১১৩. 'রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য' বাক্যটির শুদ্ধরূপ কোনটি?
ক রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য
খ রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য
গ রচনাটির উৎকর্স অনস্বীকার্য
ঘ রচনাটির উৎকর্শ অনস্বীকার্য **ক**

১১৪. 'সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন' বাক্যটির শুদ্ধরূপ কোনটি?
ক সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন
খ সকল সভ্য এখানে উপস্থিত ছিলেন
গ সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন
ঘ খ ও গ উভয়ই **ঘ**

১১৫. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
ক তিনি গুণীজন : সম্মান তাঁর প্রাপ্য
খ দুষ্কৃতিকারীদের ছুটি দেওয়া উচিত নয়
গ তিনি স্বস্ত্রীক বেড়াতে এসেছে
ঘ ছেলেরা সকলে একত্রিত হয়ে খেলছে **খ**

১১৬. নিচের কোন বাক্যটি অশুদ্ধ?
ক নিশ্চিত সংবাদ পেয়েছ কী?
খ চিক চিক করে বালি কোথা নাহি কাদা
গ বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ
ঘ রাঙ্গামাটি পার্বত্য এলাকা **গ**

১১৭. 'ভাষার অপ-প্রয়োগ আছে যে বাক্যে–
ক বুঝেছি, তুমি এ কাজ পারবে না।
খ তিনি আমার বইটি প্রকাশ করেছেন।
গ কোথায় আমরা একত্রিত হব?
ঘ এত বিলম্ব কেনো? **গ**

১১৮. কোন বাক্যটি শুদ্ধ প্রয়োগ হয়েছে?
ক অন্যায়ের ফল অনিবার্য খ অন্যায়ের ফল আবশ্যক
গ বিধি লঙ্ঘন হয়েছে ঘ কোথায় আমরা একত্র হব? **ক**

১১৯. শুদ্ধ রূপটি দেখান–
ক সাহিত্য ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
খ সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
গ সাহিত্য ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
ঘ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান **ঘ**

১২০. 'অতএব, আপনার নিকট বিনীত বাক্যে প্রার্থনা এই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার পরিবারবর্গের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন।' এই বাক্যে নিচের কোন ধরনের অসংগতি লক্ষ করা যায়?
ক দূরান্বয় দোষ খ অতি বিনয়ের প্রকাশ
গ বচনের ভুল প্রয়োগ ঘ আসত্তি গুণ পূরণ না হওয়া **গ**

১২১. কোনটি শুদ্ধ?
ক আমার বড় দূরাবস্থা খ আমার বড় দুরবস্থা
গ আমার বড় দূরবস্থা ঘ আমার বড় দূরাবস্থা **খ**

Home Work

১. **বাংলা একাডেমির 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' কত সালে প্রণীত হয়?** [৪৬তম বিসিএস]
ক ১৯৯০ খ ১৯৯২
গ ১৯৯৪ ঘ ১৯৯৬ **খ**

২. **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [৪৬তম বিসিএস]
ক মুলো খ মুলা
গ ধুলি ঘ ধূলো **খ**

৩. **শুদ্ধ বানান গুচ্ছ কোনটি?** [৪৫তম বিসিএস]
ক শিরশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন
খ শিরোশ্ছেদ, দারিদ্র্য, সমীচিন
গ শিরঃশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমিচীন
ঘ শিরচ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন **ক**

৪. **'সুনামীর তান্ডবে অনেকেই সর্বশান্ত হয়েছে।' – বাক্যটিতে কয়টি ভুল আছে?** [৪৫তম বিসিএস]
ক একটি খ দুটি
গ তিনটি ঘ ভুল নেই **গ**

৫. **ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিধানের নামই–** [৪১তম বিসিএস]
ক রসতত্ত্ব খ রূপতত্ত্ব
গ বাক্যতত্ত্ব ঘ ক্রিয়ার কাল **গ**

৬. **কোনটিতে অপপ্রয়োগ ঘটেছে?** [৩৮তম বিসিএস]
ক জবাবদিহি খ মিথস্ক্রিয়া
গ একত্রিত ঘ গৌরবিত **গ**

৭. **শুদ্ধ বাক্যটি চিহ্নিত করুন–** [১২তম বিসিএস]
ক বিদ্যান ব্যক্তিগণ দরিদ্রের শিকার হন
খ বিদ্যান ব্যক্তিগণ দারিদ্রতার শিকার হন
গ বিদ্বান ব্যক্তিগণ দারিদ্র্যের শিকার হন
ঘ বিদ্যান ব্যক্তিগণ দরিদ্যতার স্বীকার হন **গ**

৮. **কোনটি শুদ্ধ বাক্য?** [১১তম বিসিএস]
ক একটি গোপনীয় কথা বলি
খ একটি গোপন কথা বলি
গ একটি গোপন কথা বলি
ঘ একটি গুপ্ত কথা বলি **ক**

৯. **শুদ্ধ বাক্য কোনটি?** [১০তম বিসিএস; অগ্রণী ব্যাংক, সিনিয়র অফিসার (বাতিল): ১৭]
ক দুর্বলবশত অনাথিনী বসে পড়ল
খ দুর্বলতাবশত অনাথিনী বসে পড়ল
গ দুর্বলতাবশত অনাথা বসে পড়ল
ঘ দুর্বলবশত অনাথা বসে পড়ল **গ**

১০. **সঠিক বানান নয় কোনটি?** [৪২তম বিসিএস (বিশেষ)]
ক ধরণি খ মূর্ছা
গ গুণ ঘ প্রানী **ঘ**

১১. **কোনটি শুদ্ধ নয়?** [৪২তম বিসিএস (বিশেষ)]
ক যন্ত্রনা খ শূদ্র
গ সহযোগিতা ঘ স্বতঃস্ফূর্ত **ক**

১২. **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [৪১তম বিসিএস]
ক পুরষ্কার খ আবিস্কার
গ সময়পোযোগী ঘ স্বত্ব **ঘ**

১৩. **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [৪১তম বিসিএস]
ক মনোকষ্ট খ মনঃকষ্ট
গ মণকষ্ট ঘ মনকস্ট **খ**

১৪. **কোনটি শুদ্ধ বানান?** [৪০তম বিসিএস]
ক প্রজ্বল খ প্রোজ্জল
গ প্রোজ্বল ঘ প্রোজ্জ্বল **ঘ**

১৫. **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (গোলাপ)- ২০১৯; [বা.কৃ.উ.ক, (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)'২২; শি.নি.প্র.প. (শিক্ষক) (স্কুল)'২২; স.অ. (ইউনিয়ন সমাজকর্মী)'২২; বা.প.বি.বো. (সচিব/সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)'২১; আ. র.প্র.নি.দ. (অফিস সহায়ক)'২০; বি.ম. (উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)'১৯; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) (১ম ধাপ)'১৯; বি.ম. (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)'১৯; স্বা.প.ক.ম. (কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার)'১৮; প্রাক-প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) ২০১৬; ম.হি.নি.নি.কা. (অডিটর)'১৪; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক)'১০]
ক মুমূর্ষু খ মুমুর্ষু
গ মূমূর্ষু ঘ মুমূর্ষু **ক**

১৬. **কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লেখা হয়েছে?** [৩৮তম বিসিএস]
[মা.উ.শি.অ.(অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) [১ম পর্যায়] ২০২০; বা.বে.বি.চ.ক. (এরোড্রাম ফায়ার লীডার)'২১; কা.শি.অ. (ক্রাফট ইনস্ট্রাকটর (সপ/টিআর/ইলেকট্রনিক্স/টেক/ল্যাব)'২১; কা.শি.অ. (বিভিন্ন পদ)'২১; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) (৩য় ধাপ)'১৯]
ক শূণ্য খ ত্রিভুজ
গ পূন্য ঘ ভূবন **খ**

১৭. **কোনটি শুদ্ধ বানান?** [৩৮তম বিসিএস]
ক স্বায়ত্ত্বশাসন খ সায়ত্তশাসন
গ সায়ত্ত্বশাসন ঘ স্বায়ত্বশাসন
ব্যাখ্যা: উল্লিখিত অপশনগুলোর প্রত্যেকটি বানানই ভুল। সঠিক বানান হলো– স্বায়ত্তশাসন।

১৮. **"পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিষ্কার"! –বাক্যটির নিম্নরেখ পদে ষ/ স ব্যবহারে–** [৩৫তম বিসিএস]
ক প্রথমটি অশুদ্ধ, দ্বিতীয়টি শুদ্ধ
খ প্রথমটি শুদ্ধ, দ্বিতীয়টি অশুদ্ধ
গ দুটোই অশুদ্ধ
ঘ দুটোই শুদ্ধ **গ**

১৯. **কোনটি শুদ্ধ শব্দ?** [৩৫তম বিসিএস]
ক স্বশুর খ শ্বসুর
গ শশুর ঘ শ্বশুর **ঘ**

২০. **কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?** [৩৩তম বিসিএস]
ক দরিদ্রতা খ উপযোগিতা
গ শ্রদ্ধাঞ্জলি ঘ উর্দ্ধ **ঘ**

২১. **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [৩৩ তম বিসিএস]
ক পিপিলিকা খ পিপীলিকা
গ পীপিলিকা ঘ পিপিলীকা **খ**

২২. **কোনটি শুদ্ধ বানান?** [৩২তম বিসিএস]
ক আকাংখা খ আকাঙ্ক্ষা
গ আকাঙ্খা ঘ আকাংক্ষা **খ**

২৩. **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [৩২তম বিসিএস]
ক পাষাণ খ পাষান
গ পাসান ঘ পাশান **ক**

২৪. কোনটি শুদ্ধ বানান? [২৫তম বিসিএস]
ক দন্দ খ দ্বন্দ
গ দ্বন্দ্ব ঘ দম্ব **গ**

২৫. কোন বানানটি শুদ্ধ? [২১তম বিসিএস]
ক সূচিস্মিতা খ সূচিস্মিতা
গ সূচীস্মিতা ঘ শুচিস্মিতা **ঘ**

২৬. শুদ্ধ বানানের শব্দগুচ্ছ সনাক্ত করুন– [২৩তম বিসিএস]
ক ভবিষ্যত, ভৌগলিক, যক্ষ্ম
খ যশলাভ সদ্যোজাত, সম্বর্ধনা
গ স্বায়ত্তশাসন, অভ্যন্তর, জন্মবার্ষিক
ঘ ঐক্যতান, কেবলমাত্র, উপরোক্ত **গ**

২৭. কোন বানানটি শুদ্ধ? [২০তম বিসিএস; বেপজা (BEPZA)-এর সহকারী ব্যবস্থাপক- ২০২১]
ক শুশ্রুষা খ সুশ্রুষা
গ শুশ্রূষা ঘ সুশ্রুসা **গ**

২৮. কোন বানানটি শুদ্ধ? [১৮তম বিসিএস/প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক- ২০১৯; বস্ত্র অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক পরীক্ষা-২০২৪, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ (পোস্টম্যান/রানার/অফিস সহায়ক)-২০২৪; বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশনের অফিসার: ১৯; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ পরীক্ষা: ২০১৮; [বা.প.উ.এ.(সহকারী পরিচালক)'২২; বি.ম. (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)'২২; ডা.জী.বী. (সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর)'২২; প.ম. (সহকারী পরিচালক)'২৩; বা. প.বি.বো. (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর)'২১; মা.নি.অ. (অফিস সহায়ক)'২০; সা.ভূ.ক্যা.অ. ঢা.সে. (অফিস সহায়ক)'২০; শি.নি.প্র. (শিক্ষক) (স্কুল)'১৯; প্রা.গ.ম. (সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (ATEO)'১৫; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) (২য় ধাপ)'১৯; ত.ম.চ.প্র.অ. (ক্যামেরাম্যান)'১৯; স.বি.ম. (উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)'১৯; শি.ম. শি.প্র. অ. (সহকারী প্রকৌশলী (পুর)'১৯]
ক সমীচীন খ সমিচীন
গ সমীচিন ঘ সমিচিন **ক**

২৯. শুদ্ধ বানানটি নির্দেশ করুন– [১৫তম বিসিএস; বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশনের অফিসার: ২০১৭]
ক মুহুর্মুহু খ মূহুর্মুহু
গ মুর্হমূর্হু ঘ মুর্হুমুহু **ক**

৩০. কোন বানানটি শুদ্ধ? [১৪তম বিসিএস; বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড-এর সহকারী ব্যবস্থাপক (ট্রেইনি জেনারেল): ২০২১]
ক বিভিসীকা খ বিভীষিকা
গ বীভিষিকা ঘ বীভিষীকা **খ**

৩১. শুদ্ধ বাক্য নয় কোনটি? [৪২তম বিসিএস (বিশেষ)]
ক বিদ্বান হলেও তার কোনো অহংকার নেই ।
খ ইশ! যদি পাখির মত পাখা পেতাম ।
গ অকারণে ঋণ করিও না ।
ঘ হয়তো সোহমা আসতে পারে । **গ**

৩২. ণ-ত্ব বিধি সাধারণত কোন শব্দে প্রযোজ্য? [২১তম সিসিএস]
ক দেশি খ বিদেশি
গ তৎসম ঘ তদ্ভব **গ**

৩৩. নিত্য মূর্ধন্য– 'ষ' কোন শব্দে বর্তমান? [২৪তম বিসিএস/২০তম বিসিএস; খাদ্য অধিদপ্তরের উপ- খাদ্য পরিদর্শক-১৯.১১.২১]
ক কষ্ট খ উপনিষৎ
গ. কল্যাণীয়েষু ঘ আষাঢ় **ঘ**

৩৪. নিচের কোন বানানগুচ্ছ সঠিক? [বাংলাদেশ রেলওয়ে (বুকিং সহকারী)- ২৪]
ক মুহর্মুহ, ব্যাতয়, মৃত্যুত্তীর্ণ
খ মুহুর্মুহু, ব্যাত্যয়, মৃতুত্তীন
গ মুহুর্মুহু, ব্যত্যয়, মৃত্যুত্তীর্ণ
ঘ মূহুর্মুহ, ব্যত্যয়,মৃত্যুত্তীর্ণ **গ**

৩৫. কোন বানানটি শুদ্ধ?[বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর) – ২০২৪]
ক নুন্যতম খ নূন্যতম
গ ন্যূনতম ঘ ন্যুনতম **গ**

৩৬. নিচের কোনটি অশুদ্ধ বানান? [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ হিসাব সহকারী - ২০২৪]
ক কুল খ কূল
গ উচিৎ ঘ ভবিষ্যৎ **গ**

৩৭. নিচের কোনটি অশুদ্ধ বানান [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ হিসাব সহকারী -২০২৪]
ক প্রতিযোগী খ প্রতিযোগীতা
গ ভীরু ঘ সুশীল **খ**

৩৮. নিচের কোন বানানটি সঠিক [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ হিসাব সহকারী -২০২৪]
ক পুরষ্কার খ পরিস্কার
গ সুষ্ঠ ঘ সুষ্ঠু **ঘ**

৩৯. নিচের কোনটি অশুদ্ধ বানান [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ হিসাব সহকারী -২০২৪]
ক প্রতিষ্ঠা খ ভূমিষ্ঠ
গ অষ্টম ঘ আশ্চর্য **খ**

৪০. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ হিসাব সহকারী -২০২৪]
ক ইতিপূর্বে খ ইতোপূর্বে
গ ইতিমধ্যে ঘ ইতোমধ্যে **ঘ**

৪১. শুদ্ধ বানানের গুচ্ছ কোনটি? [বাংলাদেশ রেলওয়ে টিকিট কালেক্টর-২০২৪]
ক শিরোশ্চেদ, দারিদ্র, সমীচিন
খ শিরঃশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন
গ শিরশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন
ঘ শিরচ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন **গ**

৪২. কোনটি অশুদ্ধ? [হোম ইকোনমিস্ট (নিপোর্ট পদের পরীক্ষা)-২০২৪]
ক বুদ্ধিজীবী খ অন্তর্লীন
গ উপাচার ঘ তেজস্ক্রিয়তা **গ**

৪৩. নিচের কোনটি বানানটি সঠিক? [ম.হি.নি.কা. (জুনিয়র অডিটর)'২২]
ক পরিষ্কার খ পরিস্কার
গ পরিশকার ঘ পরি:স্কার **ক**

৪৪. নিম্নের কোন বানানটি শুদ্ধ? [বা.প.উ.বো. (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা) '২২]
ক কল্যানীয়েসু খ কল্যাণীয়েষু
গ কল্যানীয়েষু ঘ কল্যাণিয়েসু **খ**

৪৫. কোনটি শুদ্ধ? [ব.অ. (জুনিয়র ওয়াইল্ড লাইফ স্কাউট) '২২]
ক কিংকর্তব্যবিমূঢ় খ মুমুর্ষু
গ মুহুর্ত ঘ সমিচীন **ক**

৪৬. কোন বানানটি শুদ্ধ? [স্থা.স.প্র.অ. (কার্যসহকারী) '২৩]
ক মহিয়াস খ মহীয়সী
গ মহিয়সী ঘ মহীয়সি **খ**

৪৭. শুদ্ধ বানান কোনটি? [বা.অ.নৌ.ক. (অফিস সহ. কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক সমিকরন খ সমিকরণ
গ সমীকরন ঘ সমীকরণ **ঘ**

৪৮. কোন বানানটি শুদ্ধ? [বা.প.উ.বো. (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা) '২২; স্বা.অ. (কম্পাউন্ডার) '২২; প্রা.প্রা. (সহকারী শিক্ষক) '১৫; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) '১০; প্রা.বি. (প্রধান শিক্ষক) '০৯; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) '০৭]
ক নিশীথ খ নিশিথ
গ নীশিথ ঘ নীশীথ **ক**

৪৯. কোনটি শুদ্ধ বানান? [রে.বে. প্রা. (শিক্ষক)'১১]
ক শৌজন্য খ সৌজন্যতা
গ সৌজন্য ঘ সৌজন্নতা **গ**

৫০. কোনটি শুদ্ধ বানান? [প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) '১২]
ক অন্বেষণ খ অন্বেষন
গ অন্বেশন ঘ অন্বেশণ **ক**

৫১. কোনটি শুদ্ধ বানান? [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইনস্ট্রাকটর)'২৩]
ক ব্যকুল খ ব্যাকুল
গ ব্যাকূল ঘ ব্যকূল **খ**

৫২. শুদ্ধ বানান কোনটি? [পো.জে.উ. (রাজশাহী) (উচ্চমান সহকারী)'২২; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক)'০৭]
ক অধোগতি খ অধঃগতি
গ অধগতি ঘ অধোঃগতি **ক**

৫৩. শুদ্ধ বানান কোনটি? [ডা.জী.বী. (সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর) '২২; বি.ম. (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)'১৯; অ. ম.জা.স.প. (সহকারী পরিচালক)'০৯]
ক গীতাঞ্জলী খ গীতাঞ্জলি
গ গিতাঞ্জলী ঘ গিতাঞ্জলি **খ**

৫৪. কোনটি শুদ্ধ বানান? [বা.প.বি.বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩]
ক শ্রদ্ধাঞ্জলি খ শ্রদ্ধাঞ্জলী
গ শ্রদ্ধঞ্জলি ঘ কোনোটিই নয় **ক**

৫৫. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন বানানটি শুদ্ধ?[শি.নি.প্র.প. (শিক্ষক) (স্কুল)'২২]
ক পূর্বাহ্ণ খ মধ্যাহ্ণ
গ অপরাহ্ন ঘ সায়াহ্ণ **ক**

৫৬. কোনটি শুদ্ধ বানান? [বা.প.বি.বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক)'১২; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক)'০৮]
ক নীরিক্ষণ খ নিরীক্ষন
গ নিরীক্ষণ ঘ নীরীক্ষণ **গ**

৫৭. নীচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? [যু. উ.অ. (সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২২]
ক বর্ষণ খ মুমূর্ষূং
গ কাষ্ট ঘ মাষ্টার **ঘ**

৫৮. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? [ক.জে.ডি.ফা. (জুনিয়র অডিটর (এলডিএ কাম-টাইপিস্ট)'২২]
ক বাণী খ শূণ্য
গ অরণ্য ঘ লবণ **খ**

৫৯. কোন বানানটি শুদ্ধ? [বা.প.উ.বো. (সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২৩; স্থা.স.বি. (উপ-সহকারী প্রকৌশলী/নকশাকার)'১৯; বা.কো.গা./কৃ.প্র.এ (নার্স)'১৯; ফা.সা.সি.ডি. (ফোরম্যান)'১৯; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) (৪র্থ ধাপ)'১৯; শি.ম.অ.কা.শি.অ. (জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ইলেক্ট্রনিক্স, পাওয়ার, কম্পিউটার)'১৮; ক. জে.ডি. ফা. (অডিটর)'১৭; প্রা.প্রা. (সহকারী শিক্ষক)'১৪ (পুনঃগৃহীত ১৭ জেলা); প্রা. প্রা. (সহকারী শিক্ষক)'১৪]
ক আভ্যন্তরীণ খ আভ্যন্তরীন
গ অভ্যন্তরীণ ঘ অভ্যন্তরীন **গ**

৬০. কোনটি শুদ্ধ বানান? [স.জ.অ. (কার্য-সহকারী)'২২; আ.বি.স.বি.ম. (সাব-রেজিস্ট্রার)'১৬; প্রাথমিক (সহকারি শিক্ষক)'০৮; রে.বে.প্রা. (শিক্ষক)'১১]
ক শারীরীক খ শারীরিক
গ শারিরিক ঘ শারিবীক **খ**

৬১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [রাজউক (ইমারত পরিদর্শক)'২২]
ক অশরীরি খ অশরিরী
গ অশরিরি ঘ অশরীরী **ঘ**

৬২. কোনটি শুদ্ধ বানান? [ক.অ.জে. (সিনিয়র অ্যাকাইন্টস ক্লার্ক)'২২; প্রা.বি. (প্রধান শিক্ষক) '০৯]
ক সর্বাঙ্গীণ খ সর্ব্বাঙ্গীন
গ সর্বাঙ্গীন ঘ সর্বঙ্গিণ **ক**

৬৩. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর) ২০২৩]
ক বন্দ্যোপাধ্যায় খ পক্ব
গ চট্টোপাধ্যায় ঘ সংশয় **গ**

৬৪. কোন বানানটি শুদ্ধ? [বা.নি.ক. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২৩; ফা.সা. সি.ডি.অ. (স্টেশন অফিসার)'২২]
ক প্রণয়ণ খ প্রনয়ন
গ প্রনয়ণ ঘ প্রণয়ন **ঘ**

৬৫. কোনটি সঠিক বানান? [বা.প.উ.বো. (হিসাবরক্ষক)'২২]
ক পরিবেজ্য খ পারিব্রজ্য
গ পারিব্রর্জ ঘ পারিব্রর্জ্য **খ**

৬৬. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [বি.ম. (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)'২২]
ক শ্রদ্ধাঞ্জলী খ চাকচক্য
গ মোহনা ঘ যুবতী **ক**

৬৭. কোন বানানটি শুদ্ধ? [প.অ. (অফিস সহায়ক)'২৩; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) (৩য় ধাপ)'১৯; স্থা.স.বি.(সহকারী প্রকৌশলী (পুর)'১৯; প.ত.বা.অ. (পরিসংখ্যান কর্মকর্তা)'১৭; প্রা.গ. ম. (পিটিআই জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক)'১৬]
ক অথিতি খ অতীথি
গ অতিথি ঘ অতিথী **গ**

৬৮. কোনটি শুদ্ধ বানান? [প.ম. (সহকারী সাইফার কর্মকর্তা)'২২]
ক সান্তনা খ সমিচীন
গ ইতিমধ্যে ঘ সান্ত্বনা **ঘ**

৬৯. কোনটি শুদ্ধ বানান? [ত.স.ম.অ.বা.টে (উপ-সহকারী প্রকৌশলী/স্টুডিও যন্ত্রবিদ) '২৩]
ক আশিস খ আশীষ
গ আশীস ঘ আশিষ **ক**

৭০. কোনটি শুদ্ধ বানান? [স্থা.স.প্র.অ. (কার্যসহকারী)'২৩; প্রা.বি. (প্রধান শিক্ষক)'০৯]
ক ঈন্দ্রীয় খ ঈন্দ্রিয়
গ ইন্দ্রিয় ঘ ইন্দ্রীয় **গ**

৭১. কোন বানানটি শুদ্ধ? [শি.নি.প্র.প. (শিক্ষক) (স্কুল)'২২]
ক স্বায়ত্ত্বশাসন খ শ্রদ্ধাঞ্জলী
গ দারিদ্রতা ঘ উপর্যুক্ত **ঘ**

৭২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [কা.শি.অ. (ক্রাফট ইনস্ট্রাকটর (সপ/টিআর/ইলেক্ট্রনিক্স/টেক/ল্যাব)'২১; প. প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)'২৩]
ক জেষ্ঠ্য খ জ্যেষ্ঠ্য
গ জ্যেষ্ঠ ঘ জ্যাষ্ঠ **গ**

৭৩. 'জিহ্বা' শব্দের উচ্চারণ- [পিএসসি (সিনিয়র স্টাফ নার্স)'২৩]
ক জিওবা খ জিব্বা
গ জিবহা ঘ জিউভা **ঘ**

৭৪. শব্দের আভিধানিক অর্থকে কী বলে?[বা.নি.ক. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২৩; যু.উ.অ. (সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২২]
ক লক্ষ্যার্থ খ বাচ্যার্থ
গ সরলার্থ ঘ গৌণার্থ **খ**

৭৫. 'অনু' এবং 'অণু' এই শব্দে দুটির মধ্যে তফাত কোন ক্ষেত্রে? [যু.উ.অ. (সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২২]
ক বানানে খ উচ্চারণে
গ অর্থে ঘ বানান ও অর্থে **গ**

৭৬. নিচের কোন শব্দে ণত্ব বিধান অনুসারে ণ -এর ব্যবহার হয়েছে? [খাদ্য অধিদপ্তরের উপ- খাদ্য পরিদর্শক-১৯.১১.২১]
ক নিক্বণ খ লবণ
গ কল্যাণ ঘ ব্যাকরণ **ঘ**

৭৭. 'কণিকা' শব্দের 'ণ' বসেছে কোন নিয়মে? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে/বিভাগ/অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) পদে নিয়োগ পরীক্ষা: ২০১৮]
ক 'ক' এর পরে 'ণ' বসে
খ 'ক' এর পূর্বে 'ণ' বসে
গ ক এবং ক এর মাঝে 'ণ' বসে
ঘ স্বভাবতই 'ণ' বসেছে **ঘ**

৭৮. কোন বানানটি শুদ্ধ? [জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর পদে নিয়োগ পরীক্ষা: ২০১৮]
ক রূপায়ন খ রুপায়ন
গ রূপায়ণ ঘ রুপায়ণ **গ**

৭৯. শুদ্ধ বানানটি চিহ্নিত করুন। [রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ২০১১ (জবা); প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১২ (মেঘনা)]
ক মূর্ধন্য খ মূর্ধণ
গ মুর্ধন্য ঘ মুর্ধণ্য **ক**

৮০. কোন বর্ণের ধ্বনির আগে ন–ণ হয়? [সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার: ২০১৫]
ক ক বর্গের আগে খ ট বর্গের আগে
গ ত বর্গের আগে ঘ ব বর্গের আগে **খ**

৮১. কোন বানানটি শুদ্ধ? [পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী: ২০১৬]
ক সম্পুর্ণ খ সম্পুর্ন
গ সম্পূর্ণ ঘ সম্পূর্ন **গ**

৮২. কোন বানানটি শুদ্ধ? [পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী: ২০১৬]
ক বিকিরণ খ বিকীরণ
গ বিকিরন ঘ বীকীরন **ক**

৮৩. দন্ত্য-স এর মূর্ধন্য-ষ তে পরিবর্তনের নিয়মসমূহকে কী বলা হয়? [খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক- ২০১৯]
ক ণ-ত্ব বিধান খ ষ-ত্ব বিধান
গ বর্ণবিহীন ঘ কোনোটিই নয় **খ**

৮৪. স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয়েছে নিচের কোনটিতে? [বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন সিনিয়র এ্যাসিসট্যান্ট পদে নিয়োগ: ২০১৮]
ক দোষ খ শিষ্ট
গ শিষ্য ঘ নিষেক **ক**

৮৫. শুদ্ধ বানান বিশিষ্ট শব্দ কোনটি? [৫ম বিজেএস (সহকারী জজ) প্রাথমিক পরীক্ষা: ২০১০]
ক আশির্বাদ খ ভবিষ্যৎ
গ দীর্ঘজীবি ঘ পিপিলীকা **খ**

৮৬. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [১০ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন: ২০১৪]
ক চক্ষুস্মান খ চক্ষুষ্মান
গ চক্ষুশ্মান ঘ চক্ষুষ্মাণ **খ**

৮৭. বাংলা ভাষার বহুল প্রচলিত অপপ্রয়োগের উদাহরণ– [BDBL Senior Officer: 2017]
ক তবুও খ জয়ন্তী
গ প্রাণপণ ঘ আবশ্যক **ক**

৮৮. কোনটি শুদ্ধ বাক্য? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB)-এর সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা- ২০০৬]
ক এ কথা প্রমান হয়েছে খ এ কথা প্রমাণ হয়েছে
গ এ কথা প্রমানিত হয়েছে ঘ এ কথা প্রমাণিত হয়েছে
ঙ. এ কথা প্রমানীত হয়েছে **ঘ**

৮৯. শুদ্ধ বাক্য কোনটি? [৬ষ্ট বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা- ২০১০]
ক দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয় খ দীনতা প্রশংসনীয় নয়
গ দীনতা নিন্দনীয় ঘ দীনতা প্রশংসনীয় **খ**

৯০. কোন বাক্যটি শুদ্ধ [Bangladesh Bank Asst. Director- 2012]
ক সর্বদা পরিস্কার থাকিবে
খ সর্বদা পরিস্কৃত থাকিবে
গ সর্বদা পরিষ্কারময় থাকিবে
ঘ কোনোটিই নয় **ঘ**

৯১. শুদ্ধ বানান কোনটি? [বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (একাউন্ট অফিসার): ২০১৮]
ক মাধ্যাকর্ষণ খ মধ্যাকর্ষণ
গ মাধ্যাকর্ষন ঘ মধ্যাকর্ষন **ক**

৯২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (একাউন্ট অফিসার): ২০১৭]
ক দুরাবস্থা খ দূরবস্থা
গ দুরবস্থা ঘ দূরবস্থা **গ**

৯৩. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে নিচের কোন শব্দজোড়ের বানান শুদ্ধ? [প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী পরিচালক: ২০১৮]
ক পিপীলিকা, নির্নিমেষ খ পিপিলিকা, নির্নিমেস
গ পিপীলিকা, নির্ণিমেষ ঘ পিপিলিকা, নির্নিমেশ **ক**

৯৪. কোনটি সঠিক? [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ওয়ারলেস অপারেটর- ২০২১, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বিটিভির সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল): ২০১৯]
ক দারিদ্র্যতা খ দারিদ্র
গ দারিদ্রতা ঘ দরিদ্রতা **ঘ**

৯৫. কোনটি শুদ্ধ বানান? [IBBL (ATO)- 2017]
ক প্রত্যুদগমন খ প্রত্যুৎগমন
গ প্রত্যতগমন ঘ প্রতুয্যদগমণ **ক**

৯৬. কোন শব্দগুচ্ছের বানান শুদ্ধ? [Janata Bank Executive Officer: 2017]
ক স্বায়ত্বশাসন, সমীচিন খ দূর্বার, মূমূর্ষু
গ স্বান্তনা, শরীরি ঘ দুর্গা, পুণ্য **ঘ**

৯৭. শুদ্ধ বানান কোনটি? [Janata Bank Executive Officer: 2017]
ক গড্ডালীকা খ গড্ডলিকা
গ গড্ডালিকা ঘ গড্ডালীকা **খ**

৯৮. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ পরীক্ষা: ২০১৮]
ক সেদিন থেকে তিনি আর সেখানে যায় না।
খ তার কথা শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম।
গ আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
ঘ তোমার পরশ্রীকাতরতায় আমি মুগ্ধ। **খ**

৯৯. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন সিনিয়র এ্যাসিসট্যান্ট পদে নিয়োগ: ২০১৮]
ক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে খ আমি সন্তুষ্ট হলাম
গ গৌরব লুপ্ত হয়েছে ঘ সবগুলোই **ঘ**

১০০. কোন বাক্যটি সঠিক? [জবি (ঘ- ইউনিট): ২০১৫-১৬]
ক আমার কথাই প্রমাণ হলো
খ আমার কথাই প্রমাণিত হলো
গ আমার কথা প্রমাণ হলো
ঘ আমার কথাই প্রমাণীত হলো **খ**

১০১. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [জবি (ঘ- ইউনিট): ২০১৫-১৬]
ক সর্বদা পরিস্কার থাকিবে
খ মেয়েটি পাগলি হয়ে গেছে
গ আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত
ঘ কী ভয়ানক বিপদ! **ঘ**

১০২. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ভলগা): ২০১৪]
ক মেয়েটি সুকেশা ও সুহাসিনী।
খ মেয়েটি সুকেশী ও সুহাসিনী।
গ মেয়েটি সুকেশিনী ও সুহাসি।
ঘ মেয়েটি সুকেশিনী ও সুহাসিনী। **ক**

Class Test

১. **'ণ'-ত্ব বিধি অনুসারে কোন শব্দগুচ্ছ অশুদ্ধ?**
ক পুরোণো, ধরণ
খ ধারণা, ঝর্না
গ বরণীয়, মানবীয়
ঘ রূপায়ণ, প্রণয়ন

২. **শুদ্ধ বানানগুচ্ছ কোনটি?**
ক শারীরীক, সমীচিন নিরীক্ষণ
খ ষ্টিমার, প্রতিযোগী, ব্যুৎপত্তি
গ ঘন্টা, ভৌগলিক, আকাঙ্খা
ঘ পরিত্রাণ, ভূম্যধিকারী, পোস্ট অফিস

৩. **কোনটি শুদ্ধ বানান?**
ক আনুষঙ্গিক খ আনুসঙ্গিক
গ আনুষাঙ্গিক ঘ আনূষঙ্গিক

৪. **স্বভাবতই মূর্ধন্য 'ষ' হয় এমন উদাহরণ কোনটি?**
ক কৃষক খ বর্ষা
গ ঔষধ ঘ কাষ্ট

৫. **শুদ্ধ বাক্যটি নির্ণয় করুন:**
ক দারিদ্র্যতা আমাদের প্রধান সমস্যা
খ দরিদ্রতা আমাদের প্রধান সমস্যা
গ দারিদ্রতা আমাদের প্রধান সমস্যা
ঘ দারিদ্রতাই প্রধান সমস্যা

৬. **শুদ্ধ রূপটি দেখান–**
ক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
খ সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
গ সাহিত্য সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
ঘ সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

৭. **কোনটি শুদ্ধ বানান?**
ক বিভিষীকা খ বিভীষিকা
গ বীভিষিকা ঘ বীভিষীকা

৮. **কোন বানানটি শুদ্ধ?**
ক মরিচিকা খ মরিচীকা
গ মরীচিকা ঘ মরীচীকা

৯. **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?**
ক দৈন্য সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়
খ দৈন্যতা সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়
গ দৈন্য সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়
ঘ দৈন্যতা সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়

১০. **নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?**
ক আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত
খ আপনি আপনার পরিবারসহ আমন্ত্রিত
গ আপনি পরিবারবর্গসহ আমন্ত্রিত
ঘ আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত

উত্তরমালা

১	ক
২	ঘ
৩	ক
৪	গ
৫	খ
৬	ক
৭	খ
৮	গ
৯	গ
১০	ক

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া এসাইনমেন্ট এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।

BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার ০৮

Lecture Contents

ব্যাকরণ-৪

- শব্দ ও শব্দ প্রকরণ
- লিঙ্গ প্রকরণ

শব্দ ও শব্দের শ্রেণিবিভাগ

শব্দ

মনের ভাব প্রকাশের জন্য এক বা একাধিক ধ্বনি বা বর্ণ মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে বা অর্থবোধক ধ্বনি হলে তাকে শব্দ বলে।
অর্থবোধক ধ্বনি ও ধ্বনি সমষ্টিকে শব্দ বলা হয়।

শব্দ
বাক্যের মৌলিক উপাদান শব্দ।
শব্দকে বাক্যের একক বলা হয়।
বাক্যের বাহন হলো শব্দ।
শব্দের অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রাংশকে রূপ বলে।
শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয় ধ্বনি।

শব্দ গঠনের উপায় : শব্দ গঠনের উপায়গুলো নিম্নরূপ :

উপসর্গ যোগে	সন্ধির সাহায্যে	সমাসের সাহায্যে
প্রত্যয় যোগে	দ্বিরুক্তির সাহায্যে	পদ পরিবর্তনের মাধ্যমে

বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে রয়েছে বিচিত্র শব্দের সমারোহ। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দের শ্রেণিবিভাগ হতে পারে। যেমন:

ক. উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ
খ. গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ
গ. অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ

(ক) শব্দের উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ

- ব্যুৎপত্তিগতভাবে বা উৎস বিচারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে পণ্ডিতগণ ৫টি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা:

তৎসম শব্দ	অর্ধ তৎসম শব্দ	তদ্ভব শব্দ
দেশি শব্দ	বিদেশি শব্দ	

- নবম-দশম শ্রেণির নতুন ব্যাকরণ অনুযায়ী চার প্রকার। যথা: তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি।

১. তৎসম শব্দ

- তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। তৎসম অর্থ তার (তৎ) সমান (সম)। তৎসম শব্দ বলতে বুঝায় সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত ভাষা থেকে যেসব শব্দ সরাসরি বাংলায় এসেছে ও যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, সেসব শব্দকে তৎসম শব্দ বলে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে বিবর্তিত যেসব বাংলা শব্দের লিখিত চেহারা সংস্কৃত ভাষার শব্দের অনুরূপ সেগুলোকে তৎসম শব্দ বলে।
  যেমন: ব্যাকরণ, অগ্রহায়ণ, বঙ্কিম।
- সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করে গঠিত পারিভাষিক শব্দকেও তৎসম শব্দ বলা হয়। যথা: অধ্যাদেশ, গণপ্রজাতন্ত্রী, মহাপরিচালক, সচিবালয় ইত্যাদি।

চন্দ্র	সূর্য	ভবন	ধর্ম	ধূম্র	সাগর
জ্যোৎস্না	হিম	পুস্তক	বৃক্ষ	সন্ধ্যা	মানব
পাত্র	পুত্র	কবি	জীবন	ফল	কুৎসিত
শ্রাদ্ধ	গমন	অশ্ব	মস্তক	ক্ষতি	চন্দন
মাতা	দান	দধি	বায়ু	আকাশ	দেশ
জল	অলাবু	নদী	ক্ষুধা	খাদ্য	উদর
পাঠক	পঞ্চম	অঞ্চল	উত্তর	আঘাত	উষা
পৃথিবী	গ্রহ	কিংবদন্তি	তরণি	উর্ণা	

সংস্কৃত ভাষার শব্দ থেকে বিভিন্ন বাংলা শব্দের উৎপত্তি

সংস্কৃত শব্দ	বাংলা শব্দ	সংস্কৃত শব্দ	বাংলা শব্দ
দধি	দই	শাটী	শাড়ি
নিম্বু	লেবু	বাটী	বাড়ি
ফুল্ল	ফুল	ঢক্কা	ঢাক
ডিম্ব	ডিম	স্ফূর্তি	ফুর্তি
চিপিটক	চিড়া	সমর্থ	সোমত্ত
দুগ্ধ	দুধ		

২. তদ্ভব শব্দ

তদ্ভব শব্দ

মনে রাখার টেকনিক: মা তামা'ন্নাকে হাত দিয়ে মাছ ভাত ঘি খাওয়া শিখাতে গিয়ে আধখানা চাঁদ ধরে আনার জন্য চামারকে বাছলেন (বাছা)। কাঠ দিয়ে পাতা'য় (পা, পাতা) বাড়ি দিতেই হাতি ঘোড়া সাপ পাখি চলে আসলো।

- তদ্ভব কথাটির অর্থ হচ্ছে তার (সংস্কৃত) থেকে উদ্ভব। **তদ্ভব শব্দগুলোকে খাঁটি বাংলা শব্দও বলে।**
- যেসব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তদ্ভব শব্দ।
  যেমন: চাঁদ, চামার, পাখি, পা, পাতা, বাছা, ভিটা, ভাত, মা, হাত, নাচ, হাত, কান, জিভ, দাঁত, হাতি, ঘোড়া, সাপ, পাখি, কুমির ইত্যাদি।
- **তৎসম শব্দ থেকে তদ্ভব শব্দের উৎপত্তি:**

সংস্কৃত	প্রাকৃত	তদ্ভব	সংস্কৃত	প্রাকৃত	তদ্ভব
চর্মকার	চম্মআর	চামার	ঘৃত	ঘিঅ	ঘি
চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ	পাদ	পাঅ	পা
মাতা	মাআ	মা	কাষ্ঠ	কট্ঠ	কাঠ
হস্ত	হত্থ	হাত	ভক্ত	ভত্ত	ভাত
শিষ্য	সিক্খ	শিখ	অর্ধ		আধ
মৎস্য		মাছ	তাম্র		তামা

৩. অর্ধতৎসম শব্দ

অর্ধতৎসম শব্দ

মনে রাখার টেকনিক: গেরাম এ ছেরাদ্দে'র নেমন্তন্ন খেতে এসে খিদে আর তেষ্টায় গিন্নি কেষ্ট বোষ্টম কে মিষ্টি আনতে বললেন। কিন্তু রাতে কুচ্ছিত ষাঁড় জোছনা দেখতে দেয়নি।

- বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়, এগুলোকে অর্ধতৎসম শব্দ বলে।
  যেমন: গাত্র > গতর।
- বাংলা ভাষায় অর্ধতৎসম শব্দগুলো এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে।

তৎসম	অর্ধতৎসম	তৎসম	অর্ধতৎসম
গৃহিণী	গিন্নি	কৃষ্ণ	কেষ্ট
কুৎসিত	কুচ্ছিত	বৈষ্ণব	বোষ্টম
ক্ষুধা	খিদে	মিষ্ট	মিষ্টি
তৃষ্ণা	তেষ্টা	নিমন্ত্রণ	নেমন্তন্ন
গ্রাম	গেরাম	শ্রাদ্ধ	ছেরাদ্দ
জ্যোৎস্না	জোছনা	ষণ্ড	ষাঁড়

৪. দেশি শব্দ

দেশি শব্দ

মনে রাখার টেকনিক: আবুল এক গঞ্জের কুড়ি ডাগড় টোপর মাথায় নিয়ে চোঙ্গা হাতে পেটে'র জ্বালায় খেয়া ডিঙ্গা করে খড় কুলা চুলা চিংড়ি চাউল ডাব ঝিঙ্গা ঢেঁকি বিক্রি করতে গিয়ে সাথে নিল নারিকেল (তৎসম) পাঠা। উল্টা পথে ঝাড় এর পাশে আঁড় ওত পেতে ছিল খাড়া কালো বাদুড় চেঁচিয়ে বলে খুকি চাপা মারিসনা।

- আর্যদের আগমনের পূর্বে এ দেশের আদিম অধিবাসীরা যে ভাষায় কথা বলত, তাদের ভাষা থেকে যে শব্দ পাওয়া যায়, তাকে দেশি শব্দ বলে। দেশি শব্দের মূল নির্ধারণ করা যায় না।
- বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (কোল, মুণ্ডা, প্রভৃতি) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত হয়েছে। এসব শব্দকে দেশি শব্দ নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দকে দেশি শব্দ বলে। যেমন:

ডাঙা	চাউল	ঝিনুক	ছাঁচ	ইটা	ডিঙি
গজা	চারা	খড়	ডোম	ভিড়	ম্যাজম্যাজ
ঝাড়	চুনি	ঢিল	চিড়	ট্যাক	ট্যাটা
পেট	আড়	ফের	ডাঙর	পাঁঠা	জুলজুল
ডাহা	খাড়ি	মুড়কি	বাট	ডাব	টোপর
খুঁটি	দোলমা	খোঁটা	ওত	ঢোল	চিড়িক
ম্যাড়া	খচ্চর	খেঁদি	ঢাল	ঢেউ	খেঁকি
কুলা	চুনি	ল্যাঠা	বোবা	খানা	পাথালি
কানি	বাগি	গুঁড়ি	গুঁতা	মেনি	পুঁটলি
বানি	খোঁয়াড়	ফাগ	ফাউ	ডিঙা	ল্যাদাপোকা
ডোবা	ছাঁৎ	দিদি	ন্যাবা	ধুনি	টনক
ছিপ	ঝানু	ঝামা	ছালা	ঢপ	কাবাডি
খাড়ু	পোঁটা	বাটা	বাটি	পলুই	তামাক
বায়	খিলান	চিল	খিড়কি	ইচা	পাঁদাড়
খিচুড়ি	খালুই	বোঙ্গা	খুড়া	কুঁড়ি	চুড়ি
ডুঙি	বোরো	রুই	বাখারি	খুড়ি	খিচখিচ
খদ্দর	চাঙারি	চামচা	ট্যাঁক	চাটাই	পাটনি
চাঙ	কাঠুরিয়া	জামবাটি	কুলকুচা	পুঁতি	হাডুডু
কৌটা	কাঁটানটে	কাঙাল	কোরা	কাতলা	কাঁচুমাচু
ডাঁসা	কেঁড়ে	কালবাউশ			

- **মুন্ডারি শব্দ :** ডুঙি
- **কোল শব্দ :** বোঙ্গা

৫. বিদেশি শব্দ

যে সকল বিদেশি শব্দ সরাসরি বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করেছে, সে শব্দগুলোকে বিদেশি শব্দ বলে। রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বহু শব্দ বাংলায় এসে স্থান করে নিয়েছে। যেমন:

ফারসি শব্দ

ফারসি শব্দ

মনে রাখার টেকনিক: রোজা রেখে বান্দা পেরেশান হয়ে গুণাহ করে ফেললে খোদা পয়গম্বরের অনুরোধে বান্দা'র নামাজ তারাবী হাদিস এগুলো দেখে দোজখ এ না দিয়ে বেহেশত-এ ফেরেশতা'দের সাথে শিন্নী খাওয়াবেন।।

বিদেশি শব্দের মধ্যে বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি শব্দ এসেছে ফারসি শব্দ থেকে। যেমন-

ক. **ধর্মসংক্রান্ত শব্দ:** খোদা, গুনাহ, দোজখ, নামাজ, রোজা, পয়গম্বর, বেহেশত, শিন্নি, বান্দা, পেরেশান, ফেরেশতা, তারাবি, হাদিস।

খ. **প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ:** কাগজ, কারখানা, চশমা, জবানবন্দি, ফরমান, তোশক, দপ্তর, দরবার, দোকান, দস্তখত, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ, মেথর, রসদ, বেগম, বান্দা, বর্গি, খোশরোজ, বাজার, পরচা, মর্সিয়া, আইন, পাঞ্জাবি, পাপোশ, পেয়াদা, পেশা, শের, দরজা।

গ. **বিবিধ শব্দ:** আয়না, আদমি, আমদানি, আন্দাজ, কারবার, খরচ, সোয়া, জানোয়ার, জিন্দাবাদ, নমুনা, বদমাস, বরফ, মলম, রপ্তানি, হাঙ্গামা, হিন্দু, সবুজ, বাবেল, খাম, জঙ্গল, দারোগা, আসমান, ঘিঞ্জি, খোশমোদ, খামোখা, কাবাব, ফিরিঙ্গি, ফালুদা, বোরহানি, বেগার, বেকার, পেঁয়াজ, গঞ্জ, ভিস্তি, সাদা, রুমাল, সারেং, আলবোলা, পরি, পেয়ালা, পায়খানা, তেজি, শালগম, লাগাম, খাকি, খানসামা।

- **দারোগা কোন ভাষার শব্দ:** নবম-দশম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণে **দারোগা শব্দকে তুর্কি শব্দ** বলা হয়েছে (পৃ.৫১)। তবে বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা অভিধানে দারোগা শব্দটি ফারসি বলা হয়েছে (পৃ. ৬৪৬)।
- **লুঙ্গি কোন ভাষার শব্দ:** লুঙ্গি বর্মি শব্দ হিসেবে প্রচলিত। বর্মি বা বার্মিজ মায়ানমারের রাষ্ট্রভাষা। লুঙ্গি বা লোঙ্গাই মায়ানমারের জাতীয় পোশাক হিসেবে স্বীকৃত। **বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে লুঙ্গি শব্দটিকে ফারসি বলা হয়েছে (পৃ. ১২০৭)।**
- **বর্গি কোন ভাষার শব্দ:** অষ্টাদশ শতাব্দীর অশ্বারোহী মারাঠি দস্যু সৈন্যদেরকে বর্গি বলা হয়। **বর্গি শব্দটি মারাঠি শব্দ হিসেবে প্রচলিত।** বর্গি শব্দকে মারাঠি বারগির শব্দের অপভ্রংশ বলা হয়। **বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে বর্গি শব্দটি ফারসি বলা হয়েছে (পৃ. ৯২২)।**

আরবি শব্দ

আরবি শব্দ

মনে রাখার টেকনিক

এলেম বা আলেমরা দোয়াত কলম দিয়ে কিতাবে গায়েব সম্পর্কিত কেচ্ছা কানুন লিখেন। উকিল মুক্তার ও মুহুরি মিলে এজলাস বা আদালতে গিয়ে মুন্সেফ বা হাকিমের কাছে মামলার আসামীরা বাদি ও বিবাদী'র জন্য হুকুম বা রায় চেয়েছে। মৌলভি, শরিফ, মোলায়েম গলায় মুসাফির বেশে অযু করে তসবীহ পড়তে পড়তে ইদ ইনসান যাকাত, হারাম, হালাল, হায়াত, কিয়ামত, গোসল, জাহান্নাম, কুরআন, ইমান, হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করছেন।।

ক. **ধর্মসংক্রান্ত শব্দ:** আল্লাহ, আদাব, ইসলাম, ইমান, ওজু, কোরবানি, কোরআন, মুসাফির, কিয়ামত, কবুল, গোসল, জাহান্নাম, তওবা, তসবি, শহিদ, যাকাত, হারাম, হালাল, হায়াত, দাওয়াত, শরিফ, হজ্জ, মৌলভী, আলেম, ইসলাম, ইনসান, ইদ।

খ. **প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ:** আদালত, উকিল, বাকি, মক্কেল, ওজর, এজলাস, এলেম, কানুন, কলম, রায়, বকলম, কিতাব, কেচ্ছা, খারিজ, গায়েব, দোয়াত, দলিল, নগদ, মহকুমা, দালাল, মুন্সেফ, মোক্তার, জরিমানা, জরিপ, ইস্তফা, জেলা, লোকসান, আব্বা।

গ. **বিবিধ শব্দ:** আক্কেল, আজ, তেজারত, তাকলিফ, তবলা, মোলায়েম, জিরকোনিয়াম, মশগুল, মশকরা, তুফান, শরবত, লেবু, বোরন, তারিখ, বোরকা, ফানুস, খত, খাসি, খালু, দখল, হারেম, ইউনানি, সাবান, ওজন, লাখেরাজ, গোলাম, আলাদা, দলিল।

- বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে **তারিখ শব্দটি আরবি** বলা হয়েছে (পৃ. ৫৯৯), কিন্তু নবম দশম শ্রেণির নতুন ব্যাকরণে **তারিখ ফারসি শব্দ** বলা হয়েছে (পৃ. ৫১)।

পর্তুগিজ শব্দ

পর্তুগিজ শব্দ

মনে রাখার টেকনিক

এক পাদ্রি বালতিতে করে আনারস নিয়ে গির্জায় গেল। তারপর দরজা জানালা ভেঙ্গে গুদামে গিয়ে চাবি দিয়ে আলমারি খুলে আলপিন বের করল এবং পাউরুটি খেয়ে বসে থাকল।

আতা, আনারস, আলপিন, আলমারি, আলকাতরা, ইস্তিরি, ইস্পাত, কেদারা, কামরা, কেরানি, কপি, গির্জা, গুদাম, গামলা, চাবি, জানালা, জালা, পেঁপে, পেরেক, পাউরুটি, পাদরি, পেয়ারা, পিস্তল, ফিতা, বালতি, বোতাম, বারান্দা, বেহালা, বর্গা, ইংরেজি, তোয়ালে, নিলাম, কাফ্রি, কাবাব, বোতল, বোমা, বোম্বেটে, ইংরেজ, কার্তুজ, সাগু।

ইংরেজি শব্দ

ইংরেজি শব্দ দুই প্রকারে পাওয়া যায়।

ক. **অনেকটা ইংরেজি উচ্চারণে:** কমা, কলেজ, কেরোসিন, চেয়ার, টিন, নভেল, নোট, পাউডার, পেনসিল, ব্যাগ, ফেল, বিল, মাস্টার, লাইব্রেরি, টুল, ফুটবল, টেবিল, টিকিট, স্টিমার, রেল, লাইন, পুলিশ, স্টেশন, থিয়েটার, কোম্পানি, ডিসমিস, মাস্টার, সিনেমা।

খ. **পরিবর্তিত উচ্চারণে:** আফিম (Opium), অফিস (Office), বাক্স (Box), স্কুল (School), হাসপাতাল (Hospital), বেঞ্চি (Bench), গেলাস (Glass), জেল (Jail), এজেন্ট (Agent), কামান (Cannon), কৌসুলি (Counsellor)।

আরো কিছু শব্দ:

তুর্কি: আলখাল্লা, উজবুক, কাঁচি, কাবু, কুলি, কুর্নিশ, কোর্তা, কোর্মা, খাঁ, চাকর, চাকু, চকমক, তোপ, বাবুর্চি, লাশ, বন্দুক, বারুদ, বাবা, সুলতান, বেগম, মুচলেকা, খোকা, চিলমচি।

তুর্কি শব্দ

মনে রাখার টেকনিক

সুলতান চাকর চাকু তোপ দারোগা বারুদ নিয়ে বাবুর্চি খোকা, খাঁ ও বেগমকে ভয় দেখাতে গিয়ে উল্টো বাবা আলখাল্লা পরে কোর্তা কোর্মা উজবুক কাঁচি দিয়ে তাকে কাবু করে ফেললো। এসব দেখে কুলি কুর্নিশ ও মুচলেকা দিয়ে চিলমচি নিয়ে বিদায় হল।

হিন্দি: ভাই, চাচা, বোন, মামা, মামি, কাহিনি, রুটি, চানাচুর, চাচি, দাদা, খেলনা, গাং, ছোকরা, হালুয়া, লাগাতার, সমঝোতা, ঘুগনি, ইস্তক, খতিয়ান, ফুচকা, ফুলকা, পাঁয়তারা, ঢাড়ি, ঝান্ডা, ঢাল, ঢাউস, ধরতি, ধাঙর, পোখরাজ, মোড়ক, পিচকারি, টোল, জুতা, ধুতি, খাস্তা, খিরা, টহল, পাগড়ি, বাবু, শেরওয়ানি, ঠাণ্ডা, লালচ, লাট্টু, জরু, চাটনি, কলকি, নানা, নানি।

ফরাসি: আঁতাত, কুপন, ক্যাফে, ডিপো, ফরাসি, ওলন্দাজ, গ্যারাজ, বুর্জোয়া, রেস্তোরাঁ, আঁতেল, ম্যাটিনি, ম্যাগাজিন, ম্যাংগানিজ, ব্রোঞ্জ, ব্লক, ব্লাউজ, ইস্ক্রুপ, ক্লোরোফিল, কার্নিশ, কার্পেট, কার্বন, ফার্নিচার, ফসিল, পাতলুন, পিকনিক, পিকেটিং, ট্রফি, ভিসা, অ্যাটর্নি, ক্যাবিনেট, ক্যাপসুল, ক্যালেন্ডার, ক্যাশিয়ার, গ্লুকোজ, গ্লিসারিন, ক্যাসেট, গ্র্যাচুইটি, ট্র্যাফিক, ট্রেজারি, প্লাস্টিক, প্ল্যান, প্ল্যাটফরম, চকলেট, সিগারেট, ক্যাডার।

লাতিন: ম্যাপ, ম্যাক্সি, ম্যাগনেশিয়াম, ল্যামিলেশন, ল্যাবরেটরি, বোনাস, ফিউজ, ফাইলেরিয়া, টর্পেডো, ডিকশনারি, ডায়াবিটিস, করোটি, ইলেকশন, টাইপিস্ট, অ্যাফিডেভিট, অ্যামিবা, অ্যাসিড, অ্যামেচার, অ্যান্টেনা, ক্যামেরা, ক্যাম্পাস, ট্যালকম, ইউরেনিয়াম, ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, ইউনিফর্ম, ইউক্যালিপটাস, সেপটিক।

ওলন্দাজ/ডাচ: ক্যারেট, ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ, রুইতন, হরতন, ল্যান্ডস্কেপ, ড্রিল, ড্রেজার, ট্রিগার, ট্রলার, পটাশ, ব্র্যান্ডি।

স্প্যানিশ: হারমাদ, ফার্ম, ডেঙ্গু, ক্যাফেটেরিয়া, আলপাকা, কুইনাইন।

ইতালিয়ান: ফ্যাসিস্ট, মাফিয়া, ম্যাজেন্টা, ম্যালেরিয়া, কার্টুন, কার্নিভ্যাল, ক্যাসিনো, স্টুডিয়ো, জেব্রা, লাভা।

জাপানি: জুডো, রিকশা, প্যাগোডা, সুনামি, হারিকিরি, হাসনুহানা, ক্যারাটে।

মনে রাখার টেকনিক
হাসনুহানা জুডো রিকশা চড়ে 'প্যাগোডা' সুনামি হারিকিরি ও ক্যারাটে নিয়ে ভাবতে লাগলো।

গ্রিক: দাম, কেন্দ্র, ক্লোন, ক্লোরিন, আইসোটোপ, ইউরেনাস।

জার্মান/জর্মন: নাৎসি, কিন্ডারগার্টেন, ট্রাম।

চীনা: চা, চিনি, লুচি, লিচু, এলাচি, সাম্পান।

মনে রাখার টেকনিক
এলাচি লুঙ্গি পরে চা চিনি লিচু নিয়ে সাম্পান এ করে আসলো।

তামিল: চুরুট।

বর্মি: ফুঙ্গি, নাপ্পি।

সিংহলি: সিডর (অর্থ-চোখ), বেরিবেরি।

রুশ: বলশেভিক।

গুজরাটি: হরতাল।

অস্ট্রেলিয়ান: বুমেরাং, ক্যাঙ্গারু।

মালয়: কাকাতুয়া, কিরিচ।

তিব্বতি: শেরপা, লামা।

- **চকলেট কোন ভাষার শব্দ:** চকলেট মেক্সিকান শব্দ হিসেবে প্রচলিত। তবে বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে চকলেট শব্দটি ফরাসি শব্দ বলা হয়েছে (পৃ. ৪৩৮)।
- হাসনুহানা জাপানি শব্দ হাসনাহেনা বাংলা শব্দ।
- পাঞ্জাবি হিসেবে পরিচিত চাহিদা শব্দটি বাংলা শব্দ ও শিখ শব্দটি সংস্কৃত শিষ্য থেকে এসেছে।

মিশ্র শব্দ

কোনো কোনো সময় দেশি ও বিদেশি শব্দের মিলনে শব্দদ্বৈত সৃষ্টি হয়ে থাকে। মিশ্র শব্দকে সংকর শব্দও বলে।

মিশ্র শব্দ

মনে রাখার টেকনিক
বোমাবাজ পকেটমার ব্যারোমিটার চুরি করতে গিয়ে ডাক্তারখানায় ধরা পড়ল। আইনজীবী তাকে বাঁচানোর চৌহদ্দি লিখতে গিয়ে কালিকলম শেষ করে ফেললো। শাকসবজি খেতে খেতে হেড পণ্ডিত তা অবলোকন করছিল এবং খ্রিস্টাব্দ গুণছিলো।

যেমন-

মিশ্র শব্দ	ভাষা	মিশ্র শব্দ	ভাষা
চৌহদ্দি	ফারসি+ আরবি	হাট-বাজার	বাংলা+ফারসি
কালিকলম	বাংলা+আরবি	হেড-মৌলভী	ইংরেজি+ফারসি
শাকসবজি	তৎসম+ফারসি	রাজা-বাদশা	তৎসম+ফারসি
হেড-পণ্ডিত	ইংরেজি+তৎসম	শ্রমিক-মালিক	তৎসম+আরবি
আইনজীবী	ফারসি+তৎসম	খ্রিস্টাব্দ	ইংরেজি+তৎসম
ডাক্তারখানা	ইংরেজি+ফারসি	মাস্টারমশাই	ইংরেজি+তদ্ভব
পকেটমার	ইংরেজি+বাংলা	ডাক্তারবাবু	ইংরেজি+ফারসি
ব্যারোমিটার	গ্রিক+ইংরেজি	বকলম	ফারসি+আরবি
বোমাবাজ	পর্তুগিজ+ফারসি	চৌকিদার	বাংলা+ফারসি

উপসর্গ গঠিত শব্দ	
বেটাইম	ফারসি উপসর্গ + ইংরেজি
বেহেড	ফারসি উপসর্গ + ইংরেজি
নিটল	বাংলা উপসর্গ + তৎসম

- **খণ্ডিত শব্দ:** শব্দের কোন একটি অংশ যখন এককভাবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় তখন তাকে খণ্ডিত শব্দ বলে।
  যেমন: টেলিফোন > ফোন, কমলা লেবু > কমলা, মাইক্রোফোন > মাইক।

(খ) শব্দের গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ

বাংলা ভাষার শব্দগুলোকে গঠন অনুসারে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা: মৌলিক শব্দ ও সাধিত শব্দ।

ক. মৌলিক শব্দ: মৌলিক শব্দগুলোই হচ্ছে ভাষার মূল উপকরণ। যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন: গোলাপ, মা, ফুল, নাক, লাল, তিন, হাত, মাটি, ঢাকা, বাড়ি, পাখি, কালো ইত্যাদি।

খ. সাধিত শব্দ: যে সকল শব্দকে বিশ্লেষণ করা হলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। সাধারণত একাধিক শব্দের সমাস হয়ে কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। যেমন: গায়ক, প্রহার পরিচালক, গরমিল, সম্পাদকীয়, সংসদ-সদস্য প্রভৃতি। শব্দের দ্বিত্ব করেও সাধিত শব্দ হয়ে থাকে।
যেমন: ফিসফিস, ধুমাধুম।

ঘরামি (ঘর + আমি)	ডুবুরি (ডুব্ + উরি)
প্রশাসন (প্র + শাসন)	গরমিল (গর + মিল)
উপহার (উপ + হার)	প্রহার (প্র + হার)
শীতল (শীত + ল)	গৌরব (গুরু + ষ্ণ)
নেয়ে (না + ইয়া)	চাঁদমুখ (চাঁদের মতো মুখ)
চলন্ত (চল্ + অন্ত)	নীলাকাশ (নীল যে আকাশ)

(গ) শব্দের অর্থ অনুসারে শ্রেণিবিভাগ

শব্দার্থ অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত।
যথা: যৌগিক শব্দ, রূঢ়ি শব্দ, যোগরূঢ় শব্দ।

ক. যৌগিক শব্দ: যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে।
যেমন: দৌহিত্র, সাংবাদিক, গায়ক, মধুর, মিতালি, জলজ, চিকামারা, বাবুয়ানা, রাধুনী, পিতৃহীন, চালক, পাঠক, পাগলামী ইত্যাদি।

শব্দ	গঠন	অর্থ
কর্তব্য	কৃ + তব্য	যা করা উচিত
বাবুয়ানা	বাবু + আনা	বাবুর ভাব।
মধুর	মধু + র	মধুর মত মিষ্টি গুণযুক্ত।
গায়ক	গৈ + ণক (অক)	গান করে যে।
দৌহিত্র	দুহিতা + ষ্ণ্য	কন্যার পুত্র, নাতি।
লাজুক	লাজ + উক	লজ্জাবোধ করে এমন।

যৌগিক শব্দ
মনে রাখার টেকনিক: মধুর গায়ক কর্তব্য না করে বাবুয়ানার মত ভাব করে রাধুনি দৌহিত্রকে নিয়ে চিকামারাতে গিয়ে দেখল পিতৃহীন চালক পাঠক মিতালী'র সঙ্গে পাগলামি করছে।

খ. রূঢ়ি শব্দ: যে সকল শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে।
যেমন: হস্তী, বাঁশি, তৈল, প্রবীণ, সন্দেশ, হরিণ, পাঞ্জাবী, ঝি ইত্যাদি।

শব্দ	প্রকৃত অর্থ
হস্তী (হস্ত + ইন)	অর্থ: হস্ত আছে যার; কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশুকে বোঝায়।
গবেষণা (গো+এষণা)	অর্থ: গোরু খোঁজা। কিন্তু গভীরতম অর্থ অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা।
বাঁশি	বাঁশ দিয়ে তৈরি যে কোনো বস্তু নয়, শব্দটি সুরের বিশেষ বাদ্যযন্ত্র, বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়।
তৈল	শুধু তিলজাত স্নেহ পদার্থ নয়, শব্দটি যে-কোনো উদ্ভিজ্জ পদার্থজাত স্নেহ পদার্থকে বোঝায়। যেমন: বাদাম তেল।
প্রবীণ	শব্দটির অর্থ হওয়া উচিত ছিল প্রকৃষ্টরূপে বীনা বাজাতে পারেন যিনি। কিন্তু শব্দটি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়।
সন্দেশ	শব্দ ও প্রত্যয়গত অর্থে সংবাদ। কিন্তু রূঢ়ি অর্থে মিষ্টান্ন বিশেষ।
হরিণ	হরণ করেছে এমন কিছু না বুঝিয়ে একটি প্রাণীকে বোঝায়।

রূঢ়ি শব্দ
মনে রাখার টেকনিক: তেল'এ ভাজা সন্দেশ খেয়ে প্রবীণ লোকটি পাঞ্জাবী পরে ঝি'কে নিয়ে হস্তীর পিঠে ওঠে বাঁশি বাজায় যা গবেষণা করে দেখে হরিণ দ্রুতগামী প্রাণী।

গ. যোগরূঢ় শব্দ: সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন: পঙ্কজ, রাজপুত, জলদ, আদিত্য, তুরঙ্গম, চাঁদমুখ, সুহৃৎ ইত্যাদি।

শব্দ	প্রকৃত অর্থ
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদ পঙ্কে জন্মে থাকে। কিন্তু পঙ্কজ শব্দটি একমাত্র পদ্মফুল অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই পঙ্কজ একটি যোগরূঢ় শব্দ।
রাজপুত	রাজার পুত্র অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে 'জাতিবিশেষ'।
মহাযাত্রা	মহাসমারোহে যাত্রা অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ 'মৃত্যু'।
জলধি	'জল ধারণ করে এমন অর্থ পরিত্যাগ করে একমাত্র 'সমুদ্র' অর্থেই ব্যবহৃত হয়।
তুরঙ্গম	'স্ত্রী না থাকলেও যে সংযমী থাকতে পারে বা ইচ্ছে করলেই দৌড়ের বেগ যে বাড়াতে পারে' অর্থ পরিত্যাগ করে শুধু ঘোড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

যোগরূঢ় শব্দ
মনে রাখার টেকনিক: রাজপুত আদিত্য তুরঙ্গমে চড়ে পঙ্কজ ও সরোজ তোলার উদ্দেশ্যে জলধিতে যাওয়ার জন্য মহাযাত্রার আয়োজন করল।

* **অন্যান্য যোগরূঢ় শব্দ :** সরোজ, আদিত্য।

এক কথায় উত্তর

১. অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দকে কী বলে?
উত্তর: দেশি শব্দ।

২. উৎপত্তিগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
উত্তর: ৫ ভাগে।

৩. যে সব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ অভিন্ন, তাকে কী বলে?
উত্তর: যৌগিক শব্দ।

৪. উৎসমূলকভাবে শব্দের শ্রেণি বিভাগ কয়টি?
উত্তর: ৫টি।

৫. অর্থমূলকভাবে শব্দ কয়প্রকার?
উত্তর: ৩ প্রকার।

৬. যোগরূঢ় শব্দ কোনগুলো-
উত্তর: পঙ্কজ, রাজপুত, জলধি, তুরঙ্গম প্রভৃতি।

৭. 'সন্দেশ' কী ধরনের শব্দ?
উত্তর: রূঢ়ি শব্দ।

৮. 'কর্তব্য' কী ধরনের শব্দ?
উত্তর: যৌগিক শব্দ।

৯. 'প্রবীণ' কোন ধরনের শব্দ?
উত্তর: রূঢ়/রূঢ়ি শব্দ ।

১০. মৌলিক শব্দ-
উত্তর: গোলাপ, নাক, লাল, তিন, হাত ইত্যাদি ।

১১. অর্থ অনুসারে 'হরিণ' কোন ধরনের শব্দ?
উত্তর: রূঢ়ি শব্দ ।

১২. 'বাড়ি' শব্দের উৎস কী?
উত্তর: সংস্কৃত শব্দ বাটী ।

১৩. এক বা একাধিক বর্ণ মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে কী বলে?
উত্তর: শব্দ ।

১৪. 'লুঙ্গি' কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: বর্মি । [বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে 'লুঙ্গি' শব্দটি ফারসি বলা হয়েছে]

১৫. 'শাকসবজি' শব্দটির উৎপত্তি
উত্তর: তৎসম + ফারসি ।

১৬. 'চানাচুর' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?
উত্তর: হিন্দি ।

১৭. 'রুইতন" শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
উত্তর: ওলন্দাজ ।

১৮. 'চকমক' শব্দটি এসেছে
উত্তর: তুর্কি ।

১৯. হরতাল কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: গুজরাটি ।

২০. 'তারিখ' কোন ভাষার শব্দ
উত্তর: ফারসি ।

২১. গাং শব্দটি
উত্তর: হিন্দি ।

২২. 'কুলি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
উত্তর: তুর্কি ।

২৩. 'বাবুর্চি' কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: তুর্কি ।

২৪. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'লেবু' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
উত্তর: ফারসি ।

২৫. 'জানাযা' শব্দটি
উত্তর: বিদেশি ।

২৬. 'জানালা' শব্দটি
উত্তর: পর্তুগিজ ।

২৭. 'পানি' শব্দটি বাংলা কোন ভাষা থেকে এসেছে?
উত্তর: হিন্দি ।

২৮. 'নামায' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
উত্তর: ফারসি ।

২৯. 'খিদে' কোন ধরনের শব্দ?
উত্তর: অর্ধ-তৎসম ।

৩০. 'চকলেট' কোন দেশের ভাষার শব্দ?
উত্তর: মেক্সিকান ।

৩১. 'খোদা' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: ফারসি ।

৩২. 'খ্রিস্টাব্দ' হচ্ছে-
উত্তর: মিশ্র শব্দ ।

৩৩. তদ্ভব-এর অর্থ হলো-
উত্তর: তার থেকে উৎপন্ন ।

৩৪. 'হাটবাজার' কোন কোন ভাষার শব্দ নিয়ে গঠিত?
উত্তর: বাংলা ও ফারসি ।

৩৫. 'ম্যালেরিয়া' কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: ইংরেজি ।

৩৬. 'হরতন' কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: ওলন্দাজ ।

৩৭. 'ডাক্তার বাবু' কোন শ্রেণির শব্দ?
উত্তর: মিশ্র ।

৩৮. যেসব শব্দ মূল অর্থ প্রকাশ না করে অন্য বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তাকে কী বলে?
উত্তর: রূঢ়ি শব্দ ।

৩৯. 'মিতালি' কোন প্রকৃতির শব্দ?
উত্তর: যৌগিক ।

৪০. চা, লিচু, লুচি কোন জাতীয় শব্দ?
উত্তর: চৈনিক ।

৪১. 'পাউরুটি' কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: পর্তুগিজ ।

৪২. 'ইংরেজ' কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: পর্তুগিজ ।

৪৩. 'আলকাতরা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
উত্তর: পর্তুগিজ ।

৪৪. 'রেস্তোরাঁ কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: ফরাসি ।

৪৫. বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি শব্দ এসেছে?
উত্তর: ফারসি থেকে ।

৪৬. চন্দ্র শব্দের তদ্ভব রূপ-
উত্তর: চাঁদ ।

৪৭. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'টুপি' শব্দটি কোন দেশীয়?
উত্তর: পর্তুগিজ ।

৪৮. 'রিকসা' কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: জাপানি ।

৪৯. শব্দের অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয়?
উত্তর: রূপ ।

৫০. চাঁদ + মুখ কোন ধরনের শব্দ?
উত্তর: যোগরূঢ় শব্দ ।

৫১. 'সুহৃদ' কি ধরনের শব্দ
উত্তর: যোগরূঢ় শব্দ ।

৫২. বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভারে বিদেশি শব্দ কত ভাগ এসেছে?
উত্তর: ৮% ।

৫৩. 'ধুম্র' শব্দটি কোন শ্রেণিভুক্ত?
উত্তর: তৎসম ।

৫৪. 'শাড়ি' শব্দের উৎস
উত্তর: 'সংস্কৃত শাটী' ।

৫৫. "ওরে, বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি" বাছা শব্দটি
উত্তর: তদ্ভব ।

৫৬. গেরাম কোন জাতীয় শব্দ?
উত্তর: অর্ধ-তৎসম ।

৫৭. 'কৃষ্ণ'-এর অর্ধ-তৎসম শব্দ কোনটি?
উত্তর: কেষ্ট ।

৫৮. Boron এবং Zirconium নাম দুটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
উত্তর: আরবি।

৫৯. 'বকলম' শব্দটি বাংলা ভাষায় এসেছে?
উত্তর: আরবি ভাষা থেকে।

৬০. 'জঙ্গল' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
উত্তর: ফারসি।

৬১. 'সোয়া' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
উত্তর: ফারসি।

৬২. 'আঁতাত' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
উত্তর: ফরাসি।

৬৩. 'পুলিশ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
উত্তর: ইংরেজি।

৬৪. 'খিস্তিখেউড়' কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: বাংলা।

Teacher's Work

১. **'আসমান' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?** [৪৩তম বিসিএস]
ক পর্তুগিজ খ ফরাসি
গ আরবি ঘ ফারসি **ঘ**

২. **'গীর্জা' কোন ভাষার অন্তর্গত শব্দ?** [৪০তম বিসিএস]
ক ফারসী খ পর্তুগিজ
গ ওলন্দাজ ঘ পাঞ্জাবী **খ**

৩. **'জোছনা' কোন শ্রেণির শব্দ?** [৪০তম বিসিএস]
ক যৌগিক খ তৎসম
গ দেশী ঘ অর্ধ-তৎসম **ঘ**

লিঙ্গ প্রকরণ

লিঙ্গ শব্দটির অর্থ চিহ্ন। সংস্কৃত লিঙ্গ শব্দটির ব্যুৎপত্তি এরকম, লিঙ্ + অ = লিঙ্গ। লিঙ্গ শব্দের বিশেষ অর্থ থাকলেও ব্যাকরণে এটি শব্দের শ্রেণিবিশেষ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। একটি শব্দ স্ত্রীবাচক, পুরুষবাচক অথবা স্ত্রী বা পুরুষ কোনোটাই না হলে ক্লীববাচকও হতে পারে।

বাংলা ভাষায় প্রধানত বিশেষ্য পদেরই লিঙ্গের পার্থক্য হয়। কেবল প্রাণীর মধ্যে স্ত্রী পুরুষের ভেদ রয়েছে। প্রাণী হয় পুরুষ না হয় স্ত্রী, যারা প্রাণী নয় তাদের পুরুষ ও স্ত্রী নেই, তারা ক্লীব অপর কোনো কোনটি পুরুষ ও স্ত্রী দুটিই বোঝায়। এদিক থেকে বিচার করে বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ্য পদের চার প্রকার লিঙ্গ স্বীকার করা হয়েছে–

১. পুংলিঙ্গ ২. স্ত্রীলিঙ্গ
৩. ক্লীবলিঙ্গ ৪. উভয়লিঙ্গ

১. পুংলিঙ্গ
যে সকল নামবাচক শব্দের দ্বারা পুরুষ বোঝায়, তাদের পুংলিঙ্গ বলে। যেমন– বাবা, কাকা, দাদা, ছেলে, প্রবীণ, কিশোর ইত্যাদি।

২. স্ত্রীলিঙ্গ
যে সকল নামবাচক শব্দের দ্বারা স্ত্রী বোঝায়, তাদের স্ত্রীলিঙ্গ বলে।
যেমন: মা, কাকি, দাদি, নানি, প্রবীণা, কিশোরী ইত্যাদি।

৩. ক্লীবলিঙ্গ
যে সকল নামবাচক শব্দের দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রী কোনটাই বোঝায় না, তাদের ক্লীবলিঙ্গ বলে।
যেমন: গাছ, পাহাড়, পর্বত, ফল, টেবিল, বই ইত্যাদি।

৪. উভয়লিঙ্গ
উপর্যুক্ত তিনটি লিঙ্গ ছাড়াও ব্যাকরণে আরেকটি লিঙ্গ স্বীকৃত, তা হলো উভয়লিঙ্গ। এগুলো স্ত্রী, পুরুষ উভয়ই বোঝায়।
যেমন: শিশু, কবি, ডাক্তার, শিল্পী ইত্যাদি।
বাংলা ভাষায় বিশেষণ পদের কোনো লিঙ্গ হয় না। তবে, অনেক সময় বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুযায়ী লিঙ্গ হয়ে থাকে। যেমন:

পুংলিঙ্গ বিশেষণ	স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ
জ্যেষ্ঠ পুত্র	জ্যেষ্ঠা কন্যা
মুহতারাম, জনাব	মুহতারামা, জনাবা
মাননীয়	মাননীয়া
বুদ্ধিমান বালক	বুদ্ধিমতী বালিকা
শিক্ষিত ভদ্রলোক	শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা

লিঙ্গ পরিবর্তন বা লিঙ্গান্তর

(ক) প্রত্যয়যোগে লিঙ্গ পরিবর্তনের নিয়মাবলি

১. **অ-কারান্তে পুংলিঙ্গের শেষে 'আ' যোগ করে লিঙ্গ পরিবর্তন হয়।**

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সভ্য	সভ্যা	নবীন	নবীনা	বরণীয়	বরণীয়া
বৃদ্ধ	বৃদ্ধা	শিষ্য	শিষ্যা	চপল	চপলা
প্রিয়	প্রিয়া	মনোহর	মনোহরা	ক্রৌঞ্চ	ক্রৌঞ্চা
মাননীয়	মাননীয়া	উত্তম	উত্তমা	কনিষ্ঠ	কনিষ্ঠা
মলিন	মলিনা	সহোদর	সহোদরা	জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা
দ্বিতীয়	দ্বিতীয়া	কৃপণ	কৃপণা	প্রাচীন	প্রাচীনা
প্রিয়তম	প্রিয়তমা	জীবিত	জীবিতা	কৃশ	কৃশা
ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়া	অশ্ব	অশ্বা	কমণীয়	কমণীয়া

২. **অ এবং আ-কারান্ত পুংলিঙ্গ বিশেষ্য পদের শেষে 'ঈ'-কার যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।**

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
তরুণ	তরুণী	মানব	মানবী	রজক	রজকী
ষোড়শ	ষোড়শী	স্নেহময়	স্নেহময়ী	কর্তা	কর্ত্রী
দেব	দেবী	সুন্দর	সুন্দরী	নেতা	নেত্রী
নর্তক	নর্তকী	শূকর	শূকরী	পাগল	পাগলী
দাতা	দাত্রী	মামা	মামী	হরিণ	হরিণী
শঙ্কর	শঙ্করী	ঈশ্বর	ঈশ্বরী	মৎস্য	মৎসী
পিতামহ	পিতামহী	নদ	নদী	বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমতী
ছোড়া	ছোড়ী	তাপস	তাপসী	মৃন্ময়	মৃন্ময়ী

৩. পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে অক্ থাকলে অক্ -কে ইক করে নিয়ে তার শেষে আ-প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করতে হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
গায়ক	গায়িকা	প্রেরক	প্রেরিকা	নায়ক	নায়িকা
বাহক	বাহিকা	পাচক	পাচিকা	সাধক	সাধিকা
সম্পাদক	সম্পাদিকা	অধ্যাপক	অধ্যাপিকা	প্রচারক	প্রচারিকা
পালক	পালিকা	গ্রাহক	গ্রাহিকা	শিক্ষক	শিক্ষিকা
অভিভাবক	অভিভাবিকা	ভক্ষক	ভক্ষিকা	চালক	চালিকা

৪. কতগুলো পুংলিঙ্গের শেষে 'আনী' যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অরণ্য	অরণ্যানী	মাতুল	মাতুলানী	চাকর	চাকরানী
মেথর	মেথরানী	চৌধুরী	চৌধুরানী	মোগল	মোগলানী
ব্রহ্ম	ব্রহ্মাণী	পণ্ডিত	পণ্ডিতানী	নাপিত	নাপিতানী
উপাধ্যায়	উপাধ্যায়ানী	বন	বনানী	শূদ্র	শূদ্রানী

৫. কতকগুলো পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'ইনী' প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অভাগা	অভাগিনী	মাতঙ্গ	মাতঙ্গিনী	সাপ	সাপিনী
কাঙাল	কাঙালিনী	পাগল	পাগলিনী	সঙ্গী	সঙ্গিনী
গোপ	গোপিনী	বিহঙ্গ	বিহঙ্গিনী	সন্ন্যাস	সন্ন্যাসিনী
বাঘ	বাঘিনী	চাতক	চাতকিনী	শ্বেতাঙ্গ	শ্বেতাঙ্গিনী
রজক	রজকিনী	ভিখারী	ভিখারিনী	মালী	মালিনী

৬. কতগুলো পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'নী' প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ভিখারী	ভিখারিনী	কৃষাণ	কৃষাণী	ধোপা	ধোপানী
মায়াবী	মায়াবিনী	অভাগা	অভাগিনী	বেদে	বেদেনী
দুঃখী	দুঃখিনী	যশস্বী	যশস্বিনী	জেলে	জেলেনী
বিদেশি	বিদেশিনী	ডাক্তার	ডাক্তারনী	প্রেত	প্রেতনী
নাতি	নাতনি	ননদাই	ননদিনী	কুমার	কুমারনী

৭. ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে লিঙ্গান্তর বা লিঙ্গ পরিবর্তন:

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাদশা	বেগম	পুরুষ/নর	নারী	কুলি	কামিন
বর	কনে	চাকর	ঝি	ভাই	ভাবী/বোন
স্বামী	স্ত্রী	সম্রাট	সম্রাজ্ঞী	দেবর	ননদ/জা
খালু	খালা	সাধু	সাধ্বী	বিপত্নীক	বিধবা
লর্ড	লেডি	ভূত	পেত্নী	পুত্র	কন্যা
দুলহা	দুলহিন	ফুফা	ফুফু	খানসামা	আয়া
বিদ্বান	বিদুষী	খান	খানম	আব্বা	আম্মা
এঁড়ে	বকনা	শুক	শারি	গোলাম	বাঁদী

৮. 'বান', 'মান', 'আন', স্থলে 'অতী' 'য়সী' প্রত্যয়যোগে লিঙ্গান্তর করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বিদ্যাবান	বিদ্যাবতী	ভূয়ান	ভূয়সী	জ্ঞানবান	জ্ঞানবতী
মহিয়ান	মহীয়সী	শ্রীমান	শ্রীমতী	শ্রেয়ান	শ্রেয়সী
মতিমান	মতিময়ী	গরিয়ান	গরীয়সী		

৯. পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'ন' প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
নাতী	নাতনি	ঠাকুর	ঠাকরুণ

১০. পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'আইন' প্রত্যয় যোগে লিঙ্গান্তর করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বেয়াই	বেয়াইন	হুজুর	হুজুরাইন	দুলহা	দুলহাইন

১১. পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'বিনী' যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
তেজস্বী	তেজস্বিনী	ওজস্বী	ওজস্বিনী	মায়াবী	মায়াবিনী
মেধাবী	মেধাবিনী	পয়স্বী	পয়স্বিনী	যশস্বী	যশস্বিনী

১২. কর্তা, দাতা ইত্যাদি পুংলিঙ্গকে অর্থাৎ 'ত' কে 'ত্রী' যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দাতা	দাত্রী	কর্তা	কর্ত্রী	শিক্ষাদাতা	শিক্ষাদাত্রী
ধাতা	ধাত্রী	অভিনেতা	অভিনেত্রী	বিধাতা	বিধাত্রী

১৩. পুংলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে প্রযুক্ত অস, অৎ, বান, বিন, চর, ইক, নয়, দৃশ, ঈশ শব্দাবলির শেষে 'ঈ' যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
গরীয়ান	গরীয়সী	জলচর	জলচরী	আয়ুষ্মান	আয়ুষ্মতী
প্রেয়স	প্রেয়সী	ধীমান	ধীমতী	তাদৃশ	তাদৃশী
দয়াময়	দয়াময়ী	হিতকর	হিতকরী	মধুকর	মধুকরী
মায়াবিন	মায়াবিনী	মানিন	মানিনী	শুভঙ্কর	শুভঙ্করী
মহৎ	মহতী	সৎ	সতী	বলবৎ	বলবতী
বৃহৎ	বৃহতী	খেচর	খেচরী	ভগবৎ	ভগবতী

১৪. পুরুষবাচক শব্দের আগে অথবা পরে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
শিল্পী	নারী শিল্পী	সৈন্য	মহিলা সৈন্য
ভাই	ভাই-বৌ	প্রতিনিধি	মহিলা প্রতিনিধি
নাতি	নাত-বৌ	ভাগনে	ভাগনে-বৌ

১৫. শব্দের আগে বা পরে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ বসিয়ে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	'পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
এঁড়ে বাছুর	বকনা বাছুর	ষাঁড় গরু	গাই গরু
বেটা ছেলে	মেয়ে ছেলে	মর্দা উট	মাদী উট
হুলো বিড়াল	মেনী/মাদী বিড়াল	পুরুষ মানুষ	মেয়ে মানুষ

১৬. কতকগুলো পুরুষবাচক শব্দের একাধিক স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দেবর	ননদ, জা	ভাই	বোন, ভাবী
পুত্র	কন্যা, পুত্রবধূ	বন্ধু	বান্ধবী, বন্ধুপত্নী
দাদা	দাদি,বৌদি	শিক্ষক	শিক্ষিকা, শিক্ষয়ত্রী

(খ) বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ

১. যেসব পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'তা' রয়েছে, স্ত্রীবাচক বোঝাতে সেসব শব্দে 'ত্রী' হয়।

যেমন: নেতা-নেত্রী, কর্তা-কর্ত্রী, শ্রোতা-শ্রোত্রী, ধাতা-ধাত্রী ইত্যাদি।

২. পুরুষবাচক শব্দের শেষে অত্, মান্, ঈয়ান থাকলে যথাক্রমে অতী, বতী, মতি, ঈয়সী হয়। যেমন:

পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক
মহৎ	মহতী	সৎ	সতী
রূপবান	রূপবতী	শ্রীমান	শ্রীমতি
গুণবান	গুণবতী	বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমতী

৩. **কোন কোন পুরুষবাচক শব্দ থেকে বিশেষ নিয়মে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়।**
যেমন:

পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক
নর	নারী	বন্ধু	বান্ধবী
সম্রাট	সম্রাজ্ঞী	যুবক	যুবতী
শিক্ষক	শিক্ষয়ত্রী	স্বামী	স্ত্রী
পতী	পত্নী	শ্বশুর	শ্বশ্রূ

৪. **বিদেশি স্ত্রীবাচক শব্দ**

পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক
মুহ্‌তারিম	মুহ্‌তারিমা	সুলতান	সুলতানা
খান	খানম	মরদ	জেনানা
মালেক	মালেকা	সাহেব	মেম

➲ **নিত্য পুরুষবাচক শব্দ:** বিপত্নী, সভাপতি, কৃতদার, ঢাকী।

➲ **নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ:** সধবা, বিধবা, সৎমা, সতীন, সজনী, অঙ্গনা, ললনা, রুপসী ডাইনী, পেত্নী, শাকচুন্নী, দাই, এয়ো।

➲ **উভয়লিঙ্গ শব্দ:** সন্তান, মন্ত্রী, ঋষি, ফৌজ, সৈন্য, পুলিশ, শিশু, হাতী, মানুষ, গরু, আমি, তুমি, তুই, আপনি, সে, তিনি, ইনি, উনি, জল, পাখি।

➲ লিঙ্গ সম্পর্কিত কতিপয় ধারণা

১. পুরুষবাচক শব্দের সাথে ঈ থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দে নী এবং আগের 'ঈ' 'ই' হয়।
যেমন: ভিখারী-ভিখারিনী, মালী-মালিনী।

২. অক্-অন্ত স্থানে স্ত্রী লিঙ্গে 'ইকা' হয় যেমন: গায়ক-গায়িকা, লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা।

৩. ই প্রত্যয় যুক্ত হলে স্ত্রী লিঙ্গে শব্দের অন্ত য-ফলা (্য) লোপ পায়। যেমন: মনুষ্য-মনুষী, মৎস্য-মৎসী, মাধুর্য-মাধুর্যী।

৪. ইন ও বিন - অন্ত শব্দের স্ত্রী লিঙ্গে ঈ-(প্রসারে ইনী) হয়। যেমন– গুণিন > গুণী-গুণিনী, মায়াবিন > মায়াবী-মায়াবিনী, তেজস্বীন > তেজস্বী-তেজস্বিনী।

৫. জায়া অর্থে 'ভব' শব্দের স্ত্রী লিঙ্গে আনী হয় যেমন- ভব-ভবানী, শিব-শিবানী।

৬. কতগুলো শব্দের আগে পুরুষবাচক বা স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে লিঙ্গান্তর করা হয়। যেমন–পুরুষলোক-মেয়েলোক, বেটাছেলে-মেয়েছেলে, মদ্দা হাঁস-মাদী হাঁস।

৭. কতগুলো পুরুষবাচক শব্দের আগে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে স্ত্রীবাচক করা হয়। যেমন: কবি-মহিলা কবি, ডাক্তার – মহিলা ডাক্তার, কর্মী-মহিলা কর্মী।

৮. কতগুলো পুরুষবাচক শব্দের সাথে তা থাকলে স্ত্রী বাচকতায় ত্রী হয়। যেমন: নেতা-নেত্রী, শ্রোতা-শ্রোত্রী, ধাতা-ধাত্রী।

৯. কতগুলো শব্দের শেষে পুরুষ বা স্ত্রীবাচক শব্দযোগে লিঙ্গান্তর করা হয়। যেমন- বোন পো-বোন ঝি, ঠাকুরদা-ঠাকুর মা, ঠাকুর পো-ঠাকুর ঝি।

নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ

সধবা ইউক আর বিধবা হউক স্বপত্নী হওয়া
সত্বেও সতীনেরা একে অন্যকে শাঁকচুন্নি
ডাইনি, বাইজি, কলঙ্কিনী ও কুলটা গালি দেয়।
এদিকে অসূর্যম্পশ্যা শাঁখিনী অন্তঃস্বত্তা
তাই সৎমা এঁয়ো দাই খুঁজতে গেলো।
শাঁখিনীর মা বলল, "সুজলা সুফলা রূপসী বাংলার ললনারা অরক্ষণীয়া"।
তাই খাটি অর্ধাঙ্গিনী পেলে ললনাদের সুরক্ষা করা উচিত।

এক কথায় উত্তর

১. **লিঙ্গ শব্দের অর্থ কী?**
উত্তর: চিহ্ন।

২. **লিঙ্গ কয় প্রকার?**
উত্তর: ৪ প্রকার।

৩. **অক্-অন্ত স্থানে স্ত্রী লিঙ্গ কী হয়?**
উত্তর: 'ইকা'। যেমন- পাঠক-পাঠিকা।

৪. **'সারী' শব্দটির পুংলিঙ্গ বাচক শব্দ কোনটি?**
উত্তর: 'শুক'।

৫. **'কুলি' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী?**
উত্তর: কামিন।

৬. **'নাটক' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ কী?**
উত্তর: নাটিকা।

৭. **'সুকণ্ঠ' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী?**
উত্তর: সুকণ্ঠী/সুকণ্ঠা।

৮. **'ঘোষ' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী হবে?**
উত্তর: ঘোষজা/ঘোষজায়া (স্ত্রী)।

৯. **'খানসামা' শব্দটি কোন লিঙ্গ?**
উত্তর: পুংলিঙ্গ।

১০. **'খান' শব্দটির স্ত্রীবাচক শব্দ কী?**
উত্তর: খানম।

১১. **'জেনানা' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী?**
উত্তর: মরদ।

১২. **'কল্যাণবরেষু' শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গ কী হবে?**
উত্তর: কল্যাণবরাসু।

১৩. **'গোলাম' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী?**
উত্তর: বাঁদী।

১৪. **'বিদ্বান' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী?**
উত্তর: বিদুষী।

১৫. **নিত্য পুরুষবাচক শব্দ-**
উত্তর: বিপত্নী, সভাপতি, কৃতদার, ঢাকী প্রভৃতি।

১৬. **নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ-**
উত্তর: সধবা, বিধবা, সতীন, দাই, এয়ো, সৎমা প্রভৃতি।

১৭. **উভয়লিঙ্গবাচক শব্দ-**
উত্তর: সন্তান, মন্ত্রী, ঋষি, ফৌজ, সৈন্য প্রভৃতি।

১৮. 'শ্বশ্রূ' কোন ধরনের শব্দ?
উত্তর: স্ত্রীবাচক শব্দ ।

১৯. 'শ্রেয়সী' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী হবে?
উত্তর: শ্রেয়ান ।

২০. 'মৃন্ময়ী' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী?
উত্তর: মৃন্ময় ।

২১. 'বকনা' শব্দের পুংলিঙ্গ কী?
উত্তর: এঁড়ে ।

২২. 'চতুর্দশ' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী?
উত্তর: চতুর্দশী ।

২৩. 'রজকী' শব্দের পুংলিঙ্গ কী?
উত্তর: রজক ।

২৪. 'একাঙ্ক' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী?
উত্তর: একাঙ্কিকা ।

২৫. 'ক্রৌঞ্চ' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কী হবে?
উত্তর: ক্রৌঞ্চা ।

Teacher's Work

১. নারীকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে- [২৩তম বিসিএস]
ক কল্যাণীয়েষু খ সুচরিতেষু গ শ্রদ্ধাস্পদাসু ঘ প্রীতিভাজনেষু **গ**

২. কোনটির লিঙ্গান্তর হয় না? [১৮তম বিসিএস]
ক বেয়াই খ সাহেব গ কবিরাজ ঘ সঙ্গী **গ**

৩. কোনটির দুটি পুরুষবাচক শব্দ আছে? [১৮তম বিসিএস]
ক ননদ খ আয়া গ প্রিয়া ঘ শিষ্য **ক**

Unique Question for Student Practice

১. অর্থবোধক ধ্বনিকে বলা হয়-
ক বাক্য খ উপসর্গ
গ শব্দ ঘ প্রত্যয় **গ**

২. শব্দের অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয়?
ক রূপ খ বাক্য
গ শব্দাংশ ঘ অর্থ **ক**

৩. 'বিধবা' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী-
ক বহুপত্নীক খ সধবা
গ বিপত্নীক ঘ অধবা **গ**

৪. বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়-
ক ৫ প্রকার খ ৪ প্রকার
গ ৩ প্রকার ঘ ২ প্রকার **গ**

৫. গঠন অনুসারে শব্দ কয় প্রকার?
ক তিন খ দুই
গ পাঁচ ঘ চার **খ**

৬. কোন শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না-
ক যৌগিক শব্দ খ যোগরূঢ় শব্দ
গ রূঢ়ি শব্দ ঘ মৌলিক শব্দ **ঘ**

৭. কোনটি মৌলিক শব্দ?
ক লোনা খ ডিঙ্গা
গ ফুল ঘ চাকা **গ**

৮. যেসব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ অভিন্ন, তাকে বলে-
ক যৌগিক শব্দ খ যোগরূঢ় শব্দ
গ রূঢ়ি শব্দ ঘ মৌলিক শব্দ **ক**

৯. 'মিতালি' কোন প্রকৃতির শব্দ?
ক যৌগিক খ রূঢ়ি
গ যোগরূঢ় ঘ অব্যয় **ক**

১০. বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার বিদেশি শব্দ কত ভাগ এসেছে?
ক ৫% খ ৮%
গ ১০% ঘ ১২% **খ**

১১. বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি শব্দ এসেছে-
ক আরবি থেকে খ হিন্দি থেকে
গ উর্দু থেকে ঘ ফারসি থেকে **ঘ**

১২. তৎসম শব্দ বলতে কী বোঝায়?
ক তদ্ভব শব্দ খ দ্বিরুক্তি
গ সংস্কৃত শব্দ ঘ কৃদন্ত শব্দ **গ**

১৩. সংস্কৃত ভাষা থেকে যেসব শব্দ সোজাসুজি বাংলায় এসেছে ও যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, সেসব শব্দকে কী বলে?
ক দেশি শব্দ খ অর্থ-তৎসম শব্দ
গ তৎসম শব্দ ঘ তদ্ভব শব্দ **গ**

১৪. কোনটি তৎসম শব্দ?
ক হস্ত খ চেয়ার
গ আনারস ঘ টেবিল **ক**

১৫. নিচের কোন শব্দটি তৎসম শব্দ?
ক জীবন খ গোয়ালা
গ পেট ঘ ডিঙ্গি **ক**

১৬. তৎসম শব্দ কোনটি?
ক বৈষ্ণব খ পেট
গ চামার ঘ ঈমান **ক**

১৭. নিচের কোনটি তৎসম শব্দ?
ক চাঁদ খ ভবন
গ বালতি ঘ হরতাল **খ**

১৮. কোনটি তৎসম শব্দ?
ক চা খ চেয়ার
গ কান ঘ ধর্ম **ঘ**

১৯. কোনটি তৎসম শব্দের উদাহরণ?
ক মোক্তার খ চাহিদা
গ ক্ষেত্র ঘ জ্যোৎস্না **ঘ**

২০. বাংলা ব্যাকরণে কোন পদ সংস্কৃতের লিঙ্গের নিয়ম মানে না?
ক বিশেষণ খ অব্যয়
গ সর্বনাম ঘ বিশেষ্য **খ**

২১. 'শুক' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
ক সুখী খ শারী
গ কুকী ঘ শুকা **খ**

২২. 'অরণ্য' এর লিঙ্গান্তর কী?
ক আরণ্য খ অরণী
গ অরণ্য ঘ অরণ্যানী **ঘ**

২৩. 'বাদশাহ' এর স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি?
ক রানী খ বাদশানী
গ বেগম ঘ সম্রাজ্ঞী **গ**

২৪. 'কুলি' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
ক মহিলা কুলি খ কুলিনী
গ কামিন ঘ কামিনী **গ**

২৫. 'দেবর' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি?
ক নন্দাই খ ননদ
গ ভাবী ঘ দেবী **খ**

২৬. যোগরূঢ় শব্দের উদাহরণ কোনটি?
ক জলদ খ জলজ
গ বনজ ঘ সহজ **ক**

২৭. সুহৃদ কী ধরনের শব্দ?
ক মৌলিক খ রূঢ়ি
গ যোগরূঢ় ঘ যৌগিক **গ**

২৮. কোনটি রূঢ়ি শব্দ?
ক জলধি খ মধুর
গ কর্তব্য ঘ প্রবীণ **ঘ**

২৯. যোগরূঢ় শব্দ কোনটি?
ক নদী খ ঝরণা
গ জলধি ঘ পাথার **গ**

৩০. নিচের কোনটি যোগরূঢ় শব্দ?
ক দৌহিত্র খ বাঁশি
গ তুরঙ্গম ঘ তৈল **গ**

৩১. অর্থ অনুসারে 'হরিণ' কোন ধরণের শব্দ?
ক যৌগিক খ মৌলিক
গ যোগরূঢ় ঘ রূঢ়ি **ঘ**

৩২. মৌলিক শব্দ কোনটি?
ক শ্রবণ খ পাঠক
গ পরিষ্কার ঘ কালো **ঘ**

৩৩. 'লাজুক' কোন ধরনের শব্দ?
ক মৌলিক খ রূঢ়ি
গ যোগরূঢ় ঘ যৌগিক **ঘ**

৩৪. কোনটি যৌগিক শব্দ?
ক তৈল খ রেশম
গ দৌহিত্র ঘ মহাযাত্রা **গ**

৩৫. 'চাঁদ' কোন শ্রেণির শব্দ?
ক তৎসম খ অর্ধ-তৎসম
গ তদ্ভব ঘ দেশি **গ**

৩৬. নিচের কোন শব্দটি তদ্ভব?
ক হাত খ কর্তা
গ মৎস্য ঘ কার্য **ক**

৩৭. 'পাখি' কোন ধরনের শব্দ?
ক সংস্কৃত খ বিদেশি
গ তদ্ভব ঘ অপভ্রংশ **গ**

৩৮. কোনটি তদ্ভব শব্দ নয়?
ক বের খ নাচ
গ দুই ঘ পুস্তক **ঘ**

৩৯. কোনটি তদ্ভব শব্দের উদাহরণ?
ক মই খ জোছনা
গ পাতা ঘ কাগজ **গ**

৪০. 'ওরে, বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি'- 'বাছা' শব্দটি?
ক তৎসম খ তদ্ভব
গ দেশি ঘ অর্ধ-তৎসম **খ**

৪১. 'মা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ক ল্যাটিন খ আরবি
গ হিন্দি ঘ তদ্ভব **ঘ**

৪২. 'খিদে' কোন ধরনের শব্দ?
ক তৎসম খ অর্ধ-তৎসম
গ দেশি ঘ তদ্ভব **খ**

৪৩. নিচের কোনটি অর্ধ-তৎসম শব্দ?
ক গিন্নি খ হস্ত
গ গঞ্জ ঘ তসবি **ক**

৪৪. কোনটি দেশি শব্দ?
ক গিন্নি খ কৃপণ
গ টোপর ঘ মাথা **গ**

৪৫. 'কুঁড়ি' কোন শ্রেণির শব্দ?
ক তৎসম খ তদ্ভব
গ দেশি ঘ বিদেশি **গ**

৪৬. নিচের কোন শব্দের লিঙ্গান্তর হয় না?
ক রাঁধুনি খ সতীন
গ কবি ঘ আচার্য **খ**

৪৭. কোনটি নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ?
ক হুজুরাইন খ ঠাকুরণ
গ পাগলী ঘ ডাইনি **ঘ**

৪৮. 'ধোপা' শব্দটির স্ত্রীবাচক শব্দ?
ক ধুপী খ ধুপানী
গ ধোপী ঘ ধোপানী **ঘ**

৪৯. 'মালা' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি?
ক মালিকা খ মালী
গ মালীনী ঘ মালিনী **ক**

৫০. নিচের কোনটির পুরুষবাচক শব্দ নেই?
ক ঠাকুরানী খ এয়ো
গ দুলাইন ঘ জেনানা **খ**

৫১. 'গণক' শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি?
ক গণিকা খ গণকী
গ গণকিনী ঘ গণকা **খ**

৫২. 'বিদ্বান' এর সঠিক স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
ক বিদ্বানী খ বিদুষিণী
গ বিদুষী ঘ বিদূসী **গ**

৫৩. নিচের কোনটি নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ?
ক বনানী খ পিসি
গ বিধবা ঘ সতী **গ**

৫৪. কোনটি আ প্রত্যয় যোগে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ?
ক গায়িকা খ নায়িকা
গ প্রথমা ঘ বালিকা **গ**

Home Work

১. **যোগরূঢ় শব্দ কোনটি?** [৪৬তম বিসিএস]
ক কলম খ মলম
গ বাঁশি ঘ শাখামৃগ **ঘ**

২. **আরবি 'কলম' শব্দটি 'কলমোস' শব্দ থেকে এসেছে। 'কলমোস' কোন ভাষার শব্দ?** [৪৫তম বিসিএস]
ক পাঞ্জাবি খ ফরাসি
গ গ্রিক ঘ স্পেনিশ **গ**

৩. **নিচের কোনটি যৌগিক শব্দ?** [৪৫তম বিসিএস]
ক প্রবীণ খ জেঠামি
গ সরোজ ঘ মিতালি **ঘ**

৪. **লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ কোনটি?** [১৮তম বিসিএস; বিটিআরসি-এর উপসহকারী পরিচালক (কারিগরি)- ২০২১]
ক সাহেব খ বেয়াই
গ সঙ্গী ঘ কবিরাজ **ঘ**

৫. **দুটি পুরুষবাচক শব্দ রয়েছে কোনটিতে?** [১৮তম বিসিএস; ডাক উধিদপ্তরের উপজেলা পোস্ট মাস্টার- ২০১৮]
ক ননদ খ প্রিয়
গ শিষ্যা ঘ আয়া **ক**

৬. **বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি?** [৩৮তম বিসিএস]
ক চামার খ ধারালো
গ মোড়ক ঘ পোষ্টাই **গ**

৭. **'সোমত্ত' শব্দটির উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে?** [৪১তম বিসিএস]
ক সোপান খ সমর্থ
গ সোল্লাস ঘ সওয়ার **খ**

৮. **'জোছনা' কোন শ্রেণির শব্দ?** [৪০তম বিসিএস]
ক যৌগিক খ তৎসম
গ দেশি ঘ অর্ধ-তৎসম **ঘ**

৯. **'গিন্নি' কোন শ্রেণির শব্দ?** [৩৮তম বিসিএস/পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা: ২০১৭ / EBEK উপজেলা সমন্বয়কারী- ২০১৭; মা.উ.শি.অ. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২; বা.কো.গা./কৃ.প্র.এ. (নার্স)'১৯; ফা.সা.সি.ডি. (ফোরম্যান)'১৯; রে.ম.অ.বা.রে.(উপসহকারী প্রকৌশলী (ব্রিজ)'১৮; প.ম. (সহকারী সাইফার কর্মকর্তা)'১৭]
ক দেশি খ বিদেশি শব্দ
গ তদ্ভব ঘ অর্ধ-তৎসম **ঘ**

১০. **কোনটি তদ্ভব শব্দ?** [১০ম বিসিএস]
ক চাঁদ খ সূর্য
গ নক্ষত্র ঘ গগণ **ক**

১১. **'আসমান' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?** [৪৩ তম বিসিএস]
ক পর্তুগিজ খ ফরাসি
গ আরবি ঘ ফারসি **ঘ**

১২. **'বাবা' কোন ভাষার অন্তর্গত শব্দ?** [৪২তম বিসিএস (বিশেষ); মা.উ.শি.অ. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২; বা.প.বি.বো. (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর)'২১; দুদক (সহকারী পরিচালক)'২০; স্ব.ম. মা.নি.অ. (উপ-পরিদর্শক)'১৯; NSI (সহকারী পরিচালক)'১৯]
ক তৎসম খ তদ্ভব
গ ফারসি ঘ তুর্কি **ঘ**

১৩. **'গির্জা' কোন ভাষার অন্তর্গত শব্দ?** [৪০তম বিসিএস; বেপজা (BEPZA)-এর সহকারী ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ পরীক্ষা- ২০২১]
ক ফারসি খ পর্তুগিজ
গ ওলন্দাজ ঘ পাঞ্জাবি **খ**

১৪. **শব্দার্থ অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দ সমষ্টিকে ভাগ করা যায়–** [১৭তম বিসিএস]
ক দুই ভাগে খ তিন ভাগে
গ চার ভাগে ঘ পাঁচ ভাগে **খ**

১৪. **কোনটি মৌলিক শব্দ?** [৩৭তম বিসিএস, ১৪তম বিসিএস]
ক মানব খ গোলাপ
গ একাঙ্ক ঘ ধাত **খ**

১৫. **'হেড মৌলভী' কোন ভাষার শব্দ যোগে গঠিত হয়েছে?** [৩৬তম বিসিএস]
ক ইংরেজি + ফারসি খ ইংরেজি + আরবি
গ তুর্কি + আরবি ঘ ইংরেজি + পুর্তুগিজ **ক**

১৬. **বাংলা ভাষার শব্দ সাধন হয় না নিম্নোক্ত কোন উপায়ে?** [৩৫তম বিসিএস]
ক সমাস দ্বারা খ উপসর্গ যোগে
গ লিঙ্গ পরিবর্তন দ্বারা ঘ ক, খ ও গ তিন উপায়েই হয় **গ**

১৭. **কোনটি সাধিত শব্দ নয়?** [৩২তম বিসিএস]
ক পানসা খ ফুলেল
গ গোলাপ ঘ হাতল **গ**

১৮. **কোনটি ইংরেজি শব্দ?** [৩২তম বিসিএস]
ক ম্যাজেন্ট খ পিস্তল
গ আলমারি ঘ কমা **ঘ**

১৯. **'উজবুক' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?** [৩১তম বিসিএস]
ক ফার্সি খ তুর্কি
গ পর্তুগিজ ঘ আরবি **খ**

২০. **সন্ধি-সাধিত শব্দ 'পরস্পর' কোন ধরনের সন্ধির দৃষ্টান্ত?** [৩১তম বিসিএস]
ক ব্যঞ্জন ধ্বনি খ স্বরধ্বনি
গ নিপাতনে সিদ্ধ ঘ বিসর্গ সন্ধি **গ**

২১. **গ্রিক শব্দ কোনটি?** [২৭তম বিসিএস]
ক তুফান খ লুঙ্গী
গ কুশন ঘ দাম **ঘ**

২২. **কোন শব্দটি ফারসি?** [২৬তম বিসিএস]
ক মুসাফির খ তকদির
গ পেরেশান ঘ মজলুম **গ**

২৩. **'চৌ-হদ্দি' শব্দটি কোন কোন ভাষার শব্দ মিলে হয়েছে?** [২৬তম বিসিএস, বাংলাদেশ রেলওয়ে (বুকিং সহকারী) -২০২৪]
ক বাংলা+ফারসি খ সংস্কৃত+ফারসি
গ ফারসি+আরবি ঘ সংস্কৃত+আরবি **গ**

২৪. **'কাঁচি' কোন ধরনের শব্দ?** [২৪তম বিসিএস]
ক আরবি খ ফারসি
গ হিন্দি ঘ তুর্কি **ঘ**

২৫. **'বেটাইম' শব্দটি গঠিত হয়েছে?** [বাতিলকৃত ২৪তম বিসিএস]
ক ফারসি ও ইংরেজি শব্দে খ ফরাসি ও ইংরেজি শব্দে
গ ফারসি ও ফরাসি শব্দে ঘ ফারসি ও হিন্দি শব্দে **ক**

২৬. **'পেয়ারা' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?** [২৩তম বিসিএস]
ক হিন্দি খ উর্দু
গ পর্তুগিজ ঘ গ্রিক **গ**

২৭. **'বাবেল মান্দেব' কী শব্দ?** [২৩তম বিসিএস]
ক ফারসি খ উর্দু
গ আরবি ঘ ইংরেজি **ক**

২৮. 'ক্ষুদার্থে' নারীবাচক শব্দ কোনটি? [বাংলাদেশ রেলওয়ে (বুকিং সহকারী) - ২০২৪]
ক মালিকা খ বালিকা
গ কুমারী ঘ নবীনা **ক**

২৯. কোনটি নিত্য স্ত্রীবাচক বাংলা শব্দ? [নর্দান ইলেট্রিসিটি সাপ্লাই পদের পরীক্ষা-২০২৪]
ক মা খ সতীন
গ ঠাকুরন ঘ বোন **খ**

৩০. কোনটি মৌলিক শব্দ? [বাংলাদেশ রেলওয়ে টিকিট কালেক্টর-২০২৪]
ক মা খ বাঁশি
গ তৈল ঘ জলধি **ক**

৩১. 'তারিখ' কোন দেশি শব্দ? [বাংলাদেশ ডাক বিভাগ (পোস্টম্যান/রানার/অফিস সহায়ক)-২০২৪]
ক বাংলা খ ইংরেজি
গ আরবি ঘ জাপানি **গ**

৩২. নিচের কোন শব্দটি তৎসম? [প.অ. (অফিস সহায়ক)'২৩]
ক হাত খ নক্ষত্র
গ দারোগা ঘ চুলা **খ**

৩৩. নিচের কোনটি তৎসম শব্দ? [শি.নি.প্র.প. (শিক্ষক) (স্কুল)'২২]
ক চাঁদ খ খোকা
গ কাঠ ঘ সন্ধ্যা **ঘ**

৩৪. কোনটি বিদেশি শব্দ নয়? [স্বা.প্র.অ. (নকশাকার (ড্রাফটম্যান)'২২]
ক আদালত খ চিনি
গ পাউরুটি ঘ সূর্য **ঘ**

৩৫. 'হংস' কোন ধরনের শব্দ? [স.জ.অ. (কার্য সহকারী)'২২]
ক তৎসম খ তদ্ভব
গ দেশি ঘ বিদেশি **ক**

৩৬. নিচের কোনটি তৎসম শব্দ? [ক.জে.আ. (অডিটর)'২২]
ক পাত্র খ চামার
গ হাত ঘ দুধ **ক**

৩৭. নিচের কোনটি তৎসম শব্দ? [স্থা.স.প্র.অ. (কার্যসহকারী)'২৩; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) (৩য় পর্যায়)২০২০]
ক গেরাম খ চামার
গ মাটি ঘ নারিকেল **ঘ**

৩৮. নিচের কোন শব্দটি তৎসম শব্দ?[ম.হি.নি.কা. (জুনিয়র অডিটর)'২২; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক)'০৭]
ক জীবন খ গোয়ালা
গ পেট ঘ ডিঙ্গি **ক**

৩৯. 'কাজ' শব্দের তৎসম রূপ- [পিএসসি (সিনিয়র স্টাফ নার্স)'২৩]
ক ক্রিয়া খ কর্ম
গ কর্জ্জ ঘ করণীয়
নোট: কার্য (তৎসম)⟶ কজ্জ (প্রাকৃত)⟶ কাজ (বাংলা) ।

৪০. 'তদ্ভব' শব্দের উদাহরণ কোনটি? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর) – ২০২৪]
ক ঘোড়া খ আকাশ
গ ঢেঁকি ঘ কলম **ক**

৪১. 'আনারস' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [নর্দান ইলেট্রিসিটি সাপ্লাই পদের পরীক্ষা-২০২৪, বি.ম.(অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২; বা.বে.বি.চ.ক. (মেডিকেল অফিসার/এরোড্রাম সহকারী)'২১; বা.কৃ.উ.ক. (সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা)'২০]
ক ওলন্দাজ খ পর্তুগিজ
গ তুর্কি ঘ ফারসি **খ**

৪২. 'আদালত' শব্দটি কোন ভাষা থেকে জাত? [হোম ইকোনমিস্ট (নিপোর্ট পদের পরীক্ষা)-২০২৪]
ক আরবি খ বাংলা
গ পর্তুগিজ ঘ ফারসি **ক**

৪৩. 'পোলাও' শব্দটি– [বস্ত্র অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক পরীক্ষা-২০২৪]
ক ফারসি খ সংস্কৃত
গ বাংলা ঘ আরবি **ক**

৪৪. 'রেস্তোরা' শব্দের উৎস ভাষা- [বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (সিনিয়র স্টাফ নার্স)-২০২৪]
ক তুর্কি খ ফারসি
গ ফরাসি ঘ ইংরেজি **গ**

৪৫. কোনটি 'তদ্ভব' শব্দ? [প.অ. (অফিস সহায়ক)'২৩; বা.বে.বি.চ.ক. (এরোড্রাম ফায়ার লীডার)'২১; ত.ম.চ.প্র.অ. (ক্যামেরাম্যান)'১৯; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) (৪র্থ ধাপ)'১৯]
ক সূর্য খ চাঁদ
গ চন্দ্র ঘ গগন **খ**

৪৬. 'তদ্ভব' শব্দের অর্থ হলো- [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইনস্ট্রাকটর)'২৩]
ক সংস্কৃতের সমান খ সংস্কৃত নয়
গ সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত ঘ বিদেশি শব্দ **গ**

৪৭. অর্ধ-তৎসম শব্দ নয় কোনটি? [বা.প.উ.বো. (সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২৩]
ক বদ্যি খ তেষ্টা
গ মিষ্টি ঘ চাঁদ **ঘ**

৪৮. কোনটি দেশি শব্দ? [বি.ম. (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)'২২; প.প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)'২৩; স.ম.স.অ. (শহর সমাজসেবা অফিসার (হাসপাতাল)'০৭]
ক পেঁপে খ আসন
গ চেহারা ঘ ঢেঁকি **ঘ**

৪৯. 'ফকির শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? [প.অ. (অফিস সহায়ক)'২৩]
ক তুর্কি খ পর্তুগিজ
গ আরবি ঘ ফারসি **গ**

৫০. 'হিসাব' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?[ম.হি.নি.কা. (জুনিয়র অডিটর)'২২; পা.ব.ক. (সাব-এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)'২০]
ক পর্তুগিজ খ আরবি
গ জাপানি ঘ গুজরাটি **খ**

৫১. ময়নাতদন্ত শব্দের 'ময়না' কোন ভাষার শব্দ?[বা.প.বি.বো. (জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন/মানবসম্পদ)'২২]
ক খাঁটি বাংলা খ সংস্কৃত
গ আরবি ঘ ফারসি **গ**

৫২. নিচের কোন শব্দটি আরবি ভাষা নয়?[কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর)'২৩]
ক ইনসান খ ইবাদত
গ মর্জি ঘ আশরফি **ঘ**

৫৩. 'একতারা' শব্দটি যে ভাষা থেকে এসেছে-[ফা.সা.সি.ডি.অ. (স্টেশন অফিসার)'২২]
ক আরবি খ তুর্কি
গ ফারসি ঘ সংস্কৃতি **গ**

৫৪. 'জংশন' শব্দটির উৎস ভাষা- [প.ম.(সহকারী পরিচালক)'২৩]
ক ইংরেজি খ ফরাসি
গ চীনা ঘ বার্মিজ **ক**

৫৫. 'কামিজ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?[কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর)'২৩]
ক ইংরেজি খ হিন্দি
গ পর্তুগিজ ঘ ওলন্দাজ **গ**

৫৬. 'সাবান' কোন দেশী শব্দ? [বা.প.বি.বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী)'২৩]
ক তুর্কি খ পাঞ্জাবি
গ ফরাসি ঘ পর্তুগিজ **ঘ**

৫৭. 'বালতি' কোন ধরনের শব্দ? [রাজউক (ইমারত পরিদর্শক)'২২]
ক আরবি শব্দ খ ফরাসি শব্দ
গ দেশি শব্দ ঘ কোনটিই নয় **ঘ**

৫৮. 'চাবি, জানালা, বালতি'- এগুলো কোন ভাষা থেকে এসেছে? [ঔ.প্র.অ. (অফিস সহায়ক)'২২; কা.শি.অ. (বিভিন্ন পদ)'২১]
ক পর্তুগিজ খ জাপানি
গ তুর্কি ঘ গ্রিক **ক**

৫৯. 'কার্তুজ' কোন ভাষার শব্দ? [ডা.জী.বী. (সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর)'২২; স্ব.ম. (কারা তত্ত্বাবধায়ক)'১৩]
ক ইংরেজি খ ফরাসি
গ জার্মানি ঘ চীনা **খ**

৬০. 'হরতাল' কোন ভাষার শব্দ? [ব.অ. (জুনিয়র ওয়াইল্ড লাইফ স্কাউট)'২২; আ.র.প্র.নি.দ. (অফিস সহায়ক)'২০; সিনিয়র স্টাফ নার্স পদের পরীক্ষা-২০২১; প্রা.গ.ম.(পিটিআই ইনস্ট্রাকটর)'১৯; প.ত.ব্য.অ. (পরিসংখ্যান কর্মকর্তা)'১৭]
অথবা, **'হরতাল' কোন ধরনের বিদেশি শব্দ?** [প.সে.রে.স.প্র. (রিসেটেলমেন্ট সহকারী)'২১]
ক ইংরেজি খ গুজরাটি
গ ফারসি ঘ আরবি **খ**

৬১. 'দারোগা' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ? [প.ম. (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)'১৯; প. ম. (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)'১৯]
অথবা, **'দারোগা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?**
ক জাপানি খ তুর্কি
গ ফরাসি ঘ গুজরাটি **খ**

৬২. 'লুঙ্গি' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? [পিএসসি (সিনিয়র স্টাফ নার্স)'২৩; খা.অ. (সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক)'২১; বা.কো.গা/কৃ.প্র.এ. (নার্স)'১৯; ফা.সা.সি.ডি. (ফোরম্যান)'১৯; প.ত.ব্য.অ (পরিসংখ্যান কর্মকর্তা)'১৭; প্রা.গ.ম. (পিটিআই জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক)'১৬; স্ব.ম.আ.ভি.অ. (সার্কেল অ্যাডজুটেন্ট/ উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা/সহকারী অ্যাডজুটেন্ট)'১৫]
অথবা, **'লুঙ্গি' শব্দটি কোন দেশি?** [ব.অ.(জুনিয়র ওয়াইল্ড লাইফ স্কাউট)'২২]
ক চীনা খ তুর্কি
গ বর্মি ঘ মালয় **গ**

৬৩. 'রিক্সা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? [ডা.অ.(হিসাব সহকারী/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২; শ্র.ক.ম.(শ্রম পরিদর্শক (সেফটি); মেকানিক্যাল টেকনোলজি)'১৯; স.বি.ম. (উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)'১৯]
ক জাপানি খ ইংরেজি
গ চীনা ঘ হিন্দি **ক**

৬৪. 'কিন্ডারগার্টেন' শব্দটি কোন ভাষা থেকে ইংরেজি ভাষায় এসেছে? [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর)'২৩; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) (২য় পর্যায়)'২০]
ক জাপানি খ স্প্যানিশ
গ জার্মান ঘ আইরিশ **গ**

৬৫. 'চকোলেট' শব্দটি এসেছে কোন ভাষা থেকে? [ঔ, প্র.অ. (অফিস সহায়ক)'২২; দুদক (উপ-সহকারী ও কোট পরিদর্শক)'২০]
ক ইতালীয় খ পর্তুগিজ
গ বার্মিজ ঘ মেক্সিকান **ঘ**

৬৬. 'চিড়িয়াখানা' শব্দটি কোন দুটি ভাষার শব্দের সংমিশ্রণ? [বি.বা.এ.(ম্যাটেরিয়াল মেনেজমেন্ট অ্যাসিস্টেন্ট)'২২]
ক তুর্কি ও ফারসি খ হিন্দি ও তুর্কি
গ ফারসি ও বাংলা ঘ হিন্দি ও ফারসি **ঘ**

৬৭. কোনটি মৌলিক শব্দ? [ডা.অ. (হিসাব সহকারী/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২; কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর)'২৩]
ক মানব খ গোলাপ
গ একাঙ্ক ঘ ধাতব **খ**

৬৮. কোনটি মৌলিক শব্দ? [বাংলাদেশ রেলওয়ে টিকিট কালেক্টর-২০২৪]
ক মা খ বাঁশি
গ তৈল ঘ জলধি **ক**

৬৯. কোনটি যোগরূঢ় শব্দ নয়? [প.ম. (সহকারী পরিচালক)'২৩]
ক মহাযাত্রা খ পঙ্কজ
গ রাজপুত ঘ ধানক্ষেত **ঘ**

৭০. 'চাঁদমুখ' কোন ধরনের শব্দ? [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (লাইব্রেরি সাইন্স)-'১৫-১৬]
ক খণ্ডিত শব্দ খ মুণ্ডমাল শব্দ
গ পর্তুগিজ শব্দ ঘ সাধিত শব্দ **ঘ**

৭১. এক বা একাধিক বর্ণ মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে কী বলে? [প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব সহকারী : ১১]
ক পদ খ শব্দ
গ ধাতু ঘ প্রকৃতি **খ**

৭২. শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয়– [রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক অফিসার : ১৪]
ক পদ খ ধ্বনি
গ কারক ঘ বর্ণ **খ**

৭৩. নিচের কোনটি অর্ধতৎসম শব্দের উদাহরণ নয়? [জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহ রাজস্ব কর্মকর্তা- ১৭]
ক গিন্নি খ কেত্তন
গ ছেরাদ্দ ঘ ঢোল **ঘ**

৭৪. বাংলা ভাষায় অর্ধতৎসম শব্দগুলো এসেছে? [মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ২০১১]
ক সংস্কৃত খ পর্তুগিজ
গ ল্যাটিন ঘ আরবি **ক**

৭৫. 'বৈষ্ণব'- এর অর্ধতৎসম শব্দ কোনটি? [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা, খ ইউনিট-'০১-০২]
ক বিষ্টম খ বোষ্টম
গ বেষ্টম ঘ অষ্টম **খ**

৭৬. 'গৃহিণীর' অর্ধতৎসম শব্দ কোনটি? [চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা, (খ ইউনিট)- '০৭-০৮]
ক গিন্নি খ স্ত্রী
গ পুন্নিমে ঘ ক + খ **ক**

৭৭. তদ্ভব শব্দের মূল কোন ভাষায় থাকতে হবে? ১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল/ সমপর্যায়)- '১৬; সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজ কল্যাণ সংগঠক- ১৯]
ক তদ্ভব খ বিদেশি
গ সংস্কৃত ঘ অপভ্রংশ **গ**

৭৮. 'চন্দ্র' শব্দের তদ্ভব রূপ–[পাবলিক সার্ভিস কমিশনে সহকারী পরিচালক- '০৩; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মাঠ কর্মকর্তা - '১৩]
ক চন্দ্র খ চাঁদ
গ নক্ষত্র ঘ চন্দ্রিমা **খ**

৭৯. নিচের কোনটি দেশি শব্দ নয়? [থানা শিক্ষা অফিসার-'১৬]
ক কুড়ি খ টোঙ্গা
গ বড়শি ঘ আনারস **ঘ**

৮০. অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দকে কী শব্দ বলে? [সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপসহকারী পরিচালক- ০৫]
ক দেশি খ বিদেশি
গ তৎসম ঘ বাংলা **ক**

৮১. 'দেশি' শব্দ কোনটি? [বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বিজ্ঞাপন আধিকারিক (গ্রেড-২) -০৬]
ক চাঁদ খ ডাব
গ ঈদ ঘ চশমা **খ**

৮২. পেঁপে শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে? [কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা -১০.১২.২১]
ক ফরাসি খ ওলন্দাজ
গ পর্তুগিজ ঘ ফারসি **গ**

৮৩. 'আনারস' এবং 'চাবি' শব্দ দুটি কোন ভাষা হতে বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে? [১০তম বিসিএস]
ক পর্তুগিজ খ আরবি
গ দেশি ঘ ওলন্দাজ **ক**

৮৪. বাংলা ভাষায় প্রচলিত 'বরফ' শব্দটি কোন বিদেশি ভাষা থেকে গৃহীত? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ পরীক্ষা: ২০১৮]
ক আরবি খ ফারসি
গ পর্তুগিজ ঘ তুর্কি **খ**

৮৫. বাংলা ভাষায় সমাস নিষ্পন্ন যেসব শব্দ সমস্যমান পদগুলোর কোনোটার অর্থ প্রকাশ না করে বিশেষ কোনো অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলোকে বলে– [পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা- ২০১৯; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ পরীক্ষা: ২০]
ক যৌগিক শব্দ খ রূঢ় শব্দ
গ যোগরূঢ় শব্দ ঘ সাধিত শব্দ **গ**

৮৬. নিচের কোনটি পর্তুগিজ শব্দ নয়? [বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন সিনিয়র এ্যাসিসট্যান্ট পদে নিয়োগ: ২০১৮]
ক পাউরুটি খ বালতি
গ সাবান ঘ গ্যারেজ **ঘ**

৮৭. আরবি উৎস থেকে আত্তীকৃত এবং প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলো– [রূপালী ব্যাংক লিমিটেড অফিসার (ক্যাশ): ২০১৮]
ক রায় খ জবানবন্দি
গ নমুনা ঘ দস্তখত **ক**

৮৮. কোনটি পর্তুগিজ শব্দ নয়? [উত্তরা ব্যাংক (ক্যাশ)- ২০১৭]
ক আলকাতরা খ আলমারি
গ আলবোলা ঘ আলপিন **গ**

৮৯. নিচের কোনটি যোগরূঢ় শব্দ? [বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা : '১৭]
ক মহাযাত্রা খ বাঁশি
গ প্রবীণ ঘ সন্দেশ **ক**

৯০. যেসব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একইরকম সেগুলোকে বলে– [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (চ ইউনিট): '১৩-১৪]
ক মৌলিক খ যৌগিক শব্দ
গ সাধিত শব্দ ঘ রূঢ় শব্দ **খ**

১. 'সন্দেশ' কোন শ্রেণির শব্দ/ 'সন্দেশ' অর্থগত দিক থেকে কোন শ্রেণির শব্দ?
ক মৌলিক খ যৌগিক
গ রূঢ় ঘ যোগরূঢ়

২. কোনটি যোগরূঢ় শব্দ?
ক পঙ্কজ খ সন্দেশ
গ প্রবীণ ঘ গায়ক

৩. চাঁদ+মুখ কোন ধরনের শব্দ?
ক মৌলিক শব্দ খ সাধিত শব্দ
গ যোগরূঢ় ঘ যৌগিক শব্দ

৪. 'চাঁদ' কোন শ্রেণির শব্দ?
ক তৎসম খ অর্ধ-তৎসম
গ তদ্ভব ঘ দেশি

৫. 'ওরে, বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি'- 'বাছা' শব্দটি?
ক তৎসম খ তদ্ভব
গ দেশি ঘ অর্ধ-তৎসম

৬. অর্ধ-তৎসম শব্দের উদাহরণ কোনটি?
ক গঞ্জ খ চাঁদ
গ পিতা ঘ গিন্নী

৭. নিচের কোনগুলো দেশি শব্দ?
ক হস্ত, মস্তক খ খোকা, চাঁপা
গ গিন্নি, গতব ঘ চাঁদ, ভাত

৮. 'সমিতি' কোন লিঙ্গ?
ক ক্লীবলিঙ্গ খ পুংলিঙ্গ
গ স্ত্রীলিঙ্গ ঘ উভয় লিঙ্গ

৯. ঈ-প্রত্যয়যোগে লিঙ্গান্তর করা হয়েছে কোনটি?
ক জেলেনী খ অনাথিনী
গ ছাত্রী ঘ মেছোনী

১০. নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
ক মজুরানী খ ঠাকুরানী
গ মলিনা ঘ সৎমা

biddabari
উত্তরমালা

১	গ
২	ক
৩	খ
৪	গ
৫	খ
৬	ঘ
৭	খ
৮	ক
৯	গ
১০	ঘ

BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার ০৯

Lecture Contents

আধুনিক যুগ-২

গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকের ৯ জন

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- মীর মশাররফ হোসেন
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- জসীমউদ্‌দীন
- দীনবন্ধু মিত্র
- রোকেয়া সাখাওয়াত
- কায়কোবাদ
- ফররুখ আহমদ

গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকের ৯ জন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাংলা সাহিত্যে শিল্পসম্মত গদ্যের জনক বলা হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে (১৮২০-১৮৯২)। বিদ্যাসাগরের পারিবারিক উপাধি 'বন্দ্যোপাধ্যায়'। সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৩৯ খ্রি. মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্ত হন। বাংলা গদ্যে যতি চিহ্ন বা বিরাম চিহ্ন প্রবর্তন করেন বিদ্যাসাগর। এটি ইংরেজি ভাষা থেকে সংগৃহীত। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিরাম চিহ্নের সংখ্যা মোট ১৪টি। (নোট: বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ অনুযায়ী বাংলা যতিচিহ্ন ১৬টি) বিদ্যাসাগর প্রথম 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) রচনায় সার্থক বিরামচিহ্নের প্রয়োগ করেছেন। বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষকতা করেন (১৮৪১-১৮৪৬) ৬ বছর। তিনি ১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজে যোগ দেন, ১৮৫৮ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

বিদ্যাসাগর একাধারে লেখক, সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ। তিনি বিধবা বিবাহ আন্দোলন নামে সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তাঁর আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন করা হয়।

বিদ্যাসাগর রচিত প্রথম গ্রন্থ- 'বাসুদেব চরিত' (১৮৪৭ পূর্ববর্তী রচনা), এটি অনুবাদমূলক গ্রন্থ। মহাভারতের কৃষ্ণলীলার একটি অংশের অনুবাদ এটি। তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭)। হিন্দিভাষার সাহিত্যিক লালুজী রচিত 'বৈতাল পৈচ্চিসীর' আলোকে বিদ্যাসাগর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' রচনা করেছেন।

'শকুন্তলা' রচনাটি বিদ্যাসাগর মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের আলোকে রচনা করেছেন। শেক্সপিয়রের Comedy of Errors নাটক অবলম্বনে বিদ্যাসাগর 'ভ্রান্তিবিলাস' রচনা করেন।

বিদ্যাসাগর রচিত উপাখ্যানধর্মী মৌলিক রচনা 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (১৮৯২)। বন্ধুর কন্যা 'প্রভাবতী'র মৃত্যুতে স্মৃতিচারণ করে এটি রচিত। বিদ্যাসাগর রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম 'ব্যাকরণ কৌমুদী'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত পত্রিকার নাম "সর্বশুভকরী", প্রকাশকাল ১৮৫০ সালে। ১৮৫৫ সালে স্কুলগামী শিশুদের জন্য লিখেন "বর্ণপরিচয়" বইটি, যা ক্লাসিক মর্যাদা লাভ করে।

বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারকমূলক গ্রন্থগুলো- বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫), বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৬), বাল্যবিবাহের দোষ।

পারিবারিক উপাধি- বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর উপাধি- সংস্কৃত কলেজ (১৮৩৯)

বিরাম চিহ্ন প্রবর্তন- বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) গ্রন্থে

তাঁর প্রথম গ্রন্থ- 'বাসুদেব চরিত' (১৮৪৭)

তাঁর রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থ- ব্যাকরণ কৌমুদী

সম্পাদিত পত্রিকা- সর্বশুভকরী

তাকে বলা হয়- শিল্পসম্মত গদ্যের জনক।

এক কথায় উত্তর

১. **বাংলা গদ্যের জনক কে?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

২. **তাঁর পারিবারিক উপাধি কী?**
উত্তর: বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পারিবারিক নাম?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন কলেজ থেকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন?**
উত্তর: সংস্কৃত কলেজ।

৫. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন নামে স্বাক্ষর করতেন?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।

৬. **'বেথুন কলেজ' কার সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৭. **'বিধবা বিবাহ' প্রচলন করেন কে?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৮. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিসের জনক?**
উত্তর: বাংলা গদ্যের।

৯. **বাংলা সাহিত্যে কে প্রথম বিরামচিহ্নের ব্যবহার করেন?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১০. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর: বেতালপঞ্চবিংশতি।

১১. **ঈশ্বরচন্দ্র তার কোন গ্রন্থে বিরামচিহ্নের সফল প্রয়োগ করেন?**
উত্তর: বেতালপঞ্চবিংশতি।

১২. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক গ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর: প্রভাবতী সম্ভাষণ।

১৩. **'আত্মচরিত' কার লেখা?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৪. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'বাঙ্গালা-অভিধান' কোনটি?**
উত্তর: শব্দমঞ্জরী।

১৫. **'বোধোদয়' পাঠ্যবইটি কে রচনা করেন?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৬. **বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম যতিচিহ্নের প্রচলন করেন কে?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৭. **বাংলা ভাষায় বিরাম চিহ্নের ব্যবহার শুরু হয়–**
উত্তর: ১৮৪৭ সালে।

১৮. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?**
উত্তর: ১৮২০ সালে।

১৯. **বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম শোকগাঁথা কোনটি?**
উত্তর: প্রভাবতী সম্ভাষণ।

২০. **কোন গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য নতুন যুগের সূচনা হয়।**
উত্তর: বেতাল পঞ্চবিংশতি।

২১. **১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগরের লেখা কোন বইটি ক্ল্যাসিক মর্যাদা লাভ করেছে?**
উত্তর: বর্ণ পরিচয়।

২২. **'শকুন্তলা' কার লেখা/অনুবাদ গ্রন্থ?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

২৩. **বাংলা গদ্যে প্রথম আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ–**
উত্তর: বিদ্যাসাগরচরিত/আত্মচরিত।

২৪. **বাংলা সাহিত্যে শিল্পসম্মত গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয় কাকে?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

২৫. **'বিধবা বিবাহ আইন' প্রবর্তনে ভূমিকা রাখেন কে? কত সালে?**
উত্তর: ১৮৫৬ সালে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

২৬. **'শকুন্তলা' রচনাটি কোন সাহিত্যের আলোকে রচিত?**
উত্তর: সংস্কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলম অবলম্বনে (কবি কালিদাস)।

২৭. **শেক্সপিয়ারের 'Comedy of Errors' নাটক অবলম্বনে বিদ্যাসাগর কোন সাহিত্য রচনা করেন?**
উত্তর: ভ্রান্তিবিলাস।

২৮. **বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কোনটি? এটি কোন সাহিত্যের আলোকে রচনা করেন?**
উত্তর: বেতাল পঞ্চবিংশতি। এটি হিন্দি ভাষায় লাল্লুজি রচিত 'বৈতাল পৈচ্চিসী' অবলম্বনে রচিত।

২৯. **বিদ্যাসাগর রচিত দুটি মৌলিক রচনার নাম লিখুন?**
উত্তর: প্রভাবতী সম্ভাষণ, বিদ্যাসাগর চরিত।

৩০. **বিদ্যাসাগর রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম কী?**
উত্তর: ব্যাকরণ কৌমুদী। এটি ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৩১. **'সর্বশুভকরী' পত্রিকার সম্পাদক কে? কত সালে প্রত্রিকাটি প্রকাশিত হয়?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এটি ১৮৫০ সালে প্রকাশিত হয়।

৩২. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কত সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পণ্ডিত হিসেবে যোগদান করেন?**
উত্তর: ১৮৪১ সালে।

Teacher's Work

১. **প্রথম সাহিত্যিক গদ্যের স্রষ্টা কে?** [৪৫তম বিসিএস]
ক রাজা রামমোহন রায় খ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায় **খ**

২. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?** [৪৩তম বিসিএস]
ক চৌবেরিয়া গ্রাম, নদীয়া খ. কাঁঠালপাড়া গ্রাম, চব্বিশ পরগনা
গ বীরসিংহ গ্রাম, মেদিনীপুর ঘ. দেবানন্দপুর গ্রাম, হুগলি **গ**

৩. **'বাংলা গদ্যের জনক' বলা হয়-** [৩১তম বিসিএস]
ক উইলিয়াম কেরীকে খ রাজা রামমোহন রায়কে গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ঘ প্যারীচাঁদ মিত্রকে **গ**

৪. **কোনটি বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনীমূলক লেখা?** [৩৮তম বিসিএস]
ক স্মৃতি কথামালা খ আত্মচরিত গ আত্মকথা ঘ আমার কথা **খ**

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১. জন্ম: ২৫ জানুয়ারি, ১৮২৪ খ্রি. ।
২. মৃত্যু: ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন ।
৩. জন্মস্থান: যশোর জেলার কেশবপুর থানায় সাগরদাঁড়ি গ্রামে ।
৪. মৃত্যুস্থান: কলকাতার আলিপুর হসপিটালে মারা যান ।
৫. পিতার নাম: মহামতি মুনশী রাজনারায়ণ দত্ত ।
৬. মাতার নাম: জাহ্নবী দেবী ।

মাইকেলের উপাধি ও ছদ্মনাম:

১. **উপাধি:** মাইকেল, বাংলা সাহিত্যের সনেটের প্রবর্তক, দত্তকুলোদ্ভব কবি, বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী বা বিপ্লবের কবি, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক, মহাকবি ।
২. **ছদ্মনাম:** টিমোথি পেনপয়েম, By a Native –এ নামে নীল দর্পণ নাটক অনুবাদ করেন ।

মাইকেলের শিক্ষা ও শিক্ষকতা:

১. ১৮৩৩ সালে কলকাতার লালবাজার গ্রামার স্কুলে ভর্তি হন ।
২. ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৭ সালে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন ।
৩. ১৮৪৮ সালে মাদ্রাজের 'মেল অলফ্যান অ্যাসাইলাস' এ ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে চাকরি লাভ করেন ।
৪. ১৮৬২ সালে বিলেত গমন করে ব্যারিস্টারি পড়া শুরু করেন ।

মাইকেল কিসে এবং কোথায় প্রথম:

১. বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি মাইকেল ।
২. বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী বা বিপ্লবী লেখক মাইকেল ।
৩. বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক নাট্যকার মাইকেল ।
৪. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক রচয়িতা মাইকেল ।
৫. প্রথম (প্রবর্তক) অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচয়িতা মাইকেল ।
৬. প্রথম প্রহসন রচয়িতা মাইকেল ।
৭. তিনিই প্রথম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারার সংমিশ্রণে সার্থক মহাকাব্য রচনা করেন ।
৮. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্য রচয়িতা মাইকেল ।
৯. তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যের সার্থক সনেট রচনা করেন ।
১০. তিনিই সর্বপ্রথম নাটকে অমিত্রাক্ষার ছন্দের প্রয়োগ ঘটান ।

মাইকেলের প্রথম রচনা:

১. মাইকেলের রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ– The Captive Lady (১৮৪৯) ।
২. তাঁর বাংলা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ– শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) ।
৩. মাইকেলের প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্যগ্রন্থ– তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০) ।
৪. মাইকেলের প্রথম সনেট– বঙ্গভাষা ।

মাইকেল ও মহাকাব্য–

১. তাঁর একমাত্র মহাকাব্য– 'মেঘনাদবধ" ।
২. মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশকাল– ১৮৬১ খ্রি. ।
৩. এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও একমাত্র সার্থক মহাকাব্য ।
৪. এ কাব্যের সর্গসংখ্যা (পর্ব) ৯টি–
প্রথম সর্গ- অভিষেক, দ্বিতীয় সর্গ– অস্ত্রলাভ, তৃতীয় সর্গ– সমাগম, চতুর্থ সর্গ– অশোক বন, পঞ্চম সর্গ– উদ্যোগ, ষষ্ঠ সর্গ– বধ, সপ্তম সর্গ– শক্তিনির্ভেদ, অষ্টম সর্গ– প্রেতপুরী, নবম সর্গ– সংক্রিয়া ।
৫. কাব্যটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ।
৬. এ কাব্যের বিষয়বস্তু– রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণ পুত্র মেঘনাদের বধ ।
৭. এ কাব্যে বীররসের প্রাধান্য রয়েছে এবং শেষে করুণ রসে পরিণত হয়েছে ।
৮. এ কাব্যে আছে পরিমিতিবোধ ।
৯. কাব্যের নায়ক রাবণ আর খল চরিত্র রামচন্দ্র । অন্যান্য চরিত্র– মেঘনাদ, লক্ষ্মণ, প্রমীলা, বিভীষণ, সীতা, সরমা ইত্যাদি ।
১০. পৌরাণিক কাহিনিতে রাবণ খল চরিত্র আর রাম নায়ক– মাইকেল তাঁর এ কাব্যে পৌরাণিক কাহিনির বিপরীতকরণ করে সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন ।
১১. মেঘনাদবধ কাব্যে বীরবাহুর মৃত্যুর খবর থেকে মেঘনাদের হত্যা, প্রমীলার চিতারোহণ পর্যন্ত তিন দিন দুই রাতের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ।

মাইকেল ও তাঁর কাব্য:

❍ তিলোত্তমাসম্ভব (প্রকাশকাল– ১৮৬০ খ্রি.)

১. এটি বাংলা ভাষায় রচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম কাব্যগ্রন্থ ।
২. এ কাব্যে সর্গ সংখ্যা ৪টি । এটি কাহিনি কাব্য ।
৩. তিলোত্তমাকে ঘিরে সুন্দ উপসুন্দের দ্বন্দ্বই হচ্ছে এ কাব্যের প্রতিপাদ্য ।
৪. পদ্মাবতী নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ ঘটানো হলেও তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্ণতা দেখা যায় ।

❍ ব্রজাঙ্গনা

১. ব্রজাঙ্গনার প্রকাশকাল– ১৮৬১ খ্রি. ।
২. অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত বৈষ্ণব পদাবলির অনুসরণে রচিত কাব্য ।
৩. কাব্যটিতে আছে রাধার বিরহের কাহিনি । এটি ঙফব (ওড) জাতীয় বা গীতিকবিতা ।

❍ বীরাঙ্গনা

১. প্রকাশকাল– ১৮৬২ খ্রি.
২. বাংলা সাহিত্যে এটিই প্রথম পত্রকাব্য ।
৩. যা পত্র আকারে লেখা হয় তাই হচ্ছে পত্রকাব্য ।
৪. ইতালীয় (রোমান) কবি পাবলিসাস ওভিডিয়াস ন্যাসো সংক্ষেপে অভিদ-এর ঐবৎড়রফবং (হেরোইদাইদস) কাব্যের আদর্শ অনুসরণে ১১টি পূর্ণপত্রে ১১জন নারীর বর্ণনা রয়েছে বীরাঙ্গনা কাব্যটিতে ।
৫. অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে এ কাব্যে ।
৬. মাইকেল তাঁর এ কাব্যটি বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেন ।

❍ চতুর্দশপদী কবিতাবলী (প্রকাশকাল– ১৮৬৬ খ্রি.)

১. এটি মাইকেলের প্রথম সনেট কাব্যগ্রন্থ ।
২. এ কাব্যে মোট ১০২টি সনেট আছে ।
৩. পেত্রার্ক, মিল্টন এবং শেক্সপিয়রের সনেট অনুসরণে মাইকেল বাংলা সনেট বা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেন ।
৪. তাঁর সবগুলো সনেট অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত (তাঁর কোন সনেটই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নয়) ।

৫. মাইকেলের চতুর্দশপদী কবিতাবলী হচ্ছে বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট কাব্যগ্রন্থ।
৬. মাইকেল তাঁর অধিকাংশ সনেট রচনা করেন ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে বসে।
৭. সনেটের দুটি অংশ:
* প্রথম আট লাইন হচ্ছে অষ্টক– এখানে ভাবের উদয় ঘটে।
* শেষ ছয় লাইন হচ্ছে ষটক– এখাবে ভাবের পরিণতি ঘটে।
৮. মাইকেলের প্রথম সনেট বঙ্গভাষার প্রথম দুটি লাইন–
"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
৯. মাইকেলের সনেটে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর প্রেমানুভূতি জাগ্রত হয়েছে।

❍ হেক্টরবধ:
১. মাইকেল রচনাটি ১৮৬৭ সালে শুরু করে কিন্তু ১৮৭১ সালের ১ সেপ্টেম্বর অসমাপ্ত অবস্থাতেই এটি প্রকাশিত হয়।
২. এটি হোমারের 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের প্রথম কয়েকটি সর্গের গদ্যে রচিত বঙ্গানুবাদ।
৩. গ্রিক ভাষায় হোমারের রচনা থেকে বাংলায় অনুবাদের এটিই মাইকেলের প্রথম প্রচেষ্টা।
৪. এর উপজীব্য হলো 'হোমারের ইলিয়াড' নামক কাব্যের উপাখ্যানভাগ।
৫. হেক্টরবধ গ্রন্থটি ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

❍ The Captive Lady:
১. প্রকাশকাল– ১৮৪৯ খ্রি.।
২. এটি মাইকেলের ইংরেজিতে লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ।
৩. এখানে Captive শব্দটিকে বন্দী হিসেবে বুঝানো হয়েছে।

মাইকেল ও তাঁর প্রহসন:

❍ 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' :
১. প্রহসনটি রচিত হয় ১৮৫৯ সালে এবং প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে।
২. এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন।
৩. প্রথমে এই প্রহসনের নাম ছিল 'ভগ্ন শিবমন্দির'।
৪. বেলগাছিয়া থিয়েটারে মঞ্চায়নের জন্য মাইকেল এই প্রহসনটি রচনা করেন।
৫. এ প্রহসনের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে– পঞ্চানন, ভক্তপ্রসাদ, গদাধর, পুঁটি, ফতেমা, হানিফ গাজি, ভগী, বাচস্পতি।

❍ 'একেই কি বলে সভ্যতা' :
১. প্রহসনটির প্রকাশকাল– ১৮৬০ খ্রি.।
২. বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য মাইকেল প্রহসনটি রচনা করেন।
৩. এ নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে– কালীনাথ, নবকুমার, নিতম্বিনী, কর্তামশাই, প্রসন্নময়ী, বাবাজী, পয়োধরী।
৪. এই প্রহসনে একদল যুব সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মাইকেল ও তাঁর নাটক:

❍ 'শর্মিষ্ঠা' (রচনাকাল– ১৮৫৯ খ্রি.)
১. প্রথম প্রকাশিত বাংলা নাটক।
২. প্রথম সার্থক নাটক।
৩. পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার পাইকপাড়ার রাজাদের অনুপ্রেরণায় এবং অর্থানুকূল্যে ৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯ সালে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়।
৪. নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র– শর্মিষ্ঠা, পূর্ণিমা, যজাতি, দেবযানী, মাধব্য, রাজমন্ত্রী।
৫. এ নাটকটি মহাকবি কালিদাসকে উৎসর্গ করা হয়।

নাটক সম্পর্কিত প্রথম–

প্রথম নাটক/প্রথম মৌলিক নাটক/ প্রথম কমেডি নাটক	ভদ্রার্জুন (১৮৫২)	তারাচরণ শিকদার
প্রথম সার্থক নাটক	শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)	মধুসূদন দত্ত
প্রথম ট্রাজেডি/ মৌলিক ট্রাজেডি	কীর্তিবিলাস (১৮৫২)	যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত
প্রথম সার্থক ট্রাজেডি (শ্রেষ্ঠ নাটক)	কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)	মধুসূদন দত্ত

❍ পদ্মাবতী (প্রকাশকাল– ১৮৬০ খ্রি.)
১. পদ্মাবতী নাটকে মাইকেল প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ ঘটান।
২. প্রথম সার্থক কমেডি নাটক।
৩. নাটকের ভাষারীতি প্রধানত গদ্য।
৪. গ্রিক পুরাণের বিখ্যাত গল্প Apple of Discord অবলম্বনে হিন্দু পৌরাণিক ধাঁচে পদ্মাবতী নাটকটি রচিত।

❍ কৃষ্ণকুমারী:
১. প্রকাশকাল– ১৮৬১ খ্রি.
২. এটি মাইকেলের শ্রেষ্ঠ নাটক।
৩. এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক।
৪. এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক।
৫. এই নাটকে ইংরেজ লেখক শেক্সপিয়রের প্রভাব রয়েছে।
৬. এ নাটকের কাহিনি উইলিয়াম টডের 'রাজস্থান' নামক গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।
৭. নাটকটি ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হবার ৭ বছর পর ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শোভাবাজার নাট্যমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়।
৮. নাটকটির উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে– কৃষ্ণকুমারী, জগৎসিংহ, মদনীকা, ধনদাস, ভীমসিংহ।

মিল-অমিল–

কৃষ্ণকুমারী (নাটক)	মাইকেল মধুসূদন
কৃষ্ণচরিত (প্রবন্ধ)	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কৃষ্ণপক্ষ (গল্পগ্রন্থ)	আবদুল গাফফার চৌধুরী
কৃষ্ণপক্ষ (উপন্যাস)	হুমায়ূন আহমেদ
কন্যাকুমারী (উপন্যাস)	আবদুর রাজ্জাক

❍ মায়াকানন (প্রকাশকাল– ১৮৭৪ খ্রি.)
১. নাটকটি ১৮৭৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে রচিত হলেও এটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৭৪ সালে।
২. মাইকেল বেঙ্গল থিয়েটারের সাথে সম্পৃক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষের অনুরোধে মায়াকানন নাটকটি রচনা শুরু করেন কিন্তু নাটকটি রচনা শেষ হওয়ার আগেই তিনি মারা যান। পরে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাটকটির বাকি অংশ রচনা করেন।
৩. এটি মাইকেলের রচিত সর্বশেষ নাটক এবং শোকাবহ তথা ট্রাজেডি নাটক।

মাইকেল ও তাঁর অনূদিত নাটক:

❍ NIL DARPAN (নীলদর্পণ) :

১. মাইকেল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন এবং এর নাম দেন (Nil Darpan or The Indigo Planting Mirror (1861)।
২. নাটকটির ভূমিকা লেখেন রেভারেন্ড জেমস লং।
৩. By A Native ছদ্মনামে এটি প্রকাশ করেন।

❍ RATNAVALI (রত্নাবলি):

১. প্রকাশকাল– ১৮৫৮ খ্রি.।
২. বেলগাছিয়ার রাজাদের অর্থানুকূল্যে অনুবাদ করেন এবং নাটকটি অনুবাদ করে মাইকেল ৫০০ টাকা পারিশ্রমিক পান।
৩. নাটকটি শ্রীহর্ষ রচিত 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ।

মাইকেল ও তাঁর বিখ্যাত কবিতা:

❍ বঙ্গভাষা:

১. বঙ্গভাষা কবিতাটি মাইকেলের লেখা প্রথম এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট।
২. ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি প্রথম এই সনেট লেখার কথা বলেন। তখন এটির নাম ছিলো 'কবি-মাতৃভাষা'।
৩. পরে কিছু পরিবর্তিত রূপে 'বঙ্গভাষা' নামে কবিতাটি মাইকেলের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়।
৪. তিনি ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে থাকা অবস্থায় এ সনেটটি লিখেন।
৫. এ সনেটটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।
৬. বঙ্গভাষা কবিতার বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি–
   * "ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি,
   এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
   * "মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;–
   কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন!

❍ কপোতাক্ষ নদ:

১. কবিতাটি মাইকেলের একটি সনেট (চতুর্দশপদী কবিতাবলী)
২. এটি মাইকেলের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
৩. কপোতাক্ষ নদ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যশোর, সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার একটি নদ।
৪. মাইকেল তাঁর শৈশব কাটিয়েছেন এই নদের তীরে।
৫. তিনি যখন ফ্রান্সে ছিলেন, শৈশবের কথা স্মরণ করে 'কপোতাক্ষ নদ' নামে প্রখ্যাত সনেটটি রচনা করেন।
৬. কপোতাক্ষ নদ কবিতার বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি–
   * সতত 'হে নদ' তুমি পড় মোর মনে
   সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
   * বহু দেশে দেখিয়েছি বহু নদ- দলে,
   কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?

❍ বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ:

১. কবিতাটি মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের বধ নামক ৬ষ্ঠ সর্গের ৫২০-৫৭০ চরণ।
২. ৬ষ্ঠ সর্গের মূল বিষয় লক্ষ্মণের হাতে অন্যায় যুদ্ধে সাহসী বীর মেঘনাদের মৃত্যু।
৩. কবিতাটি ১৪ মাত্রার অমিল প্রবহমান যতি স্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

মাইকেলের ইংরেজি প্রবন্ধাবলি:

১. **On Poetry, Etc:** এটি কলেজ জীবনে রচনা করেন।
২. **Prize Essay:** এটি মাইকেল ১৮৪২ সালে 'রামগোপাল ঘোষ হিন্দু কলেজের' ছাত্রদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় লেখেন। এ প্রবন্ধটি লিখে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন।
৩. **The Anglo-Saxon and the Hindu:** এটি মাইকেলের মাদ্রাজে দেয়া ভাষণ। ১৮৫৪ সালে এটি প্রকাশিত হয়।

তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা:

1. Madras Spectator
2. Hind Patriot
3. Athenaeum
4. Hindu Chronicle

মাইকেলের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি:

১. অলীক কুনাট্যরঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে ও বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়। (শর্মিষ্ঠা : প্রস্তাবনা)
২. জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন- নদে? (বঙ্গভূমির প্রতি)
৩. ঊর্ধ্ব শির যদি তুমি কুল মনে ধনে;
করিওনা ঘৃণা তব নীচ শির জনে। (রসাল ও স্বর্ণলতিকা)

আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১. মাইকেল যেসব ভাষায় দক্ষ ছিলেন– বাংলা, ইংরেজি, গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, হিব্রু, ফারসি, জার্মান, ইটালিয়ান, তামিল ও তেলেগু।
২. তাঁর রচিত ও প্রকাশিত প্রথম বাংলা গ্রন্থের নাম– শর্মিষ্ঠা (নাটক)।
৩. মধুসূদন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন– ১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। তাঁর বয়স তখন ১৯ বছর।
৪. তিনি মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করেন– ২৪ বছর বয়সে।
৫. তিনি যে পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন– গধফৎধং ঝঢ়বপঃধঃড়ৎ।
৬. মধুসূদনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থের নাম– 'মাইকেল মধুসূধন দত্তের জীবনচরিত' (১৮৯৩)। লিখেছেন যোগীন্দ্রনাথ বসু।
৭. মধুসূদনের সৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণ বলা হয়– মাদ্রাজ থেকে ১৮৫৬ সালে প্রথম দিকে কলকাতায় ফিরে ১৮৬২ সালের মাঝামাঝি সময়ে মধুসূদনের বিলেত গমনের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে।
৮. রিজিয়া হলো– মাইকেলের অসম্পূর্ণ নাটক।
৯. মাইকেল 'রিজিয়া' রচনা করেন– মাদ্রাজে প্রবাসকালে ইংরেজি ব্ল্যাকভার্সেওজরুরধ : ঞযব ঊসঢ়ৎবংং ড়ভ ওহফরধ্ব রচনা করেন। এর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে নগেন্দ্রনাথ সোম মধুস্মৃতি গ্রন্থে এর অংশবিশেষ প্রকাশ করেন।
১০. মাইকেলের অন্যান্য রচনা– দ্রৌপদী স্বয়ম্বর (১৮৬৩-৬৪), সুভদ্রা হরণ (১৮৬৩-৬৪), বিষ না ধনুর্গুন (১৮৭৩)।
১১. 'বিষ না ধনুর্গুণ হলো– মাইকেল রচিত আংশিক নাটক।
১২. 'সুভদ্রা' হলো– মাইকেল রচিত একটি নাট্যকাব্য।
১৩. মাইকেলের প্রথম গীতিকবিতা হলো– আত্মবিলাপ।

এক কথায় উত্তর

১. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের নাম কী?**
উত্তর: শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)।

২. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট কবিতার নাম কী?**
উত্তর: 'কবি মাতৃভাষা'।

৩. **কখন মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হয়?**
উত্তর: ১৮৬১।

৪. **মাইকেল মধুসূদন দত্ত কত সালে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন?**
উত্তর: ১৯৪৩ সালে।

৫. **'কপোতাক্ষ নদ' কার সাথে পরিচিত?**
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৬. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রধান অবদান কীসে?**
উত্তর: মহাকাব্যে।

৭. **'দত্তকুলোদ্ভব' কবি কে?**
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৮. **বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক কে?**
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৯. **'মেঘনাদবধ কাব্য' কাহিনীর উৎস কোনটি?**
উত্তর: রামায়ণ।

১০. **'মেঘনাদবধ কাব্য' ইংরেজীতে অনুবাদ করেন?**
উত্তর: রাজনারায়ণ বসু।

১১. **মধুসূদন দত্ত রচিত পত্রকাব্য কোনটি?**
উত্তর: বীরাঙ্গনা।

১২. **'কৃষ্ণকুমারী' কি ধরনের নাটক?**
উত্তর: ঐতিহাসিক নাটক।

১৩. **মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোন শতকের কবি?**
উত্তর: ঊনবিংশ শতাব্দী।

১৪. **'একেই কি বলে সভ্যতা' কি ধরনের রচনা?**
উত্তর: প্রহসন।

১৫. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক কমেডি কোনটি?**
উত্তর: পদ্মাবতী (১৮৬০)।

১৬. **বাংলা সাহিত্যের সার্থক ট্রাজেডি কোনটি?**
উত্তর: কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)।

১৭. **'সনেট' বাংলা অর্থ কী?**
উত্তর: চতুর্দশপদী কবিতা।

১৮. **'মেঘনাদবধ' কাব্য এর সর্গ সংখ্যা কয়টি?**
উত্তর: ৯টি।

১৯. **'বীরাঙ্গনা' কাব্য প্রকাশিত হয়?**
উত্তর: ১৮৬২।

২০. **'বীরাঙ্গনা' কাব্য কয়টি পত্র আছে?**
উত্তর: ১১টি।

Teacher's Work

১. **কত সালে 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রথম প্রকাশিত হয়?** [৩৮তম বিসিএস]
ক ১৮৫২ খ ১৮৫৩ গ ১৮৬১ ঘ ১৮৬৪ **গ**

২. **কোনটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রকাব্য-** [৩৬তম বিসিএস]
ক ব্রজাঙ্গনা খ বিলাতের পত্র গ বীরাঙ্গনা ঘ হিমালয় **গ**

৩. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কোন ধরনের কাব্য?** [৩১, ১২তম বিসিএস]
ক মহাকাব্য খ পত্রকাব্য গ গীতিকাব্য ঘ আখ্যানকাব্য **খ**

৪. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনা নয় কোনটি?** [৩৪তম বিসিএস]
ক তিলোত্তমাসম্ভব খ মেঘনাদবধ কাব্য গ বেতালপঞ্চবিংশতি ঘ বীরাঙ্গনা **গ**

৫. **বাংলা কবিতায় আধুনিকতার প্রবর্তক কে?**
ক বিহারীলাল খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত গ দৌলত কাজী ঘ চণ্ডীদাস **খ**

৬. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকবি-**
ক কায়কোবাদ খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ আলাওল **গ**

৭. **'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' কোন জাতীয় শিল্পকর্ম?**
ক উপন্যাস খ নাটক গ প্রহসন ঘ ছোটগল্প **গ**

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১)

বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক মীর মশাররফ হোসেন (১৩ নভেম্বর, ১৮৪৭-১৯ ডিসেম্বর, ১৯১১)।
তাঁর ছদ্মনাম 'গাজী মিয়াঁ'। তিনি কুষ্টিয়ার লাহিনী পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন (১৩ নভেম্বর, ১৯৪৭)। তাঁর জীবনের অধিকাংশ ব্যয় হয় ফরিদপুর নবাব এস্টেটে চাকরি করে। তিনি কলকাতায় সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১) ও কুমারখালির গ্রামবার্তা প্রকাশিকা (১৮৬৩) পত্রিকায় মফস্বল সাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি আজিজননেহার (১৮৭৪) ও হিতকারী (১৮৯০) নামক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কাঙাল হরিনাথ তার সাহিত্যগুরু।

উপন্যাস: 'রত্নবতী' (১৮৬৯), 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৮৫-১৮৯১), গাজী মিয়াঁর বস্তানী (১৮৯৯), রাজিয়া খাতুন, বাধা খাতা (১৮৯৯), নিয়তি কি অবনতি (১৮৯৯)।

প্রথম গ্রন্থ: 'রত্নবতী' (১৮৬৯)। এটি একটি উপন্যাস। এটি বাঙালি মুসলমান রচিত প্রথম গ্রন্থ। লেখক একে 'কৌতুকাবহ উপন্যাস' বলেছেন। এর বিষয়বস্তু 'ধন বড় না বিদ্যা বড়' বিষয় নিয়ে বিতর্ক।

'বিষাদ সিন্ধু' (১৮৯১): মীর মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ রচনা । এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য কারবালার বিষাদময় কাহিনী । উপন্যাসটি তিন খণ্ডে বিভক্ত- মহররম পর্ব, উদ্ধার পর্ব, এজিদবধ পর্ব । গ্রন্থটিতে নায়ককে মূল চরিত্রে ফুটিয়ে তোলার ছায়াপাত ঘটেছে মাইকেলের মেঘনাদ বধ মহাকাব্যের আদলে ।

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৮৯৯): তার আত্মজীবনীমূলক রচনা । এতে লেখক নিজেকে 'ভেড়াকান্ত' নামে উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটি একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা । বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তর'- এর ছায়াপাত এতে দেখা যায় ।

নাটক: মীর মশাররফ হোসেন রচিত নাটকগুলো হলো 'বসন্তকুমারী' (১৮৭৩), জমিদার দর্পণ (১৮৭৩), বেহুলা গীতাভিনয় (১৮৮৯) ।
মীর মশাররফ হোসেন রচিত প্রহসনগুলো হলো- 'এর উপায় কি' (১৮৭৫), 'ভাই ভাই এই তো চাই' (১৮৯৯) ।

কাব্যগ্রন্থ: গোরাই ব্রিজ (১৮৭৩), পঞ্চনারী (১৮৯৯), মোসলেম বীরত্ব (১৯০৭), প্রেম পারিজাত (১৮৯৯), মদিনার গৌরব, বাজীমাৎ ।
প্রবন্ধ: গো জীবন (১৮৮৯), বিবি কুলসুম (১৮৯০), আমার জীবনী ।
গো জীবন গ্রন্থে গো হত্যা অনুচিত মত প্রকাশ করায় মামলায় জড়িয়ে পড়েন এবং পরে ধর্মীয় মৌলবাদীদের প্রবল চাপের মুখে তিনি গ্রন্থটি প্রত্যাহার করেন ।
সম্পাদিত পত্রিকা: আজিজন নেহার (১৮৭৪), হিতকারী (১৮৯০) ।
গানের সংকলন: সংগিত লহরী (১৮৭৭) ।

উল্লেখযোগ্য নাটক

◈ বসন্তকুমারী, জমিদার দর্পণ, বেহুলা গীতাভিনয় ।

১. **বসন্তকুমারী (১৮৭৩) :**
মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) রচিত 'বসন্তকুমারী নাটক' লেখকের প্রথম নাটক এবং তৃতীয় গ্রন্থ । এটি ১৮৭৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় । বসন্তকুমারী নাটক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান নাট্যকার কর্তৃক রচিত প্রথম সার্থক নাটক ।

বৈশিষ্ট্য : এটি প্রচলিত লোককাহিনীর উপাদানে সমৃদ্ধ নাটক । যুবতী-বিমাতার যুবক সতীন পুত্রের প্রতি সমাজ নিষিদ্ধ আকর্ষণ, প্রত্যাখ্যান এবং প্রত্যাখ্যাত চিত্রের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় বিমাতার নিষ্ঠুরতা নাটকের কাহিনী । নাটকের পরিসমাপ্তি বিয়োগাত্মক । তিন অঙ্কবিশিষ্ট ও এগারো দৃশ্য সম্বলিত নাটকে রয়েছে প্রস্তাবনাসহ মোট ৮টি সঙ্গীত ।
প্রধান চরিত্র: বিমাতা রেবতী, সতীন পুত্র নরেন্দ্র, নরেন্দ্রর স্ত্রী বসন্তকুমারী ও পিতা বীরেন্দ্র সিংহ এই চারটি প্রধান চরিত্র আশ্রয়ে নাটকটি বিকশিত । বিমাতা রেবতী চরিত্রটি বাংলা নাটকে সামন্ত মূল্যবোধ-লালিত বঙ্গীয় সমাজে নারীর স্বাধীন চিত্তের প্রথম রুদ্র প্রকাশ । আর 'বসন্তকুমারী' নাটক অবহেলিত নারী হৃদয়ে ভারাক্রান্ত সামন্ত সমাজের অভ্যন্তরে প্রথম বিদ্রোহ । নামকরণে বঙ্কিমের কৃষ্ণকুমারী নাটকের ছায়া রয়েছে ।

২. **জমিদার দর্পণ (১৮৭৩) :** মুসলমান চরিত্র অবলম্বনে রচিত প্রথম নাটক 'জমিদার দর্পণ' । কৃষকদের জীবনে জমিদার যে কতটুকু অভিশাপ হয়ে দেখা দিতে পারে তারই প্রামাণ্য চিত্র এ নাটকে অঙ্কিত হয়েছে । অত্যাচারী ও চরিত্রহীন জমিদার হাওয়ান আলীর অত্যাচার এবং কৃষক আবু মোল্লার গর্ভবতী স্ত্রী নুরুন্নেহারকে ধর্ষণ ও হত্যার কাহিনি এতে ফুটে উঠেছে । নাট্যকার একে সমাজের অবিকল ছবি হিসেবে বর্ণনা করেছেন । দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের নামকরণের সাথে সাদৃশ্য থাকলেও বিষয়বস্তু, ঘটনা সংস্থাপন ও চিত্রসৃষ্টিতে স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয় ।

মনে রাখার শর্টকার্ট:
জন্ম- কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া
ছদ্মনাম- গাজী মিয়াঁ
সাহিত্যে গুরু- কাঙাল হরিনাথ
তাঁর প্রথম গ্রন্থ- রত্নবতী (১৮৬৯) (বাঙালি মুসলমান রচিত ১ম)
তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা- আজিজন নেহার ও হিতকারী

এক কথায় উত্তর

১. **বাংলা সাহিত্যে 'গাজী মিয়াঁ' কে?**
উত্তর: মীর মশাররফ হোসেন ।

২. **'জমীদার দর্পণ' নাটক কে রচনা করেন?**
উত্তর: মীর মশাররফ হোসেন ।

৩. **মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম কী?**
উত্তর: গাজী মিয়াঁর বস্তানী ।

৪. **'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকার সংবাদ দাতা হিসেবে কাজ করতেন কে?**
উত্তর: মীর মশাররফ হোসেন ।

৫. **মুসলমান চরিত্র অবলম্বনে মীর মশাররফ হোসেন রচিত প্রথম নাটক কোনটি?**
উত্তর: জমিদার দর্পণ ।

৬. **'হিতকারী' পত্রিকাটির সম্পাদক কে?**
উত্তর: মীর মশাররফ হোসেন ।

৭. **বাঙালি মুসলমান রচিত প্রথম গ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর: রত্নবতী ।

৮. **মীর মশাররফ হোসেন তার কোন রচনাটিতে নিজেকে ভেড়াকান্ত নামে উল্লেখ করেছেন?**
উত্তর: গাজী মিঁয়ার বস্তানী ।

৯. **মীর মশাররফ হোসেন রচিত সার্থক নাটক কোনটি?**
উত্তর: বসন্তকুমারী ।

১০. **মীর মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি?**
উত্তর: বিষাদ সিন্ধু ।

১১. **বিষাদ-সিন্ধু উপন্যাসের মূল উপজীব্য কি?**
উত্তর: কারবালার ঘটনা ।

১২. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলিম ঔপন্যাসিক কে?**
উত্তর: মীর মশাররফ হোসেন ।

১৩. **'ফাঁস কাগজ' কি ধরনের রচনা?**
উত্তর: প্রহসন ।

১৪. **কোন প্রবন্ধ রচনার জন্য মীর মশাররফ হোসেন মামলায় জড়িয়ে পরেন?**
উত্তর: গো-জীবন ।

১৫. **"মাতৃভাষায় যাহার ভক্তিনাই, সে মানুষ নহে" । উক্তিটি কে করেছেন?**
উত্তর: মীর মশাররফ হোসেন ।

১৬. **'নরেন্দ্র' চরিত্রটি মীর মশাররফ হোসেনের কোন রচনার অন্তর্ভুক্ত?**
উত্তর: বসন্তকুমারী ।

১৭. **"বিবি কুলসুম" কার লেখা আত্মজীবনী?**
উত্তর: মীর মশাররফ হোসেন ।

Teacher's Work

১. **মীর মশাররফ হোসেনের জীবনকাল কোনটি?** [৩০তম বিসিএস]
ক ১৮৪৭-১৯১১ খ ১৮৪৭-১৯১২
গ ১৮৫৭-১৯১১ ঘ ১৮৫৭-২৯১২ ক

২. **মীর মশাররফ হোসেন রচিত গ্রন্থ হচ্ছে-** [৩৯তম বিসিএস]
ক আলালের ঘরের দুলাল খ হুতোম প্যাঁচার নকশা
গ কলিকাতা কমলালয় ঘ গাজী মিয়াঁর বস্তানী ঘ

৩. **মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' একটি-** [৪৪তম বিসিএস]
ক মহাকাব্য খ ইতিহাস গ্রন্থ
গ উপন্যাস ঘ ইতিহাস আশ্রিত জীবনীগ্রন্থ গ

৪. **'উদাসীন পথিকের মনের কথা' কোন জাতীয় রচনা?** [২৬তম বিসিএস]
ক নাটক খ আত্মজৈবনিক উপন্যাস
গ কাব্য ঘ গীতি কবিতার সংকলন খ

৫. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিকের নাম কী?**
ক মোতাহের হোসেন খ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
গ মীর মশাররফ হোসেন ঘ ফররুখ আহমদ গ

৬. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম নাট্যকার রচিত নাট্যগ্রন্থ কোনটি?**
ক জগৎ মোহিনী খ বসন্তকুমারী
গ আয়না ঘ মোহনী প্রেমদাস খ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৬ জুন ১৮৩৮- ৮ এপ্রিল ১৮৯৪)। তাঁর উপাধি 'সাহিত্য সম্রাট' এবং ছদ্মনাম 'কমলাকান্ত'। তাকে 'বাংলার ওয়াল্টার স্কট' ও 'নবজাগরণের অগ্রদূত' বলা হয়। তিনি পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণার কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা তথা মানস' (১৮৫৬)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম গ্রাজুয়েট। তার প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত পত্রিকার নাম 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২)।

উপন্যাস :

বঙ্কিমচন্দ্র রচিত উপন্যাসের সংখ্যা ১৫টি, এগুলোর মধ্যে ১৪টি সার্থক উপন্যাস। এগুলো হলো- Rajmohon's Wife (১৮৬৪), দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রাজসিংহ (১৮৮২), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রজনী (১৮৭৭), ইন্দিরা (১৮৭৩), দেবী চৌধুরাণী (১৮৭৪) রাধা-রাণী (১৮৮৬), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), আনন্দমঠ (১৮৮২), সীতারাম (১৮৮৭)।

তার প্রথম ও সার্থক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। প্রথম সার্থক রোমান্টিক উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬)। প্রথম রোমান্টিক সংলাপ 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ!' এটি কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের। নবকুমার, কাপালিক, কপালকুণ্ডলা এ উপন্যাসের চরিত্র। উপন্যাসটির আরেকটি বিখ্যাত লাইন হল- 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), রাজসিংহ (১৮৮২), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫)।

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলো বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের চরিত্র হলো রোহিনী, গোবিন্দলাল, ভ্রমর। নগেন্দ্রনাথ, কুন্দনন্দিনী 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চরিত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ত্রয়ী' উপন্যাসগুলো 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), 'সীতারাম' (১৮৮৭)।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবল দেশ প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) উপন্যাসে। এতে হিন্দু ধর্মের জাগরণের কথা ফুটে উঠেছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ছায়ায় স্বদেশভক্তি, স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি বঙ্কিমের নিষ্ঠার প্রকাশ ঘটেছে এ উপন্যাসে। এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'বন্দে মাতরম' গানটি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকারীদের সম্প্রদায় প্রীতির উদ্দীপক গান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। গোঁড়া হিন্দুগণ তাকে ঋষি আখ্যায়িত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক উপন্যাস 'মৃণালিনী' (১৮৬৯)। ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গদেশে তুর্কী আক্রমণের পটভূমি এতে ফুটে উঠেছে। বঙ্কিমের দেশাত্মবোধ এতে উন্মোচিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস 'রজনী' (১৮৭৭)। কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫) বঙ্কিমের রম্যরচনা। এতে লেখক নিজে কমলাকান্তের ছদ্মাবরণে ব্যঙ্গ, বিদ্রুপের মাধ্যমে নানা অসঙ্গতি ফুটিয়ে তুলেছেন।

'সাম্য' বঙ্কিমের একটি প্রবন্ধগ্রন্থ। এ গ্রন্থে সমাজে সাম্যপ্রতিষ্ঠায় তার চিন্তার প্রতিফলন রয়েছে। পরবর্তীতে বঙ্কিমচন্দ্র তার 'সাম্য' গ্রন্থ বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেন।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	'দুর্গেশনন্দিনী'	আয়েশা, তিলোত্তমা
	'কপালকুণ্ডলা'	কপালকুণ্ডলা, নবকুমার
	'বিষবৃক্ষ'	কুন্দনন্দিনী, নগেন্দ্রনাথ
	'কৃষ্ণকান্তের উইল'	রোহিণী, গোবিন্দলাল

এক কথায় উত্তর

১. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাসের নাম কী?**
উত্তর: দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)।

২. **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?**
উত্তর: বঙ্গদর্শন (১৮৭২)।

৩. **বাংলারঙ্কট কে?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪. **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রথম গ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর: ললিতা তথা মানস।

৫. **কমলাকান্ত কার ছদ্মনাম?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৬. **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রথম উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর: Rajmonon's Wife।

৭. **'রজনী' কি ধরনের উপন্যাস?**
উত্তর: সামাজিক উপন্যাস।

৮. **কোনটি বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাস?**
উত্তর: সীতারাম।

৯. **কোন গানটি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকারীদের সম্প্রদায় প্রীতির উদ্দীপক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে?**
উত্তর: বন্দে মাতরম।

১০. **কোনটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত রম্য রচনা?**
উত্তর: কমলাকান্তের দপ্তর।

১১. **'সাম্য' প্রবন্ধগ্রন্থটি কার লেখা?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১২. **সাহিত্য সম্রাট নামে খ্যাত কে?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৩. **ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর: আনন্দমঠ।

১৪. **'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?-উক্তিটি কার রচনা?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৫. **বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক কে?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৬. **'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?-কে, কাকে বলেছিলেন?**
উত্তর: কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে।

১৭. **বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর: দুর্গেশনন্দিনী।

১৮. **'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ'-এটি বঙ্কিমচন্দ্রের কোন গ্রন্থের উক্তি?**
উত্তর: কপালকুণ্ডলা।

১৯. **'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নায়কের নাম কী?**
উত্তর: নবকুমার।

২০. **'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটি কার লেখা?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২১. **'আনন্দমঠ' উপন্যাস কার লেখা?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২২. **'রাজসিংহ' উপন্যাস কার রচনা?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২৩. **বঙ্কিমচন্দ্র রচিত গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর: বিষবৃক্ষ।

২৪. **বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসের বিষয়বস্তু হলো-**
উত্তর: ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

২৫. **'কুন্দনন্দিনী' কোন উপন্যাসের চরিত্র?**
উত্তর: বিষবৃক্ষ।

২৬. **বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচারধর্মী ত্রয়ী উপন্যাস কোনগুলো?**
উত্তর: আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী, সীতারাম।

২৭. **'বাবা কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি, যে আমাকে এর ভিতর পুরিলে'? বাক্যটি কার রচনা?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২৮. **'কমলাকান্তের দপ্তর' কার লেখা?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র।

Teacher's Work

১. **কত সালে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয়?** [৪৩তম বিসিএস]
ক ১৮৬০ খ ১৮৬১ গ ১৮৬৫ ঘ ১৮৬৭ — গ

২. **'প্রদীপ নিবিয়া গেল!' এ বিখ্যাত বর্ণনা কোন উপন্যাসের?** [৩৭তম বিসিএস]
ক বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' খ রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'
গ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' ঘ রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ — গ

৩. **বাংলা আধুনিক উপন্যাস এর প্রবর্তক ছিলেন?** [৪০তম বিসিএস]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ প্যারীচাঁদ মিত্র গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ঘ

৪. **'মনোরমা' বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসের চরিত্র?** [৪৪তম বিসিএস]
ক কৃষ্ণকান্তের উইল খ দুর্গেশনন্দিনী গ মৃণালিনী ঘ বিষবৃক্ষ — গ

৫. **বাংলা সাহিত্যধারার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ হলেন-**
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ প্যারীচাঁদ মিত্র ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ঘ

৬. **'সাহিত্য সম্রাট' নামে খ্যাত কোন বাংলা লেখক?**
ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ঘ

৭. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' কত সালে প্রকাশিত হয়?**
ক ১৮৫৯ সালে খ ১৮৬০ সালে গ ১৮৬১ সালে ঘ ১৮৬৫ সালে — ঘ

৮. **'কপালকুণ্ডলা' কোন প্রকৃতির রচনা?**
ক রোমান্সমূলক উপন্যাস খ ঐতিহাসিক উপন্যাস গ বিয়োগান্তক নাটক ঘ সামাজিক উপন্যাস — ক

জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬)

পরিচিতিমূলক তথ্য:

জন্ম: ১ জানুয়ারি, ১৯০৩ খ্রি. ।

জন্মস্থান: ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামের মাতুলালয়ে জন্মেছেন ।

তাঁর পৈত্রিক নিবাস: গোবিন্দপুর (আম্বিকাপুর) ।

মৃত্যু: ১৩ মার্চ, ১৯৭৬ খ্রি. (৭৩ বছর) ।

মৃত্যুস্থান: ঢাকায় ।

সমাধিস্থান: ফরিদপুর তাঁর নিজ গ্রামে আম্বিকাপুরে ।

পুরো নাম: মোহাম্মদ-জসিমউদ্দীন মোল্লা ।

পিতা: আনসার উদ্দীন মোল্লা (স্কুল শিক্ষক) ।

মাতা: আমিনা খাতুন ওরফে 'রাঙাছুট' ।

উপাধি: শ্রেষ্ঠ পল্লীকবি ।

তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবন

১. তিনি ফরিদপুর ওয়েলফেয়ার স্কুল ও পরবর্তী ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৯২১ সালে উত্তীর্ণ হন ।

২. তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে' ১৯২৯ সালে বি.এ ডিগ্রি এবং ১৯৩১ সালে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন ।

৩. ১৯৩১-১৯৩৭ সাল পর্যন্ত দীনেশচন্দ্র সেনের সাথে লোক সাহিত্য সংগ্রাহক হিসেবে কাজ করেন ।

৪. ১৯৩৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লেকচারার পদে যোগ দেন ।

পুরস্কার

পুরস্কার:

১. স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৭৮) ।

২. বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন (১৯৭৪ সালে)

৩. প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ড ফর প্রাইড অফ পারফরমেন্স, পাকিস্তান (১৯৫৮)

পদক:

১ একুশে পদক: ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ।

উপাধি:

১ 'ডি-লিট': রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৬৯ সালে ।

◻ জসীমউদ্দীন ও তাঁর কাব্যগ্রন্থ:

'রাখালী' (১৯২৭ খ্রি.) :

১. এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ।

২. এ কাব্যটিতে ১৯টি কবিতা রয়েছে ।

'নকশী কাঁথার মাঠ' (১৯২৯)

১. এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাহিনিকাব্য যা বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে ।

২. গ্রামীণ জীবন মাধুর্য ও কারুণ্য, বৈচিত্র্যহীন ক্লান্তিকরতা এবং মানুষের অসহায়তা এই কাব্যের উপকরণ ।

৩. আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে এই কাব্য এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে লেখা হয়েছিল ।

৪. নকশী কাঁথার মাঠ কাব্যোপন্যাসটি রূপাই ও সাজু নামক দুই গ্রামীণ যুবক-যুবতীর অবিনশ্বর প্রেমে করুণ কাহিনি নিয়ে রচিত ।

৫. এই দুজনই ছিলেন বাস্তব চরিত্র ।

৬. গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয় ।

৭. এর ইংরেজি অনুবাদের নাম 'Field of the Embroidery Quilt' এর অনুবাদক EM Milford ।

'সোজন বাদিয়ার ঘাট' (১৯৩৪ খ্রি.)

১. বাংলার অপূর্ব অনবদ্য রূপকল্প এই কাব্যগ্রন্থটির মূল উপজীব্য ।

২. এই কাব্যের প্রধান চরিত্র– সোজন ও দুলী ।

সুচয়নী (প্রকাশকাল– ১৯৬১ খ্রি.)

৩. এটি কবির নির্বাচিত কবিতার সংকলন ।

◻ অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ:

বালুচর (১৯৩০ খ্রি.), ধানক্ষেত (১৯৩৩ খ্রি.), রূপবতী (১৯৪৬ খ্রি.), মাটির কান্না (১৯৫৮), এক পয়সার বাঁশী (১৯৫৬ খ্রি.), সকিনা (১৯৫৯ খ্রি.), মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩ খ্রি.), হলুদ বরণী (১৯৬৬ খ্রি.), জলে লেখন (১৯৬৯ খ্রি.), ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে (১৯৭২ খ্রি.) মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো (১৯৭৬ খ্রি.) কাফনের মিছিল (১৯৮৮ খ্রি.) ।

◻ জসীমউদ্দীন ও তাঁর কবিতা:

কবর

১. কবিতাটি 'রাখালী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ।

২. এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত ।

৩. এ কবিতায় ১১৮টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে ।

৪. এ কবিতার মূলভাব– বেদনাগাঁথা বা শোকগাঁথা

৫. গ্রামীণ এক বৃদ্ধ দাদু তার একমাত্র জীবিত নাতীর কাছে তাঁর প্রিয়জন হারানোর বেদনা ব্যক্ত করেছেন এই কবিতায় ।

৬. কবিতাটি প্রথম 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ।

৭. জসীমউদ্দীনের কলেজের ছাত্রাবস্থায় কবিতাটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য তালিকাভূক্ত হয় ।

রাখাল ছেলে

১. কবিতাটি 'রাখালী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ।

২. রাখালী' গ্রন্থে তাঁর পল্লী গানগুলো সংকলিত হয়েছে ।

আসমানী

১. এটি 'এক পয়সার বাঁশি' কাব্যের অন্তর্গত ।

২. আসমানী চরিত্রটির বাড়ি ফরিদপুরে ।

মুসাফির (বালুচর), খেলোয়ার, চাষার ছেলে, পল্লীজননী (রাখালী কাব্যে), নিমন্ত্রণ (ধানক্ষেত), দেশ, পল্লীবর্ষা ।

জসীমউদ্দীন ও তাঁর নাটক:

পদ্মাপাড় (১৯৫০ খ্রি.), বেদের মেয়ে (১৯৫১ খ্রি.) গ্রামের মেয়ে (১৯৫১ খ্রি.), গ্রামের মায়া (গীতি নাট্য) (১৯৫৯ খ্রি.) আসমান সিংহ (১৯৮৬ খ্রি.) মধুমালা (১৯৫১ খ্রি.), পল্লীবধূ (১৯৫৬ খ্রি.) ওগো পুষ্পধনু (১৯৬৮)।

জসীমউদ্দীনের একমাত্র উপন্যাস:

বোবা কাহিনি (প্রকাশকাল– ১৯৬৪ খ্রি.):

১. উল্লেখযোগ্য চরিত্র– গরীবুল্লা মাতবর, রহিমুদ্দীন কারিকর, বছির, আজহার।
২. উপন্যাসটিতে মহাজনী শোষণের উল্লেখ রয়েছে।
৩. উপন্যাসটিতে কোন জটিলতা নেই।
৪. এতে সরল ও সাদামাটা একটি গল্প আছে।

তাঁর আত্মকথা গ্রন্থ:

যাঁদের দেখেছি (১৯৫২ খ্রি.), জীবন কথা (১৯৬৪ খ্রি.) স্মৃতিপট (১৯৬৪ খ্রি.), ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (১৯৬১ খ্রি.)।

তাঁর ভ্রমণ কাহিনিমূলক গ্রন্থ:

চলে মুসাফির (১৯৫২ খ্রি.) হলদে পরীর দেশে (১৯৬৭ খ্রি.) জার্মানির শহরে বন্দরে (১৯৭৫ খ্রি.), যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮ খ্রি.)।
রঙিলা নায়ের মাঝি (১৯৩৫ খ্রি.), গাঙ্গের পাড় (১৯৬৪ খ্রি.), জারি গান (১৯৬৮ খ্রি.), মুর্শিদী গান (১৯৭৭ খ্রি.)।

তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থ:

হাসু (১৯৩৮ খ্রি.), এক পয়সার বাঁশী (১৯৪৯ খ্রি.), ডালিম কুমার (১৯৫১ খ্রি.)।

প্রশ্ন: জসীমউদ্দীনকে কী কবি বলা হয় ও কর্মপরিধি কী?

উত্তর: পল্লী কবি। তিনি এম.এ শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের আনুকূল্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লীগীতি সংগ্রাহক পদে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি ১৯৩১-১৯৩৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চাকরি করেন। ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালে প্রচার বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টরের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কবি জসীমউদ্দীন হল' আছে।

প্রশ্ন: তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম কী?

উত্তর: 'মিলন গান' (১৯২১): এটি 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন: তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহ কী কী?

উত্তর: **'রাখালী' (১৯২৭):** এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যের ১৮টি কবিতার মধ্যে অন্যতম কবিতা 'কবর'। এটি কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জসীমউদ্দীন কলেজে অধ্যয়নকালে 'কবর' কবিতা রচনা করে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। যা তাঁর ছাত্রাবস্থায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

'নকশী কাঁথার মাঠ' (১৯২৯): এটি কবির শ্রেষ্ঠ কাহিনি কাব্য / গাথা কাব্য। এ গ্রন্থের প্রথম অংশে আছে চাষার ছেলে রূপাই ও পাশের গ্রামের মেয়ে সাজুর প্রথম পরিচয় থেকে অনুরাগের বিকাশ ও বিবাহ এবং কয়েক মাসের সুখময় জীবনের গল্প এবং দ্বিতীয় ভাগে তাদের বিচ্ছেদ। গ্রামীণ জীবনের মাধুর্য ও কারুণ্য, বৈচিত্র্যহীন ক্লান্তিকরতা এবং মানুষের অসহায়তা এ কাব্যের উপকরণ। ১৯২৮ সালে ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার শিলাসী গ্রামে জসীমউদ্দীন ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করতে আসলে রূপাই নামক এক ব্যক্তির সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। এ ব্যক্তির বাস্তব জীবনীকে কেন্দ্র করে তিনি রচনা করেন 'নকশী কাঁথার মাঠ'।

চরিত্র: সাজু, রূপাই। E.M Milford এটিকে Field of the Embroidery Quilt নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

'সুচয়নী' (১৯৬১): এটি তাঁর নির্বাচিত কবিতার সংকলন।

'সোজন বাদিয়ার ঘাট' (১৯৩৪): এ কাহিনিকাব্য/গাথাকাব্যটি ইউনেস্কোর উদ্যোগে 'Gypsy Wharf' (১৯৬৯) নামে অনূদিত হয়। **চরিত্র:** সোজন, দুলী।

'এক পয়সার বাঁশী (১৯৫৬): এ কাব্যের বিখ্যাত কবিতা 'আসমানী'। আসমানী একটি বাস্তব চরিত্র। ফরিদপুর সদরের ঈশান গোপালু ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রামে জসীমউদ্দীনের বড় ভাই রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যাপক নুরুদ্দিন আহমেদের শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গিয়ে তিনি আসমানীর দেখা পান এবং এখানেই বসে তিনি 'আসমানী' কবিতাটি রচনা করেন। ৯৭ বছর বয়সে ১৮ আগস্ট, ২০১২ সালে আসমানী মারা যান।

'বালুচর' (১৯৩০), 'ধানক্ষেত' (১৯৩৩), 'রূপবতী' (১৯৪৬), 'মা যে জননী কান্দে' (১৯৬৩), 'মাটির কান্না' (১৯৫৮), 'সকিনা' (১৯৫৯)।

তাঁর বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি:

১. 'বাপের বাড়িতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা,
আমরে দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলীর গাঁ।'– (কবর কবিতা)
২. 'কপোল ভাসিয়া যায় নয়নের জলে।'
৩. 'আসমানীরে দেখতে যদি তোমরা সবে চাও।' (আসমানী)
৪. 'মিষ্টি তাহার মুখটি হতে হাসির প্রদীপ রাশি,
থাপড়েতে নিভিয়ে গেছে দারুণ অভাব আসি।' (আসমানী)
৫. কাঁচা ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া' এবং
'জালি লাউয়ের ডগার মতোন বাহু দু'খান সরু'– (নকশী কাঁথার মাঠ, রুপাই সম্পর্কে)
৬. সেই ঘরেতে একলা বসে ডাকছে আমার মা।– (রাখাল ছেলে)
৭. 'ভেস্তে নসিব করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত প্রাণ' ('কবর' কবিতা)
৮. 'মাটিরে আমি যে বড় ভালবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক' ('কবর' কবিতা)
৯. 'নিবিড় ছায়া আঁধার করা পাতার পারাবার,
রবির আলো খণ্ড হয়ে নাচছে পায়ে তার।'– ('দেশ' কবিতা)
১০. 'খেতের পরে খেত চলেছে'– ('দেশ' কবিতা)
১১. 'মাথার পরে কালো কালো মেঘরা এসে ভেড়ে,
বুনো হাতির দল এসেছে আকাশখানি ছেড়ে।' ('দেশ' কবিতা)

তাঁর বিখ্যাত গান:

১. আমার সোনার ময়না পাখি..... ।
২. আমার গলার হার খুলে নে..... ।
৩. আমার হার কালা করলাম রে..... ।
৪. আমায় ভাসাইলি রে..... ।
৫. আমায় এতো রাতে কেন ডাক দিলি..... ।
৬. কেমন তোমার মাতা পিতা..... ।

৭. নদীর কূল নাই কিনারা নাই..... ।
৮. প্রাণো সখি রে ঐশোন কদম্ব তলে..... ।
৯. ও বন্ধু রঙিলা..... ।
১০. ও বাজান চল যাই মাঠে লাঙল বাইতে..... ।
১১. রঙিলা নায়ের মাঝি..... ।
১২. নিশিতে যাইও ফুলবনে, ও ভোমরা..... ।
১৩. ও আমার দরদি আগে জানলে..... ।
১৪. বাঁশরি আমার হারাই গিয়াছে..... ।
১৫. বালু চরের মেয়ে..... ।
১৬. বাদল বাঁশি ওরে বন্ধু..... ।
১৭. গাঙ্গের কুলরে গেলো ভাঙিয়া..... ।
১৮. ও তুই যারে আঘাত হানলিরে মনে..... ।
১৯. ও আমার গহীন গাঙের নাইয়া..... ।
২০. আমার বন্ধু বিনোদিয়া..... ।

এক কথায় উত্তর

১. কবি জসীমউদ্দীনের জীবনকাল কত?
উত্তর: ১৯০৩-১৯৭৬ ইং ।

২. তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
উত্তর: রাখালী (১৯২৭) ।

৩. তাঁর একমাত্র উপন্যাসের নাম কী?
উত্তর: বোবা কাহিনি ।

৪. কবি জসীমউদ্দীনের পৈত্রিক নিবাস কোথায়?
উত্তর: গোবিন্দপুর ।

৫. কবি জসীমউদ্দীনের কত সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগ দেন?
উত্তর: ১৯৩৮ সালে ।

৬. কবর কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
উত্তর: মাত্রাবৃত্ত ।

৭. জসীমউদ্দীনের শ্রেষ্ঠ কাহিনিকাব্য কোনটি?
উত্তর: নকশী কাঁথার মাঠ ।

৮. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাহিনিকাব্যের অনুবাদক কে?
উত্তর: EM Milford ।

৯. 'কবর' কবিতাটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উত্তর: কল্লোল ।

১০. কবি জসীমউদ্দীন ডি-লিট উপাধি লাভ করেন?
উত্তর: ১৯৬৯ সালে ।

১১. 'আসমানী' কবিতাটি কার সৃষ্টি?
উত্তর: জসীমউদ্দীন ।

১২. কবর কবিতায় দাদু শাপলার হাটে কি বিক্রি করতেন?
উত্তর: তরমুজ ।

১৩. 'পদ্মাপাড়' কার লেখা নাটক?
উত্তর: জসীমউদ্দীন ।

১৪. জসীমউদ্দীন রচিত আত্মজীবনী কোনটি?
উত্তর: জীবনকথা ।

১৫. 'হাসু' শিশুতোষ গ্রন্থটি কার লেখা?
উত্তর: জসীমউদ্দীন ।

১৬. আসমানীদের দেখতে কোথায় যেতে হবে?
উত্তর: রসুলপুরে ।

Teacher's Work

১. কবি জসীমউদ্দীনের জীবনকাল কোনটি? [১৪তম বিসিএস]
ক ১৯০৩-১৯৭৬ খ ১৯১০-১৯৮৭ গ ১৮৮৯-১৯৬৬ ঘ ১৮৯৯-১৯৭৯ **ক**

২. তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মেছিলেন কোন কবি? [৩১তম বিসিএস]
ক জসীমউদ্দীন খ আবুল হাসান গ ফররুখ আহমদ ঘ শহীদ কাদরী **ক**

৩. কোন কাব্যটি পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের রচিত? [৩৪তম বিসিএস]
ক চৈতালী খ রাখালী গ ফণি-মনসা ঘ আলো পৃথিবী **খ**

৪. 'মা যে জননী কান্দে' কোন ধরনের রচনা?
ক কাব্য খ উপন্যাস গ নাটক ঘ প্রবন্ধ **ক**

৫. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কি ধরনের কাব্য?
ক মহাকাব্য খ গীতিকাব্য গ পত্রকাব্য ঘ নৃত্যনাট্য **খ**

৬. কবি জসীমউদ্দীনের শিশুতোষ গ্রন্থ কোনটি?
ক রাখালী খ বালুচর গ এক পয়সার বাঁশি ঘ ধানক্ষেত **গ**

৭. জসীমউদ্দীনের নাটক কোনটি?
ক রাখালী খ বেদের মেয়ে গ মাটির কান্না ঘ বোবা কাহিনি **খ**

দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-১৮৭৩)

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম নাটক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এর ইংরেজি অনুবাদ করেন।

'নীলদর্পণ' নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নীলকরদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের কাহিনী ও নীল চাষীদের দুরাবস্থা। এ নাটকের প্রেক্ষাপট হিসেবে কুষ্টিয়া এলাকার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এ নাটকের চরিত্র হলো- নবীন মাধব, তোরাপ। এ নাটকের অভিনয় দেখতে এসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মঞ্চে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন।

অন্যান্য নাটক: নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাই বারিক (১৮৭২), কমলে কামিনী (১৮৭৩) কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ।

প্রহসন: সধবার একাদশী (১৮৬৬), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬)। ইয়ংবেঙ্গলদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে কেন্দ্র করে রচিত দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনটির নাম 'সধবার একাদশী'। বিখ্যাত নিমচাঁদ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় 'সধবার একাদশীতে'। সমাজের প্রাচীনপন্থীদের ব্যঙ্গ করে রচিত প্রহসনের নাম 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'।

কাব্য: সুরধনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, নানা কবিতা;

গল্প : 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ';

উপন্যাস : 'পোড়া মহেশ্বর'।

এক কথায় উত্তর

১. **'নীলদর্পণ' নাটকের নাট্যকার কে?**
উত্তর: দীনবন্ধু মিত্র।

২. **'সধবার একাদশী' কোন ধরনের রচনা?**
উত্তর: প্রহসন।

৩. **'নীলদর্পণ' নাটকটি প্রকাশিত হয় কোন স্থান থেকে?**
উত্তর: ঢাকা থেকে।

৪. **'রায়বাহাদুর' কার উপাধি?**
উত্তর: দীনবন্ধু মিত্র।

৫. **'নীলদর্পণ' নাটকটি কতসালে প্রকাশিত হয়?**
উত্তর: ১৮৬০ খ্রি.।

৬. **'বিয়ে পাগলা বুড়ো' কার লেখা প্রহসন?**
উত্তর: দীনবন্ধু মিত্র।

৭. **'নীলদর্পণ' নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়?**
উত্তর: ঢাকায়।

৮. **'নীলদর্পণ' নাটকটির ইংরেজী অনুবাদ করেন কে?**
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৯. **নীলদর্পণ নাটকটির প্রেক্ষাপট হিসেবে কোন এলাকার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে?**
উত্তর: কুষ্টিয়া।

১০. **নবীন মাধব, তোরাপ চরিত্রগুলো কার সৃষ্টি?**
উত্তর: দীনবন্ধু মিত্র।

১১. **'দ্বাদশ কবিতা' কার লেখা কাব্য?**
উত্তর: দীনবন্ধু মিত্র।

১২. **নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনি উপজীব্য করে লেখা নাটক কোনটি?**
উত্তর: নীলদর্পণ।

১৩. **কোন লেখক পোস্টমাস্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন?**
উত্তর: দীনবন্ধু মিত্র।

১৪. **'নীলদর্পণ' নাটকটিকে কোনটির সালে তুলনা করা হয়?**
উত্তর: 'Uncle Tom's Cabin'।

১৫. **'সধবার একাদশী' কি ধরনের নাটক?**
উত্তর: সামাজিক নাটক।

১৬. **নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দেখে কে মঞ্চে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

Teacher's Work

১. **'নীলদর্পণ' নাটকটির বিষয়বস্তু কী?** [৩৪তম বিসিএস]
ক নীলকরদের অত্যাচার খ ভাষা আন্দোলন গ অসহযোগ আন্দোলন ঘ তেভাগা আন্দোলন **ক**

২. **কোন গ্রন্থটি ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল?** [১৬তম বিসিএস]
ক মেঘনাদবধ কাব্য খ দুর্গেশনন্দিনী গ নীলদর্পণ ঘ অগ্নিবীণা **গ**

৩. **দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?** [৩৮তম বিসিএস]
ক ঢাকা খ কলকাতা গ বর্ধমান ঘ পাটনা **ক**

৪. **কোনটি দীনবন্ধু মিত্রের রচনা?** [২৬তম বিসিএস]
ক কমলে কামিনী খ চক্ষুদান গ বিধবা বিবাহ ঘ ভদ্রার্জুন **ক**

৫. **দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন কোনটি?** [২৮তম বিসিএস]
ক বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ খ বিয়ে পাগলা বুড়ো গ কিঞ্চিৎ জলযোগ ঘ কল্কি অবতার **খ**

৬. **দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন কে?** [৪০তম বিসিএস]
ক প্যারীচাঁদ মিত্র খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত গ প্রমথ চৌধুরী ঘ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় **খ**

৭. **নীলদর্পণ প্রথম মঞ্চস্থ হয়-**
ক ঢাকা খ কলকাতা গ চট্টগ্রাম ঘ বরিশাল **ক**

৮. **'Uncle Tom's Cabin'- এর আদলে বাংলা কোন নাটকটি প্রকাশিত হয়?**
ক ভ্রান্তিবিলাস খ রত্নাবলী গ শর্মিষ্ঠা ঘ নীলদর্পণ **ঘ**

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)

মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে অভিহিত করা হয় বেগম রোকেয়াকে (১৮৮০-১৯৩২)। তিনি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত। তাঁর জন্মস্থান রংপুরের পায়রাবন্ধ গ্রাম, জন্ম ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর। ১৯০২ সালে তার প্রথম গল্প 'পিপাসা' নবনূর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ৩ মে ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর ১৯১০ সালে কলকাতায় গমন করেন এবং নারী মুক্তির লক্ষ্যে তিনি 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' (১৯১১) ও 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' (মুসলিম মহিলা সমিতি)– (১৯১৬) প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

'পিপাসা' (মহরম)	▪ প্রকাশকাল– ১৯০২ খ্রি.। এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। ▪ এটি কলকাতার 'নবনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বেগম রোকেয়া ও তাঁর গ্রন্থ :

'মতিচুর'	এটি তাঁর প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ।
'অর্ধাঙ্গী'	মূল উপজীব্য– নারী জাগরণের পক্ষে সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ মতামত।
'জাগো গো ভগিনী'	প্রবন্ধটির মূল উপজীব্য হলো– নারী শিক্ষা।

বেগম রোকেয়া ও তাঁর উপন্যাস :

পদ্মরাগ (১৯২৪ খ্রি.): এটিকে উপন্যাস না বলে উপন্যাসোপম গদ্য বলে আখ্যায়িত করাই ভালো। কেননা উপন্যাসের গাঁথুনি এখানে নেই।

অবরোধবাসিনী (১৯৩১ খ্রি.): এটি রোকেয়ার শ্রেষ্ঠ গদ্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থের কাহিনি রচিত হয়েছে কতকগুলো ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনার হাসি-কান্না নিয়ে।

'Sultana's Dream'/সুলতানার স্বপ্ন (১৯০৮ খ্রি.): সুলতানার স্বপ্ন বেগম রোকেয়া রচিত একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ।

'নারীর অধিকার': এটি বেগম রোকেয়ার শেষ রচনা।

এক কথায় উত্তর

১. **কোন বেগম রোকেয়া লেখনী ধারণ করেছিলেন?**
উত্তর: নারীদের কুসংস্কারমুক্ত ও শিক্ষিত করতে।

২. **বেগম রোকেয়া কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?**
উত্তর: ১৮৮০।

৩. **বেগম রোকেয়ার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর: অবরোধবাসিনী।

৪. **মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত কে?**
উত্তর: বেগম রোকেয়া।

৫. **বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন?**
উত্তর: ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর।

৬. **বেগম রোকেয়ার লেখা প্রথম গল্প কোনটি?**
উত্তর: পিপাসা।

৭. **বেগম রোকেয়া মুসলিম মহিলা সমিতি কবে প্রতিষ্ঠা করেন?**
উত্তর: ১৯১৬ সালে।

৮. **বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতের রচনাগুলো কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?**
উত্তর: সওগাত।

৯. **পদ্মরাগ কার লেখা?**
উত্তর: বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত।

১০. **বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত এর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি?**
উত্তর: অবরোধবাসিনী।

১১. **'মতিচুর' কি ধরনের রচনা?**
উত্তর: প্রবন্ধ।

১২. **বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান কোথায়?**
উত্তর: রংপুর।

১৩. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারীবাদী লেখিকা?**
উত্তর: বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত।

১৪. **"ধান্য তার বসুন্ধরা যার" উক্তিটি কার?**
উত্তর: বেগম রোকেয়ার।

১৫. **'মতিচুর' গ্রন্থের রচয়িতা কে?**
উত্তর: রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

১৬. **বেগম রোকেয়ার রচিত গ্রন্থগুলো হলো–**
উত্তর: পদ্মরাগ, মতিচুর, সুলতানার স্বপ্ন, অবরোধবাসিনী।

১৭. **'সুলতানার স্বপ্ন' কার রচনা?**
উত্তর: বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

Teacher's Work

১. **বেগম রোকেয়ার রচনা কোনটি?** [১১তম বিসিএস]
ক ভাষা ও সাহিত্য খ আয়না গ লালসালু ঘ অবরোধবাসিনী **ঘ**

২. **বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত গ্রন্থ কোনটি?** [৩৯তম বিসিএস]
ক পদ্মাবতী খ পদ্মগোখরা গ পদ্মরাগ ঘ পদ্মমণি **গ**

৩. **রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'মতিচুর' কোন ধরনের রচনা?** [৩৮তম বিসিএস]
ক প্রবন্ধ খ উপন্যাস গ নাটক ঘ আত্মজীবনী **ক**

৪. **বাংলাদেশের কোন মহীয়সী নারীর রচনা 'সুলতানার স্বপ্ন'?**
ক বেগম রোকেয়া খ নবাব ফয়জুন্নেসা গ বেগম সুফিয়া কামাল ঘ সেলিনা হোসেন **ক**

কায়কোবাদ

কায়কোবাদ, মহাকবি কায়কোবাদ বা মুন্সী কায়কোবাদ (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৭-২১ জুলাই, ১৯৫১) বাংলা ভাষার উল্লেখযোগ্য কবি যাকে মহাকবিও বলা হয়। তার প্রকৃত নাম কাজেম আল কোরায়শী। কবি কায়কোবাদই হচ্ছেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি।

তিনি বাঙালি মুসলিম কবিদের মধ্যে প্রথম সনেট রচয়িতা।

জন্ম ও শিক্ষাজীবন:

কায়কোবাদ ১৮৫৭ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি (বর্তমানে বাংলাদেশের) ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার অধীনে আগলা-পূর্বপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

কাব্যগ্রন্থ

- বিরহ বিলাপ (১৮৭০) (এটি তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ)
- কুসুম কানন (১৮৭৩)
- অশ্রুমালা (১৮৯৬) : তাঁর বিখ্যাত গীতিকাব্য
- মহাশ্মশান (১৯০৪), এটি তার রচিত মহাকাব্য
- শিব-মন্দির বা জীবন্ত সমাধি (১৯২১)
- অমিয় ধারা (১৯২৩)
- শ্মশানভস্ম (১৯২৪)
- মহররম শরীফ (১৯৩২): 'মহররম শরীফ' কবির মহাকাব্যোচিত বিপুল আয়তনের একটি কাহিনী কাব্য।
- প্রেমের বাণী (১৯৭০)
- প্রেম পারিজাত (১৯৭০)

পুরস্কার ও সম্মাননা

বাংলা মহাকাব্যের অস্তোন্মুখ এবং গীতিকবিতার স্বর্ণযুগে মহাকবি কায়কোবাদ মুসলিমদের গৌরবময় ইতিহাস থেকে কাহিনী নিয়ে 'মহাশ্মশান' মহাকাব্য রচনা করে যে দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন তা তাকে বাংলা সাহিত্যের গৌরবময় আসনে স্থান করে দিয়েছে। ১৯৩২ সালে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের মূল অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন কবি কায়কোবাদ। বাংলা কাব্য সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯২৫ সালে নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ তাকে 'কাব্যভূষণ', 'বিদ্যাভূষণ' ও 'সাহিত্যরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মৃত্যু: ১৯৫১ সালের ২১ জুলাই কায়কোবাদ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

এক কথায় উত্তর

১. **আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাঙালি কবি কে?**
উত্তর: মহাকবি কায়কোবাদ।

২. **তাঁর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য কোনটি?**
উত্তর: মহাশ্মশান (১৯০৪)।

৩. **কায়কোবাদের প্রকৃত নাম কী?**
উত্তর: মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়েশী।

৪. **বাঙালি মুসলিম কবিদের মধ্যে প্রথম সনেট রচয়িতা?**
উত্তর: কায়কোবাদ।

৫. **মহাকবি কায়কোবাদ রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর: বিরহ বিলাপ।

৬. **মহাশ্মশান কাব্যের মূল উপজীব্য কী?**
উত্তর: পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।

৭. **মহাকবি কায়কোবাদের কত বছর বয়সে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়?**
উত্তর: তের বছর।

৮. **'অশ্রুমালা' কি ধরনের কাব্য?**
উত্তর: গীতিকাব্য।

৯. **কায়কোবাদ জন্মগ্রহণ করেন?**
উত্তর: ১৮৫৭ সালে।

১০. **'শিব-মন্দির' কার লেখা?**
উত্তর: কায়কোবাদ।

১১. **কায়কোবাদ কত সালে 'সাহিত্যরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন?**
উত্তর: ১৯২৫ সালে।

১২. **'আযান' কবিতাটি কার রচনা?**
উত্তর: কায়কোবাদ।

১৩. **"মহররম শরীফ" কার লেখা কাব্যগ্রন্থ?**
উত্তর: কায়কোবাদ।

১৪. **মহাকবি কায়কোবাদ কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন?**
উত্তর: ঢাকা।

Teacher's Work

১. **কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে 'মহাশ্মশান' কাব্য রচিত?**
ক পানিপথের প্রথম যুদ্ধ খ পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ গ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ঘ পলাশীর যুদ্ধ — গ

২. **'মহাশ্মশান' মহাকাব্য কোন সালের পানিপথের যুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে রচিত?**
ক ১৭২৬ খ ১৭৬১ গ ১৫৫৬ ঘ ১৫২৬ — খ

৩. **মহাশ্মশান কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কবি কায়কোবাদের আসল নাম কি?**
ক ইসমাইল হোসেন সিরাজী খ নেয়ামত উল্লাহ আল কোরেশী
গ মোহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী ঘ মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী — গ

৪. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম মহাকবি কে?**
ক শাহ মুহম্মদ সগীর খ মীর মশাররফ হোসেন গ আলাওল ঘ কায়কোবাদ — ঘ

৫. **'মহাশ্মশান' মহাকাব্যের কবি কে?**
ক ফররুখ আহমদ খ মীর মশাররফ হোসেন গ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ঘ কায়কোবাদ — ঘ

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)

তিনি মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার মাঝ আইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মুসলিম রেনেসাঁর কবি। 'সাত সাগরের মাঝি' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এ কাব্যের উপজীব্য।

কাব্যগ্রন্থ

১. সাত সাগরের মাঝি (ডিসেম্বর, ১৯৪৪) (শ্রেষ্ঠ কাব্য)
২. সিরাজাম মুনীরা (সেপ্টেম্বর, ১৯৫২)
৩. নৌফেল ও হাতেম (জুন, ১৯৬১)-কাব্যনাট্য
৪. মুহূর্তের কবিতা (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩) (এটি তার সনেট সংকলন)
৫. ধোলাই কাব্য (জানুয়ারি, ১৯৬৩)
৬. ১৯৩৭ সালে 'বুলবুল' পত্রিকায় তার প্রথম কবিতা 'রাত্রি' প্রকাশিত হয়।
৭. হাতেম তায়ী (১৯৬৬)-কাহিনীকাব্য: এটির জন্য আদমজী পুরস্কার পান।
৮. নতুন লেখা (১৯৬৯)
৯. কাফেলা (অগাস্ট, ১৯৮০)
১০. হাবিদা মরুর কাহিনী (১৯৮১)
১১. সিন্দাবাদ (অক্টোবর, ১৯৮৩)
১২. দিলরুবা (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪)

শিশুতোষ গ্রন্থ

১. পাখির বাসা (১৯৬৫)- এর জন্য ১৯৬৬ সালে UNESCO পুরস্কার পান।
২. হরফের ছড়া (১৯৭০)
৩. চাঁদের আসর (১৯৭০)
৪. ছড়ার আসর (১৯৭০)
৫. ফুলের জলসা (ডিসেম্বর, ১৯৮৫)

পুরস্কার

১. ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।
২. ১৯৬৫ সনে প্রেসিডেন্ট পদক প্রাইড অব পারফরমেন্স এবং ১৯৬৬ সালে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার ও ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন।
৩. ১৯৭৭ ও ১৯৮০ সালে তাকে যথাক্রমে মরণোত্তর একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদক দেওয়া হয়।

এক কথায় উত্তর

১. ফররুখ আহমদের উপাধি কী?
উত্তর: মুসলিম রেনেসাঁর কবি।

২. তাঁর প্রথম কবিতা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উত্তর: বুলবুল।

৩. তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
উত্তর: সাত সাগরের মাঝি।

৪. মুসলিম পুনর্জাগরণের কবি কে?
উত্তর: ফররুখ আহমদ।

৫. কোন কবি তার রচনার আরবি-ফারসি শব্দের নৈপুণ্য দেখিয়েছেন?
উত্তর: ফররুখ আহমদ।

৬. ফররুখ আহমদ স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন কত সালে?
উত্তর: ১৯৮০ সালে।

৭. ফররুখ আহমদের রচনার মূল উপজীব্য কোনটি?
উত্তর: ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

৮. কোন গ্রন্থটির জন্য ফররুখ আহমদ আদমজী পুরস্কার লাভ করেন?
উত্তর: হাতেমতায়ী।

৯. 'পাঞ্জেরী' কার লেখা?
উত্তর: ফররুখ আহমেদ।

১০. 'পাঞ্জেরী' কবিতাটি কোন ছন্দের রচিত?
উত্তর: মাত্রাবৃত্ত।

১১. 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থটিতে কয়টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে?
উত্তর: ১৯টি।

১২. ফররুখ আহমদ মৃত্যুর পর কোন পদক লাভ করেন?
উত্তর: একুশে পদক।

১৩. ফররুখ আহমদের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
উত্তর: সাত সাগরের মাঝি।

১৪. 'নৌফেল ও হাতেম' কার লেখা?
উত্তর: ফররুখ আহমেদ।

১৫. 'মেঘ বৃষ্টি আলোর দেশ' কার লেখা কবিতা?
উত্তর: ফররুখ আহমেদ।

১৬. 'সিরাজাম মুনীরা' কার লেখা?
উত্তর: ফররুখ আহমদ।

Teacher's Work

১. 'সাত সাগরের মাঝি' কার রচনা? [২৮তম ও ২২তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক গোলাম মোস্তফা খ বন্দে আলী মিয়া গ আহসান হাবীব ঘ ফররুখ আহমদ — ঘ

২. 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যের রচয়িতার নাম- [১৭তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক তালিম হোসেন খ ফররুখ আহমদ গ গোলাম মোস্তফা ঘ আবুল হোসেন — খ

৩. ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য কোন কাব্যের উপজীব্য? [১৩তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক জিঞ্জীর - কাজী নজরুল ইসলাম খ সাত সাগরের মাঝি- ফররুখ আহমদ
গ দিলরুবা - আব্দুল কাদির ঘ নূরনামা - আবদুল হাকিম — খ

৪. ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
ক সাত সাগরের মাঝি খ পাখির বাসা গ নৌফেল ও হাতেম ঘ হাতেম তাই — ক

৫. 'কারবালার প্রান্তরে' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ ফররুখ আহমদ গ মীর মশাররফ হোসেন ঘ আহসান হাবীব — খ

Unique Question for Student Practice

১. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম সাল কোনটি?**
ক ১৮১৪ খ ১৮২৪
গ ১৮৩৪ ঘ ১৮৪৪ **খ**

২. **মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোন শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন?**
ক অষ্টাদশ শতাব্দী খ উনবিংশ শতাব্দী
গ বিংশ শতাব্দী ঘ একবিংশ শতাব্দী **খ**

৩. **মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন–**
ক বরুদিয়া খ সাগরদাঁড়ী
গ দেওয়াটখালি ঘ নারুচি **খ**

৪. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ি যশোর জেলার কোন উপজেলায়?**
ক মণিরামপুর খ চৌগাছা
গ কেশবপুর ঘ অভয়নগর **গ**

৫. **মধুসূদন খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন–**
ক ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে খ ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে
গ ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ঘ ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে **খ**

৬. **মধুসূদনের মৃত্যু হয় কোথায়?**
ক ভার্সাই নগরে খ কলকাতা মেডিকেল কলেজে
গ আলিপুর হাসপাতালে ঘ সাগরদাঁড়ি নিজ বাসভবনে **গ**

৭. **কোন বানানটি শুদ্ধ?**
ক মধুসূদন খ মধূসূদন
গ মধূসুদন ঘ মধুসুদন **ক**

৮. **বাংলা কবিতায় আধুনিকতার প্রবর্তক কে?**
ক বিহারীলাল খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ দৌলত কাজী ঘ চণ্ডীদাস **খ**

৯. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকবি–**
ক কায়কোবাদ খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ আলাওল **গ**

১০. **'টিমোথি পেনপয়েম' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন–**
ক অমিয় চক্রবর্তী খ বুদ্ধদেব বসু
গ মধুসূদন দত্ত ঘ রূপরাম চক্রবর্তী **গ**

১১. **'দত্তকুলোদ্ভব' কবি কে?**
ক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
গ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ অজিত দত্ত **গ**

১২. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্য–**
ক মহাভারত খ মহাশ্মশান
গ মেঘনাদবধ ঘ অশ্রুমালা **গ**

১৩. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাকাব্য কোনটি?**
ক বীরাঙ্গনা কাব্য খ মেঘনাদবধ কাব্য
গ কৃষ্ণকুমারী ঘ শর্মিষ্ঠা **খ**

১৪. **মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উৎস কী?**
ক রামায়ণ খ মহাভারত
গ ভাগবত ঘ কুমারসম্ভব **ক**

১৫. **'মেঘনাদবধ কাব্যে' সর্গ সংখ্যা কয়টি?**
ক ১৫টি খ ৮টি গ ১২টি ঘ ৯টি **ঘ**

১৬. **মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকৃতপক্ষে কোন রসের কাব্য?**
ক বীর রস খ করুণ রস
গ শান্ত রস ঘ মধুর রস **ক**

১৭. **"আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?" 'ভিখারী রাঘব' কে?**
ক রাবণ খ মেঘনাদ
গ রাম ঘ বিভীষণ **গ**

১৮. **বিভীষণের স্ত্রীর নাম কী?**
ক ঊর্মিলা খ মন্দোদরী
গ চিত্রাঙ্গদা ঘ সরমা **ঘ**

১৯. **'হেক্টরবধ' কোন উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত?**
ক হোমারের ইলিয়াড খ হোমারের ওডিসি
গ ভার্জিনের ইনিড ঘ দান্তের ডিভাইন কমেডি **ক**

২০. **'দি ক্যাপটিভ লেডি' (The Captive Lady) কাব্যটি লিখেছেন–**
ক উইলিয়াম কেরী খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ প্রেমেন্দ্র মিত্র **খ**

২১. **'অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্য কোনটি?**
ক ব্রজাঙ্গনা কাব্য খ বীরাঙ্গনা কাব্য
গ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ঘ মেঘনাদবধ কাব্য **গ**

২২. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' একটি–**
ক পত্রকাব্য খ কাহিনীকাব্য
গ মহাকাব্য ঘ খণ্ড কবিতা সংকলন **খ**

২৩. **'বীরাঙ্গনা' পত্রকাব্যে পত্র সংখ্যা কত?**
ক ১১ খ ২১ গ ৩১ ঘ ৪১ **ক**

২৪. **রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক রচনা কোনটি?**
ক সারদামঙ্গল খ বঙ্গসুন্দরী
গ ব্রজাঙ্গনা ঘ কৃষ্ণকুমারী **গ**

২৫. **বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম ব্যবহৃত হয়–**
ক পদ্মাবতী নাটকে খ মেঘনাদবধ মহাকাব্যে
গ ব্রজাঙ্গনা কাব্যে ঘ কৃষ্ণকুমারী **ক**

২৬. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক কোনটি?**
ক শকুন্তলা খ শর্মিষ্ঠা
গ ভদ্রার্জুন ঘ রাবণবধ **খ**

২৭. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক কোনটি?**
ক শকুন্তলা খ ভদ্রার্জুন
গ কৃষ্ণকুমারী ঘ রাবণবধ **গ**

২৮. **নিম্নের গ্রন্থগুলোর মধ্যে মধুসূদনের রচিত কোনটি?**
ক রত্নাবতী খ সীতার বনবাস
গ মায়াকানন ঘ রামচরিত মানস **গ**

২৯. **'একেই কি বলে সভ্যতা' এর রচয়িতা কে?**
ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ মীর মশাররফ হোসেন
গ কাজী নজরুল ইসলাম ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **ক**

৩০. **'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কার রচনা?**
ক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খ নবীনচন্দ্র সেন
গ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় **গ**

৩১. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনা নয় কোনটি?**
ক তিলোত্তমাসম্ভব খ মেঘনাদবধ কাব্য
গ বেতালপঞ্চবিংশতি ঘ বীরাঙ্গনা **গ**

৩২. **"অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে ও বঙ্গে" কার উক্তি?**
ক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ রামরাম বসু ঘ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর **খ**

৩৩. "সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে। সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে।" চরণ দুটির কবি কে?
ক মোহিতলাল মজুমদার খ সুকান্ত ভট্টাচার্য
গ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ

৩৪. "জন্মিলে মরিতে হবে, / অমর কে কোথা কবে, চিরস্থির কবে নীর, / হায় রে জীবন-নদে? কোন কবির উক্তি?
ক নবীনচন্দ্র সেন খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ বিহারীলাল চক্রবর্তী ঘ কায়কোবাদ খ

৩৫. 'কপোতাক্ষ নদ' কোন জাতীয় কবিতা?
ক গদ্য কবিতা খ গীতিকবিতা
গ সনেট ঘ পয়ার গ

৩৬. 'বঙ্গভাষা' সনেট প্রথম কী নামে লেখা হয়?
ক কবি-মাতৃভাষা খ মাতৃভাষা
গ আত্মবিলাপ ঘ মহাভাষার অহংকার ক

৩৭. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
ক অক্ষরবৃত্ত খ মাত্রাবৃত্ত
গ স্বরবৃত্ত ঘ মুক্তক ছন্দ ক

৩৮. কোন কবিতাটি অষ্টক ও ষষ্টকে বিভক্ত–
ক কবর খ সোনার তরী
গ ধন্যবাদ ঘ বঙ্গভাষা ঘ

৩৯. 'বঙ্গভাষা' সনেটে ষষ্টকের মিলবিন্যাস–
ক কখখকগগ খ কখকখগগ
গ ককখখগগ ঘ গঘঘগঙঙ ঘ

৪০. "হে বঙ্গ ভান্ডারে তব বিবিধ রতন,/তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি, পর-ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ/পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।" এই পঙক্তিটি কোন কবির রচনা?
ক গোবিন্দচন্দ্র দাস খ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ মধুসূদন দত্ত ঘ

৪১. ঈশ্বরচন্দ্রকে কোন প্রতিষ্ঠান 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রদান করে?
ক প্রেসিডেন্সি কলেজ খ সংস্কৃত কলেজ
গ বিদ্যাসাগর কলেজ ঘ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় খ

৪২. হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের প্রবর্তক-
ক রাজা রামমোহন রায় খ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ সরোজিনী নাইডু ঘ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ

৪৩. বিধবাবিবাহ রহিতকরণে কে কলম যুদ্ধ করেন-
ক রাজা রামমোহন রায় খ প্যারীচাঁদ মিত্র
গ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ঘ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ

৪৪. বাংলা ভাষায় বিরামচিহ্ন বা যতিচিহ্ন ব্যবহারের কৃতিত্ব কার?
ক বিদ্যাসাগরের খ অক্ষয়কুমারের
গ চণ্ডীচরণ মুন্সির ঘ কালীপ্রসন্ন সিংহের ক

৪৫. কোন গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা হয়?
ক ভ্রান্তিবিলাস খ বেতাল পঞ্চবিংশতি
গ প্রভাবতী ঘ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস খ

৪৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা-
ক প্রভাবতী সম্ভাষণ খ জীবন রচিত
গ বেতাল পঞ্চবিংশতি ঘ সীতার বনবাস ক

৪৭. শেক্সপিয়রের নাটকের বাংলা গদ্যরূপ দিয়েছেন-
ক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ

৪৮. ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগরের লেখা কোন বইটি ক্লাসিক মর্যাদা লাভ করেছেন?
ক শকুন্তলা খ সীতার বনবাস
গ বর্ণপরিচয় ঘ ভ্রান্তিবিলাস গ

৪৯. বাংলা ভাষায় বাক্যের অর্থ উদ্ধারের সুবিধার্থে কে প্রথম দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদির প্রবর্তন করেন?
ক উইলিয়াম কেরি খ প্যারীচাঁদ মিত্র
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ

৫০. কোনটি বিদ্যাসাগরের রচনা?
ক রাজাবলী খ বত্রিশ সিংহাসন
গ হিতোপদেশ ঘ শকুন্তলা ঘ

৫১. বাংলা সাহিত্যে কে 'পল্লীকবি' নামে খ্যাত?
ক জীবনানন্দ দাশ খ সুফিয়া কামাল
গ জাহানারা আরজু ঘ জসীমউদ্‌দীন ঘ

৫২. পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন জন্মগ্রহণ করেন–
ক নোয়াখালীতে খ ফরিদপুরে
গ বরিশালে ঘ চব্বিশ পরগনায় খ

৫৩. তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মেছিলেন কোন কবি?
ক জসীমউদ্‌দীন খ আবুল হাসান
গ ফররুখ আহমদ ঘ শহীদ কাদরী ক

৫৪. জসীমউদ্‌দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক রাখালী খ সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ নক্সী কাঁথার মাঠ ঘ বালুচর ক

৫৫. কোন কাব্যটি পল্লী কবি জসীমউদ্‌দীনের রচিত?
ক চৈতালী খ রাখালী
গ ফণি-মনসা ঘ আলো পৃথিবী খ

৫৬. 'মা যে জননী কান্দে' কোন ধরনের রচনা?
ক কাব্য খ উপন্যাস
গ নাটক ঘ প্রবন্ধ ক

৫৭. জসীমউদ্‌দীনের শ্রেষ্ঠ কাহিনিকাব্য কোনটি?
ক নকশী কাঁথার মাঠ খ সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ সকিনা ঘ রাখালী ক

৫৮. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কোন জাতীয় কাব্য?
ক কাহিনিকাব্য খ গীতিকাব্য
গ উপাখ্যান ঘ চম্পুকাব্য ক

৫৯. 'নকশী কাঁথার মাঠ' বইয়ের লেখক কে?
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ গোলাম মোস্তফা
গ জসীমউদ্‌দীন ঘ মীর মশাররফ হোসেন গ

৬০. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কোন কবির কাব্যকে আশ্রয় করে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে?
ক জীবনানন্দ দাশ খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ বন্দে আলী মিয়া ঘ জসীমউদ্‌দীন ঘ

৬১. Field of the Embroadery Quilt কাব্যটি কবি জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ?
ক সোজন বাদিয়ার ঘাট খ রঙিলা নায়ের মাঝি
গ নকশী কাঁথার মাঠ ঘ রাখালী গ

৬২. জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্য গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে?
ক সোজন বাদিয়ার ঘাট খ বালুচর
গ নকশী কাঁথার মাঠ ঘ রাখালী গ

৬৩. জসীমউদ্‌দীন রচিত 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
ক বালুচর খ রাখালী
গ ধানক্ষেত ঘ মাটির কান্না গ

৬৪. 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' এর রচয়িতা কে?
ক শামসুর রাহমান খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ জসীমউদ্‌দীন ঘ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গ

৬৫. 'রঙিলা নায়ের মাঝি' এর লেখক হলেন–
ক জসীমউদ্‌দীন খ ফররুখ আহমদ
গ ড. শহীদুল্লাহ ঘ অতুল প্রসাদ ক

৬৬. কবি জসীমউদ্‌দীনের শিশুতোষ গ্রন্থ কোনটি?
ক রাখালী খ বালুচর
গ এক পয়সার বাঁশি ঘ ধানক্ষেত গ

৬৭. 'বেদের মেয়ে' গীতিনাট্যটি কে লিখেছেন?
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ জসীমউদ্‌দীন
গ ড. নীলিমা ইব্রাহীম ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ

৬৮. জসীমউদ্‌দীনের 'আসমানী' চরিত্রটির বাড়ি কোথায়?
ক গোপালগঞ্জ খ ফরিদপুর
গ রাজবাড়ি ঘ মাদারীপুর খ

৬৯. 'চলে মুসাফির' ভ্রমণ কাহিনিমূলক গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
ক সৈয়দ মজুতবা আলী খ জসীমউদ্‌দীন
গ কাজী নজরুল ইসলাম ঘ ইব্রাহীম খাঁ খ

৭০. কোনটি জসীমউদ্‌দীনের ভ্রমণকাহিনি?
ক নক্সী কাঁথার মাঠ খ যে দেশে মানুষ বড়
গ পদ্মরাগ ঘ ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায় খ

৭১. কোনটি জসীমউদ্‌দীনের কাব্য নয়?
ক মাটির কান্না খ মাটির মায়া
গ হাসু ঘ এক পয়সার বাঁশি খ

৭২. পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের উপন্যাস মোট কয়টি?
ক একটি খ দুইটি
গ বারটি ঘ চৌদ্দটি ক

৭৩. 'আসমানীরে দেখতে যদি তোমরা সবে চাও' পঙ্‌ক্তিটি কোন কবির লেখা?
ক মোজাম্মেল হক খ কাহিনী রায়
গ জসীমউদ্‌দীন ঘ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ

৭৪. আসমানীরে দেখতে কোথায় যেতে হবে?
ক জামালপুর খ মধুপুর
গ রসুলপুর ঘ শেরপুর গ

৭৫. কোন কবির নামানুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্রাবাসের নামকরণ করা হয়েছে?
ক জসীমউদ্‌দীন খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ সুফিয়া কামাল ঘ গোলাম মোস্তফা ক

৭৬. 'কবর' কবিতার লেখক কে?
ক মুনীর চৌধুরী খ রজনীকান্ত সেন
গ রওশন ইজাদারী ঘ জসীমউদ্‌দীন ঘ

৭৭. ছাত্রাবস্থায় রচিত কোন কবির কবিতা কলকাতার পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল?
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ জসীমউদ্‌দীন
গ শামসুর রাহমান ঘ নির্মলেন্দু গুণ খ

৭৮. 'কবর' কবিতা কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
ক বালুচর খ রাখালী
গ ধানক্ষেত ঘ সোজন বাদিয়ার ঘাট খ

৭৯. জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতা রচনার সময়ে–
ক স্কুলে পড়েন খ কলেজে পড়েন
গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন ঘ আইন বিভাগে পড়েন খ

৮০. জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতা কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা খ ধূমকেতু
গ কল্লোল ঘ কালি ও কলম গ

৮১. কবি জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতার বিষয়বস্তু হলো–
ক স্ত্রী বিয়োগের বেদনা বিলাপ
খ প্রিয়জন হারানোর মর্মান্তিক স্মৃতিচারণ
গ সন্তান হারানোর শোকগাঁথা
ঘ বন্ধু বিচ্ছেদের করুণ কাহিনি খ

৮২. 'কবর' কবিতা কোন ছন্দে রচিত?
ক স্বরবৃত্ত খ মাত্রাবৃত্ত
গ অক্ষয়বৃত্ত ঘ ত্রিপদী খ

৮৩. 'কবর' কবিতায় কয়টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে?
ক ১৩টি খ ৯৬টি গ ১০২টি ঘ ১১৮টি ঘ

৮৪. 'কবর' কবিতার দাদু কোন হাটে তরমুজ বিক্রি করতেন?
ক গজনীর হাটে খ শাপলার হাটে
গ উজানতলীর হাটে ঘ মেঘনার হাটে খ

৮৫. 'এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ, পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।' পঙ্‌ক্তিটি কোন কবির রচনা?
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ কবি জসীমউদ্‌দীন
গ আবদুল কাদির ঘ সুফিয়া কামাল খ

৮৬. নিচের কোন কবি লোকসাহিত্য সংগ্রাহক ছিলেন?
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ সমর সেন
গ আবুল হোসেন ঘ জসীমউদ্‌দীন ঘ

৮৭. 'বাপের বাড়িতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা আমারে, দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলীর গাঁ।' পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?
ক জসীমউদ্‌দীন খ আবদুল কাদির
গ সতেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ নবীনচন্দ্র সেন ক

৮৮. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক মেদিনীপুর খ বর্ধমান
গ চব্বিশ পরগণা ঘ নদীয়া ক

৮৯. কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকটি মূলত কোন ভাষায় রচিত?
ক বাংলা ভাষায় খ হিন্দি ভাষায়
গ সংস্কৃত ভাষায় ঘ ব্রজবুলি ভাষায় গ

৯০. 'সধবার একাদশী' প্রহসনটির রচয়িতা কে?
ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ গিরীশচন্দ্র সেন
গ দীনবন্ধু মিত্র ঘ তারাচরণ শিকদার গ

৯১. 'লীলাবতী' গ্রন্থটি সংক্রান্ত নিম্নোক্ত কোন তথ্যটি সঠিক
ক নাটক, দীনবন্ধু মিত্র
খ কাব্য গ্রন্থ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ
গ উপন্যাস, কালীপ্রসন্ন সিংহ
ঘ রূপকথার সম্ভার ক

৯২. 'জামাই বারিক' নাটকটি কার রচনা?
ক আবদুল্লাহ আল মামুন খ আলাউদ্দীন আলা আজাদ
গ দীনবন্ধু মিত্র ঘ সেলিম আল দীন গ

৯৩. 'সধবার একাদশী' কোন ধরনের রচনা?
ক প্রহসন খ ট্রাজেডী
গ কমেডি ঘ নকশা ক

৯৪. 'নীলদর্পণ' নাটকটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
ক ১৮৫৭ সালে খ ১৮৫৮ সালে
গ ১৮৪৯ সালে ঘ ১৮৬০ সালে ঘ

৯৫. দীনবন্ধু মিত্র চাকুরী করতেন–
ক শিক্ষা বিভাগে খ আইন বিভাগে
গ ডাক বিভাগে ঘ সংবাদপত্রে গ

৯৬. ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারে অতিষ্ট কৃষক জীবনের দুঃখ-কষ্ট কোন নাটকের মূল উপজীব্য?
ক জমিদার দর্পণ খ নীলদর্পণ
গ কীর্তিবিলাস ঘ বাবু কাহিনী **খ**

৯৭. দীনবন্ধু মিত্র কোন শ্রেণীর সাহিত্য রচনা করেন?
ক উপন্যাস খ কাব্য
গ নাটক ঘ প্রবন্ধগ্রন্থ **গ**

৯৮. দীনবন্ধু মিত্রের কোন নাটকের অভিনয় দেখতে এসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মঞ্চে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন?
ক সধবার একাদশী খ জামাই বারিক
গ নীলদর্পণ ঘ লীলাবতী **গ**

৯৯. বাংলা ভাষায় প্রথম আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়ে নাটক লেখেন-
ক মীর মশাররফ হোসেন খ দীনবন্ধু মিত্র
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ মুনীর চৌধুরী **খ**

১০০. 'নীলদর্পণ কোন ধরনের রচনা?
ক নাটক খ উপন্যাস
গ প্রহসন ঘ ছোটগল্প **ক**

১০১. বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারীবাদী লেখিকা কে?
ক তসলিমা নাসরিন
খ হুমায়ুন আজাদ
গ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
ঘ সুফিয়া কামাল **গ**

১০২. বেগম রোকেয়ার পিতার নাম কী?
ক মসিহুজ্জামান সাবের
খ জহুরউদ্দীন সাবের
গ জহির উদ্দীন আবু আলী হায়দার সাবের
ঘ আবদুর রহমান আবু জায়সাম সাবের **গ**

১০৩. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এর জন্ম সাল-
ক ১৮৭০ সালে খ ১৮৭৫ সালে
গ ১৮৮০ সালে ঘ ১৮৮৫ সালে **গ**

১০৪. বেগম রোকেয়া লেখনী ধারণ করেছিলেন-
ক সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে
খ নারীদের ধর্মীয় শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করতে
গ শিশুদেরকে নীতিকথা শিক্ষা দিতে
ঘ সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে **ঘ**

১০৫. ৯ ডিসেম্বর-
ক কন্যা শিশু দিবস খ রোকেয়া দিবস
গ আদিবাসী দিবস ঘ যুব দিবস **খ**

১০৬. বেগম রোকেয়ার রচনা কোনটি?
ক মতিচুর খ কাপেলা
গ ভ্রান্তিবিলাস ঘ সাত সাগরের মাঝি **ক**

১০৭. কোন দু'টি গ্রন্থ বেগম রকেয়ার রচনা?
ক অবরোধবাসিনী ও ক্রীতদাসের হাসি
খ পদ্মরাগ ও অবরোধবাসিনী
গ দোলনচাঁপা ও মতিচুর
ঘ খোয়াবনামা ও পদ্মরাগ **খ**

১০৮. বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান কোন জেলায়?
ক রংপুর খ দিনাজপুর
গ বগুড়া ঘ রাজশাহী **ক**

১০৯. সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক ১৮০৫ সালে খ ১৮৩৬ সালে
গ ১৮০৯ সালে ঘ ১৮১১ সালে **গ**

১১০. কোনটি বেগম রোকেয়ার বিখ্যাত গ্রন্থ?
ক কণ্ঠমালা খ অবরোধবাসিনী
গ পালা মৌ ঘ পায়রাবন্দ **খ**

১১১. বেগম রোকেয়া কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
ক ১৮৭০ খ ১৮৭৫
গ ১৮৮০ ঘ ১৮৮৫ **গ**

১১২. নিচের কোনটি মুসলমান রচিত মহাকাব্য?
ক রৈবতক খ মহাশ্মশান
গ পলাশীর যুদ্ধ ঘ কুরুক্ষেত্র **খ**

১১৩. কবি কায়কোবাদ রচিত 'অশ্রুমালা' কোন জাতীয় রচনা?
ক গল্পগ্রন্থ খ কাব্য
গ উপন্যাস ঘ গীতিকাব্য **ঘ**

১১৪. 'অশ্রুমালা' ও 'মহাশ্মশান' কার রচনা?
ক রবীন্দ্রনাথ খ কায়কোবাদ
গ নজরুল ও শরৎ ঘ শরৎ ও রবীন্দ্রনাথ **খ**

১১৫. 'শিবমন্দির' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক গোবিন্দ্রচন্দ্র দাস খ কায়কোবাদ
গ অক্ষয় কুমার সরকার ঘ নবীনচন্দ্র সেন **খ**

১১৬. 'আযান' কবিতাটি কার রচিত?
ক আহসান হাবীব খ কায়কোবাদ
গ জসীম উদ্দীন ঘ শামসুর রহমান **খ**

১১৭. নিচের কোনটি কায়কোবাদ রচিত মহাকাব্য?
ক অশ্রুমালা খ মহাশ্মশান
গ বলাবন ঘ মেঘনাদবধ **খ**

১১৮. কায়কোবাদের কোন গ্রন্থটি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত?
ক অমিয়ধারা খ মহররম শরীফ
গ অশ্রুমালা ঘ মহাশ্মশান **ঘ**

১১৯. কায়কোবাদের রচনা নয় কোনটি?
ক মহাশ্মশান খ অশ্রুমালা
গ চিন্তাতরঙ্গিনী ঘ বিরহ বিলাপ **গ**

১২০. অশ্রুমালা'র কবি কে?
ক মীর মশাররফ হোসেন খ কায়কোবাদ
গ মোজাম্মেল হক ঘ ইসমাইল হোসেন সিরাজী **খ**

১২১. মীর মশাররফ হোসেনের নাটক কোনটি?
ক নটির পূজা খ বেহুলা গীতাভিনয়
গ নবীন তপস্বিনী ঘ কৃষ্ণকুমারী **খ**

১২২. 'বসন্তকুমারী' নাটক কার রচনা?
ক সঞ্জীবকুমার চট্টোপাধ্যায় খ মীর মশাররফ হোসেন
গ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ঘ শহীদুল্লাহ কায়সার **খ**

Home Work

১. **'রত্নপরীক্ষা' গ্রন্থের রচয়িতা-** [৪৬তম বিসিএস]
ক রামমোহন রায় খ অক্ষয়কুমার দত্ত
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ রাধানাথ শিকদার **গ**

২. **ভীষ্মদেব খোশনবীশ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোন গ্রন্থের চরিত্র?** [৪৬তম বিসিএস]
ক কমলাকান্ত খ লোকরহস্য
গ মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত ঘ যুগলাঙ্গুরীয় **ক**

৩. **দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদক-** [৪৬তম বিসিএস]
ক জশুয়া মার্শম্যান খ ডেভিড হেয়ার
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ মাইকেল মধুসূদন দত্ত **ঘ**

৪. **"বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ" গ্রন্থের রচয়িতা কে?** [৪৫তম বিসিএস]
ক বিনয় ঘোষ খ সুবিনয় ঘোষ
গ বিনয় ভট্টাচার্য ঘ বিনয় বর্মণ **ক**

৫. **মীর মশাররফ হোসেনের কোন গ্রন্থের উপজীব্য হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ?** [৪৫তম বিসিএস]
ক গো-জীবন খ ইসলামের জয়
গ এর উপায় কী ঘ বসন্তকুমারী নাটক **ক**

৬. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?** [৪৩তম বিসিএস]
ক চৌবেরিয়া গ্রাম, নদীয়া খ কাঁঠালপাড়া গ্রাম, চব্বিশ পরগনা
গ বীরসিংহ গ্রাম, মেদিনীপুর ঘ দেবানন্দপুর গ্রাম, হুগলি **গ**

৭. **কোনটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী?** [৩৫তম বিসিএস]
ক স্মৃতি কথামালা খ আত্মকথা
গ আত্মচরিত ঘ আমার কথা **গ**

৮. **'কপাল কুণ্ডলা' কোন প্রকৃতির রচনা?** [৩৫তম বিসিএস]
ক রোমান্সমূলক উপন্যাস খ ঐতিহাসিক উপন্যাস
গ বিয়োগান্তক নাটক ঘ সামাজিক উপন্যাস **ক**

৯. **বাংলা সাহিত্যের জনক হিসেবে কার নাম চিরস্মরণীয়?** [৩৪তম বিসিএস]
ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ রাজা রামমোহন রায়
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **ঘ**

১০. **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চরিত্র কোনটি?** [৩৩তম বিসিএস]
ক কুন্দনন্দিনী খ শ্যামসুন্দরী
গ বিমলা ঘ রোহিনী **ক**

১১. **বাংলা গদ্যের জনক কে?** [৩১তম বিসিএস]
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ উইলিয়াম কেরী ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **ক**

১২. **বঙ্কিমচন্দ্র কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?** [২৫তম বিসিএস]
ক বেঙ্গল গেজেট খ বঙ্গদর্শন
গ জ্ঞানান্বেষণ ঘ সংবাদ **খ**

১৩. **'সাম্য' গ্রন্থের রচয়িতা কে?** [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ
গ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ মোহাম্মদ লুতফর রহমান **গ**

১৪. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস' কোন নাটকের গদ্য অনুবাদ?** [২৩তম বিসিএস]
ক মার্চেন্ট অব ভেনিস খ এ মিডসামার নাইটস ড্রিম
গ কমেডি অব এররস ঘ টেমিং অব দি শ্রু **গ**

১৫. **রোহিণী কোন উপন্যাসের চরিত্র?** [১৬তম ও ১২তম বিসিএস]
ক আনন্দমঠ খ দুর্গেশনন্দিনী
গ বিষবৃক্ষ ঘ কৃষ্ণকান্তের উইল **ঘ**

১৬. **পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ! -কার রচনা?** [১৬তম বিসিএস]
ক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ কালী প্রসন্ন সিংহ ঘ প্যারীচাঁদ মিত্র **ক**

১৭. **বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত এর রচনা নিচের কোনটি?** [৩৯তম বিসিএস]
ক অগ্নিবীণা খ পদ্মরাগ
গ রক্তরাগ ঘ শেষের কবিতা **খ**

১৮. **রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'মতিচুর' কোন ধরনের রচনা?** [৩৮তম বিসিএস]
ক প্রবন্ধ খ উপন্যাস
গ নাটক ঘ আত্মজীবনী **ক**

১৯. **'জীবন-চরিত' কোন ধরনের গ্রন্থ?**
ক গদ্যগ্রন্থ খ উপন্যাস
গ কাব্যগ্রন্থ ঘ নাটক **ক**

২০. **কোনটি জসীমউদ্‌দীনের রচনা?** [৩৮তম বিসিএস]
ক গাজী মিয়াঁর বস্তানী খ হাঁসুলী বাঁকের উপকথা
গ ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান ঘ ঠাকুরবাড়ির আঙিনা **ঘ**

২১. **দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ' নাটক প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?** [৩৮তম বিসিএস]
ক কলকাতা খ ঢাকা
গ লন্ডন ঘ মুর্শিদাবাদ **খ**

২২. **কোনটি জসিমউদ্‌দীনের নাটক?** [৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক রাখালী খ মাটির কান্না
গ বেদের মেয়ে ঘ বোবা কাহিনী **গ**

২৩. **কোন কাব্যটি পল্লি কবি জসীমউদ্‌দীন রচিত?** [২৪তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক চৈতালী খ. রাখালী
গ ফনিমনসা ঘ. আলো পৃথিবী **খ**

২৪. **কোনটি দীনবন্ধু মিত্রের রচনা?** [২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক কমলে কামিনী খ চক্ষুদান
গ বিধবা বিবাহ ঘ ভদ্রার্জুন **ক**

২৫. **কোন গ্রন্থটি ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত?** [১৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক মেঘনাদবধ কাব্য খ দুর্গেশনন্দিনী
গ নীলদর্পণ ঘ অগ্নিবীণা **গ**

২৬. **'জমিদার দর্পণ' নাটকটির নাট্যকার কে?** [বস্ত্র অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক পরীক্ষা-২০২৪]
ক মুনীর চৌধুরী খ মীর মশাররফ হোসেন
গ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ জহির রায়হান **খ**

২৭. **বাংলা সাহিত্যের 'উদাসীন' পথিক' কে?** [বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (সিনিয়র স্টাফ নার্স)-২০২৪]
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ মীর মশাররফ হোসেন
গ জসীমউদ্‌দীন ঘ দীনবন্ধু মিত্র **খ**

২৮. **রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের গ্রন্থ-** [বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (সিনিয়র স্টাফ নার্স)-২০২৪]
ক অবরোধবাসিনী খ আনোয়ারা
গ জোহরা ঘ রজনী **ক**

২৯. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারীবাদী লেখিকা কে?** [বাংলাদেশ ডাক বিভাগ (পোস্টম্যান/রানার/অফিস সহায়ক)-২০২৪]
ক সুফিয়া কামাল খ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
গ কুসুম কুমারী দেবী ঘ সুলতানা কামাল **খ**

৩০. **'পদ্মরাগ' কোন ধরনের রচনা?** [বাংলাদেশ ডাক বিভাগ (পোস্টম্যান/রানার/অফিস সহায়ক)-২০২৪]
ক গল্প খ প্রবন্ধ
গ কাব্যগ্রন্থ ঘ উপন্যাস **ঘ**

৩১. **'নীলদর্পণ' একটি-** [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা'২২]
ক কাব্যের নাম খ ছোটগল্প
গ নাটক ঘ উপন্যাস **গ**

৩২. **দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন কে?** [৪০তম বিসিএস'২০১৯; বা.প.বি.বো. (জেনারেল ম্যানেজার-প্রশাসন/ মানবসম্পদ) '২২; বি.বা.এ.লি (সহকারী ব্যবস্থপক (ট্রেইনি জেনারেল)'২১; বা.বে.চ.ক (সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা)'২১]
ক প্যারীচাঁদ মিত্র খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ প্রমথ চৌধুরী ঘ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় **খ**

৩৩. **'নীলদর্পণ' নাটকটির বিষয়বস্তু কি?** [৩৪তম বসিএস'১৩; বি.ম. (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)'২২; স.ম.স.অ. (শহর সমাজসেবা অফিসার (হাসপাতাল))'০৭]
ক নীলকরদের অত্যাচার খ ভাষা আন্দোলন
গ অসহযোগ আন্দোলন ঘ তে ভাগা আন্দোলন **ক**

৩৪. **সাহিত্য সম্রাট নামে খ্যাত কোন বাংলা লেখক?** [পো.জো.উ. (রাজশাহী) (উচ্চমান সহকারী) '২২; শি.প্র.অ. (অফিস সহায়ক)'২১; ত.ম.চ.প্র.অ. (ক্যামেরাম্যান) ২০১৯]
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ বিহারীলাল চক্রবর্তী **গ**

৩৫. **কর্মজীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন কে?** [বি.ম. (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)'২২]
ক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ সৈয়দ মুজতবা আলী ঘ আব্দুল ওদুদ **ক**

৩৬. **বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক উপন্যাস কোনটি?** [বি.ম. (প্রশাসনিক কর্মকর্তা) '২২; ম.হি.নি.নি.কা.অ. (অডিটর)'১১]
ক আলালের ঘরের দুলাল খ দুর্গেশনন্দিনী
গ বিষাদ সিন্ধু ঘ বাঁধন হারা **খ**

৩৭. **'সুলতানার স্বপ্ন' কোন ধরনের গ্রন্থ?** [ম.হি.নি.কা. (জুনিয়র অডিটর)'২২]
ক কাব্য খ উপন্যাস
গ নাটক ঘ প্রবন্ধ **খ**

৩৮. **বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত গ্রন্থ কোনটি?** [৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) (স্বাস্থ্য ক্যাডার)'১৮; বা.প.উ.এ. (সহকারী পরিচালক)'২২; বা.বে.বি.চ.ক (এরোড্রাম কর্মকর্তা/ইন্সপেক্টর/সহকারী ভা-ার কর্মকর্তা)'২১; স্বা.ম. (উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল))'১৬]
ক পদ্মমণি খ পদ্মাবতী
গ পদ্মগোখরা ঘ পদ্মরাগ **ঘ**

৩৯. **বাংলা সনেটের প্রবর্তক কে?** [বা.প.বি.বো. (সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক (প্রশাসন))'২৩]
ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ দেবেন্দ্রনাথ সেন ঘ মোহিতলাল মজুমদার **ক**

৪০. **'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটি কে লিখেছেন?** [বা.প.বি.বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী)'২৩]
ক জীবনানন্দ দাশ খ জসীমউদ্দীন
গ মধুসূদন দত্ত ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **গ**

৪১. **'সনেট' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?** [মা.উ.শি.অ. (হিসাব সহকারী '২৩]
ক জার্মানি খ ইংরেজি
গ ইতালিয়ান ঘ ফ্রেঞ্চ **গ**

৪২. **কোনটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রকাব্য?** [৩৬তম বিসিএস;১৬; মা.উ.শি.অ. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২; খা.অ. (সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক)'২১; স.ম. (উপজেলা সমাজসেবা অফিসার)'০৮]
ক ব্রজাঙ্গনা খ বিলাতের পত্র
গ বীরঙ্গনা ঘ হিমালয় **গ**

৪৩. **'বঙ্গভাষা' কবিতাটির রচয়িতা কে?** [রাউজক (ইমরাত পরিদর্শক)'২২]
ক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় খ সমরেশ মজুমদার
গ হুমায়ূন আহমেদ ঘ মাইকেল মধুসূদন দত্ত **ঘ**

৪৪. **বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক কে?** [পো.জে.উ. (রাজশাহী) (উচ্চতর সহকারী)'২২; প্রা.গ.ম. (সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (ATEO))'১৬]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ বুদ্ধদেব বসু
গ শামসুর রাহমান ঘ মাইকেল মধুসূদন দত্ত **ঘ**

৪৫. **বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক কোনটি?** [৩৫তম বিসিএস '১৫; প.প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)'২৩; অ.ম.জা.স.প. (সহকারী পরিচালক) '০৯; স.ম. (উপজেলা সমাজসেবা অফিসার)'০৮]
ক কৃষ্ণকুমারী খ শর্মিষ্ঠা
গ সধবার একাদশী ঘ নীলদর্পণ **ক**

৪৬. **নিচের কোনটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনা নয়?** [ফা.সা.ডি.অ. (স্টেশন অফিসার)'২২]
ক কৃষ্ণকুমারী খ শর্মিষ্ঠা
গ অশ্রুমালা ঘ পদ্মাবতী **গ**

৪৭. **'বীরাঙ্গনা কাব্য' কোন জাতীয় কাব্য?** [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর)'২৩]
ক মহাকাব্য খ পত্রকাব্য
গ গীতিকাব্য ঘ আখ্যানকাব্য **খ**

৪৮. **সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন-** [বি.ম. (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)'২২]
ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
গ সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ সমরেশ বসু **ক**

৪৯. **অমিত্রাক্ষর ছন্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ-** [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর)'২৩]
ক হাইকু খ সনেট
গ ব্লাংকভার্স ঘ লিমেরিক **গ**

৫০. **'এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে'। এখানে 'অরিন্দম' কে?** [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)'২২]
ক লক্ষ্মণ খ মেঘনাদ
গ রাবণ ঘ বরুণ **খ**

৫১. **'প্রভাবতী সম্ভাষণ' কার রচনা?** [২১তম বিসিএস]
ক দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর খ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ রামমোহন রায় ঘ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় **খ**

৫২. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন?** [পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিধপ্তরের সহকারী পরিচালক'১৪]
ক ১৯৯৬ সালে খ ১৮০২ সালে
গ ১৮২০ সালে ঘ ১৮৪৮ সালে **গ**

৫৩. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন শতকের মানুষ?** [সহকারী উপঝেলা থানা শিক্ষা অফিসার'১৬]
ক ১৪ মতক খ ১৫ শতক
গ ১৭ শতক ঘ ১৯ শতক **ঘ**

৫৪. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পারিবারিক পদবি কোনটি?** [বাংলাদেশ ব্যাংক সহকারী পরিচালক'০৮]
ক চৌধুরী খ ঠাকুর
গ চক্রবর্তী ঘ বন্দ্যোপাধ্যায় **ঘ**

৫৫. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পারিবারিক নাম-** [জনশক্তি ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপসহকারী পরিচালক'০১]
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
গ ঈশ্বর শর্মা ঘ ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **খ**

৫৬. **বাংলা বিরামচিহ্নের স্রষ্টা কে?** [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে/বিভাগ/অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) পদে নিয়োগ পরীক্ষা: ২০১৮; উত্তরা ব্যাংক (ক্যাশ)-২০১৭]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ প্যারীচাঁদ মিত্র
গ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর **ঘ**

৫৭. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৌলিক গ্রন্থ– [স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর (পুর) ২০১৯ ;উত্তরা ব্যাংক (ক্যাশ)- ২০১৭; প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক- ২০১৭]
ক প্রভাবতী সম্ভাষণ খ শকুন্তলা
গ ভ্রান্তিবিলাস ঘ বাংলার ইতিহাস **ক**

৫৮. বাংলা ভাষায় বিরামচিহ্নের ব্যবহার কোন সাল থেকে শুরু হয়? [কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-পরিচালক: ২০০৭]
ক ১৮৪৭ খ ১৮৭৪
গ ১৮৮৯ ঘ ১৯২৩ **ক**

৫৯. কোনটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনা? [তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার ২০১৯]
ক হুতোম প্যাঁচার নকশা খ কীর্তিবিলাস
গ বেতাল পঞ্চবিংশতি ঘ শর্মিষ্ঠা **গ**

৬০. মধুসূদন দত্ত রচিত গীতিমী রচনা কোনটি? [স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর(তড়িৎ) ২০১৯]
ক পদ্মাবতী খ কৃষ্ণকুমারী
গ বীরাঙ্গনা ঘ ব্রজাঙ্গনা **ক**

৬১. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাট্যকার কে? [স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী (তড়িৎ) ২০১৯]
ক গিরিশচন্দ্র ঘোষ খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ দীনবন্ধু মিত্র ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **খ**

৬২. 'বঙ্গভাষা' শীর্ষক সনেট রচনায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত অবলম্বন করেছেন কোন রীতি? [উত্তরা ব্যাংক (ক্যাশ)- ২০১৭]
ক শেক্সপীয়রীয় খ শেক্সপীয়রীয় ও পেত্রার্কীয়
গ পেত্রার্কীয় ঘ কবির একান্ত নিজস্ব **গ**

৬৩. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনকাল– [তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সহকারী তথ্য অফিসার: '১৩]
ক ১৮২২-১৮৭৩ খ ১৮২৪-১৮৭৫
গ ১৮২৪-১৮৭৩ ঘ ১৮২৫-১৮৮০ **গ**

৬৪. 'মেঘনাদবধ' কাব্যটি কত সালে প্রকাশিত হয়? [সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসার: '১৩]
ক ১৮৬১ সালে খ ১৮৬২ সালে
গ ১৮৬৩ সালে ঘ ১৮৬৫ সালে **ক**

৬৫. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি– [সহকারী পরিচালক (প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়) পরীক্ষা: '১৫; থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার: '০৫]
ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ ফররুখ আহমদ **ক**

৬৬. মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রধান অবদান কোনটি? [কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-পরিচালক- '০৭]
ক মহাকাব্য রচনা খ দেশপ্রেম বিষয়ক রচনা
গ সনেটের প্রবর্তন ঘ প্রহসন রচয়িতা **ক**

৬৭. 'মায়াকানন' মাইকেল মধুসূদনের কোন জাতীয় রচনা? [পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব সহকারী '১৪; কর্মসংস্থান ব্যাংক অফিসার: ০৭]
ক নাটক খ কাব্যগ্রন্থ
গ মহাকাব্য ঘ কবিতা **ক**

৬৮. 'একেই কি বলে সভ্যতা' এটি মধুসূদন দত্তের কী জাতীয় রচনা? [নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সিনিয়র স্টাফ নার্স- ২০২১; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহকারী শ্রম অফিসার: '০৩]
ক কাব্য খ প্রহসন
গ মহাকাব্য ঘ উপন্যাস **খ**

৬৯. বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃৎ কে? [খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক: ১০]
ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় **ক**

৭০. 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির রচয়িতা কে? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা- '০৩]
ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ মীর মশাররফ হোসেন
গ কাজী নজরুল ইসলাম ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **ক**

৭১. দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন কোনটি? [২৮তম বিসিএস]
ক বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ খ বিয়ে পাগলা বুড়ো
গ কিঞ্চিত জলযোগ ঘ কল্কি অবতার **খ**

৭২. বাংলা ভাষায় প্রথম আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে নাটক লেখেন- [সঞ্চয় পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক: '১৯]
ক মীর মশাররফ হোসেন খ দীনবন্ধু মিত্র
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ মুনীর চৌধুরী **খ**

৭৩. বিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ কী নামে প্রকাশিত হয়েছিল? [চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (ঘ ইউনিট)- '০২-'০৩]
ক প্ল্যান্টিং মিরর ইন্ডিগো খ ইন্ডিগো প্ল্যান্টিং অব মিরর
গ মিরর প্ল্যান্টিং ইন্ডিগো ঘ ব্লুমির **খ**

৭৪. কত সালে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয়? [৪৩তম বিসিএস]
ক ১৮৬০ খ ১৮৬১
গ ১৮৬৫ ঘ ১৮৬৭ **গ**

৭৫. বাংলা আধুনিক উপন্যাস-এর প্রবর্তক ছিলেন- [৪০তম বিসিএস]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ প্যারীচাঁদ মিত্র
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **ঘ**

৭৬. 'কিন্তু মানুষ্য কখনো পাষাণ হয় না' উক্তিটি কোন উপন্যাসের? [৪০তম বিসিএস]
ক রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'
খ শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'
গ শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি
ঘ বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' **ঘ**

৭৭. 'প্রদীপ নিভিয়া গেল!' -এ বিখ্যাত বর্ণনা কোন উপন্যাসের? [৩৭তম বিসিএস]
ক বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' খ রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'
গ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' ঘ রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' **গ**

৭৮. 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?' –উক্তিটি কার? [৩২তম বিসিএস; বিআরডিবি উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা: '১৮; প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক পরীক্ষ: '৯৩]
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ কাজী নজরুল ইসলাম **খ**

৭৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্রের নাম– [১৩তম বিসিএস]
ক নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনী খ মধুসূদন ও কুমুদিনী
গ গোবিন্দলাল ও রোহিনী ঘ সুরেশ ও অচেলা **গ**

৮০. 'ইন্দিরা' গ্রন্থটি কার রচনা? [পাসপোর্ট এন্ড ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক: '০৭]
ক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ প্যারিচাঁদ মিত্র
গ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **গ**

৮১. কোন উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেননি? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার- '১৭]
ক কপালকুণ্ডলা খ মৃণালিনী
গ বিষবৃক্ষ ঘ দেবদাস **ঘ**

৮২. বঙ্গদর্শন সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কে ছিলেন? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার :১৭]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ প্রথম চৌধুরী **গ**

৮৩. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'মতিচূর' কোন ধরনের রচনা? [৩৮তম বিসিএস]
ক প্রবন্ধ খ উপন্যাস
গ নাটক ঘ আত্মজীবনী **ক**

৮৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি? [স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)- ২০১৭]
ক স্ত্রী-চরিত্র খ রাজর্ষি
গ ঘোড়শী ঘ রজনী **ঘ**

৮৫. কোনটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাইফার অফিসার: '১২]
ক নৌকাডুবি খ গোরা
গ ঘরে বাইরে ঘ বিষবৃক্ষ **ঘ**

৮৬. 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসটির রচয়িতা কে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: '১২]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ কাজী ইমদাদুল হক **গ**

৮৭. কোনটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা নয়? [তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সহকারী তথ্য অফিসার: '১৩]
ক দুর্গেশনন্দিনী খ রজনী
গ কমলাকান্তের দপ্তর ঘ রায়নন্দিনী **ঘ**

৮৮. 'বাংলার স্কট' বলা হয়– [বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশাসনিক কর্মকর্তা :২০০৫]
ক রামরাম বসু খ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে
গ চণ্ডীচরণ মুনশীকে ঘ বঙ্কিমচন্দ্রকে **ঘ**

৮৯. মীর মশাররফ হোসেনের জীবনকাল কোনটি? [সঞ্চয় পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক: '০৭]
ক ১৮৬৮-১৯৪৪ খ ১৮২০-১৮৯১
গ ১৮৪৭-১৯১১ ঘ ১৮২৪-১৮৭৪ **গ**

৯০. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম নাট্যকার কে? [কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-পরিচালক: '০৭]
ক মীর মশাররফ হোসেন খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ আবুল ফজল ঘ শওকত ওসমান **ক**

৯১. মীর মশাররফ হোসেন লিখিত নিচের রচনাগুলোর মধ্যে কোনটি নাটক? [দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পরিদর্শক: '০৩]
ক রত্নবতী খ উদাসীন পথিকের মনের কথা
গ জমিদার দর্পণ ঘ বিষাদ-সিন্ধু **গ**

৯২. 'বিষাদ-সিন্ধু' কোন যুগের গ্রন্থ? [সমবায় অধিদপ্তরে ২য় শ্রেণির গেজেটেড অফিসার: '৯৭]
ক প্রাচীন যুগের খ আধুনিক যুগের
গ মধ্যযুগের ঘ অন্তঃমধ্যযুগের **খ**

৯৩. মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' কোন ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত? [দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো সহকারী পরিচালক: '০১]
ক কারবালার যুদ্ধ খ পানিপথের যুদ্ধ
গ পলাশীর যুদ্ধ ঘ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ **ক**

৯৪. কায়কোবাদের মূল নাম কী? [জুনিয়র অডিটর পদে পরীক্ষা: '১৪]
ক মীর্জা কায়কোবাদ খ কাজেম আল কোরেশী
গ শাহ কাজেম বিন হাই ঘ কায়কোবাদ বিন হাই **খ**

৯৫. 'কায়কোবাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-পরিচালক: '০৭]
ক চম্পাবতী খ গঙ্গামণি
গ লাজুকলতা ঘ বিরহ বিলাপ **ঘ**

৯৬. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত রচিত উপন্যাস কোনটি? [কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা -১০.১২.২১]
ক নির্বাসিত খ অক্টোপাস
গ রায়নন্দিনী ঘ পদ্মরাগ **ঘ**

৯৭. 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [বি আর টি এ মোটরযান পরিদর্শক: '১৭]
ক ইসমাইল হোসেন সিরাজী খ নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী
গ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
ঘ মোহাম্মদ নজিবুর রহমান **গ**

৯৮. বেগম রোকেয়ার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থ কোনটি? [থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার: '০৪]
ক অবরোধবাসিনী খ পদ্মরাগ
গ সুলতানার স্বপ্ন ঘ মতিচূর **ক**

৯৯. কোনটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের গ্রন্থ নয়? [চ.বি সামাজিক অনুষদ ২০১২-১৩]
ক পদ্মরাগ খ অবরোধবাসিনী
গ মতিচূর ঘ সাঁঝের মায়া **ঘ**

১০০. জসীমউদ্‌দীনের রচনা কোনটি? [৪০তম বিসিএস]
ক যাদের দেখেছি খ পথে-প্রবাসে
গ কাল নিরবধি ঘ ভবিষ্যতের বাঙালী **ক**

১০১. 'মা যে জননী কান্দে' কোন ধরনের রচনা? [২৪তম বিসিএস]
ক কাব্য খ নাটক
গ উপন্যাস ঘ. প্রবন্ধ **ক**

১০২. কবি জসীমউদ্‌দীনের জীবনকাল কোনটি? [১৪তম বিসিএস]
ক ১৯০৩-১৯৭৬ ইং খ ১৮৮৯-১৯৬৬ ইং
গ ১৮৯৯-১৯৭৯ ইং ঘ ১৯১০-১৯৮৭ ইং **ক**

১০৩. 'কবর' কবিতাটি প্রথম যখন স্কুল পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় তখন জসীমউদ্‌দীন ছিলেন– [উত্তরা ব্যাংক (ক্যাশ)- '১৭]
ক কলেজ ছাত্র খ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
গ কলেজ শিক্ষক ঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক **ক**

১০৪. কোনটি জসীমউদ্‌দীনের কাব্য নয়? [সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা পদে নিয়োগ পরীক্ষা: '১৫]
ক মাটির মায়া খ সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ নকশী কাঁথার মাঠ ঘ ধানক্ষেত **ক**

১০৫. জসীমউদ্‌দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থটির নাম কী? [সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসার: '১৩]
ক রাখালী খ সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ নকশী কাঁথার মাঠ ঘ বালুচর **ক**

১০৬. "কাঁচা ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া"– কবি কার প্রসঙ্গে বলেছেন? [শ্রম পরিদপ্তরের জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা : '০৯]
ক সাজু খ দুলি
গ রূপাই ঘ সোজন **গ**

১০৭. "বাঁশরি আমার হারিয়ে গেছে বালুর চরে–
কেমনে পশিব গোধন লইয়া গোয়াল ঘরে।" –এটি কোন কবির রচনা?
[উপজেলা সমাজসেবা অফিসার : '০৬]
ক কবি গোবিন্দচন্দ্র দাশ
খ কবি ইদ্রিস আলী
গ কবি কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ কবি জসীমউদ্‌দীন **ঘ**

১০৮. "আসমানীরে দেখতে যদি তোমরা সবাই চাও"—পঙ্‌ক্তিটি কোন কবির লেখা? [বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের সহকারী পরিচালক : '০৬]
ক মোজাম্মেল হক খ কামিনী রায়
গ জসীমউদ্‌দীন ঘ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত **গ**

১০৯. ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য কোন কাব্যের উপজীব্য? [১৩তম বিসিএস]
ক নূরনামা– আবদুল হাকিম
খ সাত সাগরের মাঝি– ফররুখ আহমদ
গ দিলরুবা– আবুল কাদির
ঘ জিঞ্জীর– কাজী নজরুল ইসলাম **খ**

১১০. মুসলিম রেঁনেসার কবি কে? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল): '১৮ / অগ্রণী ব্যাংক (সিনিয়র অফিসার) : '১৭]
ক ফররুখ আহমদ খ আহসান হাবীব
গ হাসান হাফিজুর রহমান ঘ সৈয়দ আলী আহসান **ক**

১১১. 'পাঞ্জেরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? [মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা- '১৮; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা, (চ ইউনিট) : '০৩-০৪]
ক অক্ষরবৃত্ত খ স্বরবৃত্ত
গ মাত্রাবৃত্ত ঘ মুক্তক **গ**

১১২. 'দাঁড়ি-মুখে সারি গান-লা শরীক আল্লাহ! 'দাঁড়ি-মুখ' বলতে বোঝানো হয়েছে– [BKB অফিসার (ক্যাশ) : '১৭]
ক শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখে খ দ্বার রক্ষকদের মুখে
গ দাঁড়িপাল্লাওয়ালাদের মুখে ঘ মাঝিদের মুখে **ঘ**

১১৩. 'সিরাজাম মুনীরা' কোন ভাষায় রচিত গ্রন্থ? [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (ঙ ইউনিট জোড়): '১৩-'১৪; প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক- ২০০০]
ক বাংলা খ ফারসি
গ আরবি ঘ উর্দু **ক**

Class Test

১. 'প্লে হাউস' নামে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক ১৭৫৩ সালে খ ১৭৫৪ সালে
গ ১৭৫৫ সালে ঘ ১৭৫৬ সালে

২. 'এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে'। এখানে 'অরিন্দম' কে?
ক লক্ষ্মণ খ মেঘনাদ
গ রাবণ ঘ বরুণ

৩. কোনটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী?
ক স্মৃতি কথামালা খ আত্মকথা
গ আত্মচরিত ঘ আমার কথা

৪. 'কপাল কুণ্ডলা' কোন প্রকৃতির রচনা?
ক রোমান্সমূলক উপন্যাস খ ঐতিহাসিক উপন্যাস
গ বিয়োগান্তক নাটক ঘ সামাজিক উপন্যাস

৫. ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য কোন কাব্যের উপজীব্য?
ক জিঞ্জীর - কাজী নজরুল ইসলাম
খ সাত সাগরের মাঝি- ফররুখ আহমদ
গ দিলরুবা - আব্দুল কাদির
ঘ নূরনামা - আবদুল হাকিম

৬. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক কোনটি?
ক কৃষ্ণকুমারী খ সধবার একাদশী
গ শর্মিষ্ঠা ঘ নীলদর্পণ

৭. দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন কোনটি?
ক চিত্রাঙ্গদা খ বিয়ে পাগলা বুড়ো
গ নীদর্পণ ঘ সাজাহান

৮. বাংলা সাহিত্যের 'উদাসীন' পথিক' কে?
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ মীর মশাররফ হোসেন
গ জসীমউদ্‌দীন ঘ দীনবন্ধু মিত্র

৯. 'পদ্মরাগ' কোন ধরনের রচনা?
ক গল্প খ প্রবন্ধ
গ কাব্যগ্রন্থ ঘ উপন্যাস

১০. 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' কোন জাতীয় শিল্পকর্ম?
ক উপন্যাস খ নাটক
গ প্রহসন ঘ ছোটগল্প

উত্তরমালা

১	ক
২	খ
৩	গ
৪	ক
৫	খ
৬	ক
৭	খ
৮	খ
৯	ঘ
১০	গ

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া এসাইনমেন্ট এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।

BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার ১০

Lecture Contents

আধুনিক যুগ-৩

❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ❑ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ জহির রায়হান ❑ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ❑ আবুল কালাম শামসুদ্দীন ❑ সিকান্দার আবু জাফর ❑ আল মাহমুদ ❑ আবু ইসহাক ❑ সৈয়দ আলী আহসান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের জনক বলা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালের ৭ মে (২৫ বৈশাখ- ১২৬৮) কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন, মৃত্যু- ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮)

তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী।

তিনি ১৮৮৪ সালে ব্রাহ্ম সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০১ সালে কলকাতার বোলপুরে শান্তি নিকেতন গঠন করেন। পরবর্তীতে ১৯২১ সালে এটিকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপদান করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব সম্মানে ভূষিত করেন মহাত্মা গান্ধী; 'বিশ্বকবি' বলে প্রথম সম্মানিত করেন রোমান ক্যাথলিক পণ্ডিত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়; 'ভারত ভাস্কর' উপাধি দেন তৎকালীন ত্রিপুরার রাজা; এবং 'নাইট উপাধি' দেন ১৯১৫ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার।

১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করেন।

রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে 'বসন্ত' নামক গীতিনাট্য উৎসর্গ করেন। আর নজরুল রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য সংকলন 'সঞ্চিতা'। 'তাসের দেশ' নাটকটি রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম 'ভানুসিংহ'। এই ছদ্মনামে তিনি ব্রজবুলি ভাষায় রচনা করেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'।

কবি সাহিত্যিকের জন্ম-মৃত্যুর বাংলা সন মনে রাখার উপায়:

মনে রাখার উপায়: জন্ম বা মৃত্যুর ইংরেজি সাল থেকে ৫৯৩ বিয়োগ করলেই যেকোনো কবি সাহিত্যেকের বাংলা সাল বের হবে। আর বাংলা সাল এর সাথে ৫৯৩ যোগ করলে ইংরেজি সাল আসবে। যেমন–

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ইংরেজি ১৮৬১ সালে
− ৫৯৩
বাংলা − ১২৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু বাংলা ১৩৪৮ সনে। তাহলে ইংরেজি কত সালে?

সুতরাং ১৩৪৮ + ৫৯৩ = ১৯৪১ সাল (ইংরেজি)।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত যা কিছু :

১. স্বাক্ষরযুক্ত প্রথম প্রকাশিত কবিতা– হিন্দু মেলার উপহার (১৮৭৪)।
২. প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ– কবিকাহিনী (১৮৭৮), ২য়– বনফুল (১৮৮০)।
৩. প্রথম লেখা উপন্যাস কিন্তু অসমাপ্ত– করুণা (১৮৭৭)। ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক রবীন্দ্র রচনাবলিতে প্রকাশিত হয়।
৪. প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস– বৌ ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)।
৫. প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প– ভিখারিণী।
৬. প্রথম প্রকাশিত গীতিনাট্য– বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১)
৭. প্রথম নাটক– প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪)।
৮. প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ– বিবিধ প্রসঙ্গ।
৯. প্রথম সার্থক ছোট গল্প– দেনাপাওনা।
১০. প্রথম গল্প সংগ্রহের নাম– 'ছোটগল্প'।
১১. প্রথম গল্প– কালের কথা।
১২. শেষ গল্প– মুসলমানীর গল্প।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্ম

কাব্য ও কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'হিন্দু মেলার উপহার'। এটি ১৮৭৪ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'কবি কাহিনী'। এটি ১৮৭৪ খ্রি. প্রকাশিত হয়। তবে দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'বনফুল' (১৮৮০) এর কবিতাগুলো ১৮৭৬ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা মোট ৫৬টি। তাঁর হাতে বাংলা গীতিকবিতার পূর্ণবিকাশ ঘটে। তিনি প্রথম টি.এস. এলিয়টের কবিতার বাংলা অনুবাদ করেন। 'গীতাঞ্জলি' কাব্য ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়। এর ইংরেজি অনুবাদ 'Song Offerings' নামে ১৯১২ সালে ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে এ কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ভূমিকা লেখেন WB Yeats।

গীতাঞ্জলির ১৫৭টি গীতিকবিতার ভেতরে ৫৩টি গান নেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম অনূদিত বই 'Song Offerings' এ। গ্রন্থের বাকি ৫০টি গীতিকবিতা রবীন্দ্রনাথ বেছে নিয়েছেন গীতিমালা, নৈবেদ্য, খেয়া, শিশু, কল্পনা, চৈতালী, উৎসর্গ, স্মরণ ও অচলায়তন থেকে।

তাঁর 'বলাকা' কাব্যে গতিতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে। তিনি 'পূরবী' কাব্য উৎসর্গ করেন আর্জেন্টাইন কবি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে।

তিনি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটিকে তাঁর সমস্ত কাব্যের ভূমিকা বলে উল্লেখ করেছেন। এ কবিতার মূল সুর হল ভবিষ্যৎ বিচিত্র ও বিপুল সম্ভাবনাময়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'শেষলেখা'। তিনি 'দি চাইল্ড' কবিতাটি প্রথমে ইংরেজিতে লিখে পরে বাংলায় অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য সংকলনের নাম 'সঞ্চয়িতা'। তাঁর ব্রজবুলি ভাষায় রচিত কাব্যের নাম 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'।

সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের একটি বিখ্যাত কবিতা হলো 'সোনার তরী' এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

নাটক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত নাটক 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১)। তবে এই নাটকে নাটকীয় গুণাবলি কম থাকায় এটিকে প্রকৃত নাটক বলে আখ্যায়িত করা হয় না।

প্রথম প্রকাশিত গীতিনাট্য : বাল্মীকি প্রতিভা।

প্রথম নাটক: প্রকৃতির প্রতিশোধ।

গীতিনাট্য: বসন্ত, কালমৃগয়া।

নৃত্যনাট্য: নটীর পূজা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা।

কাব্যনাট্য: মালিনী, মায়ার খেলা, বিদায় অভিশাপ।

ভাবাশ্রয়ী ট্রাজেডি নাটক: বিসর্জন।

রুপক ও সাংকেতিক নাটক: প্রকৃতির প্রতিশোধ, রক্তকরবী, কালের যাত্রা, ডাকঘর, তাসের দেশ, রাজা ও রাণী, রাজা, মুক্তধারা, অচলায়তন, শারদোৎসব।

প্রহসন: গোড়ায় গলদ, চিরকুমার সভা, বৈকুণ্ঠের খাতা, হাস্যকৌতুক, শেষ রক্ষা।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিনয় করেন– ১৩টি নাটকে।
- সন্ন্যাসীর ভূমিকায় অভিনয় করেন– **শারদোৎসব** নাটকে।
- 'রাজা ও ঠাকুরদা' যুগ্ম ভূমিকায় অভিনয় করেন– **রাজা** নাটকে।
- ঠাকুরদা, প্রহরী ও বাউলের ভূমিকায় অভিনয় করেন– **ভাস্কর** নাটকে।
- "চিত্রাঙ্গদা ও রক্তকরবী" অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক মনে রাখার কৌশল:

(রাজা) রাজা ও রাণী তাসের দেশে নটির পূজা করতে বসন্ত কালের যাত্রায় রুদ্রচণ্ডকে বিসর্জন দিয়ে বাল্মীকির প্রতিভা কে অচলায়তন করলেন। এই শুনে চিত্রাঙ্গদা অরূপবতী (অরূপরতন) শ্যামক নিয়ে ডাকঘরে বসে মুক্তমনে তপসী জপতে শুরু করলেন। সেখানে আরো উপস্থিত ছিল রক্তকরবী, চণ্ডালিকা ও মালিনী।

উপন্যাস

প্রকৃতি	নাম	উপজীব্য বিষয়
সামাজিক নাটক	করুণা	মানুষের করুণ মুখচ্ছবির বর্ণনা।
	নৌকাডুবি	সম্পর্কে জটিলতায় দ্বিধান্বিত।
	যোগাযোগ	জমিদার শ্রেণীর বিলুপ্তি
	দুইবোন	ত্রিভুজ প্রেমের উপন্যাস।
সামাজিক মনসতাত্ত্বিক উপন্যাস	চতুরঙ্গ	এক যুবকের আত্মানুসন্ধান সম্পর্কিত
	মালঞ্চ	মৃত্যুপথযাত্রী এক নারী ও তার স্বামীর কাহিনী অবলম্বনে।
ইতিহাস নির্ভর কিন্তু ঐতিসাহিক নয়	বৌ-ঠাকুরাণীর হাট	বাংলাদেশকে আশ্রয় করে রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।
ঐতিহাসিক উপন্যাস	রাজর্ষি	ত্রিপুরার ইতিহাসকে আশ্রয় করে রচিত।
রাজনৈতিক উপন্যাস	গোরা	উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ধর্মান্দোলন, স্বদেশপ্রেম ও নারীমুক্তি চিন্তার পটভূমি।
	ঘরে বাইরে	স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। চলিত ভাষায় লেখা।
	চার অধ্যায়	অসহযোগ আন্দোলন পরবর্তী হিংসাত্মক বিপ্লব আন্দোলন এর প্রতি বিরূপ মনোভাব।
হাস্যরসাত্মক	প্রজাপতির নির্বন্ধ	
রোমান্টিক কাব্যধর্মী	শেষের কবিতা	রোমান্সমূলক/সুন্দর মনের মানুষগুলোর বর্ণনা

- রবীন্দ্রনাথের মোট উপন্যাস– ১৪টি। জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়– ১২টি।
- প্রথম লেখা উপন্যাস করুণা তবে প্রথম প্রকাশিত বৌ-ঠাকুরাণীর হাট।
- 'করুণা' উপন্যাসটি তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তবে তা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি।
- শেষের কবিতা উপন্যাসে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর নাম রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস মনে রাখার কৌশল:

গোরা শেষের কবিতার চার অধ্যায় লিখতে গিয়ে চতুরঙ্গের চোখের বালিতে পরিণত হল। তাই দেখে করুণা করে দুইবোন মালঞ্চ ও রাজর্ষিকে ঘরে বাইরে যোগাযোগ করে পেল না বলে বৌ ঠাকুরাণীর হাটে খুঁজতে গিয়ে নৌকাডুবি হলো।

ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার। তাঁর প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প 'ভিখারিণী'। এটি ১৮৭৭ সালে ভারতী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের গল্পসংকলনের নাম 'গল্পগুচ্ছ'। এটি ৩ খণ্ডে বিভক্ত। গল্পগুচ্ছে মোট গল্পের সংখ্যা ১১৯টি।

অতিপ্রাকৃত গল্প : ক্ষুধিত পাষাণ, কঙ্কাল, জীবিত ও মৃত (চরিত্র : কাদম্বিনী)।

রোমান্টিক প্রেমের গল্প : একরাত্রি (চরিত্র : সুরবালা), সমাপ্তি (চরিত্র : মৃন্ময়ী), মধ্যবর্তিনী, স্ত্রীরপত্র।

সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত গল্প: দেনাপাওনা, ছুটি (চরিত্র: ফটিক, মাখনলাল), কাবুলিওয়ালা, পোস্টমাস্টার (চরিত্র : রতন), হৈমন্তী, শাস্তি (চরিত্র : ছিদাম, চন্দরা)। সর্বশেষ ছোটগল্পের নাম 'ল্যাবরেটরী'। ছোটগল্পের সংজ্ঞা সম্বলিত কাব্যের নাম 'সোনার তরী' এবং কবিতার নাম 'বর্ষাযাপন'।

অন্যান্য : 'ছিন্নপত্র' রবি ঠাকুরের আত্মকথনমূলক পত্র সংকলন।

ভ্রমণকাহিনী : রাশিয়ার চিঠি (১৯১৯), জাপান যাত্রী (১৯৩১), য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (১৮৮৭৮)।

প্রবন্ধগ্রন্থ : 'কালান্তর' 'সভ্যতার সংকট'।

সম্পাদিত পত্রিকা : সাধনা, ভারতী।

কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ ও কবিতার লাইন

১. তোমার সাথে নিত্য বিরোধ। (গীতাঞ্জলি)
২. মেঘের পরে মেঘ জমেছে। (শেষ লেখা)
৩. তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি। (বলাকা)
৪. স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা ভাই। (বলাকা)
৫. ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা। (বলাকা)
৬. সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা। (বলাকা)
৭. তুমি কি কেবলই ছবি শুধু পটে। (চিত্রা)
৮. পউষ প্রখর শীতে জর্জর। (চিত্রা)
৯. মেঘ বলেছে যাব যাব
১০. আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। (পূরবী)
১১. স্বর্ণসুধা-ঢালা এই প্রভাতের বুকে (প্রভাত)।
১২. সুখ শ্রমে আমি, সখী, শ্রান্ত অতিশয়। (শাস্তি)
১৩. মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। (প্রাণ)
১৪. মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই। (প্রাণ)
১৫. হেথা কেন, দাঁড়ায়েছ, কবি। (মানসী)
১৬. ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী (বিরহানন্দ)
১৭. এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরষায়। (মানসী)
১৮. হে জলদ, এত জল ধরে আছ বুকে। (কণিকা)
১৯. শৈবাল দীঘিরে বলে উচ্চ করি শির। (ক্ষুদ্রের দম্ভ)
২০. উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে। (মাঝারির সতর্কতা)
২১. নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস। (মোহ)
২২. শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে। (নৈবেদ্য)
২৩. চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির। (প্রার্থনা)
২৪. শুদ্ধ হল দশদিক নত করি আঁখি। (প্রথম চুম্বন)
২৫. শ্যামল সুন্দর সৌম্য, হে অরণ্যভূমি। (বন)
২৬. আমরা দুজনে একটি গাঁয়ে থাকি। (এক গাঁয়ে)
২৭. কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি। (কৃষ্ণকলি)

✔ এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি,
এ ছিল মোর ঘটে-
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ,
আমি আজ চোর বটে। (দুই বিঘা জমি)

✔ রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি বিখ্যাত উক্তি হলো: 'সমগ্র শরীরকে বঞ্চিত করে কেবল মুখে রক্ত জমলে তাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না'। (রাশিয়ার চিঠি)

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	'ছুটি'	ফটিক
	'কাবুলিওয়ালা'	রহমত, খুকি
	'শাস্তি'	চন্দরা
	'পোস্টমাস্টার'	রতন
	'সমাপ্তি'	মৃন্ময়ী
	'হৈমন্তী'	হৈমন্তী, অপু, গৌরীশঙ্কর
	'নষ্টনীড়'	চারু
	'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'	রাইচরণ
	'একরাত্রি'	সুরবালা (নায়িকা)
	'জীবিত ও মৃত'	কাদম্বিনী
	'বিসর্জন'	জয়সিংহ, রঘুপতি, অপর্ণা
	'ডাকঘর'	অমল
	'গোরা'	গোরা, ললিতা, বিনয়
	'শেষের কবিতা'	অমিত, লাবণ্য, শোভনলাল
	'চোখের বালি'	মহেন্দ্র, বিনোদিনী
	'যোগাযোগ'	মধুসূদন, কুমুদিনী
	'দুইবোন'	শর্মিলা, ঊর্মিলা
	'ঘরে-বাইরে'	নিখিলেশ, বিমলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর উৎসর্গকৃত রচনা

কাব্যগ্রন্থ	যাদের উৎসর্গ করেন
ভগ্নহৃদয়	কাদম্বরী দেবী
প্রভাত সঙ্গীত	ইন্দিরা দেবী
শৈশব সঙ্গীত	কাদম্বরী দেবী
ছবি ও গান	কাদম্বরী দেবী
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী	কাদম্বরী দেবী
কড়ি ও কোমল	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মানসী	মৃণালিনী দেবী
সোনার তরী	দেবেন্দ্রনাথ সেন
নদী	(ভাইপো) বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
চিত্রা	জীবন দেবতা (নিজের ২য় আমি)
চৈতালী	পরাণ বল্লভ
কণিকা	প্রমেথনাথ রায় চৌধুরী
কল্পনা	শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
ক্ষণিকা	লোকেন্দ্রনাথ পালিত
নৈবেদ্য	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্মরণ	মৃণালিনী দেবী (স্ত্রী)
উৎসর্গ	সি এফ এন্ডরুজ (বন্ধু)
খেয়া	জগদীশ চন্দ্র বসু
গীতালি	তাঁরে (কাদম্বরী দেবী)
বলাকা	উইলি পিয়ারসন
পূরবী	ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (বিজয়া)

কাব্যগ্রন্থ	যাদের উৎসর্গ করেন
বনবাণী	জগদীশ চন্দ্র বসু
পরিশেষ	অতুলপ্রসাদ সেন
পুনশ্চ	(ভাইপো) নীতুকে
পত্রপুট	নন্দিতা ও কৃষ্ণ কৃপালিনী
শ্যামলী	রানী মহলানবীশ
খাপছাড়া	রাজশেখর বসু
ছড়ার ছবি	প্রতিমা দেবী (বউমা)
আকাশ প্রদীপ	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
নবজাতক	অমিয় চক্রবর্তী
আরোগ্য	সুরেন্দ্রনাথ কর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রহসন মনে রাখার কৌশল:

"চিরকুমার সভার সভাপতি বৈকুণ্ঠের (বৈকুণ্ঠের খাতা) শেষ রক্ষা হলো না"।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পারিবারিক উপাধি 'কুশারী'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ পঞ্চানন কুশারী। ১৮ শতকের শুরুতে খুলনার দক্ষিণডিহি থেকে কলকাতার গোবিন্দপুরে এসে জেলে পাড়ার পুরোহিতের কাজ করা শুরু করেন। ফলে অনেকে ঠাকুর বলে ডাকেন। তারই উত্তর প্রজন্ম দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরেজদের কাছ থেকে অর্থের পাশাপাশি 'প্রিন্স' উপাধি লাভ করেন।

২. বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহ, সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর ও নওগাঁ জেলাই আত্রাই উপজেলার কালিগ্রাম নামক তিনটি জমিদার ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্তরাধিকার সূত্রে কালিগ্রাম জমিদারির দায়িত্ব পান।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপাধি:
গুরুদেব- মহাত্মা গান্ধী
কবিগুরু- ক্ষিতিমোহন সেন
বিশ্বকবি- ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মোট ছোট গল্প ১১৯টি।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সনেট জাতীয় রচনা- 'বাংলার মাটি বাংলার জল'।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ- জীবনস্মৃতি (১৯১২), চরিত্রপূজা (১৯০৭), ছেলেবেলা (১০৪৯)।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র সংকলন- 'ছিন্নপত্র' (১০১২)। এতে ১৫১টি পত্র আছে। প্রথম ৮টি পত্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে এবং ১৪৩টি পত্র ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে।

৮. ভানুসিংহের পত্রাবলী- রানু অধিকারীকে লেখেন।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধ্বনি বিজ্ঞানের উপর লেখাগ্রন্থ 'শব্দতত্ত্ব' (১৯০৯)।

১০. তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের নাম- বিশ্বপরিচয় (১৯৩৭)। জাতীয় সংগীত প্রথম গীত হয়েছিল- ৭ আগস্ট, ১৯০৫ সালে (১২১২ বঙ্গাব্দে) বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে। গানটি 'গীতবিতান' গ্রন্থের স্বরবিতানের স্বদেশ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি গগন হরকরার বাউল গান 'আমি কোথায় পাব তারে' এর সুরের অনুকরণে সুরারোপ করেন। গানটি ২৫ চরণ বিশিষ্ট এবং কবিতার ১০ চরণ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বাধীনতার ইশতেহার ৩ মার্চ, ১৯৭১ সালে ঘোষণা করা হয়। সংগীতে বাংলার প্রকৃতির কথা- প্রধানভাবে ফুটে উঠেছে।

এক কথায় উত্তর

১. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস কী?**
উত্তর: বৌ ঠাকুরাণীর হাট।

২. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পান কত সালে?**
উত্তর: ১৯১৩ সালে।

৩. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার কে?**
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতার নাম কী?**
উত্তর: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫. **ঠাকুর পরিবারের আসল পদবি কি?**
উত্তর: কুশারী।

৬. **ঠাকুর পরিবারের আদি পুরুষদের বসতি ছিল খুলনা জেলার কোন গ্রামে?**
উত্তর: পিঠাভোগ গ্রামে।

৭. **'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামক বিদ্যাপীঠ কে প্রতিষ্ঠা করেন?**
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৮. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন কত সালে?**
উত্তর: ১৯১৯ সালে।

৯. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্রচর্চা শুরু করেন কত বছর বয়সে?**
উত্তর: ষাটোত্তর বছর বয়সে।

১০. **রবীন্দ্রনাথ কোন বিজ্ঞানীর সাথে সাক্ষাৎ করেন?**
উত্তর: আইনস্টাইন।

১১. **কোনটি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত স্থান?**
উত্তর: কুষ্টিয়ার শিলাইদহ।

১২. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনা করেন কোন ভাষায়?**
উত্তর: ব্রজবুলি।

১৩. **সাহিত্যিক জীবনের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কার অনুসারী ছিলেন?**
উত্তর: বিহারীলাল চক্রবর্তী।

১৪. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ কাব্য সংকলনের নাম কি?**
উত্তর: সঞ্চয়িতা।

১৫. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর: কবি-কাহিনী।

১৬. **গীতাঞ্জলির অনুবাদ Song Offerings নামে কত সালে প্রকাশিত হয়?**
উত্তর: ১৯১২ সালে।

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বছর বয়সে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
উত্তর: ৫২ বছরে।

১৮. রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর রচিত মোট কাব্যগ্রন্থ কতটি?
উত্তর: ৫৬টি।

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তার রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
উত্তর: শেষ লেখা।

২০. সাধু ভাষায় রচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বশেষ উপন্যাস কোনটি?
উত্তর: চতুরঙ্গ।

২১. গীতাঞ্জলি কাব্যে কতটি গানের সংকলন রয়েছে?
উত্তর: ১৫৭টি।

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোট কতবার ঢাকায় আসেন?
উত্তর: ২ বার।

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট ডিগ্রি লাভ করেন?
উত্তর: ১৯৩৬ সালে।

২৪. 'জীবনস্মৃতি' কার রচিত আত্মজীবনী?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৫. 'য়ুরোপ প্রবাসীর ডায়েরি' কার লেখা ভ্রমণকাহিনী?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৬. 'মৃন্ময়ী' চরিত্রটি কোন গল্পের?
উত্তর: সমাপ্তি।

২৭. 'চিত্রাঙ্গদা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত-
উত্তর: নৃত্যনাট্য।

২৮. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস কোনটি?
উত্তর: চোখের বালি।

২৯. রবীন্দ্রনাথ রচিত দীর্ঘতম উপন্যাস কোনটি?
উত্তর: গোরা।

৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তাসের দেশ' নাটকটি কাকে উৎসর্গ করেছেন?
উত্তর: নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে।

৩১. রবীন্দ্রনাথ তার কোন রচনার মাধ্যমে প্রথম অভিনয়ের সাথে নাচ ও গানের প্রয়োগ ঘটান?
উত্তর: নটীর পূজা।

৩২. বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের জনক কে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৩. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প কোনটি?
উত্তর: দেনা-পাওনা।

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মতারিখ কত?
উত্তর: ৭ মে, ১৮৬১।

৩৫. জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ কত সালে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন?
উত্তর: ১৯১৯ সালে।

৩৬. 'সমগ্র শরীরকে বঞ্চিত করে কেবল মুখে রক্ত জমলে তাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না'- বলেছেন কে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৭. রবীন্দ্রনাথ কোন রচনাটির জন্য সর্বাধিক বিখ্যাত?
উত্তর: গীতাঞ্জলি।

৩৮. 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে'। কার রচনা?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৯. "এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি। রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।" চরণদ্বয় রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতার অংশ?
উত্তর: দুই বিঘা জমি।

৪০. কোন কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
উত্তর: গীতাঞ্জলি/Song Offerings।

৪১. 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'- এটি রচনার প্রেক্ষাপট কী?
উত্তর: বঙ্গবিভাগজনিত জাতীয় আন্দোলন।

৪২. রবীন্দ্রনাথের 'সাজাহান' কবিতাটি তাঁর কোন কাব্যের?
উত্তর: বলাকা।

৪৩. 'একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা'- কোন কবিতার চরণ?
উত্তর: সোনার তরী।

৪৪. 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' সনেটটি কার রচনা?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪৫. 'আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এ ছিল মোর ঘটে- তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।' -পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪৬. 'রক্তকরবী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত–
উত্তর: নাটকের নাম।

৪৭. রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক হলো–
উত্তর: ডাকঘর।

৪৮. 'বিসর্জন' কার রচনা?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথের।

৪৯. 'কালের যাত্রা' নাটকটির রচয়িতা–
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫০. 'চতুরঙ্গ' গ্রন্থ একটি–
উত্তর: উপন্যাস।

৫১. রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্রের নাম কি কি?
উত্তর: মহেন্দ্র ও বিনোদিনী।

৫২. 'শেষের কবিতা' কোন ধরনের সাহিত্যকর্ম? কে লেখেন?
উত্তর: উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫৩. 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই'- উক্তিটি কোন গল্প লেখকের?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫৪. গল্পগুচ্ছের লেখক কে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫৫. 'রতন' চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের কোন ছোটগল্পের?
উত্তর: পোস্টমাস্টার।

৫৬. 'পঞ্চভূত' কার লেখা?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫৭. যৌতুক প্রথা প্রাধান্য পেয়েছে কোন গল্পে?
উত্তর: হৈমন্তী।

৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু দিবস কোনটি?
উত্তর: ২২ শে শ্রাবণ।

৫৯. ২৫ শে বৈশাখ কার জন্ম দিন?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

৬০. রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য কোনটি?
উত্তর: বনফুল ।

৬১. বাংলা গীতিকবিতার পূর্ণবিকাশ ঘটে কার হাতে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথের হাতে ।

৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পূরবী' কাব্য কাকে উৎসর্গ করেছিলেন?
উত্তর: ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে ।

৬৩. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতার নাম কী?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

৬৪. 'আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের পর'- কোন কবিতার চরণ?
উত্তর: নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ।

৬৫. ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা ।- পঙ্‌ক্তিটি কোন কবির রচনা?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

৬৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'উর্বশী' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
উত্তর: চিত্রা ।

৬৭. 'ডাকঘর' ও 'রক্তকরবী' নাটকটির রচয়িতা কে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

৬৮. শর্মিলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কোন উপন্যাসের নায়িকা?
উত্তর: দুইবোন ।

৬৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে কোন ভাষাবিদের নাম পাওয়া যায়?
উত্তর: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

৭০. অমিত ও লাবণ্য চরিত্র দুটির রচয়িতা কে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

৭১. 'যে আছে অপেক্ষা করে, তার পরণে ঢাকাই শাড়ী, কপালে সিঁদুর-কার লেখা?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

৭২. শিলাইদহ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের আর কোন অঞ্চলে অবস্থান করতেন?
উত্তর: পাতিসর ।

৭৩. রবীন্দ্রনাথের শেষ কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
উত্তর: শেষ লেখা ।

৭৪. 'কাদম্বিনী' চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গল্পের?
উত্তর: জীবিত ও মৃত ।

৭৫. 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর'-এই শাশ্বত বাণী রচনা করেছেন কে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ।

৭৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম লেখা ছোটগল্প কোনটি?
উত্তর: ভিখারিনী ।

৭৭. ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর ভাষা?
উত্তর: ব্রজবুলি ।

৭৮. কবি রবি ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত শিলাইদহ কোন জেলায়?
উত্তর: কুষ্টিয়া জেলায় ।

৭৯. রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতাটি 'T.S. Eliot'-এর 'The Journey of the Magi'-এর অনুবাদ?
উত্তর: তীর্থযাত্রী ।

৮০. রবীন্দ্রনাথ তার নিজের লেখা কতটি নাটকে অভিনয় করেন?
উত্তর: ১৩টি ।

Teacher's Work

১. **"তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শত বার/জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার ।"– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতার অংশ?** [৪৩তম বিসিএস]
ক 'অনন্ত প্রেম' খ 'উপহার' গ 'ব্যক্ত প্রেম' ঘ 'শেষ উপহার' **ক**

২. **বিধবার প্রেম নিয়ে রচিত উপন্যাস কোনটি?** [৪১তম বিসিএস]
ক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শেষ প্রশ্ন' খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি'
গ কাজী নজরুল ইসলামের 'কুহেলিকা' ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকু-লা' **খ**

৩. **কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ?** [৩৮তম বিসিএস]
ক শেষ লেখা খ শেষপ্রশ্ন গ শেষকথা ঘ শেষদিন **ক**

৪. **'চন্দরা' চরিত্রের স্রষ্টা কে?** [৩৮তম বিসিএস]
ক বুদ্ধদেব বসু খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ মীর মশাররফ হোসেন ঘ সৈয়দ শামসুল হক **খ**

৫. **কবি রবি ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত শিলাইদহ কোন জেলায়?**
ক রাজশাহী খ কুমিল্লা গ কুষ্টিয়া ঘ ঢাকা **গ**

৬. **কোন বাঙালি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন-**
ক মীর মশাররফ হোসেন খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ মাইকেল মধুসূদন দত্ত **খ**

৭. **'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদের নাম কী?**
ক Song Book খ Song Offerings গ Song Collection ঘ. Song **খ**

৮. **'ভানুসিংহ ঠাকুর' কার ছদ্মনাম?**
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ প্রমথ চৌধুরী গ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ টেকচাঁদ ঠাকুর **ক**

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

তিরিশোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলো স্বতন্ত্র ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বিজ্ঞানমনস্ক এ লেখক মানুষের মনোজগৎ তথা অন্তর্জীবনের রূপকার হিসেবে সার্থকতা দেখিয়েছেন। শরৎচন্দ্র ও কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের পর বাংলা সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতা ও মনোবিশ্লেষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রগণ্য।

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯ মে, ১৯০৮ সালে বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস- মুন্সীগঞ্জের বিক্রমপুরের মালবদিয়া গ্রাম।
২. তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাক নাম মানিক। জন্মপঞ্জিকায় নাম অধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩. তিনি প্রথমদিকে ফ্রয়েডীয়, পরবর্তীতে মার্কসিজম মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মার্কসবাদী ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।
৪. তিনি ১৯৪৪ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে সদস্যপদ লাভ করেন।
৫. তিনি 'নবারুণ' পত্রিকার সম্পাদক ও 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সহসম্পাদক ছিলেন।
৬. লেখালেখিই ছিল তার প্রধান পেশা ও নেশা। এ জন্য তাকে 'কলম পেশা মজুর' বলা হয়।
৭. তিনি ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ সালে মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

প্রশ্ন: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রথম প্রকাশিত গল্প কোনটি?

উত্তর: 'অতসী মামী' (বাংলা-১৩৩৫): এটি ডিসেম্বর, ১৯২৮ এবং জানুয়ারি, ১৯২৯ সালে পৌষ সংখ্যা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ গল্পেই তিনি মানিক নামটি প্রথম ব্যবহার করেছেন।

ফলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাউনিতে প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি ঢাকা পড়ে যায়।

ছোটগল্প	চরিত্র
আত্মহত্যার অধিকার	নীলমণি, শ্যামা।
প্রাগৈতিহাসিক	ভিখু, পাঁচি, বৈকুণ্ঠ সাহা।
সরীসৃপ	চারু, বনমালী, পরী।
কুষ্ঠরোগী বৌ	যতীন, মহাশ্বেতা।
আজকাল পরশুর গল্প	মুক্তা, রামপদা।
ছোট বকুলের যাত্রী	দিবাকর, আন্না।
সমুদ্রের স্বাদ	নীলা, অনাদি।

প্রশ্ন: মানিকের উপন্যাসসমূহ কী কী?

উত্তর: 'জননী' (১৯৩৫): এটি তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস। এটি নারীর জননী-জীবনের নানা স্তর এবং সন্তানের সঙ্গে জননীর সম্পর্কের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস। চরিত্র: শ্যামা।

'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬): জেলেদের দৈনন্দিন জীবনের চালচিত্র এর উপজীব্য। **চরিত্র:** কুবের, কপিলা, মালা, হোসেন মিয়া। উর্দু কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের চিত্রনাট্য ১৯৫৮ সালে এ.জে কারদার পরিচালিত উর্দু ছবি 'জাগো হুয়া সাবেরা' নামে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এটি নিয়ে গৌতম ঘোষ ১৯৯২ সালে 'পদ্মা নদীর মাঝি' নামে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

উপন্যাস	চরিত্র
পুতুলনাচের ইতিকথা	শশী, কুসুম, কুমুদ, মতি।
দিবারাত্রির কাব্য	হেরম্ব, আনন্দ।
অহিংসা	বিপিন, সদানন্দ, মহেশ চৌধুরী, মাধবী।
শহরতলী	যশোদা, মতি, সুধীর, জগৎ, ধনঞ্জয়।
অমৃতস্য পুত্রা	বীরেশ্বর, শ্যামলাল, অনুপম।
পদ্মানদীর মাঝি	কুবের, কপিলা, মালা, রাসু।
জননী	শ্যামা, শীতল।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬): কলকাতার এক সাধারণ গ্রাম গাওদিয়া, তার সাধারণ মানুষ নিয়ে এ উপন্যাসের পটভূমি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অন্তর্গত টানাপোড়েন ও অস্তিত্ব সংকট শশী চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত। লোকায়ত ভাষায় প্রেম নিবেদন করে কুসুম, কিন্তু শশীর কাছ থেকে সাড়া না পাওয়ায় তার আত্মিক মৃত্যু ঘটে। এ উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্র ক্রিয়াশীল থাকলেও তারা চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি, পুতুলের মতো অন্যের অল্প ধাক্কাতেই চালিত হয়েছে। এটি মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস।

চরিত্র: শশী, কুসুম।

'অমৃতস্য পুত্রা' (১৯৩৮): এটি পারিবারিক ও দাম্পত্য সমস্যামূলক উপন্যাস।

'শহরতলী' (১৯৪০): নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণির মানুষের জীবনের কাহিনি ও সেই সাথে প্রবৃত্তির নিরাবরণ প্রকাশ, মানুষের আচরণের বলিষ্ঠতা ও কপটতা, ঈর্ষার রূপায়ণ এ উপন্যাসের মূল সুর।

'অহিংসা' (১৯৪১): মানুষ যে অজ্ঞাতসারে অনেক অহিংস কাজ করে অথবা হিংসার সাথে অহিংসা যে মানুষের মধ্যে জড়িত থাকতে পারে, এটি নিয়েই উপন্যাসের কাহিনি বিস্তৃত।

'আরোগ্য' (১৯৫৩): 'সামাজিক কারণেই মানুষ মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়' এ তত্ত্বকে ধারণ করেই তিনি রচনা করেন এ উপন্যাসটি।

অন্যান্য উপন্যাস:

'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫), 'শহরবাসের ইতিকথা' (১৯৪৬), 'চিহ্ন' (১৯৪৭), 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮), 'জীয়ন্ত' (১৯৫০), 'সোনার চেয়ে দামী' (১৯৫১), 'স্বাধীনতার স্বাদ' (১৯৫১), 'ইতিকথার পরের কথা' (১৯৫২), 'আরোগ্য' (১৯৫৩), 'হরফ' (১৯৫৪), 'হলুদ নদী সবুজ বন' (১৯৫৬), 'মাশুল' (১৯৫৬)।

প্রশ্ন: মানিকের গল্পগ্রন্থসমূহ কী কী?

উত্তর: 'অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প' (বাংলা-১৩৩৫), 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭), 'মিহি ও মোটা কাহিনি' (১৯৩৮), 'সরীসৃপ' (১৯৩৯), 'সমুদ্রের স্বাদ' (১৯৪৩), 'বৌ' (১৯৪৩), 'ভেজাল' (১৯৪৪), 'হলুদ পোড়া' (১৯৪৫), 'আজকাল পরশুর গল্প' (১৯৪৬), 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' (১৯৪৯), 'ফেরিওয়ালা' (১৯৫৩)।

প্রশ্ন: মানিকের অন্যান্য রচনাবলি কী কী?

গল্প: 'প্রাগৈতিহাসিক' (চরিত্র: ভিখু, পাঁচি), 'আত্মহত্যার অধিকার'।

প্রবন্ধ: 'লেখকের কথা' (১৯৫৭)।

নাটক: 'ভিটেমাটি' (১৯৪৬)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস মনে রাখার কৌশল-

অহিংসার জীয়ন্ত চিহ্ন আজও হলুদ নদী সবুজ বনের চতুষ্কোণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দিবারাত্রির কাব্যে'র জননী সোনার চেয়ে দামী স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে আরোগ্য লাভ করেছিল। সেটা আমরা পুতুলনাচের ইতিকথা ও শহরবাসের ইতিকথা'র হরফ পড়ে জানতে পারলাম।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্প মনে রাখার কৌশল-

ছোট বকুলপুরের যাত্রী ফেরী ওয়ালা'র বৌ অতসী মামী আজ কাল পরশু'র (গল্প) ছোট বড় ছেলে মেয়েদের প্রাগৈতিহাসিক শ্রেষ্ঠ গল্প মিহি ও মোটা কাহিনী শোনার। ভেজাল ও হলুদ পোড়া পানির জন্য উত্তরকালের সমুদ্রের স্বাদ পাওয়া সরীসৃপ গুলো মারা গেল।

এক কথায় উত্তর

১. **কাকে 'কলম পেশার মজুর' বলা হয়?**
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

২. **'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?**
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা প্রদত্ত নাম কি?**
উত্তর: প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪. **কুবের চরিত্রটি কার সৃষ্টি?**
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫. **পদ্মানদীর মাঝি কার লেখা?**
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬. **'পুতুল নাচের ইতিকথা' একটি-**
উত্তর: উপন্যাস।

৭. **কপিলা কোন উপন্যাসের চরিত্র?**
উত্তর: পদ্মা নদীর মাঝি।

৮. **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন?**
উত্তর: মার্কসিজম।

৯. **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রথম উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর: জননী।

১০. **'আত্মহত্যার অধিকার' কার লেখা?**
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১. **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?**
উত্তর: নবারুন।

১২. **'অতসী মামী' কার লেখা গল্প?**
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩. **'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটগল্পের লেখক কে?**
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাদ্যায়।

১৪. **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' অবলম্বণে নির্মিত চলচ্চিত্র কোনটি?**
উত্তর: জাগোহুয়া সাভেরা।

১৫. **পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের উপজীব্য হল-**
উত্তর: জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ।

১৬. **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনটি দ্বারা প্রভাবিত?**
উত্তর: মার্ক্সইজম/কমিউনিজম।

১৭. **'পদ্মানদীর মাঝি' কী ধরনের রচনা?**
উত্তর: উপন্যাস।

১৮. **'পুতুল নাচের ইতিকথা'- উপন্যাসটি কার লেখা?**
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

Teacher's Work

১. **'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের উপজীব্য হলো-** [১৩তম বিসিএস]
ক চরবাসীদের দুঃখী জীবন
খ জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ দুঃখ
গ চাষী জীবনের করুণ্য চিত্র
ঘ মাঝি-মাল্লার সংগ্রামশালী জীবন **খ**

২. **'দিবারাত্রির কাব্য' কার লেখা উপন্যাস?** [৩২তম বিসিএস]
ক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় **ঘ**

৩. **'আত্মহত্যার অধিকার' কার লেখা?** [শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বিসিআইসির সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)'১১]
ক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
খ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **খ**

৪. **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনটি দ্বারা প্রভাবিত?**
ক রোমান্টিসিজম খ ক্লাসিসিজম
গ মার্কসিজম ঘ পোস্ট মর্ডানিজম **গ**

৫. **'সমুদ্রের স্বাদ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি-** [কর্মসংস্থান ব্যাংক সহকারী অফিসার'২১; বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিসার'১৯]
ক কাব্যগ্রন্থ খ গল্পগ্রন্থ
গ প্রবন্ধগ্রন্থ ঘ উপন্যাসগ্রন্থ **খ**

৬. **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?**
ক জননী খ ময়ূরকণ্ঠী
গ রাতের সমুদ্র ঘ অরণ্যের সুর **ক**

৭. **'পদ্মানদীর মাঝি' কার লেখা?**
ক মুনীর চৌধুরী খ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **খ**

৮. **'পদ্মা নদীর মাঝি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি–**
ক উপন্যাস খ ভ্রমণকাহিনি
গ রম্যরচনা ঘ নাটক **ক**

৯. **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসটির প্রকাশকাল–**
ক ১৯৩৬ খ ১৯১৩
গ ১৯২৬ ঘ ১৯৪৬ **ক**

জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২)

তাঁর পরিচিতিমূলক তথ্য:

জহির রায়হান ১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট, ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। শহীদুল্লাহ কায়সারের আপন ভাই ছিলেন জহির রায়হান। তিনি মূলত একজন কথাশিল্পী ও চলচ্চিত্র পরিচালক। জহির রায়হান ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি মিরপুরে নিখোঁজ ভাই শহিদুল্লা কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে আর বাসায় ফিরে আসেননি।

তার উপন্যাস:

❍ শেষ বিকেলের মেয়ে:

১. প্রকাশকাল– ১৯৬০ খ্রি.
২. এটি তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস।
৩. এটি একটি রোমান্টিক প্রেমের উপাখ্যান।

❍ হাজার বছর ধরে:

১. প্রকাশকাল– ১৯৬৪ খ্রি.
২. মূল বিষয়– আবহমান বাংলার জীবন ও জনপদ।
৩. উপন্যাসটির জন্য তিনি ১৯৬৪ সালে 'আদমজী সাহিত্য' পুরস্কার পান।
৪. এই উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পায়।
৫. চলচ্চিত্রটির পরিচালক কোহিনুর আক্তার সূচন্দা।

❍ আরেক ফাল্গুন:

১. প্রকাশকাল– ১৯৬৯ খ্রি. (১৩৭৬ বঙ্গাব্দ)
২. এই উপন্যাসটি ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত।

❍ আর কত দিন:

১. প্রকাশকাল– ১৯৭০ খ্রি. (১৩৭৭ বঙ্গাব্দ)।
২. এ উপন্যাসে ইভা ও তপু হলো শান্তি ও ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক।
৩. এ উপন্যাসের উপজীব্য– শান্তি ও ভালোবাসার জন্য মানুষের চিরন্তন অন্বেষা।

তৃষ্ণা (১৯৬২), বরফ গলা নদী (১৯৬৯), একুশে ফেব্রুয়ারি, কয়েকটি মৃত্যু (১৯৬৫) ইত্যাদি।

তার গল্পসমগ্র:

❍ সূর্যগ্রহণ:

১. প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে।
২. ৫২'র ভাষা আন্দোলনে নিহত তসলিম নামক যুবকের কাহিনি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

❍ একুশের গল্প:

১. এ গল্পের মূল উপজীব্য হলো– ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।
২. এই গল্পের কিছু উক্তি–
যদিও একটু আধটু তন্দ্রা আসে, তবু অন্ধকারে হঠাৎ ওর দিকে চোখ পড়লে গা হাত পা শিউরে ওঠে।
'তপুকে আবার ফিরে পাবো, একথা ভুলেও ভাবিনি কোনোদিন।'

❍ পোস্টার ❍ ইচ্ছার আগুন জ্বলছি ❍ সময়ের প্রয়োজনে।

তার চলচ্চিত্র:

❍ সূর্যগ্রহণ: ১৯৭০ সালে ভাষা আন্দোলনের উপর নির্মিত।

❍ সঙ্গম:

১. এটি বাংলাদেশের প্রথম রঙ্গিন চলচ্চিত্র।
২. চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয় ১৯৬৪ সালে।

❍ Stop Genocide: পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার প্রামান্যচিত্র।

❍ Let There be light: এটি একটি প্রামাণ্যচিত্র।

তাঁর অন্যান্য লেখা: কখনো আসেনি (১৯৬১), বেহুলা (১৯৬৬), সোনার কাজল (১৯৬২), আনোয়ারা (১৯৬৭), কাঁচের দেয়াল (১৯৬৩), বাহানা (১৯৬৫)।

পুরস্কার: বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭২), একুশে পদক (১৯৭১), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯২), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৪), মরণোত্তর সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭২)।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১. জহির রায়হানের প্রথম চলচ্চিত্র– কখনো আসেনি।
২. জহির রায়হানের ডাক নাম– জাফর।
৩. জহির রায়হান নাম দেন– কমরেড মনি সিং।
৪. 'Bangladesh Liberation Council of Intelligensia' এর সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন– ১৯৭১ সালে।
৫. বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক বলা হয়– জহির রায়হানকে।
৬. তিনি যে পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে যুক্ত ছিলেন– সাহিত্য মাসিক প্রবাহ এবং সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস পত্রিকা।
৭. যে অভিজ্ঞতার ফলে জহির রায়হান আরেক ফাল্গুন উপন্যাস রচনা করেন– বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ১৯৫৫ সালে ২১ শে ফেব্রুয়ারি পালনের অভিজ্ঞতায়।
৮. জহির রায়হান রচিত উপন্যাসগুলোর ভাষা ছিল– ঋজু ও সাবলিল এবং কাব্যমণ্ডিত

এক কথায় উত্তর

১. জহির রায়হানের প্রকৃত নাম কী?
উত্তর: মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ।

২. 'শেষ বিকেলের মেয়ে' কী ধরনের রচনা?
উত্তর: উপন্যাস।

৩. 'ভাষা আন্দোলনের' পটভূমিতে রচিত উপন্যাস কোনটি?
উত্তর: আরেক ফাল্গুন।

৪. 'বরফ গলা নদী' উপন্যাসটি লিখেছেন-
উত্তর: জহির রায়হান।

৫. বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার কে?
উত্তর: জহির রায়হান।

৬. জহির রায়হান তার কোন চলচ্চিত্রটির জন্য নিগার পুরস্কার লাভ করেন?
উত্তর: কাঁচের দেয়াল।

৭. 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটির পরিচালক কে?
উত্তর: জহির রাহয়হান।

৮. জহির রায়হান পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র কোনটি?
উত্তর: A State is Born।

৯. বাংলাদেশের প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র কোনটি?
উত্তর: সঙ্গম।

১০. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক চলচ্চিত্র কোনটি?
উত্তর: জীবন থেকে নেয়া।

১১. সূর্যগ্রহণ গল্পটি রচনা করেন?
উত্তর: জহির রায়হান।

১২. জহির রায়হান নিখোঁজ হন-
উত্তর: ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারী।

১৩. একুশের গল্প প্রবন্ধটি কার লেখা?
উত্তর: জহির রায়হান।

১৪. 'তপুকে আবার ফিরে পাবো, একথা ভুলেও ভাবিনি' উক্তিটি কোন গল্পের?
উত্তর: একুশের গল্প।

Teacher's Work

১. 'একুশের গল্প' ছোটগল্পটি কার লেখা?
ক শামসুর রাহমান খ বেগম সুফিয়া কামাল
গ শওকত ওসমান ঘ জহির রায়হান **ঘ**

২. জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসের পটভূমিকা হলো–
ক ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ
খ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন
গ একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন
ঘ এর কোনটিই নয় **গ**

৩. 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
ক প্রমথ চৌধুরী খ আবু জাফর শামসুদ্দীন
গ মুনীর চৌধুরী ঘ জহির রায়হান **ঘ**

৪. 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটির পরিচালক ছিলেন-
ক চাষী নজরুল ইসলাম খ আতাউর রহমান
গ জহির রায়হান ঘ সুভাষ দত্ত **গ**

৫. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটির কার রচনা?
ক ফজল শাহাবুদ্দীন খ শঙ্কর
গ আনিস চৌধুরী ঘ জহির রায়হান **ঘ**

৬. Let there be Light কার প্রামাণ্য চিত্র?
ক তারেক মাসুদ খ জহির রায়হান
গ সুভাষ দত্ত ঘ আলমগীর কবির **খ**

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর রচিত সাহিত্য মধুর ও কাব্যধর্মী ভাষায় অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন সত্তায় ধারণ করেছে প্রকৃতি ও নিম্নশ্রেণির মানবজীবন। তাঁর ছোটগল্পগুলোর মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে গীতিকবির ব্যক্তিত্ব।

১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশ পরগনার মুরারিপুর গ্রামে (মাতুলালয়) জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস চব্বিশ পরগনার ব্যারাকপুর গ্রামে।
২. তিনি 'চিত্রলেখা' (১৯৩০) পত্রিকা এবং হেমন্তকুমার গুপ্তের সাথে 'দীপক' (১৯৩০) পত্রিকা সম্পাদন করেন।
৩. ১৯২১ সালে প্রবাসী পত্রিকায় 'উপেক্ষিত' নামক গল্প প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।
৪. তিনি ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ সালে (১৫ কার্তিক, ১৩৫৭) বিহারের ঘাটশীলায় মারা যান।

প্রশ্ন: তাঁর রচিত উপন্যাসসমূহ কী কী?

উত্তর: 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯): এটি তাঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এটি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় অনূদিত। মূল চরিত্র: অপু, দুর্গা। উপন্যাসটি তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা: বল্লালী বালাই, আম আঁটির ভেঁপু ও অক্রুর সংবাদ। সত্যজিৎ রায় এ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

'অপরাজিত' (১৯৩১): এটিকে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড বলা হয়। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে মাসিক 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। 'আলোক সারথী' নামে এ উপন্যাসটির প্রথম নামকরণ করা হয়েছিল। উপন্যাসের নায়ক অপুর শৈশব ও কৈশোর জীবন, মা সর্বজয়ার মৃত্যু, অপর্ণার সাথে বিবাহ ও শিশুপুত্র কাজলের মাধ্যমে পুনরায় প্রিয় শৈশবের প্রিয় গ্রাম নিশ্চিন্দিপুরের স্মৃতিমন্থন এ উপন্যাসের মূল কাহিনি। অপরাজিত উপন্যাসের একটি অংশ নিয়েই সত্যজিৎ রায় 'অপুর সংসার' সিনেমা তৈরি করেছেন।

'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫): অবাস্তব ও অধিবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি এর কাহিনি।

'আরণ্যক' (১৯৩৮): এ উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে অরণ্যাচারী মানুষের জীবন। ভাগলপুরের নিকটবর্তী বনাঞ্চলের মানুষের জীবনের সাথে প্রকৃতির সম্পর্কের টানাপোড়েন, বিচিত্র চরিত্র, তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ এ উপন্যাসের মূল কাহিনি।

'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪০): এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হাজারী ঠাকুরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং মানুষের ভালোবাসা অর্জনের কাহিনিই এ উপন্যাসের মূল বিষয়।

'অনুবর্তন' (১৯৪২): বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তি অভিজ্ঞতার রূপায়ণ এ উপন্যাস। গ্রামের মানুষের মধ্যে সামান্য স্বার্থ নিয়ে দলাদলি এবং পরিণামে ট্র্যাজিক পরিণতিই এ উপন্যাসের মূল সুর।

'দেবযান' (১৯৪৪) : এটি প্রেমতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব ভিত্তিক উপন্যাস। অবাস্তব ও অধিবাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গি এর কাহিনি ও চরিত্রবিন্যাসের নিয়ামক।

'ইছামতি' (১৯৪৯) : ইছামতি নদীর তীরবর্তী গ্রামে প্রচলিত সংস্কার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারী জাগরণ, ইংরেজ শাসকদের প্রভাবে কৃষিনির্ভর বাঙালির বাণিজ্য চেতনা এবং নীলচাষের প্রতিবাদ, নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবনকথা এ উপন্যাসের আলেখ্য। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসের জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার' (মরণোত্তর) লাভ করেন।

[বাজারের অন্যান্য বইয়ে উপন্যাসটির প্রকাশকাল দেওয়া হয়েছে ১৯৫০। কিন্তু 'বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান' এ দেওয়া হয়েছে ১৯৪৯।]

'অশনি সংকেত' (১৯৫৯): এ উপন্যাসটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত। এটি ধারাবাহিকভাবে মাতৃভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

[বাজারে প্রচলিত বইয়ে বলা হয়েছে যে, ঋত্বিক ঘটক এ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। প্রকৃতপক্ষে সত্যজিৎ রায় এ উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৭৩ সালে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য বাংলাদেশের চিত্রনায়িকা ববিতাকে চলচ্চিত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়া হয়।]

'বিপিনের সংসার' (১৯৪১), 'দম্পতি' (১৯৫২)।

পথের পাঁচালী (উপন্যাস)	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পথের দাবী (উপন্যাস)	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আরণ্য জনপদে (প্রবন্ধ)	আবদুস সাত্তার
আরণ্য সংস্কৃতি (প্রবন্ধ)	আবদুস সাত্তার
আরণ্যক (উপন্যাস)	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য রচনাবলি কী কী?

উত্তর: ছোটগল্প: 'মেঘমাল্লার' (১৯৩১), 'মৌরীফুল' (১৯৩২), 'যাত্রাবদল' (১৯৩৪), 'কিন্নর দল' (১৯৩৮), পুঁইমাচা'।

আত্মজীবনী: 'তৃণাঙ্কুর' (১৯৪৩)

ভ্রমণকাহিনি: 'অভিযাত্রিক', 'বনে পাহাড়ে', 'হে অরণ্য কথা কও'।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস মনে রাখার কৌশল-

পথের পাঁচালী অপরাজিত দৃষ্টিপ্রদীপ নিয়ে আরণ্যক কে চাঁদের পাহাড়ের আদর্শ হিন্দু হোটেল রেখে আসল। তাই দেখে বিপিনের সংসারের দেবযান ইচ্ছামতি দম্পতি অশনি সংকেত পেল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প মনে রাখার কৌশল-

মেঘমাল্লার মৌরিফুল যাত্রাবদল করে কিন্নর দলকে পুইমাচার তলে নিয়ে গেল।

এক কথায় উত্তর

১. **'আরণ্যক' কার রচনা?**
উত্তর: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২. **তাঁর আত্মজীবনীর নাম কী?**
উত্তর: তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩)।

৩. **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর: পথের পাঁচালী।

৪. **পথের পাঁচালী প্রকাশিত হয়-**
উত্তর: ১৯২৯ সালে।

৫. **'চাঁদের পাহাড়' কার রচনা?**
উত্তর: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬. **অপু ও দুর্গা চরিত্র দুটি কোন উপন্যাসের?**
উত্তর: পথের পাঁচালী।

৭. **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার কোন উপন্যাসের জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন?**
উত্তর: ইছামতি।

৮. **'অশনি সংকেত' উপন্যাসটি কোন প্রেক্ষাপটে রচিত?**
উত্তর: পঞ্চাশের মন্বন্তর।

৯. **কোনটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রেমতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব ভিত্তিক উপন্যাস?**
উত্তর: দেবযান।

১০. **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তি অভিজ্ঞতার রূপায়ণ উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর: অনুবর্তন।

১১. **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন?**
উত্তর: চিত্রলেখা।

১২. **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর: আরণ্যক।

১৩. **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন?**
উত্তর: ১৯৫০ সালে।

Teacher's Work

১. **নিচের কোনটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ নয়?** [৩৫তম বিসিএস]
ক ইছামতি খ মেঘমল্লার
গ মৌরিফুল ঘ যাত্রাবদলা **ক**

২. **'আরণ্যক' কার রচনা?** [গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী'১১]
ক বুদ্ধদেব বসু খ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **ঘ**

৩. **'মেঘমাল্লার' গ্রন্থের রচয়িতা হলেন?** [রয়ালি ব্যাংক অফিসার'১৯]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
গ সৈয়দ মুজতবা আলী ঘ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **ঘ**

৪. **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পথের পাঁচালী' একটি–**
ক নাটক খ ভ্রমণকাহিনি
গ গল্প ঘ উপন্যাস **ঘ**

৫. **'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের রচয়িতা–**
ক প্যারীচাঁদ মিত্র খ বনফুল
গ সত্যজিৎ রায় ঘ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **ঘ**

৬. **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশকাল–**
ক ১৯১৯ খ ১৯২৯
গ ১৯৩৯ ঘ ১৯৪৯ **খ**

৭. **'অপরাজিত' উপন্যাসের লেখক–**
ক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
খ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ শহীদুল্লা কায়সার
ঘ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় **ক**

৮. **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?**
ক পদশব্দ খ আরণ্যক
গ রজনী ঘ অসম বৃক্ষ **খ**

৯. **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?**
ক ইছামতি খ ময়ূরকণ্ঠী
গ ধূপছায়া ঘ সংকর সংকীর্তন **ক**

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)

তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'হাসুলী বাঁকের উপকথা'। তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসগুলো হলো গণদেবতা, ধাত্রীদেবতা, পঞ্চগ্রাম। তাঁর আরও কয়েকটি উপন্যাস হলো- চৈতালী ঘূর্ণি, কালিন্দী, কবি, আরোগ্য নিকেতন প্রভৃতি।
তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলো হলো জলসাগর, রসকলি, বেদেনী, ডাক হরকরা।

ছোটগল্প: জলসাঘর (১৯৩৭), বেদেনী (১৯৪০), পাষাণপুরী, নীলকণ্ঠ, ছলনাময়ী।
* মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) নিয়ে লেখা তার উপন্যাস- 'একটি কালো মেয়ের কথা'।
* মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রচিত তাঁর উপন্যাস– '১৯৭১'।

এক কথায় উত্তর

১. **তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর: হাসুলী বাঁকের উপকথা।

২. **তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর: একটি কালো মেয়ের কথা।

৩. **'জলসাঘর' গল্প গ্রন্থটি কার রচনা?**
উত্তর: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪. **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম-**
উত্তর: হাবু শর্মা।

৫. **'হাঁসুলী বাকের উপকথা' কার লেখা উপন্যাস?**
উত্তর: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬. **সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে লেখা উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর: অরণ্যবহ্নি।

৭. **'দুই পুরুষ' কার লেখা নাটক?**
উত্তর: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮. **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর: কবি।

৯. **'ডাক হরকরা' কার লিখা ছোটগল্প?**
উত্তর: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

Teacher's Work

১. **মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?** [৪০তম বিসিএস]
ক একটি কালো মেয়ের কথা
খ তেইশ নম্বর তৈলচিত্র
গ আয়নামতির পালা
ঘ ইছামতি
ক

২. **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই এই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন, যা ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির নাম কী?** [৪১তম বিসিএস]
ক চৈতালী ঘূর্ণি খ রক্তের অক্ষর
গ বায়ান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি ঘ ১৯৭১
ঘ

৩. **'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাস কে লিখেছেন?** [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহকারী সাইফার কর্মকর্তা'২২]
ক. সৈয়দ মুজতবা আলী খ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. শওকত আলী ঘ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
খ

৪. **'মস্কোতে কয়েকদিন' নামক ভ্রমণ কাহিনীর রচয়িতা কে?** [বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক'২২]
ক. সৈয়দ মুজতবা আলী খ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক ঘ অন্নদাশঙ্কর রায়
খ

৫. **'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' কার লেখা?**
ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)

উপন্যাস: লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)।

✪ **লালসালু:** সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রথম 'লালসালু' (১ম প্রকাশ ১৯৪৮, ২য় প্রকাশ ১৯৬০) উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশের সাহিত্যে যে সব উপন্যাস প্রবল আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়েছে 'লালসালু' তাদের মধ্যে অন্যতম। গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে এ উপন্যাস রচিত। ধর্মের নামে স্বার্থান্ধ মানুষের কার্যকলাপ এখানে রূপলাভ করেছে। গ্রাম-বাংলার বাস্তব চিত্র অঙ্কনে এ উপন্যাসটি অত্যন্ত মূল্যবান। এ উপন্যাসে ধর্মীয় ভণ্ডামির নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'মজিদ' লালসালু উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। ধর্মকে ব্যবহার করে মজিদ কীভাবে গ্রামের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল এবং ধর্ম ব্যবসার ভিত্তি রচনা করল- এটাই 'লালসালু' উপন্যাসের উপজীব্য।
চরিত্র: মজিদ, খালেক ব্যাপারী, জমিলা, রহিমা, হাসুনীর মা, আক্কাস।

✪ **কাঁদো নদী কাঁদো :** ১৯৬৮ সালে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত চেতনা প্রবাহরীতির একটি উপন্যাস।
বৈশিষ্ট্য: আঙ্গিক প্রকরণে পাশ্চাত্যের প্রভাব থাকলেও এর সমাজজীবন, পরিবেশ ও চরিত্রাদি স্বদেশীয়। শুকিয়ে যাওয়া বাকাল নদীর প্রভাবতাড়িত কুমুরডাঙ্গার মানুষের জীবনচিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে।

চরিত্র ও বিষয়বস্তু: তবারক ভুইয়া নামে এক স্টিমারযাত্রীর মুখে বিবৃত কুমুরডাঙ্গার ছোট হাকিম মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনালেখ্য ও জীবনের ইতিকথা এর বিষয়বস্তু।

✪ **'চাঁদের অমাবস্যা'** মনোসমীক্ষণমূলক উপন্যাস।

ছোটগল্প :
নয়নচারা (১৯৫১) (চরিত্র : আমু), না কান্দে বুবু, দুই তীর ও অন্যান্য গল্প (১৯৬৫), একটি তুলসী গাছের কাহিনি ইত্যাদি।

নাটক: তরঙ্গভঙ্গ, বহিপীর, উজানে মৃত্যু, সুড়ঙ্গ। 'বহিপীর' তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৯৩৬-২০১৯)

তিনি সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি দৈনিক মোহাম্মদী, সওগাত ও দৈনিক আজাদ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি প্রথম ভাষা শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।
তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি– কচিপাতা, খরতরঙ্গ, ইলিয়ড, পলাশী থেকে পাকিস্তান, অতীত দিনের স্মৃতি ইত্যাদি।

সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫)

রূপক নাটক: শকুন্তলা উপাখ্যান (১৯৫৮)।
ঐতিহাসিক নাটক: সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫)।
জীবনী নাটক: মহাকবি আলাওল (১৯৬৫)।

আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯)

তাঁর পরিচিতিমূলক তথ্য:
আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালের ১১ই জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোড়াইল গ্রামের মোল্লা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাংবাদিক হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিচালকের পদও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। আল মাহমুদের প্রকৃত নাম মীর আবদুস শাকুর আল মাহমুদ। তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ৮২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

১. **কাব্যগ্রন্থ:** লোক লোকান্তর (১৯৬৩), কালের কলস (১৯৬৬), সোনালী কাবিন (১৯৭৩), বখতিয়ারের ঘোড়া (১৯৮৪), আরব্য রজনীর রাজহাঁস (১৯৮৬), একচক্ষু হরিণ (১৯৮৯), পাখির কাছে, ফুলের কাছে (১৯৮০), প্রেমের কবিতা (২০০২), মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো (১৯৬৯), মিথ্যাবাদী রাখাল, দোয়েল ও দয়িতা, হৃদয়পুর (১৯৯৫), তুমি তৃষ্ণা, তুমিই পিপাসা, অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না (১৯৮০)।
২. **উপন্যাস:** ডাহুকী (১৯৯২), কবি ও কোলাহল (১৯৯৩), কাবিলের বোন (২০০১), নিশিন্দা নারী, আগুনের মেয়ে (১৯৯৫), পুরুষ সুন্দর (১৯৯৪), উপমহাদেশ (১৯৯৩), পুত্র (২০০০), দিন যাপন, তুষের আগুন, যে সুখ দুঃখের অধিক, চেহারার চতুরঙ্গ (২০০০)।
৩. **গল্প:** পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫), সৌরভের কাছে পরাজিত (১৯৮৩), গন্ধবণিক (১৯৮৬), ময়ূরীর মুখ (১৯৯৪)।
৪. **প্রবন্ধ:** কবির আত্মবিশ্বাস, দিনযাপন (১৯৯০), কবিতার বহুদূর (১৯৯৭), নারী নিগ্রহ (১৯৯৭)।
৫. **পুরস্কার:** বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৮), লেখকসংঘ পুরস্কার (১৯৮০), ফিলিপ্স সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৬), একুশে পদক (১৯৮৬), নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৯০)।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১. আল মাহমুদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস– উপমহাদেশ।
২. 'আমার বুকের ভেতর ধর্মের কল বাতাসে নড়ে ওঠে' এটি যার কথা– আল মাহমুদ।
৩. যে সময়ে তিনি 'দৈনিক গণকণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন– স্বাধীনতা-উত্তরকালে।
৪. 'গণকণ্ঠ' পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিল– জাসদ।
৫. 'সোনালী কাবিন'-এ যতটি সনেটের সমন্বয়ে একটি দীর্ঘ কবিতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে– চৌদ্দটি।
৬. সোনালী কাবিনে যে ধরনের চিত্র ফুটে উঠেছে– বঞ্চিতের ক্ষোভ, শ্রমিকের ঘাম, কৃষকের পরিশ্রম গ্রামীণ আবহে ভেসে উঠেছে।
৭. তাঁর কবিতার বিশেষত্ব হলো– বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য ও লোকশব্দ ব্যবহারে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।
৮. প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস– ডাহুকী।
৯. প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ– লোক লোকান্তর (১৯৬৩)।
১০. প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প– পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫)।

এক কথায় উত্তর

১. **'লালসালু' উপন্যাসের রচয়িতা কে?**
উত্তর: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।
২. **ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজউদ্দৌলা' কে রচনা করেন?**
উত্তর: সিকান্দার আবু জাফর।
৩. **'সোনালী কাবিন' কাব্যগ্রন্থ কার লেখা?**
উত্তর: আল মাহমুদ।
৪. **বাংলাদেশের চেতনার প্রবাহরীতির উপন্যাস কে লিখেছেন?**
উত্তর: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।
৫. **'লালসালু' উপন্যাসটি রচিত হয়?**
উত্তর: ১৯৪৮ সালে।
৬. **ফরাসি ও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর: লালসালু।
৭. **'Tree Without Roots' কোন গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ?**
উত্তর: লালসালু।
৮. **লালসালু উপন্যাসের মূল উপজীব্য কি?**
উত্তর: ধর্মীয় ভণ্ডামির নিখুঁত চিত্র।
৯. **'মজিদ' কোন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র?**
উত্তর: লালসালু।
১০. **লালসালু চলচ্চিত্রটির নির্মাতা কে?**
উত্তর: তানভীর মোকাম্মেল।

১১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত উপন্যাস কোনটি?
উত্তর: কাঁদো নদী কাঁদো।

১২. 'কাঁদো নদী কাঁদো' কি ধরনের রচনা?
উত্তর: উপন্যাস।

১৩. 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটির রচয়িতা-
উত্তর: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

১৪. 'চাঁদের অমাবস্যা' কোন শ্রেণীর উপন্যাস?
উত্তর: মনোসমীক্ষণমূলক।

১৫. 'বহিপীর' কার লেখা নাটক?
উত্তর: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

১৬. 'কাশবনের কন্যা' কোন জাতীয় রচনা?
উত্তর: উপন্যাস।

১৭. আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য হলো-
উত্তর: নিম্নবর্গের মানুষ ও তাদের জীবন।

১৮. 'কাশবনের কন্যা' উপন্যাসের লেখক কে?
উত্তর: আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

১৯. 'কাঞ্চনমালা' গ্রন্থটি কার রচনা?
উত্তর: আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

২০. 'পথ জানা নেই' গল্পটির রচয়িতা-
উত্তর: আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

২১. 'দৈনিক মোহাম্মদী' পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন কে?
উত্তর: আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

২২. আবুল কালাম শামসুদ্দীন ভাষা শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন?
উত্তর: ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী।

২৩. সিকান্দার আবু জাফর রচিত রূপক নাটক কোনটি?
উত্তর: সকুন্তলা উপাখ্যান।

২৪. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটি রচনা করেন?
উত্তর: সিকান্দার আবু জাফর।

২৫. 'মহাকবি আলাওল' লিখেছেন?
উত্তর: সিকান্দার আবু জাফর।

২৬. 'সিরাজউদ্দৌলা' কি ধরনের নাটক?
উত্তর: ঐতিহাসিক নাটক।

২৭. সিকান্দার আবু জাফর মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর: ১৯৭৫ সালে।

২৮. আল মাহমুদের কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
উত্তর: পাখির কাছে ফুলের কাছে।

২৯. আল মাহমুদ রচিত 'পানকৌড়ির রক্ত' কোন ধরনের রচনা?
উত্তর: কথাসাহিত্য।

৩০. 'সোনালী কাবিন' কাব্যের রচয়িতা কে?
উত্তর: আল মাহমুদ।

৩১. 'লোক-লোকান্তর' কবিতা গ্রন্থটির কবি কে?
উত্তর: আল মাহমুদ।

৩২. আল মাহমুদ রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?
উত্তর: উপমহাদেশ।

৩৩. আল মাহমুদের প্রকৃত নাম?
উত্তর: মীর আবদুস শুকুর।

৩৪. আল মাহমুদ কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উত্তর: দৈনিক গণকণ্ঠ।

৩৫. আল মাহমুদের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস-
উত্তর: ডাহুকী।

৩৬. আল মাহমুদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
উত্তর: লোক-লোকান্তর।

৩৭. "আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বণ্টন"- কোন কবি বলেছেন?
উত্তর: আল মাহমুদ।

৩৮. আল মাহমুদ বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন?
উত্তর: ১৯৬৮ সালে।

৩৯. কবি আল মাহমুদ মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর: ২০১৯ সালে।

Teacher's Work

১. 'লালসালু' উপন্যাসটির লেখক কে? [২১তম বিসিএস]
ক মুনীর চৌধুরী খ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
গ শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ শওকত আলী **খ**

২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র ইংরেজি ভাষায় লিখিত একটি রচনা হলো- [সমন্বিত ৭ ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার'২২]
ক Night of no moon খ How to cook beans
গ Tree without roots ঘ Cry river cry **গ**

৩. 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের যুবক শিক্ষকের নাম- [৪৪তম বিসিএস]
ক আবদুল কাদের খ খতিব মিয়া
গ আক্কাস আলী ঘ আরেফ আলী **ঘ**

৪. 'কাশবনের কন্যা' গ্রন্থটির লেখক কে? [২৫তম বিসিএস (বাতিলকৃত)]
ক আবুল কালাম শামসুদ্দীন খ শামসুদ্দীন আবুল কালাম
গ আবুল ফজল ঘ জসীমউদ্দীন **খ**

৫. 'সোনালী কাবিন' কাব্যের রচয়িতা কে? [১৫তম বিসিএস]
ক হাসান হাফিজুর রহমান খ আল মাহমুদ
গ হুমায়ুন আহমেদ ঘ শক্তি চট্টোপাধ্যায় **খ**

৬. 'কালের কলস' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে? [জনতা ব্যাংক লি. অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার'১৫; খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক'১১]
ক আল মাহমুদ খ শামসুর রাহমান
গ শতীদ কাদরী ঘ রফিক আজাদ **ক**

৭. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? [সিজিএ এর অডিটর'২২]
ক কাবিলের বোন খ প্রতিদিন একদিন
গ আর্তনাদে বিবর্ণ ঘ কোনোটিই নয় **ক**

৮. 'লালসালু' উপন্যাসের উপজীব্য হলো-
ক চাষী জীবনের করুণ চিত্র খ নারীর বন্দীদশার করুণ চিত্র
গ ধর্মীয় ভণ্ডামির নিখুঁত চিত্র ঘ ধর্মীয় মূল্যবোধ বিস্তারের চিত্র **গ**

৯. 'সুড়ঙ্গ' নাটকটির রচয়িতা-
ক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ খ আসকার শাইখ
গ শওকত ওসমান ঘ শামসুল হক **ক**

১০. 'বখতিয়ারের ঘোড়া' কোন শ্রেণির রচনা?
ক ইতিহাস খ কাব্য
গ উপন্যাস ঘ রূপকথা **খ**

আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)

জন্ম: শিরঙ্গল গ্রাম, নড়িয়া, শরীয়তপুর।
উপন্যাস: সূর্যদীঘল বাড়ি (১৯৫৫), পদ্মার পলিদ্বীপ (১৯৮৬), জাল (১৯৮৮)।
গল্পগ্রন্থ : হারেম (১৯৬২), মহাপতঙ্গ (১৯৬৩)।
ছোটগল্প : জোঁক।
সম্পাদিত গ্রন্থ : সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান।
'সূর্যদীঘল বাড়ি' লেখকের বিখ্যাত উপন্যাস। এ উপন্যাসে পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেশবিভাগ, স্বাধীনতার আনন্দ ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, গ্রামের দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে স্বার্থপর মানুষের অত্যাচার-প্রভৃতি ফুটে উঠেছে। এটি অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল। এর নির্মাতা ছিলেন শেখ নিয়ামত আলী মসীহউদ্দিন শাকের।
চরিত্র : জয়গুণ, হাসু, মায়মুন, শফি, ড. রমেশ চক্রবর্তী, মোড়ল গদু।

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)

সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন কবি, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী। তিনি ইকবাল ও ইলিয়ট এর নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ করেন; একদিকে ইসলামি ভাব ও বিষয় নিয়ে, অন্যদিকে লেনিন ও সামাজিক প্রসঙ্গ নিয়ে কবিতা রচনা করেন। ভাববস্তুতে ঐতিহ্য সচেতনতা, সৌন্দর্যবোধ ও দেশপ্রীতি ছিল তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। তিনি জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন।

১. সৈয়দ আলী আহসান ২৬ মার্চ, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে যশোরের (বর্তমান মাগুরা) আলোকদিয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
২. তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদক।
৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক হিসেবে 'চেনাকণ্ঠ' ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন।
৪. তিনি বাংলা একাডেমির পরিচালক (১৯৬০-৬৬) ছিলেন।
৫. ১৯৩৭ সালে আরমানিটোলা বিদ্যালয়ে পড়ার সময় স্কুল ম্যাগাজিনে 'The Rose' নামে একটি ইংরেজি কবিতা ছাপা হয়।
৬. তিনি 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' (১৯৬৭), 'একুশে পদক' (১৯৮৩), 'স্বাধীনতা পুরস্কার' (১৯৮৮) পান।
৭. ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে 'জাতীয় অধ্যাপক' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।
৮. তিনি ২৫ জুলাই, ২০০২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় মারা যান।

প্রশ্ন: তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো কী কী?
কাব্যগ্রন্থ: 'অনেক আকাশ' (১৯৫৯), 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' (১৯৬৪), 'সহসা সচকিত' (১৯৬৫), 'আমার প্রতিদিনের শব্দ' (১৯৭৪), 'উচ্চারণ' (১৯৬৮), 'সমুদ্রেই যাব' (১৯৮৭), 'রজনীগন্ধা' (১৯৮৮), 'প্রেম যেখানে সর্বস্ব'।
প্রবন্ধ: 'গল্পসঞ্চয়ন' (১৯৫৩)- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সহযোগে সংকলন সম্পাদনা, 'নজরুল ইসলাম' (১৯৫৪)- সমালোচনা গ্রন্থ, 'কবিতার কথা' (১৯৫৭), 'কবি মধুসূদন' (১৯৫৭), 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (১৯৫৬)- মুহম্মদ আবদুল হাই সহযোগে, 'সাহিত্যের কথা' (১৯৬৪), 'পদ্মাবতী' (১৯৬৮), 'মধুমালতি' (১৯৭২)।
অনুবাদগ্রন্থ: 'ইডিপাস' (১৯৬৩), 'হুইটম্যানের কবিতা' (১৯৬৫)।
শিশুকোষ: 'কখনো আকাশ' (১৯৮৪)।
আত্মজীবনী: 'আমার সাক্ষ্য' (১৯৯৪)।

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬)

তিনি ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপনা করতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন।
অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যসাধনা শুরু হয়েছিল ১৯২৭-এ 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। কিন্তু ১৯৩০ পর্যন্ত তার কবিতা প্রধানত রবীন্দ্রানুসরণ। উত্তর-তিরিশে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় পালাবদল তথা স্বাতন্ত্রের সূচনা। ১৯৩৮-এ প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'খসড়া'। এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আধুনিক কবি গোষ্ঠীতে অন্যতম কবি হিসাবে স্বীকৃতি পান।
গ্রন্থ সমালাচেনা হিসাবে বুদ্ধদেব বসু লিখলেন- 'বিস্ময়কর বই; খুলে পড়তে বসলে পাতায়-পাতায় মন চমকে ওঠে।'
'খসড়া'-র পরে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয় 'একমুঠো' (১৯৩৯), 'মাটির দেওয়াল' (১৯৪২), 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৯৪৩), 'দূরবাণী' (১৯৪৩), 'পারাপার' (১৯৫৩), 'পালাবদল' (১৯৫৫), 'ঘরে ফেরার দিন' (১৯৬১), 'হারানো অর্কিড' (১৯৬৬), 'পুষ্পিত ইমেজ' (১৯৬৭), 'অমরাবতী' (১৯৭২), 'অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৭৩), 'অনিঃশেষ' (১৯৭৬), 'নতুন কবিতা' (১৯৮০) ইত্যাদি।
এছাড়া তিনি অনুবাদ করেছেন ইকবাল, স্টিফেন স্পেন্ডার প্রমুখের কবিতা। ১৯৬৩ সালে তিনি একাডেমি পুরস্কার পান 'ঘরে ফেরার দিন' কাব্যগ্রন্থের জন্য।

এক কথায় উত্তর

১. **'জোঁক' ছোটগল্পটি কে রচনা করেন?**
উত্তর: আবু ইসহাক।
২. **বাংলাদেশে জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদক কে?**
উত্তর: সৈয়দ আলী আহসান।
৩. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত সচিব কে ছিলেন?**
উত্তর: অমিয় চক্রবর্তী।
৪. **আবু ইসহাকের জন্মসাল কোন জেলায়?**
উত্তর: শরিয়তপুর।
৫. **'সূর্য দীঘল বাড়ী' উপন্যাসটির রচয়িতা-**
উত্তর: আবু ইসহাক।
৬. **'হাসু' চরিত্রটি কোন উপন্যাসের?**
উত্তর: সূর্য দীঘল বাড়ী।
৭. **'সূর্য দীঘল বাড়ী' কি ধরনের উপন্যাস?**
উত্তর: সামাজিক উপন্যাস।
৮. **'মহাপতঙ্গ' গল্পগ্রন্থটি কার রচনা?**
উত্তর: আবু ইসহাক।
৯. **বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অবদানের জন্য আবু ইসহাক কবে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' লাভ করেন?**
উত্তর: ১৯৬৩ সালে
১০. **'সূয দীঘল বাড়ী' চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?**
উত্তর: শেখ নিয়ামত শাকের।
১১. **সৈয়দ আলী আহসান কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?**
উত্তর: মাগুরা জেলা।

১২. মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন কে?
উত্তর: সৈয়দ আলী আহসান।

১৩. 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' গ্রন্থটির রচয়িতা-
উত্তর: সৈয়দ আলী আহসান।

১৪. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার রচয়িতা কে?
উত্তর: সৈয়দ আলী আহসান।

১৫. গ্রিক ট্রাজেডি 'ইডিপাস' বাংলায় কে অনুবাদ করেন?
উত্তর: সৈয়দ আলী আহসান।

১৬. '১৯৮৫ সালে নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক কে পান?
উত্তর: সৈয়দ আলী আহসান।

১৭. "সময়ের অনেক গভীরে ডুব দিয়ে আমি আমার স্বদেশ কে দেখেছি"- কবিতাংশটি কার রচনা?
উত্তর: সৈয়দ আলী আহসান।

১৮. অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
উত্তর: খসড়া।

১৯. 'অভিজ্ঞান বসন্ত' কার রচনা?
উত্তর: অমিয় চক্রবর্তী।

২০. অমিয় চক্রবর্তী কোন কাব্যগ্রন্থ রচনার জন্য একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন?
উত্তর: ঘরে ফেরার দিন।

২১. অমীয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা কোনটি?
উত্তর: অমরাবতী।

Teacher's Work

১. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার রচয়িতা কে? [যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ক্রেডিট সুপারভাইজার'১৯; প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক'০৭]
ক জসীমউদ্দীন খ তালিম হোসেন
গ জীবনানন্দ দাশ ঘ সৈয়দ আলী আহসান **ঘ**

২. গ্রিক ট্রাজেডি 'ইডিপাস' বাংলায় কে রচনা করেন? [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা'১৪; প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক'১৩]
ক মুনীর চৌধুরী খ কবীর চৌধুরী
গ সৈয়দ আলী আহসান ঘ লিলি চৌধুরী **গ**

৩. ১৯৮৫ সালে নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক কে পান? [৩৪তম বিসিএস]
ক সৈয়দ আলী আহসান খ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
গ সৈয়দ শামসুল হক ঘ সিকান্দার আবু জাফর **ক**

৪. 'সূর্য দীঘল বাড়ি' কোন প্রকারের গ্রন্থ? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিনটেনডেন্ট '১৯; সোনালী ব্যাংক অফিসার'১৯; সমবায় অফিসার'৯৩]
ক রম্য নাটক
খ সামাজিক উপন্যাস
গ আবু ইসহাকের জীবন কাহিনী
ঘ লোক সাহিত্যমূলক গ্রন্থ **খ**

৫. 'জয়গুন' কোন উপন্যাসের চরিত্র? [২৬তম বিসিএস]
ক জননী খ সূর্য দীঘল বাড়ী
গ সারেং বৌ ঘ হাজার বছর ধরে **খ**

৬. 'পদ্মার পলিদ্বীপ' কার রচনা? [সমন্বিত ৮ ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার'১৯]
ক আবু ইসহাক খ জহির রায়হান
গ মাহবুবুল আলম ঘ জাহানারা ইমাম **ক**

৭. রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম প্রধান আধুনিক কবি যিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন, তিনি হলেন- [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক'১৪]
ক অমিয় চক্রবর্তী খ অজিত দত্ত
গ বুদ্ধদেব বসু ঘ সমর সেন **ক**

৮. আমাদের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন কোন কবি?
ক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন খ সৈয়দ আলী আহসান
গ সৈয়দ শামসুল হক ঘ শামসুর রাহমান **খ**

৯. কবি অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
ক খসড়া খ একমুঠো
গ অমরাবতী ঘ পালাবদল **ক**

Unique Question for Student Practice

১. কোন সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়?
ক ১৯৬১ খ ১৯৮১
গ ২০১১ ঘ ২০১০ **গ**

২. 'ঠাকুর' পরিবারের আসল পদবি ছিল–
ক কুশারী খ মুখোপাধ্যায়
গ শাস্ত্রী ঘ ঘোষ **ক**

৩. কোন বাঙালি কবি 'নাইট' উপাধি পেয়েছিলেন?
ক Kazi Nazrul Islam খ. Shukumar roy
গ Rabindra Nath Tagore ঘ. Stayendranath Datta **গ**

৪. রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন কোন সালে?
ক ১৯১৩ খ ১৯১৫
গ ১৯১৭ ঘ ১৯১৯ **ঘ**

৫. কবি রবিঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত শিলাইদহ কোন জেলায়?
ক রাজশাহী খ কুমিল্লা
গ কুষ্টিয়া ঘ ঢাকা **গ**

৬. কোন বাঙালি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান/সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান প্রথম ভারতীয়-
ক মীর মশাররফ হোসেন খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ মাইকেল মধুসূদন দত্ত **খ**

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন–
ক আগস্ট, ১৯১৩ খ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩
গ অক্টোবর, ১৯১৩ ঘ নভেম্বর, ১৯১৩ **ঘ**

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন গ্রন্থটির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন?
ক Gitanjali খ. Sonar Tari
গ Shesher Kabita ঘ. Chtragada **ক**

৯. 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদের নাম কী?
ক Song Book খ. Song Offerings
গ Song Collection ঘ. Song **খ**

১০. Who wrote intrduction of the book 'Song offerings' of Rabindranath Tagore?
ক এজরা পাউন্ড খ টি.এস.এলিয়ট
গ ইয়েটস ঘ কিটস্ **গ**

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' কাব্য প্রকাশিত হয় কোন সনে?
ক ১৯১০ খ ১৯১১
গ ১৯১২ ঘ ১৯১৩ **ক**

১২. বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে কোন বিষয়টি প্রধানভাবে আছে?
ক বাংলার প্রকৃতির কথা খ বাংলার মানুষের কথা
গ বাংলার ইতিহাসের কথা ঘ বাংলার সংস্কৃতির কথা **ক**

১৩. আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' এ গানের সুর রবীন্দ্রনাথ কোন ধরনের সুর থেকে নিয়েছেন?
ক পালা গানের খ বাউল গানের
গ ভাটিয়ালি গানের ঘ মুর্শিদি গানের **খ**

১৪. কোন কবি এককভাবে তিনটি দেশের জাতীয় সংগীত রচনা করেছেন?
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ জন মিল্টন ঘ বার্সিল ফার্নান্দো **ক**

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি কবে থেকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে?
ক ২রা মার্চ, ১৯৭১ খ ৩রা মার্চ, ১৯৭১
গ ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ ঘ ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১ **খ**

১৬. বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আমার সোনার বাংলা' কবিতার প্রথম কত লাইন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতরূপে নেওয়া হয়েছে?
ক ১০ লাইন খ ২৫ লাইন
গ ১৫ লাইন ঘ ৮ লাইন **ক**

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক গীতাঞ্জলি খ বলাকা
গ কবি-কাহিনী ঘ পূরবী **গ**

১৮. 'খেয়া' রবীন্দ্রনাথের একটি–
ক নাটক খ কাব্যগ্রন্থ
গ গল্পগ্রন্থ ঘ প্রবন্ধ **খ**

১৯. রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কোন ধরনের গ্রন্থ?
ক কাব্যগ্রন্থ খ নাটক
গ উপন্যাস ঘ প্রহসন **ক**

২০. কোন কবিতা হতে রবীন্দ্রনাথ গদ্যরীতিতে কবিতা লেখা শুরু করেন?
ক বলাকা খ পুনশ্চ
গ খাপছাড়া ঘ সেঁজুতি **খ**

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'পূরবী' কাব্য কাকে উৎসর্গ করেছিলেন?
ক মৈত্রেয়ী দেবী খ হেমন্তবালা দেবী
গ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ঘ কাদম্বরী দেবী **গ**

২২. স্ত্রীর মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন–
ক স্মরণ খ উৎসর্গ
গ নৈবেদ্য ঘ খেয়া **ক**

২৩. 'সোনার তরী' কাব্যের লেখক কে?
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ কায়কোবাদ
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **গ**

২৪. 'হিং টিং ছট' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?
ক ভানুসিংহের পদাবলি খ কবি কাহিনী
গ চিত্রাঙ্গদা ঘ সোনার তরী **ঘ**

২৫. 'শেষের কবিতা' উপন্যাস হলে 'শেষ লেখা' কী?
ক কাব্যগ্রন্থ খ নাটক
গ উপন্যাস ঘ প্রহসন **ক**

২৬. রবীন্দ্রনাথের শেষ কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক পরিশেষ খ শেষ লেখা
গ জন্মদিনে ঘ পুনশ্চ **খ**

২৭. রবীন্দ্রনাথ যে রচনাটির জন্য সর্বাধিক বিখ্যাত, সেটি কোনটি?
ক বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত খ গল্পগুচ্ছ
গ সঞ্চয়িতা ঘ গীতাঞ্জলি **ঘ**

২৮. পদাবলি লিখেছেন–
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ কায়কোবাদ **ক**

২৯. 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি'র ভাষা–
ক সৌরসেনী অপভ্রংশ খ বঙ্গকামরূপী
গ ব্রজবুলি ঘ বঙ্গভাষা **গ**

৩০. 'বিদায় অভিশাপ' কবিতাটি কার লেখা?
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ কাজী নজরুল ইসলাম **ক**

৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'উর্বশী' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
ক ক্ষণিকা খ চিত্রা
গ বলাকা ঘ সোনার তরী **খ**

৩২. রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'সাহজাহান' কবিতাটি তার কোন কাব্যে স্থান পেয়েছে?
ক ক্ষণিকা খ চিত্রা
গ বলাকা ঘ মানসী **গ**

৩৩. 'বাংলার মাটি বাংলার জল' সনেটটি কার রচনা?
ক অতুলপ্রসাদ সেন খ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ কাজী নজরুল ইসলাম **গ**

৩৪. বাংলা সাহিত্যের একটি বিখ্যাত কবিতা '১৪০০ সাল' এর রচয়িতা কে?
ক কাজী নজরুল খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ জীবনানন্দ দাশ ঘ গোলাম মোস্তফা **খ**

৩৫. নিচের কোনটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বিখ্যাত কবিতার নাম?
ক কবি খ ছবি
গ জীবনের জলছবি ঘ কাঠ কয়লার ছবি **খ**

৩৬. নিম্নের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ নয়?
ক সোনার তরী খ চিত্রা
গ বলাকা ঘ নৌকাডুবি **ঘ**

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবজীবনের সাথে কোনটির তুলনা করেছেন?
ক নদী খ বৃক্ষ
গ পথ ঘ পাহাড় **ক**

৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস–
ক চোখের বালি খ বৌ-ঠাকুরানীর হাট
গ শেষের কবিতা ঘ গোরা **খ**

৩৯. 'শেষের কবিতা' কে লিখেছেন?
ক নজরুল ইসলাম খ সেলিনা হোসেন
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ চন্দ্রাবতী **গ**

৪০. 'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথের রচিত–
ক উপন্যাসের নাম খ কবিতার নাম
গ গল্প সংকলনের নাম ঘ নাটকের নাম **ক**

৪১. রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থটি উপন্যাস?
ক শেষের কবিতা খ বলাকা
গ ডাকঘর ঘ কালান্তর **ক**

৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে কোন ভাষাবিদের নাম পাওয়া যায়?
ক সুকুমার সেন খ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ পবিত্র সরকার **খ**

৪৩. 'গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমায়'। উদ্ধৃত বাক্যটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের কোন চরিত্রের বক্তব্য?
ক অমিত রায় খ লাবণ্য
গ শোভন লাল ঘ কেতকা **খ**

৪৪. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা নাটক নয়?
ক রাজা খ চিরকুমার সভা
গ দুই বোন ঘ তাসের দেশ **গ**

৪৫. কোনটি নাট্যগ্রন্থ?
ক ঘরে বাইরে খ সুলতানার স্বপ্ন
গ যাপিত জীবন ঘ রক্তকরবী **ঘ**

৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বাংলা–
ক ২৫ শে বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ
খ ৭ই বৈশাখ, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ
গ ২৭ শে বৈশাখ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ
ঘ ২৪ শে বৈশাখ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ **ক**

৪৭. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পথের পাঁচালী' একটি-
ক নাটক খ ভ্রমণকাহিনি
গ গল্প ঘ উপন্যাস **ঘ**

৪৮. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের রচয়িতা-
ক প্যারীচাঁদ মিত্র খ বনফুল
গ সত্যজিৎ রায় ঘ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **ঘ**

৪৯. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশকাল-
ক ১৯১৯ খ ১৯২৯
গ ১৯৩৯ ঘ ১৯৪৯ **খ**

৫০. 'অপরাজিত' উপন্যাসের লেখক-
ক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় খ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ শহীদুল্লা কায়সার ঘ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় **ক**

৫১. 'আরণ্যক' কার রচনা?
ক বুদ্ধদেব বসু খ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **ঘ**

৫২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?
ক পদশব্দ খ আরণ্যক
গ রজনী ঘ অসম বৃক্ষ **খ**

৫৩. 'মেঘমাল্লার' গ্রন্থের রচয়িতা হলেন-
ক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ সৈয়দ মুজতবা আলী **গ**

৫৪. প্রবোধকুমার কোন সাহিত্যিকের প্রকৃত নাম?
ক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গ বুদ্ধদেব বসু ঘ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **ক**

৫৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?
ক জননী খ ময়ূরকণ্ঠী
গ রাতের সমুদ্র ঘ অরণ্যের সুর **ক**

৫৬. 'পদ্মানদীর মাঝি' কার লেখা?
ক মুনীর চৌধুরী খ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **খ**

৫৭. 'পদ্মানদীর মাঝি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি-
ক উপন্যাস খ ভ্রমণকাহিনি
গ রম্যরচনা ঘ নাটক **ক**

৫৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির প্রকাশকাল-
ক ১৯৩৬ খ ১৯১৩
গ ১৯২৬ ঘ ১৯৪৬ **ক**

৫৯. আল মাহমুদের কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক বিধ্বস্ত নীলিমা খ সোনালী কাবিন
গ রাজা যায় রাজা আসে ঘ শীতে বসন্ত **খ**

৬০. কোনটি আল মাহমুদের গ্রন্থ নয়?
ক বখতিয়ার ঘোড়া খ সোনালী কাবিন
গ হেমলকের পেয়ালা ঘ কালের কলস **গ**

৬১. 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গ্রন্থটির রচয়িতা-
ক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় **খ**

৬২. 'আত্মহত্যার অধিকার' কার লেখা?
ক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় খ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **খ**

৬৩. বাংলাদেশের চেতনা প্রবাহরীতির উপন্যাস কে লিখেছেন?
ক জহির রায়হান খ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
গ শওকত ওসমান ঘ কায়েস আহমদ **খ**

৬৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত নাটক কোনটি?
ক নেমেসিস খ তরঙ্গভঙ্গ
গ আমলার মামলা ঘ ওরা কদম আলী **খ**

৬৫. 'নয়নচারা' কোন শ্রেণির রচনা?
ক উপন্যাস খ কাব্য
গ গল্প ঘ নাটক **গ**

৬৬. 'সুড়ঙ্গ' নাটকটির রচয়িতা-
ক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ খ আসকার শাইখ
গ শওকত ওসমান ঘ শামসুল হক **ক**

৬৭. 'সূর্যগ্রহণ' গল্পটি কে রচনা করেছেন?
ক শাহরিয়ার কবির খ নুরুল মোমেন
গ শওকত ওসমান ঘ জহির রায়হান **ঘ**

৬৮. 'একুশের গল্প' প্রবন্ধটি কার লেখা?
ক শামসুর রহমান খ বেগম সুফিয়া কামাল
গ শওকত ওসমান ঘ জহির রায়হান **ঘ**

৬৯. 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটির পরিচালক ছিলেন-
ক চাষী নজরুল ইসলাম খ আতাউর রহমান
গ জহির রায়হান ঘ সুভাষ দত্ত **গ**

৭০. 'হাজার বছর ধরে' কোন ধরনের রচনা?
ক উপন্যাস খ ছোটগল্প
গ আত্মজীবনী ঘ রোজনামচা **ক**

৭১. কবি গোলাম মোস্তফা পরলোকগমন করেন-
ক ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর
খ ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর
গ ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর
ঘ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর **গ**

৭২. 'বিশ্বনবী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক ফররুখ আহম্মেদ খ আকরাম খাঁ
গ মীর মশাররফ হোসেন ঘ গোলাম মোস্তফা **ঘ**

৭৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন বাদ বা ইজম দ্বারা প্রভাবিত?
ক রোমান্টিসিজম খ ক্লাসিসিজম
গ মার্কসিজম ঘ পোস্ট মর্ডানিজম **গ**

৭৪. সৈয়দ আলী আহসানের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ-
ক ইডিপাস খ একক সন্ধ্যায় বসন্ত
গ পাখীর বাসা ঘ বলাকা **খ**

৭৫. 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি'-এর রচয়িতা কে?
ক সিকান্দার আবু জাফর খ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
গ ফররুখ আহমদ ঘ আহসান হাবীব **খ**

Home Work

১. স্বর্ণকুমারী দেবীর পিতার নাম- [৪৬তম বিসিএস]
ক দ্বারকানাথ ঠাকুর খ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ প্রমথ চৌধুরী **খ**

২. রঞ্জন চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন নাটকের? [৪৬তম বিসিএস]
ক বিসর্জন খ রক্তকরবী
গ মুক্তধারা ঘ ডাকঘর **খ**

৩. শচীন, দামিনী ও শ্রীবিলাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন উপন্যাসের চরিত্র? [৪৫তম বিসিএস]
ক চতুরঙ্গ খ চার অধ্যায়
গ নৌকাডুবি ঘ ঘরে বাইরে **ক**

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বয়সে ছোটগল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন? [৪৫তম বিসিএস]
ক ১০ বছর খ ১২ বছর
গ ১৪ বছর ঘ ১৬ বছর **ঘ**

৫. একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতার চরণ? [৩৬তম বিসিএস]
ক সোনার তরী খ চিত্রা
গ মানসী ঘ বলাকা **ক**

৬. নিচের কোন চরিত্র দুটি রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের? [৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক বিহারী-বিনোদিনী খ নিখিলেশ-বিমলা
গ মধুসূদন-কুমুদিনী ঘ অমিত-লাবণ্য **খ**

৭. 'Gitanjali' of Rabindranath Tagore was translated by- [৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক W. B. Yeats খ. Robert Frost
গ John Keats ঘ Rudyard Kipling **ক**

৮. কোনটি কাব্যগ্রন্থ? [৩৫তম বিসিএস; ২০তম বিসিএস; বা.প.উ.এ. (সহকারী পরিচালক)'২২]
ক শেষ প্রশ্ন খ শেষ লেখা
গ শেষের কবিতা ঘ শেষের পরিচয় **খ**

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের আদিবসতি কোথায় ছিল? [৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক খুলনার দক্ষিণ ডিহি খ ছোটনাগপুর মালভূমি
গ যশোরের কেশবপুর ঘ কুষ্টিয়ার শিলাইদহ **ক**

১০. কোনটি রবীন্দ্ররচনার অন্তর্গত নয়? [৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক "কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও"?
খ "অগ্নিগ্রাসী বিশ্বত্রাসি জাগুক আবার আত্মদান"
গ "প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তায় সকল খানে"?
ঘ "কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে"। **খ**

১১. 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি কার লেখা? [৩৪তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক আলাওল খ কাজী দীন মহম্মদ
গ কাজী মোতাহের হোসেন ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **ঘ**

১২. গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ সম্পাদনা করেছেন- [৩৩তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক এজরা পাউন্ড খ কাদম্বরী দেবী
গ ডব্লিউ. বি. ইয়েটস ঘ কীটস **গ**

১৩. 'ছিন্নপত্র'র অধিকাংশ পত্র কাকে উদ্দেশ্য করে লেখা? [৩১তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক ইন্দিরা দেবী খ কাদম্বরী দেবী
গ মৃণালিনী দেবী ঘ মৈত্রেয়ী দেবী **ক**

১৪. রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতা কোন ছন্দে রচিত? [৩০তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক স্বরবৃত্ত খ অক্ষরবৃত্ত
গ মন্দাক্রান্তা ঘ মাত্রাবৃত্ত **ঘ**

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিপ্রাকৃত গল্প কোনটি? [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক একরাত্রি খ নষ্টনীড়
গ ক্ষুধিত পাষাণ ঘ মধ্যবর্তিনী **গ**

১৬. 'শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটখাট বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গল্পের সংলাপ? [২৭তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক একরাত্রি খ শুভা
গ সমাপ্তি ঘ পোস্টমাস্টার **গ**

১৭. 'মৃন্ময়ী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ছোটগল্পের নায়িকা? [২৫তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক সমাপ্তি খ দেনা-পাওনা
গ পোস্টমাস্টার ঘ মধ্যবর্তিনী **ক**

১৮. "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"-এর রচয়িতা- [২২তম ও ২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় খ চণ্ডীদাস
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ ভারত চন্দ্র **গ**

১৯. 'সঞ্চয়িতা' কোন কবির কাব্য সংকলন? [২২তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
গ কাজী নজরুল ইসলাম ঘ জসীম উদ্দীন **ক**

২০. রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থটি নাটক? [২২তম বিসিএস; সোনালী ব্যাংক অফিসার (ক্যাশ)- '১৫]
ক চোখের বালি খ বলাকা
গ ঘরে-বাইরে ঘ রক্তকরবী **ঘ**

২১. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা? [২১তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক চতুর্দশী খ চতুষ্কোণ
গ চতুরঙ্গ ঘ চতুষ্কাঠ **গ**

২২. কোন বইটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নয়? [১৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক শেষের কবিতা খ দোলন চাঁপা
গ সোনার তরী ঘ মানসী **খ**

২৩. কোন উপন্যাসটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ? [১৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক বিষবৃক্ষ খ গণদেবতা
গ আরণ্যক ঘ ঘরে বাইরে **ঘ**

২৪. রবি ঠাকুর কোন গ্রন্থটি নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন? [১৫তম বিসিএস পরীক্ষা; ডা.অ. (হিসাব সহকারী/অফিস সহকার কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২; বি.ম. (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)'২২; ক.অ.জে. (সিনিয়র অ্যাকাইন্টস ক্লার্ক)'২২; বা.বে.বি.চ.ক.]
ক বলাকা খ বসন্ত
গ শেষের কবিতা ঘ সঞ্চয়িতা **খ**

২৫. কোন সালে রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী পালন করা হয়? [১৩তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক ১৯৫১ সালে খ ১৯৬১ সালে
গ ১৯৭১ সালে ঘ ১৯৮১ সালে **খ**

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় কবির উপলব্ধি হচ্ছে- [১৪তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক ভবিষ্যৎ বিচিত্র ও বিপুল সম্ভনাময়
খ বাধা বিপত্তি প্রতিভাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে
গ প্রকৃতি বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী
ঘ ভাঙার পরেই গড়ার কাজ শুরু হয় **ক**

২৭. কোনটি রবীন্দ্রনাথের কাব্য নয়? [বাংলাদেশ রেলওয়ে (বুকিং সহকারী)-২০২৪]
ক চিত্রা খ সেঁজুতি
গ সোনারতরী ঘ চক্রবাক **ঘ**

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম কী? [১৯তম বিসিএস (প্রাণিসম্পদ)'৯৮; প.ম. (সহকারী পরিচালক)'২৩; ব.পা.ম.টে.ই/টে.ই.ক. (ইনস্ট্রাক্টর (ডিটিআই))'১৮]
ক ভানুসিংহ ঠাকুর খ টেকচাঁদ ঠাকুর
গ হুতোম প্যাঁচা ঘ বীরবল **ক**

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন কত সালে? [ঔ.প্র.অ. (অফিস সহায়ক)'২২; ম.অ. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর)'২১; কৃ.স.অ. (উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা)'২১; ত.যো.প্র.ম. (সহকারী প্রোগ্রাম)'২০; স্বা.প.ক.ম. (উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল))'১৯; বি.ম. (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)'১৯; প.ম. (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)'১৯; বি.ম. (উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল))'১৯; না.মি.অ. (সিনিয়র স্টাফ নার্স)'১৮; ম.শি.ম. (উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা)'১৬; স্বা.ম. (উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল))'১৬; স্ব.ম.আ.ভি.অ. (সার্কেল অ্যাডজুটেন্ট/উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা/সহকারী অ্যাডজুটেন্ট)'১৫; স্ব.ম. (কারা তত্ত্বাবধায়ক)'১০; প্র.ম.অ. (এডমিনিস্ট্রেশন অফিসার ও পার্সোনাল অফিসার)'০৬]
ক ১৯০০ সালে খ ১৯০৫ সালে
গ ১৯১৩ সালে ঘ ১৯১৭ সালে **গ**

৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' কোন ধরনের রচনা? [পো.জে.উ (রাজশাহী) (উচ্চমান সহকারী)'২২; প.ম. (সুপারিনটেনডেন্ট)'১৯; ডা.টে.বি.অ. আ.অ. (এস্টিমেটর)'১৮; প্র.ক.বৈ.ক.ম. (উপসহকারী পরিচালক)'১৭; প.ত.বা.অ. (পরিসংখ্যান কর্মকর্তা)'১৭; আ.বি.স.বি.ম. (সাব-রেজিস্টার)'১৬; প.প.অ. (সহকারী পরিকল্পনা কর্মকর্তা)'১২; প্র.ম.অ. (এডমিনিস্ট্রেশন অফিসার ও পার্সোনাল অফিসার)'৬; ম.হি.নি.নি.কা. (অডিটর)'১৪; স্থা.স.বি. (সহকারী প্রকৌশলী (পুর)'১৯; নি.কা.স. (থানা/উপজেলা নির্বাচন অফিসার)'০৮; স.ম. (উপজেলা সমাজসেবা অফিসার)'০৮]
ক ছোটগল্প খ কাব্য
গ নাটক ঘ উপন্যাস **ঘ**

৩১. কোন কাব্যগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের? [ফা.সা.সি.ডি.অ. (স্টেশন অফিসার) ২০২২]
ক মানসী, ক্ষণিকা, বলাকা
খ সোনারতরী, প্রভাবতসঙ্গীত, নাম রেকেছি কোমলগান্ধার
গ চিত্রা, চৈতালী, চিনে নেওয়া
ঘ পূরবী, বীরাঙ্গনা, নন্দিনী **ক**

৩২. 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' বাংলা সাহিত্যের কোন যুগের নিদর্শন? [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর)'২৩]
ক প্রাচীন যুগ খ আধুনিক যুগ
গ মধ্যযুগ ঘ অন্ধকার যুগ **খ**

৩৩. রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যে ব্যবহৃত ছন্দের নাম- [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর)'২৩]
ক মুক্তক ছন্দ খ স্বরবৃত্ত ছন্দ
গ গদ্যছন্দ ঘ মন্দাক্রান্ত ছন্দ **ক**

৩৪. **'বলাকা' কাব্য লিখেছেন-** [বি.ম. (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)'২২]
ক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ কাজী নজরুল ইসলাম **গ**

৩৫. **'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ করেন কে?**[বা.স্থ.ক. (ওয়্যারহাউজ সুপারিটেনডেন্ট ও ক্যাশিয়ার)'২২; বি.ম. (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)'২২]
ক জীবনানন্দ দাশ খ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
গ হেমচন্দ্র ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **ঘ**

৩৬. **'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'- চরণটি কার রচনা?** [বা.কৃ.উ.ক. (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)'২২; ত.ম.অ.গ.অ. (সহকারী তথ্য অফিসার)'১৩]
ক বিহারীলাল ঠাকুর খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ মোহিতলাল মজুমদার ঘ সুকান্ত ভট্টাচার্য **খ**

৩৭. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গ্রন্থটি উপন্যাস?** [২৪তম বিসিএস'০৩; ক.বে.হে.কে. (কমিউনিটি হেলথ প্রোভাইডার)'২২; বি.ম. (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)'১৯]
ক শেষের কবিতা খ বলাকা
গ ডাকঘর ঘ কালান্তর **ক**

৩৮. **'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি রচয়িতা কে?** [ম.বি. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২৩; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক)'১০]
ক সত্যেণ সেন খ আবুল ফজল
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ আল মাহমুদ **গ**

৩৯. **রবীন্দ্রনাথ যে নাটকটি শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন** [বা.বে.বি.চ.ক. (নিরাপত্তা অপারেটর) '২১; প.অ. (অফিস সহায়ক)'২৩; বা.পা.উ.বো. (ডাটা এন্ট্রি অপারেটর) '১৯]
ক কালের যাত্রা খ শেসপ্রশ্ন
গ শ্যামা ঘ সঞ্চিতা **ক**

৪০. **"হৈম কে অমি লইয়া যাইব"- কে বলেছিল?** [স্থা.স.প্র.অ. (কার্যসহকারী) '২৩]
ক হৈমন্তীর স্বামী খ হৈমন্তরীর বাবা
গ দিদিমা ঘ বনমালী বাবু **ক**

৪১. **কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ গ্রন্থ?** [প.ম. (সহকারী সাইফার কর্মকর্তা)'২২; বা.স্থ.ক (ওয়্যারহাউজ সুপারিনটেনডেন্ট ও ক্যাশিয়ার)'২২]
ক কালান্তর খ ডাকঘর
গ বলাকা ঘ চিত্রা **ক**

৪২. **বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত রবীন্দ্ররচনা-**[বা.প.উ.বো. (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২২]
ক মুকুট খ ছিন্নপত্র
গ ভাঙাগান ঘ রাজর্ষি **খ**

৪৩. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সোনার তরী' কোথায় রচনা করেন?** [স.জ.অ. (কার্যসহকারী)'২২]
ক শাহজাদপুর খ শিলাইদহ
গ পতিসর ঘ জোড়াসাঁকো **খ**

৪৪. **'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি কার লেখা?** [স.অ. (ইউনিয়ন সমাজকর্মী)'২২]
ক কাজী নজরুর ইসলাম খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ কায়কোবাদ **গ**

৪৫. **'জাপান যাত্রী' এর রচয়িতা কে?** [ক.জে.অ্যা. (অডিটর)'২২]
ক জীসমউদ্‌দীন খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ ইব্রাহীম খাঁ ঘ আহমদ ছফা **খ**

৪৬. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম সাল কত?** [ডা.জী.বী. (সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর)'২২]
ক ১৮৬১ খ ১৮৭১
গ ১৮৮১ ঘ ১৮৯১ **ক**

৪৭. **'ভানুসিংহ ঠাকুর' কার ছদ্মনাম?** [৩৪তম, ২৪তম (বাতিল) ও ১৯তম বিসিএস]
ক পরশুরাম খ নীললোহিত
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ গাজী মিয়া **গ**

৪৮. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মতারিখ ২৫ বৈশাখ ১৮৬১ সালের মে মাসের কোন তারিখ ছিল?** [প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরে সহকারী পরিচালক: ০১]
ক ৬ খ ৭
গ ৮ ঘ ৯ **খ**

৪৯. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম–** [সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংকের অফিসার: '০৮]
ক ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মে
খ ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুন
গ ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ৫ মে
ঘ ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুন **ক**

৫০. **'বিশ্বভারতী' কে প্রতিষ্ঠা করেন?** [প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরে সহকারী পরিচালক: '১১]
ক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর **খ**

৫১. **বিধবার প্রেম নিয়ে রচিত উপন্যাস কোনটি? [৪১তম বিসিএস]**
ক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শেষ প্রশ্ন'
খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি'
গ কাজী নজরুল ইসলামের 'কুহেলিকা'
ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকু-লা' **খ**

৫২. **"কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে।**
সন্ধ্যা বেলায় দীপ জ্বালার আগে
সকাল বেলায় সলতে পাকানো"- বাক্যদ্বয় কোন রচনা থেকে উদ্ধৃত? [৪০তম বিসিএস]
ক নৌকাডুবি খ চোখের বালি
গ যোগাযোগ ঘ শেষের কবিতা **গ**

৫৩. **'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটি কার লেখা?** [৩৪তম ও ১৬তম বিসিএস]
ক আলাওল খ কাজী দ্বীন মহম্মদ
গ কাজী মোতাহের হোসেন ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **ঘ**

৫৪. **'চতুরঙ্গ' গ্রন্থ একটি–** [সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী : ২০১৮]
ক নাটক খ উপন্যাস
গ ভ্রমণকাহিনি ঘ কাব্য **খ**

৫৫. **'শর্মিলা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কোন উপন্যাসের নায়িকা?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ঢাকা বিভাগ) : ২০০৮]
ক দুই বোন খ মালঞ্চ
গ শেষের কবিতা ঘ বৌঠাকুরাণীর হাট **ক**

৫৬. **'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের মূল উপজীব্য হলো–** [নৌপরিবহণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মহিলা ও শিশুবিষয়ক, ভূমি ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা: '১৮]
ক ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতি খ ইতিহাস
গ প্রেম-ভালোবাসা ঘ জমিদার প্রজার কাহিনি **ক**

৫৭. কোন কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা- ২০১৭; স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নার্সিং সেবা অধিদপ্তরের মিডওয়াইফ- ২০১৭]
ক সোনার তরী খ বলাকা
গ গীতালি ঘ গীতাঞ্জলি **ঘ**

৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক: '১২]
ক গীতাঞ্জলি খ বলাকা
গ বনফুল ঘ পূরবী **গ**

৫৯. রবীন্দ্রনাথ যে রচনাটির জন্য সর্বাধিক বিখ্যাত সেটি কোনটি? [বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক: ২০০৩]
ক বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত
খ গল্পগুচ্ছ
গ সঞ্চয়িতা ঘ গীতাঞ্জলি **ঘ**

৬০. "একখানি ছোট খেত, আমি একলা" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতার রচনা? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে/বিভাগ/অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) পদে নিয়োগ পরীক্ষা: ২০১৮]
ক সোনার তরী খ চিত্রা
গ বলাকা ঘ মানসী **ক**

৬১. রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা কোনটি? [মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ০৬]
ক হিন্দু মেলার উপহার খ হিং টিং ছট
গ সবুজের অভিযান ঘ নিরুদ্দেশে যাত্রা **ক**

৬২. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর' কবিতাটির কবি কে? [পাবলিক সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ে সহকারী সচিব ২০০৫]
ক সুফিয়া কামাল খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ কাজী নজরুল ইসলাম ঘ আহসান হাবীব **খ**

৬৩. 'সবুজের অভিযান' কবিতা রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? [সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসার ২০১৩; নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৩]
ক সোনার তরী খ পুরবী
গ বলাকা ঘ চিত্রা **গ**

৬৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কোন রচনাটি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেন? [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান এসিস্টেন্ট অফিসার: '১৯]
ক শেষের কবিতা খ কালের যাত্রা
গ তাসের দেশ ঘ. বসন্ত **গ**

৬৫. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কৌতুক-নাটক?[সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী যান্ত্রিক ২০১৯]
ক বেল্লিক বাজার খ গোড়ায় গলদ
গ বিবাহ বিভ্রাট ঘ জামাই বারিক **খ**

৬৬. 'রতন' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গল্পের চরিত্র? [বা শিপিং করপোরেশন সিনিয়র অ্যাসিসট্যান্ট: ১৮]
ক ডাকঘর খ পোস্টমাস্টার
গ ছুটি ঘ সমাপ্তি **খ**

৬৭. রবীন্দ্রনাথ রচিত নিচের যে গল্পটির পরিণতি বেদনাবিধুর নয়– [BDBL Senior Officer : 18]
ক অতিথি খ পোস্টমাস্টার
গ কঙ্কাল ঘ ছুটি **গ**

৬৮. "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি"– রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যের কবিতা? [২৬তম বিসিএস; বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে/বিভাগ/অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) পদে নিয়োগ পরীক্ষা: ২০১৮; বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড'স কোম্পানি লিমিটেড (সহকারী ব্যবস্থাপক)- ২০১৭]
ক পূরবী খ শেষলেখা
গ আকাশ প্রদীপ ঘ সেঁজুতি **খ**

৬৯. "আজি হতে শতবর্ষ পরে, কে তুমি পড়িছ বসি, আমার ..... কৌতূহলভরে।" শূন্যস্থানে প্রচলিত শব্দটি চিহ্নিত করুন? [বি আর সি অফিসার: ২০১৮]
ক রচনাখানি খ কবিতাখানি
গ গ্রন্থখানি ঘ কাব্যখানি **খ**

৭০. "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" –কে লিখেছেন? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার : ২০১৭]
ক শেখ মুজিবুর রহমান খ শেখ হাসিনা
গ কাজী নজরুল ইসলাম ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **ঘ**

৭১. নিচের কবিতাংশটি কোন কবির রচনা? 'নীল নব ঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে'। [সহকারী পরিচালক (বিআরটিএ): ২০১৮]
ক কায়কোবাদ খ ফররুখ আহমদ
গ কাজী নজরুল ইসলাম ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **ঘ**

৭২. "মানুষ যা চায় তা ভুল করে চায়, যা পায় তা চায় না"– কার কথা? [পাবলিক সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ে সহকারী সচিব : ২০১৮]
ক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ শেক্সপীয়র ঘ কবি কায়কোবাদ **খ**

৭৩. 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা'– পঙ্‌ক্তিটি রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য উক্তি? [কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষি কর্মকর্তা: '০৯; বাংলাদেশ ব্যাংক MD: '১২]
ক বলাকা খ সোনার তরী
গ পূরবী ঘ খেয়া **ক**

৭৪. নিচের কোনটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ নয়? [৪৫তম বিসিএস]
ক ইছামতি খ মেঘমল্লার
গ মৌরিফুল ঘ যাত্রাবদল **ক**

৭৫. 'দিবারাত্রির কাব্য' কার লেখা উপন্যাস? [৩২তম বিসিএস (বিশেষ)'১২; স্বা.অ. (কম্পাইন্ডার)'২২]
ক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গ ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় **ঘ**

৭৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃপ্রদত্ত নাম- [বি.ম. (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)'২২]
ক হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়
খ রতন বন্দ্যোপাধ্যায়
গ প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘ জ্যোতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **গ**

৭৭. 'পুতুল নাচের ইতিকথা' গ্রন্থের রচয়িতা-[স্বা.প্র.অ. (নকশাকার (ড্রাফটম্যান) ২০২২]
ক বুদ্ধদেব বসু খ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ জহির রায়হান ঘ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় **ঘ**

৭৮. 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটি কার রচনা?[বি.ম. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২]
ক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ শওকত ওসমান ঘ জহির রায়হান **ক**

৭৯. নিচের কোনটি রাজনৈতিক উপন্যাস নয়? [প.ম. (সহকারী পরিচালক) '২৩]
ক ঘরে-বাইরে খ পথের দাবী
গ চাঁদের অমাবস্যা ঘ চিলেকোঠার সেপাই **গ**

৮০. 'নয়নচারা' গল্পের রচয়িতা– [পিএসসি (সিনিয়র স্টাফ নার্স) '২৩; বি.ম. (প্রশাসনিক কর্মকর্তা) '১৯]
ক সৈয়দ শামসুল হক খ হুমায়ুন আহমেদ
গ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ঘ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী **গ**

৮১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লেখা নাটক কোনটি?[৪৪তম বিসিএস ২০২২; প. প. অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা) '২৩]
ক কবর খ বহিপীর
গ ওরা কদম আলী ঘ পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় **খ**

৮২. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের উপজীব্য হলো– [১৩তম বিসিএস]
ক চরবাসীদের দুঃখী জীবন
খ জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ
গ চাষি জীবনের করুণ চিত্র
ঘ মাঝি-মাল্লার সংগ্রামশীল জীবন **খ**

৮৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কত বছর বয়েসে 'অতসীমামী' গল্প লিখেন? [রাবিAইউনিট (গ্রুপ-১) ২০১৯-২০]
ক একুশ খ বাইশ
গ বত্রিশ ঘ বিশ **ঘ**

৮৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক নিবাস কোন জেলায়? [চবি B ইউটি (সেট-২) ২০১৯-২০]
ক কলকাতা খ ফরিদপুর
গ চট্টগ্রাম ঘ ঢাকা **ঘ**

৮৫. 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গ্রন্থটির রচয়িতা– [সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক পরীক্ষা: '১১]
ক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় **গ**

৮৬. 'পুতুল নাচের ইতিকথা' একটি– [জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা- '০৩]
ক কাব্যগ্রন্থ খ উপন্যাস
গ গীতিকাব্য ঘ আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ **খ**

৮৭. 'লালসালু' উপন্যাসটির লেখক কে? [২১তম বিসিএস; পরিসংখ্যান কর্মকর্তা পরীক্ষা- '১৮; বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর: '১৭]
ক মুনীর চৌধুরী খ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
গ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ শওকত আলী **খ**

৮৮. কোনটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর রচনা নয়?[স্থানীয় সরকার বিভাগরে উপসহকারী প্রকৌশলী/নকশাকার ২০১৯]
ক আনন্দ মঠ খ চাঁদের আমাবস্যা
গ লালসালু ঘ কাঁদো নদী কাঁদো **ক**

৮৯. 'অস্তিত্ববাদী' উপন্যাস কোনটি? [স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল): ২০১৭]
ক ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী খ সংকর সংকীর্তন
গ সূর্যদীঘল বাড়ি ঘ কাঁদো নদী কাঁদো **ঘ**

৯০. কোনটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত উপন্যাস? [অগ্রণী ব্যাংক, সিনিয়র অফিসার (বাতিল): ১৭]
ক পদ্মা মেঘনা যমুনা খ কাঁদো নদী কাঁদো
গ ঢেঁড়াই চরিক মানস ঘ পুতুল নাচের ইতিকথা **খ**

৯১. ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত উপন্যাসের নাম– [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ): '০৮-'০৯]
ক নয়নচোরা খ চাঁদের অমাবস্যা
গ লালসালু ঘ দুই তীর **গ**

৯২. 'লালসালু' উপন্যাসের উপজীব্য হলো– [উপজেলা মহিলা ও শিশুবিষয়ক কর্মকর্তা: '০৭]
ক চাষি জীবনের করুণ চিত্র খ নারীর বন্দীদশার করুণ চিত্র
গ ধর্মীয় ভণ্ডামির নিখুঁত চিত্র ঘ ধর্মীয় মূল্যবোধ বিস্তারের চিত্র **গ**

৯৩. 'সোনালী কাবিন' কাব্যের রচয়িতা কে? [১৫তম বিসিএস; সমন্বিত ৬ ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান-২০১৯]
ক হাসান হাফিজুর রহমান খ আল মাহমুদ
গ হুমায়ুন আজাদ ঘ শক্তি চট্টোপাধ্যায় **খ**

৯৪. 'লোক-লোকান্তর' কবিতা গ্রন্থটির কবি কে? [পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মাঠ কর্মকর্তা পরীক্ষা: '১৮]
ক নির্মলেন্দু গুণ খ শামসুর রাহমান
গ আল মাহমুদ ঘ আবুল হাসান **গ**

৯৫. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাস কার লেখা? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার: ১৮; বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর: ১৭]
ক শওকত ওসমান খ সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ
গ জহির রায়হান ঘ শহীদুল্লা কায়সার **গ**

৯৬. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'Stop Genocide' এর পরিচালক কে? [দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-সহকারী পরিচালক- ২০১৮; কারা তত্ত্বাবধায়ক পদে নিয়োগ পরীক্ষা -'০৬]
ক আলমগীর কবির খ বাবুল চৌধুরী
গ গীতা মেতো ঘ জহির রায়হান **ঘ**

৯৭. 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটির পরিচালক ছিলেন– [প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারীর ইনস্ট্রাক্টর: '১২]
ক তারেক মাসুদ খ জহির রায়হান
গ সুভাষ দত্ত ঘ আলমগীর কবির **খ**

৯৮. জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটির পটভূমিকা হলো- [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ
খ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন
গ একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন
ঘ কোনটিই নয় **গ**

৯৯. বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক অগ্নিস্বাক্ষী খ চিলেকোঠার সেপাই
গ আরেক ফাল্গুন ঘ অনেক সূর্যের আশা **গ**

Class Test

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' কাব্য প্রকাশিত হয় কোন সনে?
ক ১৯১০ খ ১৯১১
গ ১৯১২ ঘ ১৯১৩

২. স্ত্রীর মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন–
ক স্মরণ খ উৎসর্গ
গ নৈবেদ্য ঘ খেয়া

৩. 'বাংলার মাটি বাংলার জল' সনেটটি কার রচনা?
ক অতুলপ্রসাদ সেন খ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ কাজী নজরুল ইসলাম

৪. 'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথের রচিত–
ক উপন্যাসের নাম খ কবিতার নাম
গ গল্প সংকলনের নাম ঘ নাটকের নাম

৫. 'আরণ্যক' কার রচনা?
ক বুদ্ধদেব বসু খ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬. 'জাপান যাত্রী' এর রচয়িতা কে?
ক জীসমউদ্‌দীন খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ ইব্রাহীম খাঁ ঘ আহমদ ছফা

৭. 'নয়নচারা' কোন শ্রেণির রচনা?
ক উপন্যাস খ কাব্য
গ গল্প ঘ নাটক

৮. 'একুশের গল্প' প্রবন্ধটি কার লেখা?
ক শামসুর রহমান খ বেগম সুফিয়া কামাল
গ শওকত ওসমান ঘ জহির রায়হান

৯. 'রতন' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গল্পের চরিত্র?
ক ডাকঘর খ পোস্টমাস্টার
গ ছুটি ঘ সমাপ্তি

১০. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লেখা নাটক কোনটি?
ক কবর
খ বহিপীর
গ ওরা কদম আলী
ঘ পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

উত্তরমালা

১	ক
২	ক
৩	গ
৪	ক
৫	ঘ
৬	খ
৭	গ
৮	ঘ
৯	খ
১০	খ

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া এসাইনমেন্ট এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।